রসূলের স. যুগে

নারী স্বাধীনতা

(৪র্থ খন্ড)

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
ইসলামিক থ্যট (বি.আই.আই.টি)

www.pathagar.com

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা

চতুর্থ খণ্ড

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা

চতুর্থ খণ্ড

تحرير المرأة فى عصر الرسالة

الجزء الرابع

কুরআনুল করিম এবং সহী বুখারী ও সহী মুসলিমের সুস্পষ্ট হাদীসের ভিত্তিতে
নারী সমস্যার বিস্তারিত ও বাস্তবভিত্তিক পর্যালোচনা

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ

অনুবাদ
ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী

সম্পাদনা
আবদুল মান্নান তালিব
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

تحرير المرأة فى عصر الرسالة
الجزء الرابع

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা
চতুর্থ খণ্ড

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ

অনুবাদ : ড. আবুল কালাম পাটোয়ারী

সম্পাদনা : আবদুল মান্নান তালিব
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি)
রোড নং ১৬ (পুরাতন ২৭), বাড়ি নং ৫০, ধানমণ্ডি আ/এ,
ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন : ৯১৩৮৩৬৭, ৮১২২৬৭৭,
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১১৪৭১৬
E-mail: biit_org@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৬ ইং, ১৪২৭ হি.

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : মশিউর রহমান

মুদ্রক : আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা

কম্পোজ : তাসনিম কম্পিউটার, মগবাজার, ঢাকা

মূল্য
অফসেট : ৩০০ টাকা
সাদা : ২৫০ টাকা
ইউএস ডলার : ১৫

ISBN-984-8203-47-4

'Rasuler s. Juge Nari Shadhinata 4th volume' is a Bengali translation of *Tahrirul Mar'ah Fi Asrir Risalah'* by Abdul Halim Abu Shuqqah, translated by Dr. Abul Kalam Patwari, edited by Abdul Mannan Talib & Muhammad Mozammel Hoque and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), Road No. 16 (Old 27), House No. 50, Dhanmondi R/A, Dhaka-1209, Bangladesh. E-mail: biit_org@ yahoo.com, Phone : 9138367, 8122677, Fax : 880-2-9114716. 1st edition : December 2006.
Price : White Tk. 250.00, Offset Tk. 300.00 Us $: 15

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

নারী ও পুরুষ নিয়ে মানুষের সমাজ গঠিত। সভ্যতার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। নারীর ভূমিকাও ছিল বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নরূপ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও নারীকে দেখা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে। সাম্প্রতিককালে নারী অধিকার ও নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বিশ্ব সংস্থা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেই নারী আন্দোলনের বিষয়টিকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যান্য দিকের মতোই এক্ষেত্রে অগ্রগতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো হচ্ছে পরিস্ফুট। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি *'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা'* বইটি থেকে সংশ্লিষ্ট পাঠক ও চলমান নারী আন্দোলন দিক-নির্দেশনা পাবে। এই বইটি প্রখ্যাত লেখক আবদুল হালীম আবু শুক্‌কাহ্ রচিত *'তাহ্‌রীরুল মার্‌আ ফী আসরির রিসালাহ্'* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী এবং সম্পাদনা করেছেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। এ গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে বইটির মুদ্রণ কাজ বিলম্বিত হয়েছে এবং এজন্য কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

এ বইটির অনুবাদক, সম্পাদক এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ করে মাওলানা হাসান রহমতী, মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামসহ সকলকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকবৃন্দ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ্ হাফেজ।

এম জহুরুল ইসলাম
এফসিএ
নির্বাহী পরিচালক
বি আই আই টি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

চতুর্থ খণ্ডের নাম মুসলিম নারীর হিজাব বা পর্দা রাখা হয়নি কেন? ২৫
নারীর পোশাকে শরীয়তের শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য ৩১
পোশাকের প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত রহস্য ৩৬
নারীর পোশাকের জন্য শরীয়ত কি কোনো রং ও আকৃতি নির্দিষ্ট করেছে? ৩৭
গায়ের মাহরাম পুরুষের সাথে সাক্ষাতের সময় নারীর পোশাকের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত ৩৯
প্রথম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৪১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

প্রথম শর্ত ঃ মুসলিম নারীর পোশাক হচ্ছে মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও গোড়ালিসহ পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা ৪৫
পবিত্র কুরআনের আলোকে নারীর দেহে সতরের সীমা ৪৫

প্রথম সীমা : সূরা আল আহ্যাব থেকে
রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য বিশেষ পর্দা ৪৫

দ্বিতীয় সীমা : সূরা আল আহ্যাব থেকে
স্বাধীন নারীদের পর্দা দাসীদের থেকে পৃথক হওয়া অপরিহার্য ৪৬
তাফসীরের কিতাবসমূহে এ আয়াতের যে আলোচনা এসেছে ৪৬
চাদর ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ ওয়াজিব না মুসতাহাব ৫৯

তৃতীয় সীমা : সূরা নূর থেকে
গায়ের মাহরাম পুরুষদের সামনে মেয়েদের সৌন্দর্য প্রকাশ করার সীমা ৫৯
তাফসীরের কিতাবের আলোকে এ আয়াতটির ব্যাখ্যা ৫৯

চতুর্থ সীমা ঃ সূরা নূর থেকে
ওড়না দিয়ে ঘাড় ও বুক ঢেকে রাখার জন্য মেয়েদের প্রতি নির্দেশ ৭১

পঞ্চম সীমা ঃ সূরা নূর থেকে
নারী গোপন সৌন্দর্য কাদের সামনে প্রকাশ করতে পারবে ৭৩

ষষ্ঠ সীমা : সূরা নূর থেকে
পায়ের গোছার সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখা ৭৭
পা প্রকাশ করা সম্পর্কে হাদীসের দলিল ৭৮
পা ঢেকে রাখার প্রতি হাদীসের ইঙ্গিত ৮০

www.pathagar.com

মেয়েদের পোশাকের লম্বা ঝুল সম্পর্কিত হাদীসগুলো কি
শুধু রসূল স.-এর স্ত্রীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? ৮২
পূর্বতন ফকীহদের মতামত ৮৪
সপ্তম সীমা : সূরা নূর থেকে
বৃদ্ধা মহিলাদের পোশাকের কিঞ্চিৎ খুলে রাখার শিথিলতার অনুমোদন ৮৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৮৯

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মুসলিম
সমাজের মেয়েদের চেহারা খোলা রাখার প্রাধান্য ছিল ৯৫
প্রথমত : কুরআনে উল্লিখিত দলিলসমূহ ও হাদীসে এর বর্ণনা ৯৫
পবিত্র কুরআনের প্রথম দলিল এবং হাদীসে এর বর্ণনা ৯৫
পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় দলিল ও কুরআন সুন্নাহ থেকে এর ব্যাখ্যা ৯৮
পবিত্র কুরআনের তৃতীয় দলিল ও হাদীসের ব্যাখ্যা ৯৯
দ্বিতীয়ত : পবিত্র সুন্নাহের দলিল ১০১
সুন্নাতের প্রথম দলিল
সাতটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সিজদা করা-তন্মধ্যে কপাল ও নাক ১০১
সুন্নাতের দ্বিতীয় দলিল
বিবাহের প্রস্তাবকারীকে প্রস্তাবকারিণীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার নির্দেশ ১০২
সুন্নাতের তৃতীয় দলিল
শোক পালনকারী নারীর জন্য সাজসজ্জা করা হারাম ১০৩
সুন্নাতের চতুর্থ দলিল
উম্মাহাতুল মুমেনীনগণ তাদের মুখ ঢেকে রাখবে, স্বাধীন নারীরা তাদের
মুখ খোলা রাখবে এবং দাসীরা তাদের মুখ ও মাথা খোলা রাখবে ১০৫
সুন্নাতের পঞ্চম দলিল
ফজরের নামাযে মুমিন নারীরা মুখ খোলা রেখে বের হতেন ১০৬
সুন্নাতের ষষ্ঠ দলিল
অলির এতিম মেয়ে বিয়ে করার বিধান ১০৭
সুন্নাতের সপ্তম দলিল
বালেগা নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখার অনুমতি ১০৭
তৃতীয়ত : উল্লিখিত নসসমূহ ১০৮
প্রথম প্রমাণ ১০৯
হিজাব ফরয হওয়ার পর উম্মুহাতুল মুমেনীনদের মুখ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক ছিল ১১১
দ্বিতীয় প্রমাণ
উল্লিখিত সকল 'নস' থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুমিন নারীরা
চেহারা খোলা রাখতেন ১১৩

www.pathagar.com

উম্মুহাতুল মুমেনীনদের ওপর হিজাব ফরয হওয়ার পূর্ব থেকেই
সম্মানিত মহিলা সাহাবীগণ তাঁদের মুখ খোলা রাখতেন ১১৪
হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বে উম্মুহাতুল মুমিনীনদের অবস্থা ১১৫
উম্মুহাতুল মুমিনীনদের ওপর হিজাব ফরয হওয়ার পরও সম্মানিতা
মহিলা সাহাবীগণ তাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখতেন ১১৮
সাধারণ মুমিন মহিলাগণ উম্মুল মুমেনীনের ওপর হিজাব ফরয
হওয়ার পর তাদের চেহারা খোলা রাখতেন ১২২
তৃতীয় প্রমাণ
কোন কোন মহিলার চেহারা ঢেকে রাখার বিষয় ১৩৩
চতুর্থ প্রমাণ
মেয়েদের গায়ের রং ও সৌন্দর্যের বর্ণনা ও অস্পষ্ট নামের
মেয়েদের সাথে সম্পর্কিত প্রমাণসমূহের ব্যাখ্যা ১৩৬
পঞ্চম প্রমাণ
মহিলাদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ব্যাপারে
উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে দলিল গ্রহণ করা হয়েছে ১৩৮
চতুর্থত : ফিকাহবিদদের কথা প্রমাণ করে যে, মেয়েদের চেহারা
খোলা রাখার অধিক প্রচলন ছিল ১৩৯
তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১৪১

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

মেয়েদের চেহারা খোলা রাখার বিষয়টি শরীয়তসম্মত হওয়ার অতিরিক্ত প্রমাণ ১৫১
প্রসঙ্গ কথা
মুবাহ সম্পর্কে 'নস' বা দলিল পেশ করা বড়ই কঠিন কাজ ১৫১
মহিলাদের চেহারা খোলা রাখা জায়েয হওয়ার কিছু নিদর্শন ১৫৫
প্রথম নিদর্শন
চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট কোনো দলিল নেই ১৫৫
দ্বিতীয় নির্দশন
চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হলে তা প্রসার লাভ করতো ১৫৭
তৃতীয় নিদর্শন
চেহারা খোলা রাখা মানুষের স্বভাব ১৬০
চতুর্থ নিদর্শন
দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদ চেহারা খোলা রাখতে বাধ্য করে ১৬১
১. মুখমণ্ডল খোলা রাখা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও অবস্থা জানতে সহায়তা করে ১৬১
২. চেহারা খোলা রাখার ফলে আত্মীয়-স্বজন ও রক্তের
সম্পর্কীয়দের সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে ১৬৩
৩. মুখমণ্ডল খোলা রাখা নারীকে সামাজিক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে ১৬৫

৪. চেহারা খোলা রাখা নারীকে সামাজিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণে সাহায্য করে থাকে ১৬৬
৫. মুখমণ্ডল খোলা রাখা সামাজিক নিরাপত্তাকে সাহায্য করে ১৬৬
৬. মুখমণ্ডল খোলা রাখার প্রচলন ফিতনার তীব্রতা হ্রাস করে ১৬৭
৭. চেহারা খোলা নারীকে লজ্জাবতী হতে ও দৃষ্টি অবনত করতে সাহায্য করে ১৬৭
৮. চেহারা খোলা রাখা মানসিক সুস্থতাকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে ১৬৮
পঞ্চম নিদর্শন
মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা কঠিন এবং খোলা রাখা সহজ ১৬৯
চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১৭১

পঞ্চম অনুচ্ছেদ
নারীর চেহারা খোলা রাখার বৈধতার ক্ষেত্রে অতীতের ফকীহদের ঐকমত্য ১৭৭
প্রথমত : বিভিন্ন মাযহাবের কিতাবগুলো থেকে উল্লেখ করা হলো ১৭৭
হানাফী মাযহাব ১৭৭
মালেকী মাযহাব ১৭৭
শাফেয়ী মাযহাব ১৮০
হাম্বলী মাযহাব ১৮১
যাহেরী মাযহাব ১৮১
দ্বিতীয়ত : বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহদের বক্তব্য ১৮২
তৃতীয়ত : কোন কোন ফকীহের মত ১৮৩
মুখমণ্ডল সতর না হওয়ার ব্যাপারে পূর্বতন ফকীহগণ একমত ১৮৫
সামান্য ব্যতিক্রমী কথা দ্বারা কি পূর্বতন
ফকীহদের মতৈক্য বাতিল হতে পারে? ১৮৭
পূর্বতন ফকীহদের ঐকমত্য সম্পর্কে হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের দৃষ্টিভঙ্গি ১৮৯
হাম্বলী মাযহাবের পরিচিতি ১৮৯
প্রথম অবস্থান
পূর্বতন ফকীহদের সাথে হাম্বলী মাযহাবের ঐকমত্য ১৯৪
দ্বিতীয় অবস্থান
হাম্বলী ফকীহগণ পূর্বতন ফকীহদের ঐকমত্যের বিরোধিতা করে মত প্রকাশ করেন ১৯৫
তৃতীয় অবস্থান
হাম্বলী ফকীহদের উল্লিখিত ফিকহী ভুল পূর্বতন ফকীহদের ঐকমত্যের বিপরীত ১৯৬
চতুর্থ অবস্থান
হাম্বলী ফকীহগণ পূর্বতন ফকীহদের ঐকমত্য খণ্ডন করার জন্য
প্রকাশ্য অভিযোগ উত্থাপন করেছেন ১৯৯
নারীর চেহারা খোলা রাখার বিধান সম্পর্কে পরবর্তী কালের ফকীহদের ঐকমত্য ২০৯
সারকথা ২১১
পঞ্চম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ২১৩

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

জাহেলী ও ইসলামী যুগে নিকাব ২১৯
জাহেলী যুগে নিকাব ২১৯
ইসলামী শরীয়তে নিকাব ২২৩
ইহরামের সময় নিকাব নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ ২২৩
মুসলমানদের ইতিহাসে নিকাবের প্রচলন ২২৬
প্রথমত : হিজাব ফরয হওয়ার পর রসূল স.-এর স্ত্রীগণের নিকাব পরিধান ও তার প্রমাণ ২২৭
দ্বিতীয়ত : কোন কোন নারীর নিকাব পরার প্রমাণ ২২৮
তৃতীয়ত : কোন কোন সময় নিকাব খুলে ফেলার প্রমাণ ২২৯
নিকাবের পর্যালোচনা ২৩১
প্রথম পর্যালোচনা : নিকাব পোশাকের একটা ধরন বা মডেল ২৩১
দ্বিতীয় পর্যালোচনা : শরীয়ত নারীদের প্রতি অতি দয়া করেছে ২৩২
তৃতীয় পর্যালোচনা : অন্ধ অনুকরণ থেকে আমাদের কি মুক্তির সময় এসেছে? ২৩৩
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ২৩৪

সপ্তম অনুচ্ছেদ

ইহরামে নারীর চেহারা খোলা রাখা ওয়াজিব ২৩৯
চার মাযহাবের বক্তব্য ২৩৯
মূল কথা ২৪২
ইবনে হাযমের বক্তব্য ২৪৪
সপ্তম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ২৪৭

অষ্টম অনুচ্ছেদ

দ্বিতীয় শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও সৌন্দর্য এ ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি, পা ও পোশাকের সৌন্দর্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা ২৫১
ভূমিকা ২৫১
দ্বিতীয় শর্তের জন্য সাধারণ দলিল ২৫৫
প্রথমত : মুখমণ্ডলের সাজসজ্জা ২৫৬
দ্বিতীয়ত : হাতের কব্জির সাজসজ্জা ২৫৯
তৃতীয়ত : পায়ের সাজসজ্জা ২৬০
চতুর্থত : পোশাকের সৌন্দর্য ২৬০
বিভিন্ন প্রকার 'নস'-এ বর্ণিত সৌন্দর্যের পর্যালোচনা ২৬২
নারীর সাজসজ্জা সম্পর্কিত বিভিন্ন জিজ্ঞাসা ২৬২

www.pathagar.com

মহিলাদের স্বাভাবিক সাজসজ্জা সম্পর্কে ফকীহদের বক্তব্য ২৬৮
অষ্টম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ২৭১

নবম অনুচ্ছেদ
তৃতীয় শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও তার সাজসজ্জা
মুসলিম সমাজের নিকট পরিচিত হতে হবে ২৭৭
চতুর্থ শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক সামগ্রিকভাবে পুরুষের
পোশাকের বিপরীত হতে হবে ২৭৭
পঞ্চম শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও তার সৌন্দর্য সামগ্রিকভাবে
কাফের নারীদের থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে ২৭৯
নবম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ২৮০

দশম অনুচ্ছেদ
মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার বিপক্ষের বক্তাদের সাথে আলোচনা ২৮৩
আমাদের জবাবের প্রথম কয়েকটি দিক ২৮৩
আমাদের জবাবের দ্বিতীয় কয়েকটি দিক ২৮৫
আমাদের জবাবের তৃতীয় কয়েকটি দিক ২৮৫
আমাদের জবাবের চতুর্থ দিকসমূহ ২৮৯
আমাদের জবাবের পঞ্চম কয়েকটি দিক ২৯০
আমাদের জবাবের ষষ্ঠ কয়েকটি দিক ২৯২
আমাদের জবাবের সপ্তম কয়েকটি দিক ২৯৩
আমাদের জবাবের অষ্টম কয়েকটি দিক ২৯৫
আমাদের জবাবের নবম কয়েকটি দিক ২৯৫
আমাদের জবাবের দশম কয়েকটি দিক ২৯৭
আমাদের জবাবের আরও কয়েকটি দিক ২৯৭
গায়ের মাহরাম নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রসঙ্গে
ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য ও আমাদের জবাব ২৯৮
পায়ের শব্দ ও নূপুরের শব্দ অধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী, না কি চেহারা?
এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাবের কয়েকটি দিক ২৯৯
চেহারা সতরের অংশ না হয়ে পায়ের নলা ও গোছা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কেন?
এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাবের বিভিন্ন দিক ২৯৯
চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব, ফিতনার পথ বন্ধ ও নিরাপত্তার জন্য
এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাব ৩০০
ইহরাম অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও রসূল স. নারীদেরকে কাপড়ের আঁচল দিয়ে
চেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশ দেননি, তার কয়েকটি প্রমাণ ৩০৪

www.pathagar.com

পুরুষরা নারীদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশিত
এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য ৩০৫
চেহারা ঢেকে রাখা সম্পূর্ণ ও অকাট্যভাবে যৌন আকর্ষণের দৃষ্টির প্রতিষেধক
এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য ৩১০
সাবালিকা নারীর দু'টি অঙ্গ ছাড়া অন্যকিছু দেখা ঠিক নয়
এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য ৩১১
স্বাধীন নারীর চেহারা ঢেকে রাখা প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য ৩১১
চেহারা ঢেকে রাখা প্রসঙ্গে হাফেয ইবনে হাজারের বক্তব্য ও আমাদের জবাব ৩১২
সাহাবীদের যুগে নারীরা তাদের চেহারা ঢেকে রাখতেন
এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাব ৩১৩
দশম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৩১৫

একাদশ অনুচ্ছেদ

চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হওয়ার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে আলোচনা ৩২১
নিকাবকে মুস্তাহাব ও লজ্জা হিসেবে গণ্য করা সম্পর্কে আমাদের জবাব ৩২১
চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে আমাদের জবাব ৩২২
চেহারা ঢেকে রাখাকে তাকওয়া হিসেবে গণ্য করা এ সম্পর্কে আমাদের জবাব ৩২৩
নিকাব পরা একটি ভাল কাজ : এ সম্পর্কে আমাদের জবাব ৩২৪
নিকাব শরীয়তের একটি বিধান : এ সম্পর্কে আমাদের জবাব ৩২৫
চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে আপত্তিকারীদের বক্তব্য
এবং তাদের উদ্দেশে আমাদের আরও কিছু কথা ৩২৫
চেহারা খোলা রাখার ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্যের পর্যালোচনা ৩২৬
সকলের জন্য আকর্ষণীয় কথা ৩২৯
একাদশ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৩৩১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা

চতুর্থ খণ্ড

تحرير المرأة فى عصر الرسالة

الجزء الرابع

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

❑ চতুর্থ খণ্ডের নাম মুসলিম নারীর হিজাব বা পর্দা রাখা হয়নি কেন?

❑ নারীর পোশাকে শরীয়তের শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য

❑ পোশাকের প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত রহস্য

❑ গায়ের মাহ্রাম পুরুষের সাথে সাক্ষাতের সময় নারীর পোশাকের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

❑ প্রথম শর্ত ঃ মুসলিম নারীর পোশাক হচ্ছে মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও গোড়ালিসহ পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

❑ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মুসলিম সমাজের মেয়েদের চেহারা খোলা রাখার প্রাধান্য ছিল

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

❑ মেয়েদের চেহারা খোলা রাখার বিষয়টি শরীয়তসম্মত হওয়ার অতিরিক্ত প্রমাণ

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

❑ নারীর চেহারা খোলা রাখার বৈধতার ক্ষেত্রে অতীতের ফকীহদের ঐকমত্য

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

❑ জাহেলী ও ইসলামী যুগে নিকাব

সপ্তম অনুচ্ছেদ

❑ ইহ্রামে নারীর চেহারা খোলা রাখা ওয়াজিব

অষ্টম অনুচ্ছেদ

❑ দ্বিতীয় শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও সৌন্দর্য
এ ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি, পা ও পোশাকের সৌন্দর্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা

নবম অনুচ্ছেদ

❑ তৃতীয় শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও তার সাজসজ্জা মুসলিম সমাজের নিকট পরিচিত হতে হবে

❑ চতুর্থ শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক সামগ্রিকভাবে পুরুষের পোশাকের বিপরীত হতে হবে

❑ পঞ্চম শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও তার সৌন্দর্য সামগ্রিকভাবে কাফের নারীদের থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে

দশম অনুচ্ছেদ

❑ মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার বিপক্ষের বক্তাদের সাথে আলোচনা

একাদশ অনুচ্ছেদ

❑ চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হওয়ার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে আলোচনা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অনুচ্ছেদ

- চতুর্থ খণ্ডের নাম মুসলিম নারীর হিজাব বা পর্দা রাখা হয়নি কেন?
- নারীর পোশাকে শরীয়তের শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য
- নারীর পোশাকের প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত রহস্য
- গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের সাথে সাক্ষাতের সময় নারীর পোশাকের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চতুর্থ খণ্ডের নাম মুসলিম নারীর হিজাব বা পর্দা রাখা হয়নি কেন?

গ্রন্থের এ খণ্ডে ঘরের ভেতরে অথবা বাইরে গায়ের মাহ্‌রাম লোকদের সামনে মুসলিম নারীর পোশাক ও সাজসজ্জা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের লেখকদের, এমন কি সাধারণ মানুষের কাছেও শরীয়তের পোশাকের নামে হিজাব' একটি বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই সংগে 'পর্দা-আবৃত' শব্দটির ব্যবহার এই ধরনের পোশাক-পরিহিতা মহিলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। সত্য কথা হলো, এ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি, যেভাবে তারা বলে থাকে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণের 'হিজাব' শব্দের পারিভাষিক অর্থ ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকার নানাবিধ কারণ ছিল।

ক. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'আল হিজাব' (الحجاب) শব্দের অর্থের ব্যবহার মুহাদ্দিসগণের পরিভাষার বিপরীত

মহান আল্লাহ্ বলেন :

«ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم انّ لعنة الله على الظالمين - الذين يصدون عن سبيل الله ويبعونها عوجا وهم بالاخرة كافرون - وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم»

অর্থাৎ 'জান্নাতবাসীরা দোযখবাসীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের রব আমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছেন আমরা তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের রব তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছেন তোমরা কি তা সত্য পেয়েছো? তারা বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর ঘোষণাকারী তাদেরকে বলবে, অত্যাচারীদের ওপর আল্লাহর লা'নত, যারা আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো এবং বক্রতা অনুসন্ধান করতো, তারাই পরকাল অস্বীকারকারী। উভয়ের মধ্যে হিজাব বা পর্দা থাকবে এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনতে পারবে।' (আল আ'রাফ ঃ ৪৪-৪৬)

«اذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد فقال انى احببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب.»

'অপরাহ্নে যখন তার সম্মুখে খুব শিক্ষিত সুসজ্জিত দ্রুতগামী ঘোড়া উপস্থিত করা হলো, তখন সে বললো, আমি তো আল্লাহর স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্যপ্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম, এদিকে সূর্য অস্তমিত (হিজাবাবৃত) হয়ে গেল।' (সাদ ঃ ৩১-৩২)

www.pathagar.com

«وقـالوا قلوبنا فى اكنـة مما تدعـولنا اليـه وفى اذاننا وقـر ومن بـيـنـنـا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون»

'তারা বললো, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত, কর্ণে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মাঝে অন্তরাল (হিজাব)। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর, আমরা আমাদের কাজ করি।' (ফুস্সিলাত ঃ ৫)

«وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ»

'ওহীর মাধ্যম ছাড়া অথবা পর্দার (হিজাব) অন্তরাল ব্যতিরেকে কোনো মানুষের সাথে কথা বলার নিয়ম আল্লাহর নেই।' (সূরা শূরা ঃ ৫১)

«وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِالاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا.

'তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও তাদের মাঝে একটি প্রচ্ছন্ন পর্দা (হিজাব) রেখে দিই, যারা পরকাল বিশ্বাস করে না।' (ইসরা ঃ ৪৫)

«واذكر فى الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا»

'বর্ণনা কর এ কিতাবে উল্লিখিত মার্‌য়ামের কথা যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। অতঃপর তাদের নিকট থেকে নিজকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা (হিজাব) করলো। তখন আমি তার নিকট আমার রূহকে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলো।' (সূরা মারয়াম ঃ ১৬,১৭)

«واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهنّ»

'তোমরা তার পত্নীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার (হিজাব) অন্তরাল হতে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।' (আল আহ্‌জাব ঃ ৫৩)

উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি, 'হিজাব' অর্থ দুই অংশের মধ্যে এমন জিনিস দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাতে করে এক অংশ অন্য অংশকে দেখতে না পায় অর্থাৎ এর ফলে দেখা সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়ে যায়। তবে মানুষ যে যে ধরনের পোশাক পরে তাতে এটা সম্ভব নয়, তা যে ধরনের ও যে প্রকারের পোশাক হোক না কেন এবং সে পোশাকে নারীর সমস্ত দেহ ও মুখমণ্ডল পর্যন্ত আবৃত থাকুক না কেন। এ পোশাকের সাহায্যে নারী তার চারপাশের লোকদেরকে দেখা থেকে নিজেকে নিশ্চেষ্ট রাখতে পারবে না এবং নারীদেরকেও দেখা থেকে কোন পুরুষ নিশ্চেষ্ট থাকতে পারবে না, যদিও কালো কাপড় জড়িয়ে তার মাথা, মুখমণ্ডল ও পা পর্যন্ত ঢেকে রাখা হয়।

www.pathagar.com

হিজাব সম্পর্কে কুরআনের বাণী : فاسئلو هن من وراء الحجاب
'তাদের কাছে চাইবে পর্দার অন্তরাল থেকে।' তা এমন পর্দা যা ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং পুরুষের বৈঠক ও নারীর বৈঠকের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়।

খ. হাদীসের আলোকে হিজাব সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতবিরোধ

'উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল স.-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছে সৎ ও অসৎ লোকেরা আগমন করে। আপনি যদি আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দা পালন করার আদেশ দিতেন! তখন আল্লাহ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন।' (বুখারী)[১]

'আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার নির্দেশ কখন অবতীর্ণ হয় সে সম্পর্কে আমি সবার চেয়ে ভালো জ্ঞান রাখি। রসূল স. যখন যয়নব বিনতে জাহ্‌শ রা.-এর সাথে মিলিত হন, তখন সর্বপ্রথম পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। রসূল স. তাঁর সাথে বিবাহ অনুষ্ঠান করেন। তিনি গোত্রের লোকদেরকে দাওয়াত দেন। খাওয়ার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পর সবাই চলে যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু লোক সেখানে অবস্থান করতে থাকে। তাদের এ অবস্থান দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে। পরে নবী করিম স. ওঠেন এবং বের হয়ে যান। আমিও নবী করিমের স. সাথে বের হই যাতে তারা সবাই বের হয়ে যায়। নবী করিম স. চলতে থাকেন, আমিও চলতে থাকি। শেষ পর্যন্ত তিনি আয়েশার রা. কামরার দরজায় আসেন। তখন তিনি ধারণা করেন তারা বের হয়ে গিয়েছে। তারপর ফিরে আসেন এবং আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসি, এমন কি রসূল স. যখন যয়নব রা.-এর ঘরে প্রবেশ করেন তখনও তারা স্থান ত্যাগ না করে বসে ছিল। তারপর নবী করিম স. ফিরে আসেন, আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসি। শেষ পর্যন্ত আয়েশা রা.-এর কামরার দরজায় আসেন এবং সন্দেহ করেন হয়তো তারা বের হয়ে গিয়েছে। তারপর নবী করিম স. ফিরে আসেন, আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসি। তখন তারা বের হয়ে গিয়েছিল। নবী করিম স. আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা করে দেন এবং হিজাব সম্পর্কে নির্দেশ অবতীর্ণ হয়।' (বুখারী ও মুসলিম)[২]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমার দুধ সম্পর্কের চাচা আসলেন এবং আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আমি রসূল স.-কে জিজ্ঞেস করার পূর্বে অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলাম। এ ঘটনা ঘটেছে পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরে।[৩] অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, তুমি আমার সামনে পর্দা করছো, অথচ আমি তো তোমার চাচা? মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, তিনি অনুমতি চেয়েছেন তাঁর (হযরত আয়েশার) কাছে এবং হযরত আয়েশা রা. পর্দা করেছেন। তারপর তিনি রসূল স.-কে জানালে তিনি তাঁকে বললেন, তুমি তাঁর সাথে পর্দা করো না।' (বুখারী ও মুসলিম)[৪]

www.pathagar.com

'আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবী'আহ্ ইবনুল হারেস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. যখন যোহরের নামায আদায় করেন, আমরা (আবদুল মুত্তালিব ও ফজল ইবনে আব্বাস) তাড়াতাড়ি তাঁর কামরার কাছে গেলাম এবং তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকলাম, শেষ পর্যন্ত রসূল স. এলেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ চুপ রইলেন, এমন কি আমরা রসূল স.-এর সাথে কথা বলার ইচ্ছা করলাম। যয়নব রা. পর্দার পেছন থেকে ইংগিতে বলছিল, তোমরা তাঁর সাথে কথা বলো না।' (মুসলিম)[৫]

'আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. খায়বার ও মদীনার মাঝখানে তিন দিন অবস্থান করলেন। সেখানে সাফিয়া বিনতে হুয়াই-এর সাথে বাসর রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন। ... মুসলমানগণ বলতে লাগলেন, তিনি কি উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে গণ্য হবেন অথবা ক্রীতদাসী হবেন? তারপর তারা বললেন, যদি সাফিয়ার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেন, তাহলে তাঁকে উম্মুল মুমিনীন হিসেবে গণ্য করা হবে। পর্দা না করলে তাঁকে ক্রীতদাসী হিসেবে গণ্য করা হবে। নবী করিম স. তখন সেখান থেকে রওয়ানা হলেন, সাফিয়ার জন্য উটের পেছনে স্থান নির্ধারণ করলেন এবং সাফিয়া ও লোকদের মাঝে পর্দার ব্যবস্থা করলেন।' (বুখারী ও মুসলিম)[৬]

হাদীসের বিপুল সংখ্যক দলিলের মধ্যে এ সামান্য সংখ্যকই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশি জানতে চান, তিনি যেন এ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বুখারী ও মুসলিমে রসূলের স. স্ত্রীগণের পর্দা সংক্রান্ত আলোচনা দেখে নেন।

এ হলো কুরআন ও সুন্নার আলোকে আল হিজাব বা পর্দার অর্থ। কিন্তু পোশাক ও সাজসজ্জা, এ অংশে আমাদের শিরোনাম হবে, পবিত্র কুরআনে সে সম্পর্কিত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ্ যা বলেন।

পোশাক ও সাজসজ্জা সম্পর্কে মহান আল্লার বাণী :

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا . وَطَفِقَا يَصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ.

'তারা যখন সে বৃক্ষের ফলের আস্বাদ গ্রহণ করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা উদ্যানপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো।' (আ'রাফ ঃ ২২)

يَا بَنِى ادَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ–

'হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদের পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট।' (আ'রাফ ঃ ২৬)

يٰبَنِى اٰدَمَ لَايَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا –

www.pathagar.com

'হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কোনভাবেই প্রলুব্ধ না করে যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে সে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছে। তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করেছে।' (আ'রাফ ঃ ২৭)

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ -

'তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে।' (নূর ঃ ৩১)

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا -

'তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ হয়ে থাকে তা ছাড়া তাদের সাজসজ্জা প্রদর্শন না করে।' (নূর ঃ ৩১)

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ -

'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের নারীগণকে বলো, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়।' (আহযাব ঃ ৫৯)

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لاَيَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَتٍ بِزِيْنَةٍ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ -

'বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে; তবে তা থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম।' (নূর ঃ ৬০)

পোশাক ও সাজসজ্জা সম্পর্কে হাদীসের দলিলসমূহ

০ মুমিন নারীরা রসূলের সময়ে চাদর জাতীয় পোশাক পরিধান করে মাথা ঢেকে ফজরের জামায়াতে উপস্থিত হতেন। (বুখারী)[৭]

০ তারা শরীরের নিচের অর্ধাংশে একটি কাপড় পরিধান করে তার এক পাশ কেটে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিতেন। (বুখারী)[৮]

০ রসূলের স. কাছে রেশমের তৈরি দু'টি কাপড় নিয়ে আসা হলো। ...তিনি একটি আলী ইবনে আবু তালিবকে দান করলেন এবং বললেন, এটা কেটে তোমার মহিলাদের মাঝে ওড়না হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বণ্টন করে দাও। (মুসলিম)[৯]

০ রসূলের স. স্ত্রী আয়েশা কামিজ ও ওড়না পরিধান করে নামায পড়তেন। (মুয়াত্তা)[১০]

০ মায়মুনা রা. কামিজ ও ওড়না পরিধান করে নামায পড়তেন। কোন সালোয়ার পরিধান করতেন না। (মুয়াত্তা)[১১]

www.pathagar.com

০ একটি মেয়ে উরওয়ার নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করে বললো, পেটিকোট পরিধান করা আমার পক্ষে কষ্টকর। আমি কি কামিজ ও ওড়না পরিধান করে নামায পড়তে পারবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি কামিজ লম্বা হয়। (মুয়াত্তা)[১২]

০ ইমাম মালিক বলেন, ফসলের কাফফারা হিসেবে কাপড় দিতে চাইলে পুরুষকে একটি করে এবং মহিলদেরকে দু'টি করে দেবে, একটি জামা, অন্যটি ওড়না। কেননা এর কমে নামায হয় না। এ বিষয়ে আমি যা শুনেছি তার মধ্যে এটি উত্তম।[১৩]

০ সন্ধ্যাবেলায় আমি আমার ওপর আমার কাপড় পেঁচিয়ে নিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)[১৪]

০ আর ইহরাম বাঁধা মেয়েরা মুখে নিকাব ও হাতে দস্তানা পরবে না। (বুখারী)[১৫]

০ তারা সোনার হার ও আংটি বেলালের কাপড়ে নিক্ষেপ করলো। (বুখারী ও মুসলিম)[১৬]

০ যখন সুবিয়া আসলামিয়া নিফাস থেকে পবিত্রতা অর্জন করলেন এবং বিবাহের উদ্দেশে সাজসজ্জা করলেন- আহমদের বর্ণনায় সুরমা ও রং লাগালেন,[১৭] তখন আবু সানাবেল তার কাছে গেলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১৮]

গ. হিজাব ও পোশাকের ব্যাপারে সৃষ্ট ফলাফলের ভিত্তিতে মতপার্থক্য

হিজাব একই সময়ে নারীদেরকে পুরুষদের ও পুরুষদেরকে নারীদের দেখা থেকে বিরত রাখে।

তাই মহান আল্লাহ বলেছেন : – ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن –

'এটা তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের পবিত্রতা। এটা পুরুষদের জন্যও হৃদয়ের পবিত্রতা, কারণ তারা উম্মুহাতুল মুমিনীনদেরকে দেখবে না। তেমনিভাবে উম্মুহাতুল মুমিনীনদের জন্যও এটা হৃদয়ের পবিত্রতা, কারণ তারা পুরুষদেরকে দেখবে না। কিন্তু মেয়েরা যে পোশাকই পরিধান করুক না কেন, তা দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখলেও পুরুষদেরকে দেখার তাদের সুযোগ রয়েছে।

ঘ. সাধারণ মুমিন নারীদের 'পর্দা' ও রসূল স.-এর স্ত্রীদের 'হিজাব'-এর বিশেষত্ব

যদিও আমরা বিশেষভাবে রসূলের স. স্ত্রীদের জন্য হিজাবের বর্ণনা করেছি, সেখানে কোন নির্দিষ্ট পোশাকের কথা বলা হয়নি, বরং সমস্ত পোশাকের কথাই বলা হয়েছে। তবে রসূল স.-এর স্ত্রীগণ শরীয়তসম্মত পোশাক পরিধান করবেন। যখন তারা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবেন সে সময়ের অবস্থাকে হিজাব বা পর্দা বলা যাবে না। এভাবে আমরা দেখি ঘরের মধ্যে পুরুষদের সাথে ওঠা-বসার সময় রসূল স.-এর স্ত্রীদের জন্য হিজাবের একটা নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। এ দ্বারা তাদেরকে অন্য নারীদের থেকে পৃথক করা হয়েছে। কারণ তা শুধু রসূল স.-এর মর্যাদা ও সম্মানের জন্য। এ নিয়মনীতি

www.pathagar.com

অন্যান্য নিয়মনীতির পরিপূরক হিসেবে এসেছে, যা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

- وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ 'তোমরা গৃহের মধ্যে অবস্থান কর।'(আহযাব ঃ ৩৩)

দু'টি নিয়মই প্রবর্তিত হয় রসূল স.-এর স্ত্রীদেরকে মর্যাদাসম্পন্না ও পৃথক করার জন্য। রসূল স.-এর ইন্তিকালের পর তাঁদের প্রতি বিবাহ করার চিরন্তন নিষেধাজ্ঞা ঘোষণায় পর্দা সম্পর্কিত শেষ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَه مِنْ بَعْدِه اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا -

'তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রসূল স.-কে কষ্ট দেওয়া অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদেরকে বিবাহ করা কখনও সংগত নয়। আল্লাহর নিকট এটা ঘোরতর অপরাধ।' (আহযাব ঃ ৫৩)

এ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে নবী করিম স.-এর স্ত্রীগণের হিজাব তথা পর্দার বিশেষত্ব সম্পর্কে প্রমাণাদি আলোচিত হয়েছে। এ বিশেষত্বের মধ্যে অনেকের ভুল ধারণা ও গাফলতির পরিণতিস্বরূপ বহু লোকের বিভ্রান্তি দূর করা হয়েছে এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনদের জন্য ও সাধারণভাবে মুসলিম মহিলাদের জন্য আল্লাহ যা ফরয করেছেন তার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

নারীর পোশাকে শরীয়তের শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য

ইসলামী শরীয়তে নারীদের পোশাকের মৌল উদ্দেশ্য রয়েছে

প্রথম উদ্দেশ্য : সতর ঢাকা ও ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা রক্ষা করা। আমরা এখানে দু'টি উদ্দেশ্যের ওপর আলোকপাত করবো।

নারীর পোশাকে শর্ত আরোপের প্রথম উদ্দেশ্য

কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকেন, পোশাকের উদ্দেশ্য যদি সতর ঢাকা ও ফিতনা থেকে দূরে থাকা হয় তাহলে নারী পুরুষের সতরের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য কেন, অথচ উভয়ের শরীর একে অপরের জন্য ফিতনাস্বরূপ?

এ ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটি জবাব

ক. উভয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের ফিতনার পার্থক্য

আল্লাহ পুরুষদের তুলনায় নারীদেহে পার্থক্যসূচক গুণাবলী বেশি করে সৃষ্টি করেছেন এবং নারীদেহের প্রত্যঙ্গে নির্দিষ্ট একটা ফিতনার অবতারণা করেছেন। অন্যদিকে নারীর দৃষ্টি পুরুষের শরীরের প্রতি গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয় না অর্থাৎ প্রভাবিত করে না, যদিও এ ধরনের কিছু ঘটনা কখনো ঘটেও থাকে, তবে তাও সামান্য। এটার বিপরীত হচ্ছে নারী দেহ পুরুষের জন্য তার প্রতিটি অংশে নির্দিষ্ট সৌন্দর্য, নির্দিষ্ট ফিতনা ও

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট প্রভাব রয়েছে, বরং মানব জীবনের বাস্তব পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করে যে, ব্যাপারটি এর চাইতেও মারাত্মক। আমরা দেখি পুরুষ অধিক পোশাক পরিধান করে থাকে, এমন কি তার চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান হয় না, অথচ নারী তার তুলনায় অনেক হালকা পোশাক পরিধান করে থাকে, সম্ভবত পুরুষ শক্ত ও মোটা পোশাকে অভ্যস্ত এবং নারী নরম ও হালকা পোশাকে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে এটা হয়েছে।

খ. উভয়ের কর্মক্ষেত্রের পার্থক্য

আমরা বলতে চাই তাদের প্রধান কাজের কথা। পুরুষের কর্মক্ষেত্র ঘরের বাইরে জীবিকা অর্জন। তাই সে বিভিন্নমুখী কর্মে তার অধিকাংশ সময় ব্যয় করে থাকে। ফলে তার পক্ষে কোন কোন সময় সতর ঢাকা কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নারীর কর্মক্ষেত্রে তার ঘর ও সন্তান পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে অধিকাংশ সময় ঘরের ভেতরে হেফাজতে থাকে। তাই ঘরে তার সমস্ত দেহে সতরের নিয়ম মেনে চলার প্রয়োজন হয় না। যদিও নারী কোন কোন সময় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রয়োজনে ঘরের বাইরে কাজ করে থাকে। সেটা একটা বিশেষ অবস্থা। সে ক্ষেত্রে তাকে সতরের কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এ ক্ষেত্রে তার কাজ করা কঠিন হয় অথবা যদি ঘরের বাইরে নারী অধিকাংশ সময় কাজ করতে বাধ্য হয় তখন তার পক্ষে পূর্ণাঙ্গ সতরের নিয়ম মেনে চলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদকারী আলেমগণের উচিত তারা চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী তাদের জন্য দিকনির্দেশনামূলক সহজ বিধান উদ্ভাবন করবেন অথবা 'চাহিদা প্রয়োজনের সময় নিষেধের অনুমতি দিয়ে থাকে' الحاجاتُ تنزلُ منزلة الضرورات اباحة المخطورات এ নিয়মের অধীনে কার্যত তাদের জন্য সহজ ও সম্ভব বিধানাবলী রচনা করবেন। এ অবস্থায় আলেমগণ কি মাথা ঢেকে রাখার ব্যাপারে লঘু বিধানের অনুমতি দেবেন এবং অত্যধিক গরমে দ্রুত চলার সময় ঘাড় ছাড়া চুল ঢেকে রাখা কি যথেষ্ট হবে? তারা কি হাতের কব্জির কিছু অংশ থেকে হাতের তালু পর্যন্ত কাজের প্রয়োজনে বের করে রাখা বৈধ রাখবেন? তেমনিভাবে পানিতে প্রবেশের জন্য গোড়ালির প্রকাশ করা পায়ের টাকনু পর্যন্ত বৈধ রাখবেন ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে কোন কোন হানাফী ফকীহ الابتلاء بالإبداء 'প্রকাশের মাধ্যমে পরীক্ষা' মূলনীতি অনুসরণে প্রমাণ উপস্থাপন করেন।[১৯ক] হেদায়ার গ্রন্থকার আল মারগিনানী র. বলেন, রসূল স.-এর হাদীস :'নারীর সমগ্র শরীর ঢেকে রাখাই পর্দা।' এ হাদীসে স্বাধীন নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি পর্যন্ত ছাড়া বাকি সবটুকু সতরের অংশ। এর থেকে দুটি অংশ বাদ রাখার কারণ (للابتلاء بابد ائهما)অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে এ দু'টি অংগ বের হয়ে আসে। হিদায়ার ব্যাখ্যায় কামাল ইবনে হুমাম র. বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পর্দা কার্যকর হওয়া যদি রসূল স.-এর বাণী : الابتلاء بالإبداء নীতি অনুসারে দেহের কিছু অংশ বের করে রাখা বৈধ হয়ে থাকে, তাহলে এ কথার দাবী এটাই যে, দু'পা বের করে

www.pathagar.com

রাখাও বৈধ হবে এবং الاتبلاء। নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থাৎ الاتبلاء بابد انهما। অনিচ্ছাকৃত কারণে পা বের হয়ে আসার জন্য। 'আল ইখতিয়ার' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে : যদি নামাযরত অবস্থায় কোন মহিলার দু'বাহু বের হয়ে যায়, তাহলেও তার নামায জায়েয হবে। কেননা এটা হচ্ছে ব্যহ্যিক সৌন্দর্য। যেমন হাতের বালা কাজের জন্য তা খুলে রাখা প্রয়োজন, অথচ তা ঢেকে রাখাই উত্তম। কেউ কেউ বলেন, সেটা নামাযের মধ্যে সতর, নামাযের বাইরে সতর নয়।[১৯খ]

বাবরতী র. হেদায়ার ব্যাখ্যা শরহে ইনায়াতে বলেন, হাসান আবু হানিফা থেকে পা সতরের মধ্যে গণ্য নয় বলে বর্ণনা করেছেন। এ কথা খারখীও বলেছেন। লেখক বলেন, এটাই বেশি সঠিক। কেননা খালি পায়ে অথবা জুতা পরিধান করে চললে অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও পা বের হয়ে আসে। সম্ভবত মোজা পাওয়া না গেলে।[১৯গ]

মারগিনানী র. আরো বলেন : পুরুষদের যে সতর দাসীদেরও সেই একই সতর। কেননা দাসী তাদের মনিবের প্রয়োজনে সাধারণত তাদের কাজের পোশাক পরিধান করে।[২০ক]

কামাল ইবনে হুমাম এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ বের হওয়াটাই তাকে পর্দার হুকুম থেকে বিরত রেখেছে এবং পুরুষের সাথে প্রত্যক্ষ কাজে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতাই তাকে এ সমস্ত অংগ খুলে রাখতে বাধ্য করেছে।[২০খ]

আমাদের ভেবে দেখতে হবে কিভাবে প্রয়োজনে ও কষ্ট নিবারণে এ দু'টো অর্থাৎ নামাযের বাইরে স্বাধীন মহিলার বাহু খুলে রাখা ও দাসীর দেহের কিছু অংশ খুলে রাখাকে বৈধ রাখা হয়েছে।

পরিশেষে ওহুদের যুদ্ধে যা ঘটেছে সে দিকে ইংগিত করবো। হযরত আয়েশা রা. ও উম্মে সুলাইম রা. উভয়েরই কাপড় ওঠাবার প্রয়োজনে পায়ের নূপুর প্রকাশিত হয়। তাঁরা দ্রুত গতিতে চলছিলেন এবং লোকদের মুখে পানি দিচ্ছিলেন।[২১]

গ. পুরুষের সতর সীমিত

পুরুষের সতর যদিও সীমিত কিন্তু ইসলামী প্রথা বাদ দিয়ে সাধারণ মানবিক প্রচলনের প্রেক্ষিতে মানুষের সাধারণ অবস্থাতেও এ নির্দিষ্ট সতরের অতিরিক্ত ঢেকে রাখা সৌন্দর্যবোধের দিক থেকে পছন্দনীয়। শুধু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সতর ঢেকে রাখা পর্যন্ত এ ব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে অর্থাৎ বিশেষ অবস্থায় এ সীমাবদ্ধতার ফলশ্রুতিতে বিশেষ অবস্থা স্বল্পতর মনে হয়। এর অর্থ এ নয় যে, পুরুষদের শরীর থেকে নারীদের বিভ্রান্ত হওয়ার ভয় কম।

নারীর পোশাকে শর্ত আরোপের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য

স্বাধীন মুসলিম নারীদের সম্মান ও দাসীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সম্পর্কে আমরা বলবো, এটি একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য। কেননা এটি তাদের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব,

www.pathagar.com

ধন-সম্পদ লাভ ও ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য নয়, বরং তাদের লজ্জা সংরক্ষণ এবং মর্যাদা ও পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এটি এজন্য যে, এর ফলে তারা পোশাকের পাশাপাশি চালচলনে একটা উচ্চ অবস্থার প্রত্যাশা করে, তেমনিভাবে মানুষের পক্ষ থেকে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে।

এ উদ্দেশ্যের সপক্ষে আমাদের যুক্তি

ক. সাধারণভাবে নারীদেহ একটা ফিতনা বিশেষ। তারপরও আমরা দেখি শরীয়ত সতরের ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায় নির্ধারণ করেছে।

প্রথম পর্যায় : রসূল স.-এর স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট। এটি হলো : পুরুষদের দৃষ্টি থেকে তাঁরা অবশ্যই নিজেকে আড়ালে রাখবেন। তবে প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া ভিন্ন কথা।

দ্বিতীয় পর্যায় : স্বাধীন মুমিন মহিলাদের জন্য। তারা চেহারা ও হাতের তালু ছাড়া সমস্ত দেহ ঢেকে রাখবে।

প্রমাণস্বরূপ لايبدين زينتهن الا ماظهر منها (সূরা নূর ঃ ৩১)
আল্লাহর এ বাণী দেখুন। এ দলিলের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রথম শর্তের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে অপরিচিত লোকদের সাথে নারীর সাক্ষাত শিরোনামে।

তৃতীয় পর্যায় : মুমিন দাসীদের জন্য। তারা কোন কোন সময় মাথা ও শরীরের কিছু অংশ ও হাঁটুর নীচের কিয়দংশ খোলা রাখে বা রাখতে পারে।

মহান আল্লাহর বাণী থেকে প্রমাণ :

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ –

'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ তাদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না।' (আহযাব ঃ ৫৯)

তাফসীর আত তাবারীতে বলা হয়েছে : আল্লাহ তাঁর নবী স.-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, মেয়েদেরকে ও মুমিন মহিলাদেরকে বলো, তারা যেন দাসীদের সদৃশ পোশাক পরিধান না করে।' ইমাম মালিক দাসীদের উদ্দেশে বলেন, তারা যেন মাথা খোলা রেখে নামায পড়ে। তিনি বলেন, এটা তাদের জন্য সুন্নত।[২২]

ইবনে কুদামার (হাম্বলী) মুগনীতে বর্ণনা করেন, মাথা অনাবৃত রেখে দাসীর নামায পড়া জায়েয।[২৩]

ইবনে তাইমিয়া বলেন : পর্দা স্বাধীন মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট, দাসীদের জন্য নয়। রসূল স. ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মুমিন মহিলাদের জন্য এভাবেই তা সুন্নাত ছিল। স্বাধীন মহিলারা পর্দা করবে এবং দাসীরা পর্দা করবে না এটাই ছিল নিয়ম। উমর রা. যখন কোন দাসীকে হিজাব বা পর্দা পরিহিতা অবস্থায় দেখতেন, তখন তাকে মারতেন

www.pathagar.com

এবং বলতেন, তোমরা কি স্বাধীন মহিলাদের মতো হতে চাও?[২৪] (অর্থাৎ আহাম্মক মহিলা বলে বকুনি দিতেন।) উমর রা.-এর এ ধরনের নিষেধের অর্থ হলো প্রকাশ্যভাবে দাসীদেরকে স্বাধীন মহিলাদের মতো পোশাক পরিধান করা থেকে বিরত রাখা।

এটা স্বাধীন মেয়েদের তুলনায় দাসীদের সংরক্ষণ ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতার ফল। যদি অপ্রকাশ্য ছাড়া প্রকাশ্য সাদৃশ্য সংঘটিত হয়, তাহলে স্বাধীন নারীদের স্বাতন্ত্র্য বিদূরিত হয়ে যায়, যা তাদের হেফাজত ও পবিত্রতার সর্বোচ্চ নিদর্শন ছিল। সন্দেহ নেই এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর।

খ. সতর ও মর্যাদার কারণে অশ্লীল কাজের শাস্তির ক্ষেত্রেও তাদেরকে বিশেষ অবস্থায় রাখা হয়েছে। অন্যদিকে সতর ও মর্যাদার ক্ষেত্রে রসূল স.-এর স্ত্রীগণ ছিলেন সর্বোচ্চ স্থানে। তেমনিভাবে শাস্তির ক্ষেত্রেও স্বাধীন মহিলাদের তুলনায় তাঁদের শাস্তি দ্বিগুণ।

মহান আল্লাহ বলেন :

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ –

অর্থাৎ 'হে নবী-পত্নীগণ! যে কাজ স্পষ্টতই অশ্লীল তোমাদের কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে।' (আহযাব ঃ ৩০)

কিন্তু স্বাধীন মহিলারা সতর ও সম্মানের ক্ষেত্রে মধ্যস্তরে অবস্থিত। তাদের শাস্তি দাসীদের তুলনায় দ্বিগুণ ছিল। দাসীদের শাস্তি ছিল নিম্ন পর্যায়ের।

মহান আল্লাহ বলেন :

فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ –

'বিবাহিতা হবার পর যদি তারা ব্যভিচার করে, তবে তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক।' (আন নিসা ঃ ২৫)

ইবনে রুশদ আল হাফীদ বলেন : লঘু শাস্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে গোলামকে তার অভাবের জন্য সুবিধা দান করা।[২৫] কেননা অশ্লীলতা তার ততটুকু ক্ষতি করে না যতটুকু স্বাধীন ব্যক্তিকে করে থাকে অর্থাৎ যখনই মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তখনই গুনাহের শাস্তিও বৃদ্ধি পায় আর যখন মর্যাদা হ্রাস পায় তখন শাস্তিও হালকা হয়ে যায়।

শেষ কথা হলো, রসূল স.-এর স্ত্রীদের সতর হলো সতরের সর্বোচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে রসূল স.-এর সম্মান ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা। রসূল স.-এর স্ত্রীগণ এ সম্মান ও মর্যাদার একটি অংশ।

সবশেষে বলা যায়, ইসলাম যখন কোন মহিলাকে তার প্রয়োজনে দেহ ঢেকে রেখে তাকে মর্যাদা প্রদর্শন করা এবং নারীসুলভ ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন ব্যতিরেকে সতর অনাবৃত রাখাকে সংগত মনে করে না, তখন মুসলমানগণ বুঝতে পারলেন পুরুষ নিজের সম্মানের স্বার্থে তার অংগ-প্রত্যংগ প্রয়োজন ব্যতিরেকে খোলা রাখবে না। এটা এজন্য যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সম্মানের মাপকাঠি হচ্ছে তার বিবেক, চরিত্র, জ্ঞান ও গুণাবলী, তার বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ বলেন : – ان اكرمكم عند الله اتقاكم 'তোমাদের মধ্যে সেই বেশি মর্যাদাশালী, যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে।' (আল হুজুরাত ঃ ১৩)

রসূল স. বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের দেহ ও চেহারা দেখবেন না। তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তঃকরণ।' (মুসলিম)[২৬]

পোশাকের প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত রহস্য

পোশাক সম্পর্কিত আলোচনা আমাদের তার প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত রহস্য জানার ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে। কেননা পোশাকের গঠনাকৃতি ও রং একটি ব্যহ্যিক রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। তার অভ্যন্তরে রয়েছে একটি গভীর রহস্য। কারণ নারী ও পুরুষরা যখন পোশাক পরিধান করে তখন তার প্রথম উদ্দেশ্য থাকে শরীর ঢাকা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হয় গরম ও শীত থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো সৌন্দর্য প্রকাশ করা। এটা হচ্ছে পোশাক সম্পর্কে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু মুসলিম নারীগণ এর সাথে তাকওয়ার পোশাকও পরিধান করবে।

মহান আল্লাহ বলেন :– لِبَاسُ التَّقْوَى ذٰلِكَ خَيْرٌ 'তাকওয়ার পোশাকই উত্তম।' (সূরা বাকারা ঃ ১৩৮)

এর সাথে তারা পবিত্রতা ও হেফাজতের পূর্ণতাও বিধান করবে

صِبْغَةَ اللّٰهُ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَه عَابِدِيْنَ -

'আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম, আল্লাহর রংয়ের চেয়ে উত্তম রং কি হতে পারে এবং আমরা তাঁরই ইবাদতকারী।' (সূরা বাকারা ঃ ১৩৮) এটাই মেয়েদের পোশাকের অন্তর্নিহিত রহস্য এবং এটা তাদের বৃহত্তম অন্তর্নিহিত রহস্যসমূহের একটি ক্ষুদ্র অংশ। এভাবে পোশাক পরিধান করা তাদের একটি নির্ধারিত কাজ। এটা মুসলিম নারীর ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান, হৃদয়বৃত্তি সম্মান ও দায়িত্বশীলতার অংশ বিশেষ। এভাবে মেয়েরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে কাজের একটা অংশ হিসেবে যোগ দিতে পারে।

০ এ পরিপূর্ণ পোশাক তার পবিত্রতা ও হেফাজত ছাড়া তার বিবেকের খোরাক বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে এবং সাথে সাথে বিবেকের মধ্যে প্রাণ-চাঞ্চল্য ও নতুনত্ব সৃষ্টি করবে।

০ এ পরিপূর্ণ পোশাক তার হৃদয়বৃত্তিকে সংরক্ষণ ও উত্তম কাজে সচেতন করবে।

০ সকল স্থানে এ পোশাক তার মর্যাদা সংরক্ষণে সাহায্য করবে।

০ পরিশেষে এ পোশাক নারীকে তার দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করবে। তার ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে জাতীয় উত্থানের অংশ হিসেবে সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা কারিগরি ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক প্রয়োজনে অংশগ্রহণে তাকে

www.pathagar.com

উৎসাহিত করবে। এভাবে নারীর সঠিক মূল্যায়ন করা হবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

আর যদি পরিপূর্ণ পোশাকের অর্থ তাকে সর্বাবস্থায় ঘরের চার দেয়ালের ভেতর বন্ধ করে রাখা হয় অথবা পোশাকের অর্থ যদি এই হয় যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার কাজকর্ম, চলাফেরা বন্ধ করে দিতে হবে আর সেটাকেই পবিত্রতা ও কল্যাণ মনে করা হবে, তাহলে এটা হবে তার জ্ঞানকে অচল করে রাখা, হৃদয়কে অন্ধকারে রাখা এবং মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা। এটা শেষ পর্যন্ত তার দায়িত্ববোধ নষ্ট করে দেবে। মূলত সে একজন মানুষ। আল্লাহ্ তাকে পুরুষের পাশাপাশি এ পৃথিবীকে গড়ে তোলার জন্য পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। রসূল স.-এর বাণী থেকে এ কথার সত্যতা পাওয়া যায়, 'নিশ্চয়ই নারীগণ পুরুষদের অংশ।'[২৬ক]

নারীর পোশাকের জন্য শরীয়ত কি কোনো রং ও আকৃতি নির্দিষ্ট করেছে?

শরীয়ত পোশাকের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বা বিশেষ আকৃতি নির্দেশ করেনি, বরং শর্ত নির্ধারণ করে নিয়েছে, যা দেশ ও জনগোষ্ঠীর পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন আকৃতির বা ধরনের হয়ে থাকে। এ কারণে শরীয়ত যে কোন রীতিকে স্বীকার করে নেয় যদি তাতে শরীয়তের কোন বিধান বা রীতির সাথে সংঘর্ষ না বাঁধে। ইসলাম পোশাকের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে প্রচলিত অনৈসলামী রীতি-রেওয়াজের কোনো পরিবর্তন করে না বরং সে শুধু প্রচলিত রেওয়াজের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমতা ও ভারসাম্য সৃষ্টি করে। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরব মেয়েরা যে পোশাক পরিধান করতো তা ছিল ভিন্ন ধরনের। যেমন তারা পরিধান করতো খিমার, যার সাহায্যে মাথা ঢেকে রাখা হতো। তারা পরিধান করতো দিরা বা কামিজ। এ দিয়ে শরীর ঢেকে রাখা হতো। আর পরিধান করতো জিলবাব বা চাদর। তা এক সাথে কামিজ ও ওড়নার ওপর ঝুলিয়ে রাখা হতো। তারা নিকাব বা বোরকাও পরিধান করতো। এর সাহায্যে কোন কোন মহিলা মুখ ঢেকে রাখতো এবং দেখার জন্য দু'টো চোখ খোলা রাখতো। ইসলাম আসার পর পোশাকের ক্ষেত্রে নিয়ম ও ধরন নির্ধারণ করে। মহিলাদেরকে পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে কিছু জিনিসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার আহ্বান করা হয়। এর ফলে তাদের দেহ সতর ঢাকার দিক দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। যেমন যদি তারা ওড়না পরিধান করে, তাহলে তা সামনের দিকে লম্বাকরে ছেড়ে দেবে। এভাবে তাদের ঘাড় ও শরীরের খোলা অংশ ঢাকা থাকবে।

আল্লাহ্ বলেন : وليضربن بخمرهن على جيوبهن 'তারা যেন নিজেদের চাদর বুকের ওপর জড়িয়ে রাখে।' (সূরা নূর ঃ ৩১)

এভাবে স্বাধীন মেয়েদের ক্ষেত্রে ইসলামের আহ্বান হচ্ছে, তারা দাসীদের থেকে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য বাইরে বের হওয়ার সময় নিজেদের চাদর দিয়ে আবৃত করে বের হবে।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ বলেন :

يايها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين -

'হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে বলো তারা যেন স্ব স্ব চাদর নিজেদের ওপর ঝুলিয়ে দেয় যাতে তাদেরকে চেনা যায়। অতঃপর তাদেরকে বিরক্ত করা হবে না।' (আহযাব ঃ ৫৯)

যেমনভাবে নিকাব পরিহিতা মহিলার ক্ষেত্রে ইসলামের আহ্বান হচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ে সে তা খুলে রাখবে, যেমন নামাযে খুলে রাখা হয়, যাতে করে কপাল ও নাক জমিনে স্পর্শের মাধ্যমে আল্লাহকে পরিপূর্ণ সিজদা করা যায়। অনুরূপভাবে ইহরামের সময়ও নিকাব খুলে রাখবে, আরামপ্রিয়তা ও দুনিয়াবিমুখিতার স্বাভাবিকতা থেকে বের হয়ে আসার উদ্দেশে। এর ওপর অনুমান করে কোন কোন হাম্বলী ইমাম স্বামীর মৃত্যুর পরে কিছু সময়ের জন্য আরামপ্রিয়তা ও সৌন্দর্য চর্চা পরিত্যাগের উদ্দেশে নিকাব নিষিদ্ধ করেন। এ হচ্ছে কতকগুলো নির্দেশিকা, যা নারীর গায়ের মাহরাম লোকদের সাথে সাক্ষাতের সময় তার পোশাকের শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। পরবর্তীতে আমি এ শর্তসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি, বাহ্যিক আকৃতি নয়। অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি হচ্ছে এমন সতর যা ফিতনা সৃষ্টিকারী সৌন্দর্যকে ঢেকে রাখে যার প্রতি আল্লাহর বাণী ইংগিত করে : (ولا يبدين زينته الا ماظهر منها) 'তারা সাধারণত যা প্রকাশ করে থাকে তাছাড়া তাদের সাজসজ্জা যেন প্রকাশ না করে।' (সূরা নূর ঃ ৩১)

পোশাকের ধরন, আকার, আকৃতি ও প্রকার আল্লাহপ্রদত্ত কোন ইবাদতের বিধান নয়, বরং তা এমন এক প্রকার আচরণ-বিধি যার কারণ ও হুকুম শরীয়তের উদ্দেশে পরিচালিত হয়। অনুরূপভাবে তা এমন কতকগুলো অভ্যাস, যা স্থান-কাল ভেদে ভিন্নতর হয়। কাজেই যে ধরনের পোশাক শরীয়তের শর্তানুসারে সতর ঢাকাকে বাস্তব রূপ দান করে এবং অন্যদিকে সতরের সাথে সাথে বিদ্যমান প্রচলিত প্রথাকেও অনুসরণ করে চলে এবং সহজে চলাফেরা করতে সাহায্য করে, সেটাই শরীয়তের নিকট গ্রহণযোগ্য পোশাক। এখানে আমরা ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বর্ণনা করবো, যা আমাদের এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা দেবে যে, পোশাকের রং, আকার, আকৃতি ও ধরনের বিভিন্নতায় কোন সমস্যা নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম-নীতি ও শর্তসমূহ পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যাবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর ফতোয়াতে বলেন, 'কুরআন ও সুন্নাহে শরীয়তের বিধানের সাথে এমন কিছু বিষয়কে আল্লাহ সম্পর্কিত রেখেছেন যেগুলোর মধ্যে কতগুলোর পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। এগুলোকে শরীয়ত বলা হয়, যেমন সালাত, যাকাত, সাওম। আবার কতগুলো এমন রয়েছে, যেগুলোর শাব্দিকভাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে : যেমন

www.pathagar.com

সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, জমিন। এছাড়া কতগুলো মানুষের অভ্যাস ও আচরণের সাথে সম্পর্কিত, যা তাদের অভ্যাসের ভিন্নতার কারণে ভিন্নতর হয়। যেমন ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ-শাদী, দিরহাম, দীনার। আরো কতগুলো বিষয় এমন আছে, যা বিধানদাতা কর্তৃক সংজ্ঞায়িত নয় এবং এর বিশেষ কোন সংজ্ঞা নেই, যাতে সকল ভাষাবিদ সমষ্টিগতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। তার পরিমাণ ও ধরন মানুষের অভ্যাসের ভিন্নতার কারণে ভিন্নতর হয়।'[২৭]

অন্যত্র ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'পোশাকের ক্ষেত্রে রসূল স.-এর অনুসরণ কখনও তার কর্মের বিশেষ ধরনের ওপর কখনও বা তার সামগ্রিক ধরনের ওপর হয়ে থাকে। কারণ কখনও তিনি এমন কিছু কাজ করেছেন, কেবল সে বিশেষ অর্থেই নয়, বরং সেই বিশেষ ধরন ও অন্যগুলোসহ ব্যাপক অর্থ বহন করে। অতএব, এ ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হবে সাধারণ নির্দেশ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রসূল স.-এর তেল ব্যবহার। এর উদ্দেশ্য কি শুধু তেল ব্যবহার অথবা মাথার চুল আঁচড়ানো— যদি সে দেশের আবহাওয়া আর্দ্র হয় এবং তার অধিবাসীরা গরম পানি দিয়ে গোসল করে, যা তেল ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখে। যদি তেল ব্যবহার তাদের চুল ও চর্মের জন্য ক্ষতিকর হয়, সেক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হবে শুধু চুল আঁচড়ানো, যা তাদের জন্য অধিক উপযোগী।

একথা সর্বজনবিদিত যে, দ্বিতীয়টি অধিক গ্রহণযোগ্য। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি ভুট্টার রুটি, শুষ্ক ও ভেজা খেজুর ও দেশীয় খাবার খায়, সেক্ষেত্রে তার অনুকরণ করার উদ্দেশ্য কি শুধু খেজুর (ভেজা ও শুষ্ক) ও ভুট্টাই হবে? এর প্রমাণ সাহাবাগণ। যখন তাঁরা বিভিন্ন দেশ জয় করেন, তাঁরা সে দেশের স্থানীয় খাবার খেতেন এবং সে দেশীয় পোশাক পরিধান করতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা মদীনার পোশাক ও খাবারকে অগ্রাধিকার দিতেন না। দ্বিতীয়টি (মদীনার পোশাক ও খাবার) যদি অধিকতর উত্তম হতো, তাহলে তাঁরা উত্তমটাই গ্রহণ করতেন। এ থেকে বুঝা যায়, রসূল স.-এর সাহাবীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাদর ব্যবহার করতেন। তাহলে প্রত্যেকের জন্য কি চাদর ও ইজার পরিধান করাই উত্তম হবে, তা সেটা কামিজের সাথে হোক না কেন অথবা ইজার ও চাদর ছাড়াই কামিজের সাথে সালোয়ার ব্যবহার হোক। এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এবং দ্বিতীয়টি অধিক স্পষ্ট।[২৮]

গায়ের মাহরাম পুরুষের সাথে সাক্ষাতের সময় নারীর পোশাকের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত

মুসলিম নারী যখন গায়ের মাহরাম পুরুষদের সাথে সাক্ষাত করে তখন তার পোশাকের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত পাঁচটি শর্ত পূরণ করা অত্যাবশ্যকীয় :

www.pathagar.com

১. মুখমণ্ডল, দু'হাতের কব্জি ও দু'পা ছাড়া বাকি সমগ্র দেহ আবৃত রাখা।

২. পোশাকের সাহায্যে মুখমণ্ডল, দু'হাতের কব্জি ও দু'পায়ের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য সৃষ্টি করা।

৩. পোশাক ও সাজসজ্জা মুসলিম সমাজের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে হতে হবে।

৪. পোশাক অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের পোশাকের থেকে ভিন্নতর হতে হবে।

৫. এ পোশাক অধিকাংশ ক্ষেত্রে অমুসলিম নারীদের পোশাকের থেকে ভিন্নতর হতে হবে।

সামনের পাঁচটি অধ্যায় (দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ) বিশেষভাবে প্রথম শর্তের প্রমাণাদির ব্যাখ্যার জন্য নির্দিষ্ট রাখবো, তা কুরআন থেকে হোক বা সুন্নাহ থেকে। সাথে সাথে মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও দু'পা খুলে রাখার বৈধতা সম্পর্কে মতভেদের আলোচনা করবো।

www.pathagar.com

প্রথম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[সহী আল বুখারী থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশগুলো কায়রোর মোস্তফা আল হালাবী ছাপাখানায় মুদ্রিত সহী আল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত। সহী মুসলিম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশ ও পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুল থেকে মুদ্রিত, ইমাম মুসলিমের আল জামেউস সহী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।]

১. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা আহযাব; অনুচ্ছেদ : لاتدخلوا بيوت النبى الا ان يوذن لكم الى طعام ১০ খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

২. সহী বুখারী, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ওলীমা একটি অধিকার, ১১ খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যয়নব বিনতে জাহাশের বিবাহ, ৪ খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

৩. সহী বুখারী, শাহাদাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বংশধারার ওপর সাক্ষ্য দান, ৬ খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা।

৪. সহী বুখারী, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যে সমস্ত মহিলার সাথে দুধ পান করার কারণে দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়তা হয়েছে, তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন করা এবং তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা (জায়েয), ১১ খণ্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা।

৫. সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : রসূলের স. পরিবারের জন্য যাকাতের অর্থ পরিহার করা, ৩ খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

৬. সহী বুখারী, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাসীদের গ্রহণ, ১১ খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দাসীকে মুক্ত করা তারপর বিবাহ করার ফযিলত, ৪ খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

৭. সহী বুখারী, সালাতের সময়সমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ফজরের সময়, ২ খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা।

৮. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : وليضربن بخمرهن على جيوبهن ১০ খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা।

৯. সহী মুসলিম, লেবাস ও যিনাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পুরুষ ও নারীর স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবহার এবং পুরুষের স্বর্ণের আংটি ও রেশম ব্যবহার হারাম এবং নারীর জন্য জায়েয, ৬ খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

১০. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, জামাতে নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মেয়েদের জন্য জামা ও ওড়না পরিরধান করে সালাত আদায়ের অনুমতি, ১ খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

১১,১২. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, জামাতে নামায পড়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মেয়েদের জন্য জামা ও ওড়না পরে সালাত আদায়ের অনুমতি, ১ খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

১৩. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, অধ্যায় মানত ও কসম, অনুচ্ছেদ : কসমের কাফফারা আদায় প্রসঙ্গে, ২ খণ্ড, ৪৮০ পৃষ্ঠা।

১৪. সহী বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : حدثنى عبد الله بن محمد الجعفى ৮খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুর পর গর্ভবতীর গর্ভ শেষ হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পুরা করা, ৪ খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠা।

১৫. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ইহরাম-পরিহিতা নারীর যেসব সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ, ৪ খণ্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা।

১৬. সহী বুখারী, ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন মহিলাদের প্রতি ইমামের উপদেশ ও নসিহত, ৩ খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ঈদের নামায অধ্যায়, ৩ খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

১৭.বন্ধনীর মধ্যে প্রবিষ্ট অংশ আহমদ দু'পথে বের করে দেন এক অংশ সহী যা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেছেন, তাঁর গ্রন্থ হিজাবুল মারাতিল মুসলিমা, ৩২ পৃষ্ঠা।

১৮. সহী বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : – حدثني عبد الله بن محمد الجعفي ৮ খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুর পর গর্ভবতী সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে, ৪ খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

১৯. ক, খ, গ. শরহে ফাতহুল বারী আলাল হিদায়া ও শরহে ইনায়া আলাল হিদায়া গ্রন্থ, ১ খণ্ড, ২৫৮. ২৫৯ পৃষ্ঠা।

২০. ক, খ, পূর্বোক্ত ১ খণ্ড, ২৬২, ২৬৩ পৃষ্ঠা।

২১. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পুরুষদের সাথে নারীর যুদ্ধে অংশগ্রহণ, ৬ খণ্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায় অনুচ্ছেদ : পুরুষদের সাথে নারীর যুদ্ধে অংশগ্রহণ, ৫ খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

২২. আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, ১ খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা।

২৩. আল মুগনী, ১ খণ্ড, ৬০৪ পৃষ্ঠা।

২৪. ফাতওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, ১৫ খণ্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা।

২৫. বেদায়াতুল মুজতাহিদ, ২ খণ্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা।

২৬. সহী মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াসসিলাতে আল-আদাবে, অনুচ্ছেদ : কোন মুসলমানের ওপর অত্যাচার করা, তাকে লজ্জিত করা ও খাটো মনে করা হারাম, ৮ খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

২৬ক. সহী আল জামে আস সগীর, হাদীস নং ২৩২৯।

২৭. ফাতওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, ১৯ খণ্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

২৮. ফাতওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, ২২ খণ্ড, ৩২৫, ৩২৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

০ প্রথম শর্ত ঃ মুসলিম নারীর পোশাক হচ্ছে মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও গোড়ালিসহ পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম শর্ত ঃ মুসলিম নারীর পোশাক হচ্ছে মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও গোড়ালিসহ পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা

পবিত্র কুরআনের আলোকে নারীর দেহে সতরের সীমা

নারীর দেহে সতরের সীমা কতটুকু সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দু'টি সূরায় উল্লেখ রয়েছে। সে দু'টি সূরা হলো, 'সূরা আল আহযাব' যা খন্দক যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যটি সূরা 'আন নূর' যা মুরাইসীর যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রথম সীমা : সূরা আল আহযাব থেকে

রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য বিশেষ পর্দা

মহান আল্লাহ বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِي الاَّ أَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَانِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحي مِنْكُمْ وَاللّٰه لاَ يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَه مِنْ بَعْدِه اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا –

'হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়ো না, অনুমতি না দিলে খাওয়ার সময়ের অপেক্ষায় বসে থাকো। তবে তোমাদের যদি খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়, তাহলে অবশ্যই আসবে এবং খাওয়া শেষে তোমরা চলে যাবে। তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না, তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, কিন্তু নবী লজ্জায় কিছুই বলেন না, আর আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে, এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিক পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রসূল স.-কে কষ্ট দেওয়া অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা কখনও বৈধ নয়, আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতম অপরাধ।' (আল আহযাব : ৫৩)

পবিত্র কুরআনে পর্দার ঘোষণা : واذا سالتموهن متاعا فاسئلو هن من وراء حجاب – 'তোমরা তাঁর পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাও।' এটা এমন পর্দা যার পেছনে নারীদেরকে বসানো হয়। এখানে পর্দার অর্থ হচ্ছে, গায়ের মাহরাম পুরুষদের সাথে রসূল স.-এর স্ত্রীদের কথাবার্তা পর্দার আড়াল থেকে হতে হবে, যাতে তাঁদের ব্যক্তিসত্তা পরিলক্ষিত না হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে তাঁদের জন্য বাইরে

www.pathagar.com

যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। সে সময় তাঁদের সমস্ত দেহ ছাড়াও অতিরিক্ত হিসেবে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা কর্তব্য অর্থাৎ পর্দার প্রকৃত অর্থ হলো, হিজাব ছাড়া রসূল স.-এর স্ত্রীগণকে গায়ের মাহরাম পুরুষদের সাথে সাক্ষাত করা থেকে বিরত রাখা এবং তাঁদের ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণভাবে পুরুষদের দৃষ্টির আড়ালে রাখা। আর প্রয়োজনে বের হওয়ার সময় মুখমণ্ডলসহ সমস্ত শরীরে পরিপূর্ণ পর্দা করা, এটা হচ্ছে পূর্বে বর্ণিত পর্দার ক্ষণস্থায়ী রূপ। এভাবে পর্দার দু'টি অবস্থা রয়েছে। প্রকৃত অবস্থা ঘরের ভেতরে। তা হলো গায়ের মাহরাম পুরুষদের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলা।

অন্যটি আংশিক অবস্থা ঘরের বাইরের জন্য। তা হলো মুখমণ্ডলসহ সমস্ত দেহ ঢেকে রাখা।

আমরা এ আয়াতে উল্লিখিত পর্দা সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিশেষ একটা অধ্যায় নির্ধারণ করেছি, বিশেষভাবে রসূল স.-এর স্ত্রীদের পর্দার স্বাতন্ত্র্য। এ বিষয়ে তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সীমা : সূরা আল আহ্যাব থেকে

স্বাধীন নারীদের পর্দা দাসীদের থেকে পৃথক হওয়া অপরিহার্য

মহান আল্লাহ বলেন :

يا ايها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً -

'হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার লোকদের মহিলাদেরকে বলে দাও তারা যেন নিজেদের ওপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে নেয়। এটা অতি উত্তম নিয়ম ও রীতি যাতে তাদেরকে চিনতে পারা যায় এবং উত্ত্যক্ত করা না হয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।' (আল আহ্যাব : ৫৯)

তাফসীরের কিতাবসমূহে এ আয়াতের যে আলোচনা এসেছে

এই আয়াতের আলোকে তাফসীরের কিতাবসমূহে যে আলোচনা এসেছে তা নিচে পেশ করছি :

তাবারী জামেউ'ল বয়ানে বলেন : الادناء 'ঝুলিয়ে রাখা' অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাঁদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে বিষয়ে ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, 'ইদনা' অর্থ তাঁরা যেন তাঁদের মুখমণ্ডল ও মাথা ঢেকে রাখেন যাতে একটা চোখ ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ না পায়। অন্যরা বলেন, বরং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন ওড়না দিয়ে মুখমণ্ডলের কপালের অংশ বেঁধে রাখেন। প্রথম কথার জন্য তাবারী চারটি বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। একটি ইবনে আব্বাস রা. থেকে, দ্বিতীয়টি কাতাদাহ থেকে, তৃতীয়টি মুজাহিদ ও চতুর্থটি আবু সালেহ থেকে। কিন্তু

www.pathagar.com

মুজাহিদ ও আবু সালেহের বর্ণনাদ্বয়ে কপালের ওপর বেঁধে রাখার কোন দলিল নেই, বরং তারা চাদর মুড়িয়ে রাখা ও চাদর দ্বারা মাথা ঢেকে রাখার কথা বলেছেন।

ওয়াহেদী তার আল ওয়াজীয ফি তাফসীর আল কুরআন আল আজিযে বলেন : يدنين عليهن من جلابيبهن অর্থাৎ - يرخين তারা যেন ঝুলিয়ে দেয় اردي ه ن। তাদের চাদর ও ملاحفهن কামিজ যাতে করে স্বাধীন হিসেবে তাদেরকে চেনা যায় এবং তাদের সম্মানের প্রতি আঘাত করা না হয়।

আল্লামা যামাখশারী তাঁর কাশ্শাফে বলেন : جلباب (জালবাব) এক প্রকার লম্বা কাপড় যা ওড়নার চেয়ে লম্বা ও চাদরের চেয়ে ছোট। মেয়েরা মাথার ওপর দিয়ে বুক পর্যন্ত তা ঝুলিয়ে রাখে।

من جلابيبهن –এই শব্দটি কোন জিনিসের অংশ বিশেষের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর দু'টো দিক রয়েছে। একটি হলো তারা তাদের চাদরের এক অংশ পেঁচিয়ে রাখে, দ্বিতীয়টি নারীরা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ মাথা ও চেহারার ওপর ঝুলিয়ে রাখে।

ইবনে আতিয়া আল মাহ্‌রার আল ওয়াজিযে বলেন : মহান আল্লাহর বাণী : يدنين عليهن من جلابيبهن জালবাব অর্থাৎ ওড়না থেকে বড় ধরনের কাপড়। ইবনে আব্বাস রা. ও ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণনামতে তা চাদর ادناء (পেঁচিয়ে রাখা) অবস্থা সম্পর্কে লোকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনে আব্বাস ও উবায়দা সালমানী বলেন, নারী তার চাদর এমনভাবে পেঁচিয়ে রাখবে যাতে দেখার জন্য একটি চোখ ছাড়া আর কোন অংশ প্রকাশিত না হয়ে পড়ে। ইবনে আব্বাস ও কাতাদার একই মত। তাঁরা বলেন, চাদর কপালের ওপর পেঁচিয়ে শক্তভাবে বেঁধে রাখবে; তারপর নাকের সাথে সংযুক্ত করবে, যদিও তাতে চোখ বেরিয়ে আসে কিন্তু তাতে বুক ও মুখমণ্ডলের অধিকাংশ আবৃত থাকবে।

এখানে ادناء-এর দু'টি অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। তাফসীরে তাবারীতে তৃতীয় একটি অবস্থা আছে এবং যা কপাল পর্যন্ত। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা পরস্পর সামঞ্জস্যশীল। অধিকাংশ মতামত এ কথাই প্রমাণ করে যে, এটা হচ্ছে প্রবক্তাদের ইজতিহাদ যা তারা পছন্দ করেছেন।

ইবনুল জাওযী যাদ আল মাসীরে বলেন : মহান আল্লাহর বাণী : يدنين عليهن من جلابيبهن সম্পর্কে ইবনে কুতাইবা বলেন, তারা চাদর পরিধান করবে। অন্যরা বলেন, তারা মুখমণ্ডল ও মাথা ঢেকে রাখবে।

আবু হাইয়ানের বাহারুল মুহীতে কাসাই-এ বলা হয়েছে, يدنين عليهن লম্বা চাদর জড়িয়ে মাথা ঢেকে রাখা। তাদের দৃষ্টিতে ادناء -এর অর্থ মেলানো।

খতীব আল শিরবিনী সিরাজুম মুনিরে বলেন : খলিল বলেন, جلباب বা চাদর হলো কম্বল। অর্থাৎ ভেতরের পোশাক ও তৈরি পোশাক পরিধানের মাধ্যমে যে সতর ঢাকা

www.pathagar.com

হয়। এখানে প্রতিটি অর্থই সঠিক বলে তাঁর ধারণা। যদি এর অর্থ কামিজও নেওয়া হয়, তাহলে তা হবে লম্বা করে সমস্ত শরীরে ঝুলিয়ে রাখা। আর যদি এর অর্থ মাথা ঢেকে রাখা বুঝানো হয়, তাহলে তা দিয়ে মুখমণ্ডল ও ঘাড় ঢেকে রাখা হয় আর যদি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা অর্থ নেওয়া হয়, তাহলে হয় লম্বা ও প্রশস্ত কাপড় যার সাহায্যে সমস্ত দেহ ও পরিধানের অন্যান্য কাপড় ঢেকে রাখা হয়। আর যদি তার সাহায্যে বিশেষ ধরনের কোন পোশাক বুঝানো হয়, তাহলে এর অর্থ হয় চেহারা ও হাত ঢেকে রাখা।

শাওকানী তার ফাতহুল কাদীরে বলেন : মহান আল্লাহর বাণী : ادنى ان يعرفن এটা হলো তাদের চেনার সহজ পদ্ধতি যার ফলে তারা দাসীদের থেকে পৃথক এবং সব মানুষের নিকট স্বাধীন মহিলা হিসেবে চিহ্নিত হবে। فلايؤذين যাতে করে সন্দেহমূলকভাবে তাদের সম্মানে আঘাত দেওয়ার সুযোগ কেউ না পায় অর্থাৎ তাদেরকে যেন সহজে চেনা যায়, তারা স্বাধীন মহিলা, দাসী নয়। কেননা তারা স্বাধীন মহিলাদের পোশাক পরিধান করেছে।

মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা

এক. চাদর চেহারার ওপর ঝুলিয়ে রাখা। এটা তাবারী ও অন্যদের বর্ণনা।

দুই. কপালের ওপর ঝুলিয়ে রাখা এবং একটি চোখ খোলা রাখা। এটা তাবারী ও অন্যদের বর্ণনা।

তিন. মুখমণ্ডলের দিকে ঝুলিয়ে রাখা ও দু'ই চোখ খোলা রাখা। এটা ইবনে আতিয়ার মত।

চার. চাদর নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা ও বিশেষ ধরনের কাপড় পরিধান করা। এটা ওয়াহেদীর বর্ণনা। চাদর পরিধান করার কথা ইবনে কুতায়বাও বলেন, এটা ইবনে জাওযীর বর্ণনা।

পাঁচ. কামিজ অথবা বিশেষ ধরনের নক্শা করা চাদর পরিধান করা। এটা তাবারীর একটা বর্ণনা।

ছয়. লম্বা চাদর জড়িয়ে মাথা ঢেকে রাখা, যেটা তার পুরো শরীর ঢেকে রাখে। الانضمام দ্বারা الادناء উদ্দেশ্য। এটা আবু হাইয়ান কাসাই থেকে বর্ণনা করেন।

সাত. যদি চাদরের অর্থ কামিজ নেওয়া হয় তাহলে ادناء বলতে এমন কাপড় বুঝাবে যার সাহায্যে সমস্ত শরীর পা পর্যন্ত ঢাকা যায়।

আট. جلباب (চাদর)-এর উদ্দেশ্য যদি মাথা ঢেকে রাখা হয় তাহলে ادناء -এর অর্থ চেহারা ও ঘাড় ঢেকে রাখা।

নয়. যদি جلباب চাদরের উদ্দেশ্য কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয় তাহলে ادناء -এর অর্থ লম্বা ও প্রশস্ত পোশাক যার সাহায্যে শরীর ও কাপড় ঢেকে রাখা হয়।

দশ. جلباب যদি লম্বা চাদর না হয় তাহলে ইদনা ادناء অর্থ চেহারা ও হাত ঢেকে রাখা।

শেষের চারটি অবস্থা খতীব আল শিরবিনী খলিল থেকে বর্ণনা করেন। খলিল তাঁর ব্যাখ্যায় বলেন : যেসব পোশাকের সাহায্যে সতর ঢেকে রাখা হয়, যেমন কম্বল বা

www.pathagar.com

বিশেষ ধরনের পোশাক, তৈরি পোশাক, এ সবই جلباب বা চাদর। এখানে সব অর্থ করা ঠিক হবে।

এসব অবস্থা যা মুফাস্‌সিরগণ উল্লেখ করেছেন তা সব সম্ভব। কিন্তু চাদরের এক পাশ ধরে রেখে চেহারার ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া এবং একটি অথবা দু'টি চোখ একত্রে খোলা রাখা সবচেয়ে কঠিন।

এতে নারীর হাত সর্বদাই ব্যস্ত থাকে এবং হাতের সাহায্যে অন্য কোন কাজে সহযোগিতা নেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ কাপড় ধোয়া অথবা জমি চাষ করা, যেভাবে গ্রামের মেয়েরা করে থাকে অথবা খেজুরের কাঁদি কাটা। যেভাবে হাদীসে বলা হয়েছে : একটি মেয়ে ফসল কাটার জন্য পথে বের হলো,[১ক] এ অবস্থায় সে তার সন্তান বহন করতে অথবা বাণিজ্যিক হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে কিংবা বাহনে আরোহণ করে তার লাগাম ধরে রাখতে সক্ষম হয় না। তেমনিভাবে রসূল স. মেয়েদেরকে ঈদের নামাযে বের হওয়ার সময় চাদর ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। রসূল স. বলেন, 'তোমাদের মেয়েদেরকে চাদর পরিধান করাও।'[১খ] এটা এজন্য যে, এর ফলে তারা প্রয়োজনে নামাযের সময় তাদের হাত মুক্ত রাখবে যাতে করে তাকবীরের সময় হাত ওঠাতে এবং রুকু ও সিজদা যথাযথভাবে করতে পারে। এখানে একথা বলা হয়নি যে, নামাযরত অবস্থায় চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা ঈদের মাঠে মেয়েরা পুরুষদের চেহারা দেখতে পায়। এ অবস্থায় তাদের চেহারা সতর বিধায় তা ঢেকে রাখা কর্তব্য যেভাবে চেহারা খোলা রাখার বৈধতা সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদিগণ বলে থাকেন। মোট কথা, সব সময় চাদর ঝুলিয়ে রাখা ও চেহারা ঢেকে রাখা সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলা যায়, যদি চেহারা ঢেকে রাখা শরীয়তের বিধান হয়ে থাকে, তাহলে নিকাব বা ঘোমটার সাহায্যে সে বিধান পূর্ণ করা শ্রেয় যা পূর্ব থেকে সমাজে পরিচিত ছিল। এটা হচ্ছে এর প্রথম একটা দিক।

দ্বিতীয়, এটাকে সতর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

তৃতীয়, এ ধরনের নিকাব মেয়েদের জন্য অধিকতর সহজ ছিল। আর এটিই ছিল চাদর যা চেহারার ওপর ঝুলিয়ে রেখে সব সময় চাদরের এক পাশ ধরে হাত বন্ধ রাখা থেকে বাঁচার উপায়। উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ থেকে আমরা যে কথাকে অগ্রাধিকার দেবো তা হলো তারা চেহারা ঢেকে রাখবে এবং এক চোখ খোলা রাখবে— এটা 'ইদনা' বা ঝুলিয়ে রাখার শরীয়তসম্মত একটা অবস্থা। তবে এটা এমন একটা গ্রহণযোগ্য অবস্থা যার মাধ্যমে অন্য অবস্থাকে শরীয়তবিরোধী বলে মনে করা হবে না। কঠিন অবস্থায় এ সুযোগ রয়েছে, এটা সাময়িক। সব সময়ের জন্য নয়। আর যদি এসব বর্ণনায় এ অবস্থাকে কেউ ওয়াজিব মনে করে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

রসূল স.-এর বাণী : 'মুহরিমাদের নিকাব নেই।' এ কথা ওয়াজিব হওয়ার বিপরীত নির্দেশ বহন করে। উপরোক্ত কথায় স্পষ্ট হয় যে, ইহরামের সময় ছাড়াও নিকাব পরা শরীয়তসম্মত বিধান। আর মূলত নিকাব হলো দৃষ্টির জন্য দু'টি চোখ খোলা রাখা, এক

www.pathagar.com

চোখ নয়। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ চোখ খোলা রাখাকে অগ্রাধিকার দেবো। এটা শরীয়তসম্মত একটা অবস্থা। এ প্রেক্ষিতে আমরা এ সংক্রান্ত সমস্ত দলিল একত্র করেছি। কিন্তু এখানে একটার সাথে অন্যটার সংঘাত ঘটাবো না, যেভাবে আমরা উল্লিখিত সমস্ত বর্ণনা একত্র করেছি।

অর্থাৎ আমরা এখানে সূরা আল আহযাবের আয়াত থেকে উল্লেখ করছি :

يدنين عليهن من جلابيبهن এবং সূরা আন নূর-এর দলিলকে لايبديل زينتهن الا ماظهر منها। একত্র করবো।

প্রথম আয়াত চাদর দ্বারা দাসীদের থেকে স্বাধীন নারীদের সতর পৃথক করার স্বীকৃতি দিয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে চেহারা ও হাতের কব্জি প্রকাশ করার অনুমতি রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ দু'টো 'যীনাত তথা সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার অংশ' যে কারণে এ প্রকাশ্য সৌন্দর্য গায়ের মাহরাম লোকদের সামনে খোলা রাখা জায়েয। এ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাফসীরকারগণ يدنين عليهن من جلابيبهن আয়াতের আলোকে যে বক্তব্য ও বর্ণনা পেশ করেছেন আমরা তা একত্র করেছি। আমরা যদি এসব অবস্থার দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ (যা ইবনে কুতাইবা ও ওয়াহেদী বলেছেন), পঞ্চম (যা আল্লামা যামাখশারীর দু'টি ব্যাখ্যার একটি ও তাবারীর একটি ব্যাখ্যা), ষষ্ঠ (আবু হাইয়ান, কাসাই থেকে বর্ণনা করেন) এবং সপ্তম ও নবম (খতীব আল শিরবিনী খলিল থেকে বর্ণনা করেন) বর্ণনায় চেহারা খোলা রেখে সাধারণভাবে চাদর দেহের ওপর ঝুলিয়ে রাখার কথাই বলা হয়েছে। যারা বর্ণনাসমূহের ওপর নির্ভর করে চেহারা ঢেকে রাখা কর্তব্য মনে করেন আমরা তাদের উদ্দেশে তাই বলবো যা তাবারী ও অন্যরা উল্লেখ করছেন। আমরা বলবো, এ সব বর্ণনা শরীয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের দিকে তাকিয়ে গবেষণাকারীগণ এ সব বর্ণনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। অতঃপর উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের সনদ এবং বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার কথা বাদ দিলেও এ ব্যাপারে রসূল স.-এর নিকট থেকে তাঁর কথা অথবা স্বীকৃতি বর্ণিত হয়নি, বরং যাঁরা এর পক্ষে কথা বলেছেন এটা তাঁদের 'ইদনা' শব্দের গবেষণালব্ধ অর্থ। তাঁরা এটা ভাল মনে করেছেন এবং ধারণা করেছেন, তাঁরা যে সময় গবেষণার মাধ্যমে এ শব্দটির এ অর্থ গ্রহণ করেছিলেন সে সময় মেয়েদের জন্য এটাই প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্যশীল সতর ছিল। তর্কের খাতিরে আমরা যদি ধরেও নিই যে, রসূল স.-এর যুগে কোন কোন মেয়ে এ কাজ করেছিল, এ বর্ণনাগুলো তাদের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ রসূল স.-এর স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ নির্দেশ যেভাবেই দেওয়া হোক না কেন। এতে এর জায়েয হওয়া অথবা ওয়াজিব হওয়া বুঝায় না, কেননা এখানে তাদের কথা বিভিন্ন হয়ে গেছে। তবে তাদের বক্তব্যে এক মতের ওপর অন্য মতের প্রাধান্য নেই। তাছাড়া এই কথাগুলোর সাহায্যে শরীয়তের কোন ওয়াজিব নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

আমাদের ধারণা, আল্লামা যামাখশারী চেহারার আয়াতের তাফসীরে আল্লাহ বাণী : مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ -এর মধ্যে যে 'মিন' "مِنْ" -এর উল্লেখ রয়েছে তার অর্থ করেছেন : তারা যেন চাদরের কোন অংশ পরিধান করে। এটা মুজাহিদের বর্ণনার নিকটবর্তী। তাবারীতে উল্লেখ আছে, 'তারা যেন চাদর পরিধান করে যাতে করে স্বাধীন নারী হিসেবে তাদেরকে চেনা যায়।' তিনি আবু সালেহ থেকে বর্ণনা করেন, 'তারা যেন চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে রাখে।' ইবনে কুতাইবার বক্তব্য হলো, তারা যেন লম্বা চাদর মিলিয়ে মাথা ঢেকে রাখে। তিনি 'ইদনা'-কে মেলানো অর্থে ব্যবহার করেছেন। খলিলের কথা হলো, যদি চাদর অর্থ কামিজ হয়, তাহলে 'ইদনা' অর্থ হবে লম্বা করে ঝুলিয়ে রাখা যেন শরীর ও পা ঢেকে থাকে। আর যদি চাদর অর্থ কাপড়ের সাহায্যে ঢেকে রাখা হয় তাহলে 'ইদনা'-এর অর্থ লম্বা ও চওড়া যাতে করে সমস্ত দেহ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা যায়। এ ধরনের অবস্থা হাদীসে উল্লিখিত অবস্থার কাছাকাছি।

সাবীয়া আল আসলামীয়া বলেন, আমি সন্ধ্যাবেলা আমার সমস্ত দেহ আবৃত করে রসূল স.-এর নিকট এসেছি।[২] ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন, আমি আমার ওপর কাপড় বেঁধে রসূল স.-এর নিকট এসেছি।[৩] এ অবস্থা 'ইদনা'-এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অবস্থার সুযোগ দেয় এবং অন্যগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার মতপার্থক্য থেকে বিরত রাখে, বরং এটা বিভিন্ন অবস্থা গ্রহণ করার পথ খোলা রাখে। প্রতি অবস্থারই তাফসীরের কিতাবসমূহে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে এবং অবস্থা বিশেষে প্রতিটিই গ্রহণযোগ্য। আমরা যদি চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তাদের বিপক্ষে ব্যাপক আলোচনায় প্রবেশ করি, তাহলে আমাদের এ আলোচনা সতরের বৈধতার বিপক্ষে যাবে না, বরং সতর ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণসমূহের দুর্বলতার কথাই প্রকাশ পাবে। অতঃপর 'জিলবাব' বা চাদর যেভাবে ঝুলিয়ে রাখা হোক না কেন, তার সাহায্যে এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীন মহিলা ও দাসীদের মধ্যে সতরের পার্থক্য সৃষ্টি করা। পরিশেষে আমরা চেহারা অনাবৃত রাখার বৈধতার বিপক্ষীয়দের উদ্দেশে বলবো, যখন 'জিলবাবে'র এসব বর্ণনার প্রতিটির সম্ভাবনা রয়েছে এবং 'ইদনা'র ক্ষেত্রে এসব অবস্থার সব কয়টির অবকাশ রয়েছে আর তাছাড়া বিজ্ঞ আলেমগণ তা নির্দিষ্ট করার জন্য চেষ্টাও করেছেন, তখন কেন আমরা একটি মাত্র অবস্থার ওপর নির্ভর করে এ ধারণা করে নেবো যে, এই অবস্থাই একমাত্র ওয়াজিব? অথচ এর সপক্ষে আল্লাহর কিতাব অথবা হাদীস থেকে কোন প্রমাণ নেই, বরং প্রসিদ্ধ সাহাবীদের পক্ষ থেকেও সঠিক কোন বক্তব্য নেই। ইদনা'র অর্থ যদি চেহারা ঢেকে রাখা হয় এবং 'ইদনা'-এর অর্থ একটি চোখ বের করে রাখা হয়, তাহলে এ বর্ণনাটি খুবই দুর্বল হয়, যদিও ইবনে আব্বাসের সাথে এর সনদ সংযুক্ত করা হয়। আবার বর্ণনাটির সনদ যখন তাবেয়ী উবায়দাহ সালমানীর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন তা সহী বর্ণনায় পরিণত হয়। এখন কি উবায়দার কথা সঠিক মনে করে ঐ সকল সাহাবীর বিশুদ্ধ বর্ণনার ওপর তাকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে, যা বায়হাকী, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর ও আয়েশা রা.[৪] থেকে এ সমস্ত বর্ণনা এ কথার স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, পথিক বা

www.pathagar.com

গায়ের মাহরাম লোকদের সামনে যতটুকু সৌন্দর্য খোলা রাখা যায়, তা হলো চেহারা ও দু'হাতের কব্জি? শায়খ ইবনে বাদ্দীস এ বিষয়ে উত্তম গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন, 'ইদনা' ادناء শব্দটি 'দানু' دنو থেকে নির্গত। 'দানু' অর্থ নিকটবর্তী । আর 'ইদনা' অর্থ নিকটবর্তী করা। يدنين عليهن من جلابيبهن -এর অর্থ يقدين عليهن তাদের নিকটবর্তী রাখে। 'দানা' আরবী ক্রিয়া পদটি 'মিন' من শব্দটি দ্বারা 'মুতাআদ্দি' متعدى হয়েছে। বলা হয়, তারা নিকটবর্তী হলো অথবা তাদেরকে নিকটবর্তী করেছিলাম। যখন 'আল'আরবী শব্দের সাথে 'মুতাআদ্দি' متعدى হয়, তখন এর অর্থ হবে 'আল্ ইদনা' আর 'আনদামা' انضم। অর্থাৎ ঝুলিয়ে রাখা বা মিলিয়ে রাখা, যেমনিভাবে আল্লাহর বাণী : دانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا -এর অর্থ তাদের ওপর সন্নিহিত বৃক্ষছায়া থাকবে সেভাবে يدنين عليهن বলা হয়।

ভাষাবিদদের মতপার্থক্য সাপেক্ষে 'জিলবাব' جِلْبَاب -এর অর্থ ওপরের কাপড়, যা মেয়েরা মাথার ওপর রেখে শরীরের নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়। যেমন ملحفة চাদর ইত্যাদি। এখানে 'মিন' من শব্দটি للتبعيض অর্থাৎ 'আংশিক' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা চেহারার দিক থেকে যা ঝুলিয়ে রাখা হয় তা হলো চাদরের এক অংশ। তাহলে এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, নারী তার চাদরের কিছু অংশ নিকটবর্তী করবে এবং ঝুলিয়ে রাখবে, তারপর চেহারার দিক থেকে মিলিয়ে রাখবে লম্বা চাদর— যা সমস্ত দেহ আবৃত করে রাখবে।

এটা সম্ভবত এভাবে যাতে সমস্ত মুখমণ্ডল অথবা আংশিক ঢেকে রাখা হবে। এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে অতীতের তাফসীরকারদের মতপার্থক্যের মধ্যে এ ধরনের বক্তব্যও রয়েছে। আয়াতের ব্যাখ্যায় আরবী ভাষাবিদগণ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে কাসাইর কথাই উত্তম। তিনি বলেন, 'তারা যেন লম্বা কাপড় দ্বারা সমস্ত চেহারা ঢেকে তা তাদের ওপর দিয়ে মিলিয়ে রাখে।' আল্লামা যামাখশারী বলেন, لانضمام। অর্থাৎ لادناء। 'ঝুলিয়ে রাখা বা লম্বা করে রাখা, তবে تقنع শব্দ দ্বারা সমস্ত মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা বুঝা যায় না।'

ইবনে জারীর তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করেন।

এক. তারা যেন তাদের চেহারা ও মাথা ঢেকে রাখে যাতে করে একটি চক্ষু ছাড়া অন্য কোন অংশ প্রকাশিত না হয়। এটা আবি সালেহের বর্ণনা অনুযায়ী আবিদাহ ও ইবনে আব্বাস র.-এর কথা।

দুই. তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের কপালের ওপর চাদর বেঁধে রাখে। এটা মুহাম্মদ ইবনে সা'আদের বর্ণনা অনুযায়ী কাতাদাহ ও ইবনে আব্বাস রা.-এর কথা। ابداء-এর আয়াতে প্রয়োজনে চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখা জায়েয যা পূর্বের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়।

www.pathagar.com

'ইদনা' ادناء -এর আয়াতে সমস্ত মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার সম্ভাবনা বুঝায়, যেমন প্রথম বর্ণনায় রয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'ইদনা' ادناء -এর আয়াত পূর্ববর্তী 'ইবদা' ابداء-এর আয়াতের সাথে تعارض বা বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হবে। এমতাবস্থায় 'ইবদা' ابداء-এর আয়াত সমগ্র চেহারা খোলা রাখা বৈধ করে। অন্যদিকে 'ইদনা' ادناء -এর আয়াত তা নিষিদ্ধ করে, তাহলে দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী চেহারার কিছু অংশ অর্থাৎ কপালে চাদরের কিয়দংশ মিলিয়ে বা ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব হয়। এ অবস্থায় 'ইবদা' ابداء -এর আয়াতের সাথে 'ইদনা' ادناء -এর আয়াতের বৈপরীত্য থাকে না। তাছাড়া 'ইবদা' ابداء-এর আয়াত এমন অর্থে ব্যবহার করা যায় যাতে করে উভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাও সম্ভব হয় যা দ্বিতীয় বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা গ্রহণ করাই অধিক শ্রেয় যদি তা নির্দিষ্ট না হয়।

তারপর মহান আল্লাহর বাণী : ذلك ادنى ان يعرفن فلايؤذين

এখানে 'ইদনা' ادناء-এর কারণ হচ্ছে যে সব দাসী অনাবৃত অথবা ছদ্মবেশে একাকী চলাফেরা করে এবং তাদেরকে দুষ্ট ও চরিত্রহীন লোকেরা উত্ত্যক্ত করে তা থেকে স্বাধীন নারীদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা হলো 'ইদনা'। ادناء -এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বর্ণনায় যা উল্লেখ রয়েছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীন ও দাসীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা। কাজেই এ অর্থে 'ইদনা' ادناء ব্যবহার করা علة তথা কার্যকারণের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল, বৈপরীত্য (تعارض) -মুক্ত, আর এটাই গ্রহণযোগ্য।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিটি আয়াত এমন অর্থ প্রকাশ করে যা অন্য আয়াতে প্রকাশ পায় না এবং 'ইবদা' ابداء -এর আয়াত চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত দেহ আবৃত রাখা বুঝায়। অন্যদিকে 'ইদনা' ادناء -এর আয়াত শরীরের ওপরের অংশকে কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা বুঝায় যা মাথা ও কপালকে শামিল করে নেয় এবং শরীরের সাথে তা মিলিয়ে রাখে। এর ফলে স্বাধীন মহিলাদের সম্মান ও সতরের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্য অর্জিত হয়। কুরআনের ব্যাপক অর্থবোধক আয়াতে এ গ্রহণযোগ্য মতই উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহই অধিক ভালো জানেন।[৫] আমরা এখানে ইবনে কাইয়েমের সঠিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করব। এতে তিনি কোন ব্যক্তি সম্মান ও মর্যাদার যত উর্ধ্বে অবস্থান করুন না কেন, যদি তার কথা রসূল স.-এর বাণীর সাথে সংঘর্ষশীল হয়, তাহলে সঠিক অবস্থা কি হবে সে সম্পর্কে বলেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত সেসব হাদীসই আমাদের জন্য যথেষ্ট যেসব হাদীস থেকে রসূল স. ও সাহাবীদের যুগে মুসলিম সমাজে মেয়েদের চেহারা খোলা রাখার প্রাধান্যই বুঝা যায়। এ দ্বারা এ কথাই প্রমাণ করে যে, মেয়েদের চেহারা খোলা রাখার প্রচলন রসূলের স. যুগেই প্রবর্তিত ছিল।

ইবনে কাইয়েম বলেন, আমরা যা দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করি এবং যার কোন বিকল্প নেই, সেটাই এ অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য। আর তা হচ্ছে : যখন রসূলের স. হাদীস আমাদের

www.pathagar.com

কাছে সহী বলে প্রমাণিত হয় এবং অপর কোন সহী হাদীস সে হাদীসটিকে 'মানসুখ' বা নাকচ করে না, তখন আমাদের ও সমগ্র মুসলিম জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সেই সহী হাদীসের ওপর আমল করা এবং তার বিপরীতে যা রয়েছে তা পরিত্যাগ করা। এ ক্ষেত্রে আমরা সহী হাদীসকে কোন ব্যক্তি দ্বিমত পোষণ করার কারণে পরিত্যাগ করতে পারি না, সে ব্যক্তি যিনিই হোন না কেন। সে বর্ণনাকারী যদি রাবী অথবা অন্য কেউ হন তাও। কারণ বর্ণনাকারীর হাদীসে ভুল করার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে অথবা ফতোয়া দেওয়ার সময় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়টি তিনি সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি অথবা এ ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল ব্যাখ্যা দিয়েছেন যার ফলে তার মতে বৈপরীত্য দেখা দিচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে কোন বৈপরীত্য নেই অথবা ফতোয়া যা হওয়া দরকার তিনি তার বিপরীতটি গ্রহণ করার জন্য অন্যকে প্রভাবিত করেন এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, তিনি তার অধিক জানেন এবং তার মত অধিক শক্তিশালী। যদি এ সম্ভাবনাসমূহের অনুপস্থিতি ধরে নেওয়া হয় তবু রাবী যে অচেতন ছিলেন না তা সন্দেহমুক্ত নয়।[৬]

স্বাধীন মহিলাদের পোশাক দাসীদের থেকে পৃথক হওয়া ওয়াজিব

স্বাধীন মহিলাদের বাইরে বের হওয়ার সময় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য চাদর ব্যবহার করা উচিত।

قال تعالى «ياايها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى أن يعرفن فلايؤذين وكان الله غفوراً رحيما - سورة الاحزاب - الاية ٥٩

অর্থাৎ 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিন নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।' (সূরা আহযাব : ৫৯)

উক্ত আয়াতে নারীদের নিকট দাবী করা হয়, তারা যখন প্রয়োজনে ঘর থেকে বাইরে যাবে তখন যেন তাদের ওপর চাদর ঝুলিয়ে রাখে। এটা দাসীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য যাতে বাইরে বিভিন্ন কারণবশত কেউ তাদেরকে উত্ত্যক্ত করতে না পারে। এর অর্থ বাইরে বের হওয়ার সময় চাদরকে পূর্ণাঙ্গরূপে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এ পূর্ণাঙ্গ রূপের মধ্যে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য, নিরাপত্তা ও সম্মান নিহিত। অন্যদিকে পর্দার ক্ষেত্রে সমস্ত দেহ ঢেকে রাখা ওয়াজিব। শরীয়ত প্রণেতার নির্দেশিত শর্তের আলোকে যে ধরনের পোশাকের সাহায্যে শর্ত পূরণ করা যায় এটা তাই। উল্লিখিত আয়াত চাদরের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও স্বাতন্ত্র্য বাইরের জন্য হওয়াটাই প্রমাণ করে।

www.pathagar.com

০ মহান আল্লাহ বলেন : ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ এখানে চাদর ঝুলিয়ে রাখার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। আর রাস্তায় চলার সময় মানুষ যেন তাদেরকে স্বাধীন নারী হিসেবে চিনতে পারে। ফলে কেউ তাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে না।

০ উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন يدنين عليهن من جلابيبهن আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন আনসার মহিলারা তাদের মাথার ওপর কালো কাপড় পরিধান করে বের হতো। (আবু দাউদ)[৬ক]

০ উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ঈদের দিনে হায়েয অবস্থায় ঘরের কাপড় পরিধান করে বের হওয়ার আদেশ দেওয়া হলো। আমরা একদল মুসলমানের আহ্বানে সেখানে উপস্থিত হলাম, কিন্তু হায়েয অবস্থায় থাকার কারণে আমরা নামায থেকে বিরত ছিলাম। তখন একজন মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রসূল স.! আমাদের মধ্যে একজন মহিলার চাদর নেই। রসূল স. বললেন, তার সাথীর চাদরের অংশ বিশেষ তাকে পরানো উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)[৬খ]

কাশ্‌শাফ তার ফয়দুল বারী গ্রন্থে এ হাদীস সংযোজন করে বলেন, জিলবাব বা চাদরের উদ্দেশ্য হচ্ছে যা বাইরে বের হওয়ার সময় ব্যবহার করা হয়। তেমনিভাবে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে, যদি ادناء جلباب। চাদর ঝুলিয়ে রাখা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে বুকের ওপর ওড়না বাড়িয়ে নেওয়া, বরং আমি বলবো, ادناء جلباب। চাদর ঝুলিয়ে রাখা। মেয়েরা যখন প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয়, তখন স্বাভাবিক অবস্থায় ওড়না জড়িয়ে নেয় এবং তা প্রয়োজনও বটে।[৬গ] এরপর তিনি বলেন, 'এক মহিলা বললেন, আমাদের একজনের চাদর নেই।'এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, জিলবাব চাদর মূল পোশাক নয় অর্থাৎ সতর ঢাকার জন্য চাদরই একমাত্র প্রয়োজনীয় পোশাক নয়, বরং বাইরে যাওয়ার জন্য চাদরের প্রয়োজন, বিশেষভাবে রাতে পেশাব-পায়খানা করতে যাওয়ার সময় বা জামায়াতে নামায আদায়ের সময় প্রযোজ্য হয়। আর এটি অর্থাৎ 'জিলবাব' চাদরের পূর্ণাঙ্গ রূপ এবং স্বাধীন মহিলাদের বাইরে বের হওয়ার জন্য উত্তম পন্থা। তাছাড়া মসজিদে অথবা ঈদগাহের উদ্দেশে বের হওয়ার এই পন্থাই সর্বোত্তম। তাছাড়া جلباب চাদর তাদের সতর ঢাকার ক্ষেত্রে সাধারণ স্থানে রুকু ও সিজদা করার সময় অতিরিক্ত সাহায্য করে, যদি বাইরে বের হওয়ার সময় এটিই চাদরের পূর্ণাঙ্গ রূপ হয় এবং সমস্ত মেয়ের চাদর না থাকে। অবশ্য প্রত্যেক মেয়ের প্রয়োজনীয় পোশাক থাকা উচিত যাতে গৃহে সে তার দেহ ঢেকে রাখতে পারে। প্রথমত নামাযের জন্য, দ্বিতীয়ত পুরুষদের সাথে মেলামেশার জন্য। আর সে পোশাক হতে হবে কামিজ ও ওড়না অথবা এগুলোর মতো অন্য কিছু। সামনের দিকে আমরা এর ব্যাখ্যা দেবো।

০ সাবী'য়াতুল আসলামিয়া যখন নিফাস থেকে পবিত্র হলেন এবং বিয়ের উদ্দেশে সাজগোজ করলেন, তখন তাঁর কাছে আবু সানাবিল ইবনে বা'কাক... প্রবেশ করলেন এবং বললেন, কি ব্যাপার, তুমি দেখি বিয়ের জন্য সাজগোছ করেছো! তুমি কি বিয়ের

www.pathagar.com

আশা করো? আল্লাহর কসম, তুমি বিয়ে করতে পারবে না যতক্ষণ না চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হয়। সাবী'য়া বলেন, আবু সানাবিল যখন আমাকে এ কথা বললো, তখন আমি গায়ে কাপড় জড়িয়ে সন্ধ্যাবেলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৬ঘ]

ফাতিমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আমার স্বামী আবু আমর ইবনে হাফস ইবনে মুগীরা, ইয়াস ইবনে রাবিয়াকে তালাকনামাসহ পাঠালেন। তার সাথে পাঁচ সা' খেজুর ও পাঁচ সা' যব পাঠালেন। তখন আমি বললাম, আমার প্রাপ্য কি এটাই এবং আমি তোমাদের ঘরে পুনরায় ফিরে যাবো না? তিনি বললেন, না। আমি আমার কাপড় বেঁধে নিলাম এবং রসূল স.-এর নিকট এলাম। (মুসলিম)[৬ঙ]

অন্য বর্ণনায় আছে, ফাতিমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্বামী আবু আমর ইবনে হাফস ইবনে মুগীরা, ইয়াস ইবনে রাবীয়াকে তালাকনামাসহ আমার নিকট পাঠালেন, সাথে পাঁচ সা' খেজুর ও পাঁচ সা' যব পাঠালেন। তখন আমি বললাম, আমার প্রাপ্য কি এতটুকু? আমি কি তোমাদের ঘরে পুনরায় ফিরে আসবো না? তিনি বললেন, না। তারপর আমি কাপড় বেঁধে নিলাম এবং রসূল স.-এর কাছে এলাম। (মুসলিম)[৬চ]

আবু সানাবিল যখন সাবী'য়ার রা. কাছে এলেন, তখন সাবী'য়া রা. সতর ঢাকার জন্য কাপড় পরিধান করলেন। কিন্তু যখন তিনি রসূল স.-এর উদ্দেশে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তার ওপর আরও একটি কাপড় জড়িয়ে নিলেন অর্থাৎ তার চাদর। তেমনিভাবে ফাতিমা বিনতে কায়েস ইয়াস ইবনে রাবীয়ার সাথে কথা বলার সময় সতর ঢাকার জন্য কাপড় পরিধান করলেন। যখন তার সাথে কথা শেষ হলো, তখন তিনি তার ওপর আরও একটা কাপড় বেঁধে নিলেন এবং রসূলের স. নিকট এলেন। যেভাবে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়ার চাদরের মতো পূর্ণাঙ্গ পোশাক থাকে, তেমিনভাবে পুরুষদেরও।

উমর রা. বাইরে যাওয়ার সময় পূর্ণাঙ্গ পোশাকের প্রতি উৎসাহিত করতেন। তাঁর বাইরে বের হওয়ার সময় হাফসাকে বলতেন, '...অতঃপর আমি আমার ওপর কাপড় আবৃত করলাম।'[৬ছ] অন্য বর্ণনায় আছে, 'আমি আমার কাপড় বেঁধে নিলাম। তারপর আমি হাফসার নিকট প্রবেশ করলাম।'[৬জ] ...এবং নামাযে বের হওয়ার সময় বলতেন, 'আমি আমার ওপর কাপড় আবৃত করলাম এবং রসূল স.-এর সাথে ফজরের নামায পড়লাম।'[৭ক] অর্থাৎ যেমনিভাবে পুরুষগণ বিশেষ কোন উৎসবে ও মজলিসে যাওয়ার সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ পোশাক অবলম্বন করতেন, এতে তাদের জন্য একটি কাপড়, যেমন পায়জামা অথবা অন্য কিছু যথেষ্ট ছিল না। তেমনিভাবে মহিলাগণও তাদের উপযোগী পোশাক পরিধান করে সৌন্দর্য বর্ধিত করতেন অর্থাৎ পরিপূর্ণ সতর ও শালীনতার সাথে তাদের উপযোগী পোশাক পরিধান করতেন এবং চাদর দ্বারা কামিজ, পায়জামা ও অন্যান্য সব কিছু ঢেকে নিতেন।

www.pathagar.com

০ হযরত মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি জানতে পারলেন রসূল স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. কামিজ ও ওড়না পরিধান করে নামায আদায় করতেন। (মালেক)[৭খ]

০ আবদুল্লাহ ইবনুল আসওয়াদ আল খাওলানী থেকে বর্ণিত। তিনি রসূল স.-এর স্ত্রী মায়মুনার কামরায় উপস্থিত ছিলেন। মায়মুনা কামিজ ও ওড়না পরে নামায আদায় করতেন, তার কোন পেটিকোট ছিল না। (মালেক)[৭গ]

০ মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ ইবনে কুনফুয তাঁর মা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস করলেন, নামাযের সময় মেয়েরা কি ধরনের পোশাক পরিধান করে? তিনি উত্তর দিলেন, ওড়না ও লম্বা কামিজ যা উভয় পায়ের উপরিভাগ ঢেকে রাখে। (মালেক)[৭ঘ]

০ হিশাব ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। জনৈকা মহিলা তাঁর নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করে এবং বলে, 'মিন্‌তাক' (এক ধরনের কাপড় যা শরীরের মাঝখানে বাঁধা হয়, তারপর নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এটা সাধারণত কোন কাজের সময় করা হয় যাতে কাপড়ে আটকে জমিনে হোঁচট খেতে না হয়) ব্যবহার করা আমাদের জন্য কঠিন কাজ। আমরা কি কামিজ ও ওড়না পরে নামায পড়বো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি কামিজ লম্বা হয়। (মালেক)[৭ঙ]

০ হযরত মালেক বলেন, কসমের কাফফারা হিসেবে কাপড় দিতে চাইলে পুরুষকে একটি ও মহিলাদেরকে দু'টি করে প্রদান করবে। একটি জামা ও অন্যটি ওড়না। কেননা এতটুকুর কমে নামায হয় না। এ বিষয়ে আমি যা শুনেছি তার মধ্যে এটিই উত্তম।(মালেক)[৭চ]

বর্ণনা অনুযায়ী কামিজ ও ওড়না নামাযের জন্য যথেষ্ট। তা দিয়ে সতর ঢাকা প্রমাণিত হয়। ফলে এ দু'টির সাহায্যে সতরের ওয়াজিব পালন করা হয় অর্থাৎ لايبدين زينتهن الا ماظهرمنها – এখানে শরীয়তের সতর ঢাকার যে উদ্দেশ্য তা প্রতিপালিত হয়।

আর জিলবাব অর্থাৎ চাদরের উদ্দেশ্য অতিরিক্ত নির্দেশ যা সতরের মধ্যে গণ্য নয়। এটা হলো স্বাধীন নারীদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পূর্ণাঙ্গ রূপ ও উত্তম পন্থা।

০ উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. আমাকে মোটা কিবতিয়া (সাদা কাপড় দ্বারা তৈরি এক প্রকার পোশাক) পরিধান করালেন যা দাহিয়া কল্‌বি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। আমি তা আমার স্ত্রীকে পরালাম। রসূল স. বললেন, তোমার কি হলো? তুমি কেন কিবতিয়া পরনি? আমি বললাম, আমার স্ত্রীকে পরিয়েছি। রসূল স. বললেন, যাও, তার নীচে পাতলা কাপড় লাগিয়ে দাও। আমার ভয় হচ্ছে তার হাতের পরিধি প্রকাশ হয়ে পড়বে। (আহমদ)[৮ক]

রসূল স. অনুকরণকারীর উদ্দেশে সাবধান করে দিয়ে বলেন, 'আমার ভয় হচ্ছে তার হাতের পরিধি বের হয়ে পড়বে!'

www.pathagar.com

এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, শরীয়ত প্রণেতা ঘরের মধ্যে পুরুষদের সাথে নারীদের সাক্ষাতের সময় চাদর পরিধান করা বাধ্য করেননি এবং কিবতিয়ার নীচে পাতলা কাপড় পরিধানরত অবস্থায় পুরুষরা তাদেরকে দেখলে তাতে কোন দোষ নেই। এটা হলো একটা দিক। অন্যদিকে যদি ঘরের ভেতরে চাদর পরিধান করা আবশ্যকীয় হতো, তাহলে কিবতিয়ার দোষ বর্ণনা করাটাই যথেষ্ট ছিল। আর রসূল স. এ কথা বলতেন না: যাও, তার নীচে পাতলা কাপড় লাগিয়ে দাও।

০ আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ঘরে প্রবেশ করলাম যে ঘরে রসূল স. ও আমার পিতা ছিলেন। আমি কাপড় খুলে রেখে দিলাম এবং মনে মনে বললাম, এখানে আমার স্বামী ও পিতা রয়েছেন। তারপর উমর রা. যখন তাঁদের সাথে যোগ দিলেন, আল্লাহর শপথ, তারপর আমি উমর রা. থেকে লজ্জায় কাপড় না জড়িয়ে ঘরে প্রবেশ করিনি।[৮খ] অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে : যখন উমর রা. প্রবেশ করলেন, 'আয়েশা রা. চাদর জড়িয়ে নিলেন। তাঁকে বলা হলো, তোমার কি হলো, তুমি কেন চাদর জড়িয়ে নিলে? তিনি বললেন, এঁরা হলেন আমার স্বামী ও পিতা কিন্তু যখন উমর প্রবেশ করলেন (পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে গেলো) কাজেই আমি চাদর পরে নিলাম। (আহমদ)[৮গ]

রসূল স.-এর স্ত্রীদের জন্য ঘরের ভেতর পর্দার নির্দেশ ছিল, এটা পুরুষদের থেকে পর্দার আড়ালে তাদের ব্যক্তিসত্তার জন্য নির্দিষ্ট সতর ছিল। এখানে 'জিলবাব' হচ্ছে হিজাবের সর্বোচ্চ বিকল্প ব্যবস্থা যা আয়েশা রা. তাঁর আল্লাহভীতি বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করেছেন।

০ সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা দাসী সা'দের সাহায্যার্থে বের হলো। তাকে 'যিরা' বলে ডাকা হতো। সে রেশমের কামিজ পরিহিতা ছিল। বাতাস তা খুলে ফেললো। এতে উমর রা. তাকে বেত্রাঘাত করলেন। তারপর সা'দ উমরকে বাধা দিতে এলেন। ফলে তাঁর শরীরেও বেতের আঘাত লাগলো। সাদ প্রতিবাদ করলেন তখন উমর রা. হাতে বেত দিয়ে বললেন, সা'দ প্রতিশোধ নাও। কিন্তু সা'দ উমরকে ক্ষমা করে দিলেন। (তাবারানী)[৮ঘ]

এ হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেলো, দাসীদের চাদর ছাড়া শুধু কামিজ পরিধান করে বের হওয়াতে কোন দোষ নেই। এরপর উমরের রা. বেত্রাঘাতের কারণ, সে সতর ঢাকার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখিয়েছিল এবং লজ্জা উপেক্ষা করেছিল। শেষ কথা হচ্ছে, পূর্ণাঙ্গ স্বাতন্ত্র্যের সাথে চাদর বা ওড়না পরার নির্দেশই হচ্ছে বাইরে বের হওয়ার পূর্ণাঙ্গ রূপ। মহান আল্লাহ ওড়না পরার নির্দেশের কারণ উল্লেখ করে আরও বলেছেন,

ذلك ادنى ان يعرفن فلايؤذين 'এর ফলে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে এবং তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। (আহযাব : ৫৯) অর্থাৎ এর মাধ্যমে দাসীদের থেকে স্বাধীন মহিলাদের পার্থক্য সৃষ্টি করা এবং মহিলাদের জন্য যতটুকু সতর ঢেকে রাখা ওয়াজিব, তা যে ধরনের পোশাকরে মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হোক না কেন,

www.pathagar.com

যেমন কামিজ, ওড়না, কিবতিয়া ও এ ধরনের পোশাকসমূহ, তা করা সম্ভব হবে। এ কারণে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে রাখার এবং চাদর ঝুলিয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর ঝুলিয়ে রাখতে হবে তখন, যখন ঘর থেকে বের হবে। তবে ঘরে থাকা অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখার কোন নির্দেশ নেই।[৮৬]

চাদর ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ ওয়াজিব না মুসতাহাব?

মহান আল্লাহর বাণী : ذلك ادنى ان يعرفن فلايُؤذَيْن এখানে চাদর ঝুলিয়ে রাখার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে কারণটা একদিকে কুরআনের আয়াত দ্বারা নির্দেশিত এবং অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তিকও। আর তাছাড়া স্বাধীন মহিলাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতার দিক থেকেও গ্রহণযোগ্য। এ সমস্ত বর্ণনার সাহায্যে কারণ নির্ধারণ সম্পর্কে কাজী ইবনে রুশ্‌দ বলেন, বুদ্ধিবৃত্তিক কারণ বর্ণনায় আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। আদেশ অথবা নিষেধ থেকে উপলব্ধিকৃত কারণটি কি এমন যোগসূত্র যা আদেশকে ওয়াজিব তথা অবশ্য কর্তব্য থেকে মুসতাহাবের দিকে এবং নিষেধকে নিষিদ্ধতা থেকে মাকরূহ বা অপছন্দের দিকে নিয়ে যায়? নাকি এর মধ্যে কোন যোগসূত্রই নেই? তারপর বলেন, শরীয়তের বুদ্ধিবৃত্তিক হুকুমগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে উন্নত নৈতিক গুণাবলী অথবা জনস্বার্থ সংক্রান্ত হয়ে থাকে। এটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পছন্দনীয়।[৮৮]

তৃতীয় সীমা : সূরা নূর থেকে

গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষদের সামনে মেয়েদের সৌন্দর্য প্রকাশ করার সীমা

মহান আল্লাহর বাণী – لايبدين زينتهن الا ماظهرمنها অর্থাৎ 'তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তাছাড়া তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে।' (সূরা নূর ৩১)

তাফসীরের কিতাবের আলোকে এ আয়াতটির ব্যাখ্যা

তাবারীর (মৃ. ৩১০হি.) জামেউল বয়ান আন তা'বীল আয় আল কুরআনে বলা হয়েছে : আল্লাহর বাণী : – لايبدين زينتهن উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন : 'মাহ্‌রাম ছাড়া অন্য মানুষের সামনে সাজসজ্জা প্রকাশ করবে না।'

আর সাজসজ্জা দু'প্রকার। এক. গোপন, যেমন পায়ের নূপুর, বালা, কানের দুল, গলার হার। দুই. যা এমনিতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। উক্ত আয়াতের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। কেউ কেউ বলেন, পোশাক হচ্ছে বাহ্যিক সৌন্দর্য। ইবনে মাস্‌উদ বলেন, সাজসজ্জা দু'প্রকার। এর মধ্যে কাপড় হলো প্রকাশ্য সাজসজ্জা। অপ্রকাশ্য হলো পায়ের নূপুর, কানের দুল ও বালা। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রকাশ্য সাজসজ্জা হলো যা প্রকাশ করার অনুমতি রয়েছে। এর মধ্যে পড়ে সুরমা, আংটি, কানের দুল ও মুখমণ্ডল।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, – لايبدين زينتهن الا ماظهرمنها 'তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশিত হয়ে যায় তাছাড়া তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না

www.pathagar.com

করে'-এর আওতায় পড়ে সুরমা ও আংটি। ইবনে আব্বাস পুনরায় বলেন, প্রকাশ্য সাজসজ্জা হলো সুরমা ও গালে রং লাগানো। সা'ঈদ ইবন যুবায়ের বলেন, সৌন্দর্য হলো হাতের পাতা। আতা বলেন, দু'হাতের পাতা ও চেহারা। কাতাদা বলেন, সুরমা, বালা ও আংটি। ইবনে আব্বাস বলেন, প্রকাশ্য সৌন্দর্য হলো চেহারা, চোখে সুরমা ব্যবহার করা এবং হাতের তালুতে রং ও আঙুলে আংটি লাগানো। গৃহের মধ্যে মেয়েদের কাছে গেলে যে কোনো পুরুষের সামনে এসব প্রকাশিত হয়ে পড়ে। মুজাহিদ বলেন, প্রকাশ্য সৌন্দর্য হলো সুরমা, রং ও আংটি। আমের বলেন, সুরমা, রং ও পোশাক। ইবনে যায়েদ বলেন, সৌন্দর্য হলো সুরমা, রং ও আংটি। এভাবে তাঁরা বলতেন এবং লোকরাও তাই মনে করতো। আওযায়ীকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, হাতের তালু ও চেহারা। দাহ্হাক বলেন, হাতের তালু ও চেহারা অন্যদের নিকট এর অর্থ চেহারা ও পোশাক। ইউনুস বলেন, لايبدين زينتهن الا ماظهرمنها-এর অর্থ হাসান বলেছেন, চেহারা ও পোশাক। এ সমস্ত বর্ণনার মধ্যে যারা বলেন, চেহারা ও হাতের তালু তাদের বর্ণনাই সঠিক ও সর্বোত্তম। এর সাথে যোগ হয় সুরমা, আংটি, বালা ও রং। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমরা এ কথাকে এজন্যই সর্বোত্তম বলেছি যে, এ ক্ষেত্রে সকলের ঐকমত্য (اجماع) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রত্যেক পুরুষ নামাযীকে নামাযে তার সতর ঢেকে রাখতে হবে। মেয়েরা তাদের চেহারা ও হাতের তালু খোলা রাখবে। এছাড়া বাকী সমস্ত দেহ ঢেকে রাখবে। এ ব্যাপারে সকলে যখন একমত, তখন একথা সুস্পষ্ট যে, মেয়েরা সতর ছাড়া দেহের অন্য অংশ প্রকাশ করতে পারবে, যেভাবে পুরুষরা করে থাকে। কেননা যা সতর নয় তা প্রকাশ করা হারাম নয়। যখন নারীর জন্য চেহারা ও হাতের তালু খোলা রাখার অধিকার রয়েছে, তখন এ থেকে এটাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ কুরআনে 'যা সাধারণত প্রকাশিত হয়' দ্বারা যে ব্যতিক্রমের উল্লেখ করেছেন, তার উদ্দেশ্য এটাই। কেননা প্রত্যেক নারীর ক্ষেত্রে এগুলো আপনা-আপনিই প্রকাশিত হয়।[৯]

তাবারীর প্রাধান্যটা যখন ফিকাহশাস্ত্রীয় বাধ্যতামূলক প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল, তখন আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত মতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো। এ বিষয়ে তাবারীর মত হচ্ছে, তাঁর যুগের কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্যই তাঁর অভিমত। পোশাকের ব্যাপারটি সমগ্র সমাজের সর্বস্তরে প্রযুক্ত হওয়ার এবং সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীসহ সকলের নিকট সমানভাবে পরিচিত থাকার মতো বিষয়। যদি চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হতো, তাহলে তার ব্যাপক প্রচলন থাকতো এবং তাবারীর যুগে অর্থাৎ হিজরী তৃতীয় শতকে সবাই তা জানতো, সাধারণ মুসলিম মেয়েরা এভাবেই চলাফেরা করতো এবং প্রকাশ্য অবাধ্য ও নাফরমান মেয়েরা ছাড়া কেউ এর বিরোধিতা করতো না।

জাস্সাস (মৃ. ৩৭০ হি.)-এর আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলা হয়েছে :

ولايبدين زينتهن الا ماظهرمنها –

www.pathagar.com

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও আতা মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করে الا ما 'সাধারণত যা প্রকাশিত হয়'-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হচ্ছে চেহারা ও হাতের তালুতে যা ব্যবহার করা হয়। যেমন রং ও সুরমা। ইবনে উমরও একই কথা বলেছেন এবং আনাস ও ইবনে আব্বাস থেকে আরো যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো, হাতের তালু, চেহারা ও আংটি। আয়েশা রা. বলেন, প্রকাশ্য সৌন্দর্য হলো আংটি, স্বর্ণ বা রৌপ্যের বালা। হাসান বলেন, চেহারা ও পোশাকের সাহায্যে যা প্রকাশ পায়। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বলেন, চেহারা থেকে যা প্রকাশ পায়। আবুল আহওয়াস আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করে বলেন, সাজসজ্জা দু'ধরনের। এক. গোপন সাজসজ্জা, যা স্বামী ছাড়া অন্য কেউ দেখতে পারে না। যেমন হার, বালা, আংটি। দুই. পোশাক। ইবরাহীম বলেন, প্রকাশ্য সৌন্দর্য পোশাক। হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা বলেন, এর অর্থ চেহারা ও হাতের তালু। কেননা সুরমা চেহারার সৌন্দর্য এবং রং ও আংটি হাতের তালুর সৌন্দর্য যে কারণে চেহারা ও হাতের তালুর সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বৈধ করা হয়েছে। এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, চেহারা ও হাতের তালু সতরের অংশ নয় যে কারণে মেয়েরা দু'হাত ও চেহারা খোলা রেখে নামায পড়বে। যদি এ দু'টো সতরের অংশ হতো, তাহলে যেভাবে সতর ঢাকা ফরয সেভাবে এ দু'টো ঢেকে রাখাও ফরয হতো। গায়ের মাহরাম লোকদের জন্য মেয়েদের চেহারা ও হাত কোনো প্রকার যৌন কামনা ছাড়া দেখা জায়েয ছিল। যদি দৃষ্টিতে যৌন কামনা থাকে, তাহলেও প্রয়োজনে যেমন বিবাহের উদ্দেশে তাকে দেখা জায়েয। এসব কিছুই প্রমাণ করে যে, চেহারা এ হাতের তালু বিবাহের উদ্দেশে কামনার দৃষ্টিতে দেখা বৈধ। মহান আল্লাহর বাণী এ কথাই প্রমাণ করে :

لَايَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ-

অর্থাৎ এর পর 'তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে।' (আহযাব : ৫২)

তাদের সৌন্দর্যে অভিভূত হতে হলে অবশ্যই তাদের চেহারা দেখতে হবে, এছাড়া কোনো উপায় নেই। ইবনে মাসউদের কথায় তাদের থেকে যা প্রকাশিত হতে পারে তা হলো পোশাক। এছাড়া এর অন্য কোনো অর্থ নেই। কেননা এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি সাজসজ্জার কথাই বলেছেন। এর অর্থ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যাতে সাজসজ্জা করা হয়, তোমরা কি লক্ষ্য করো না স্বর্ণের অলংকার, বালা, পায়ের নূপুর ও গলার হারের সাহায্যে যে সাজসজ্জা করা হয় এমন সব অলংকার পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয। কাজেই আমরা জানতে পারি আসল অর্থ সাজসজ্জার স্থান, যেমনি পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় :

لايبدين زينتهن الا لبعولتهن – 'তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, তাদের শ্বশুর... ছাড়া অন্য কারো সামনে।'এর অর্থ সাজসজ্জার স্থান।[৯ক]

www.pathagar.com

ওয়াহেদীর (মৃ. ৪৬৮হি.) তাফসীরুল কুরআন আল আজিজ গ্রন্থে বলা হয়েছে :
ألا ماظهر منها। অর্থ পোশাক, সুরমা, আংটি, রং, বালা এবং মেয়েদের চেহারা ও হাতের অর্ধেক ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করা জায়েয নয়।[৯খ]
বাগাবীর (মৃত্যু. ৫১৬ হি.) মা'আলিমুত তানযীল ফিত্তাফসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে :
ألا ماظهر -এর উদ্দেশ্য প্রকাশ্য সাজসজ্জা। এ প্রকাশ্য সাজসজ্জার মধ্যে যে সব জিনিস আল্লাহ ঢেকে রাখার বাইরে রেখেছেন সে সম্পর্কে আলেমগণ মতবিরোধ করেছেন। সাঈদ ইবনে যুবায়ের, দাহ্হাক ও আওযায়ী বলেন, এ হচ্ছে চেহারা ও দু'হাতের তালু। ইবনে মাসউদ বলেন, এ হচ্ছে কাপড়। প্রমাণস্বরূপ তিনি خذو ازينتكم عند كل مسجد-এ আয়াত পেশ করেন। এখানে সৌন্দর্য অর্থ পোশাক। হাসান বলেন, চেহারা ও কাপড়। ইবনে আব্বাস বলেন, সুরমা, আংটি ও হাতের তালুতে মেহেদী লাগানো। এই প্রকাশ্য সৌন্দর্য গায়ের মাহরাম লোকদের জন্য দেখা জায়েয, যদি ফিতনা ও যৌন আকর্ষণের ভয় না থাকে। যদি ভয় থাকে, তাহলে চোখ নীচু করে চলতে হবে। এ পরিমাণ অনুমতি এজন্য দেওয়া হয়েছে যাতে মেয়েরা তাদের দেহ প্রকাশ করতে পারে। কেননা তা সতরের অংশ নয়। এ কারণে তাকে নামাযে এ অংশ খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বাকী সমস্ত দেহই সতরের অংশ, সেজন্য তা ঢেকে রাখতে হবে।[১০]
যামাখ্শারীর (মৃ. ৫২৮ হি.) তাফসীরুল কাশ্শাফ গ্রন্থে বলা হয়েছে :
الزينة। সৌন্দর্য হলো যে জিনিস দিয়ে মেয়েরা সাজসজ্জা করে থাকে। যেমন অলংকার, সুরমা, অথবা রং ও তার মধ্যে যা প্রকাশ্য, যেমন পাথর বসানো আংটি, পাথর ছাড়াই সোনা-রূপার আংটি, সুরমা ও রং। গায়ের মাহরামদের সামনে এসব প্রকাশ করা দূষণীয় নয়। الاما ظهر منها। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। মূল কথা হলো প্রকাশিত হওয়া।[১১]
কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবীর (মৃ. ৫৪৩ হি.) আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলা হয়েছে : প্রকাশ্য সৌন্দর্য সম্পর্কে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। এক. এর অর্থ পোশাক অর্থাৎ নারীর বিশেষ পোশাক প্রকাশিত হওয়া। এটা ইবনে মাসউদের মত। দুই. সুরমা ও আংটি। এটা ইবনে আব্বাস ও মিস্ওয়ারের মত। তিন. এর অর্থ চেহারা ও হাতের তালুদ্বয়, তৃতীয় ও দ্বিতীয় মতে সুরমা ও আংটি চেহারায় ও হাতে ব্যবহার করাই উদ্দেশ্য।
কিন্তু এ থেকে অন্য একটা অর্থ প্রকাশ পায়। সেটি হলো, যে ব্যক্তি চেহারা ও হাতের পাতাকে প্রকাশ্য সাজসজ্জা মনে করে তার মতে এটা শুধু সুরমা অথবা আংটি নয়। যদি তা থেকে সুরমা ও আংটি অর্থ নেওয়া হয়, তাহলে তা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হতো। আর তখন এটা হতো অপ্রকাশ্য সৌন্দর্য।
বালা (سوار) সম্পর্কেও মতপার্থক্য রয়েছে। আয়েশা রা. বলেন, এটা প্রকাশ্য সৌন্দর্য। কেননা বালা দু'হাতে পরিধান করা হয়। মুজাহিদ বলেন, এটা অপ্রকাশ্য সাজসজ্জা।

www.pathagar.com

কেননা তা পরা হয় হাতের পাতার বাইরে বাহুতে। সঠিক কথা হলো, যে সাজসজ্জা ও অলংকার চেহারা ও হাতের পাতার সাথে সংযুক্ত হয়, যা নামাযে ও ইহরামে ইবাদত হিসেবে প্রকাশ করা হয় এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে যে সব জিনিস বাধ্য হয়ে প্রকাশ করতে হয়, সে সবই প্রকাশ্য সাজসজ্জা।[১২]

ইবনে 'আতিয়াহ (মৃ. ৫৪৬ হি.) আল মুহার্‌রিরুল ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল আজীয গ্রন্থে বলা হয়েছে : الا ما ظهر منها। অর্থাৎ সৌন্দর্য থেকে যে জিনিস প্রকাশিত হয়, তাকে পৃথক রাখা হয়েছে এবং মানুষ তার পরিমাণ নিয়ে মতপার্থক্য করেছে। ইবনে মাস্‌উদ রা. বলেন, প্রকাশ্য সৌন্দর্য হলো কাপড়। সা'ঈদ ইবনে যুবায়ের বলেন, চেহারা ও কাপড়। পুনরায় সা'ঈদ ইবনে যুবায়ের, আতা ও আওযায়ী বলেন, চেহারা দু'হাতের পাতা ও পোশাক। ইবনে আব্বাস রা. কাতাদাহ ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা বলেন, প্রকাশ্য সৌন্দর্য হলো, সুরমা, বালা ও হাতের কনুই পর্যন্ত রং লাগানো, কানের দুল, গলার হার ইত্যাদি। পুরুষদের মধ্য থেকে যারাই মেয়েদের কাছে যাবে তাদের সামনে এগুলো প্রকাশ করা মুবাহ।[১৩]

কাযী আবু মুহাম্মদ বলেন, আমাদের কাছে আয়াতের হুকুম সুস্পষ্ট। মেয়েদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং সৌন্দর্যের সব কিছু গোপন রাখার চেষ্টা করে। এখানে যা কিছু প্রাধান্য লাভ করে তাকে এ হুকুমের বাইরে রাখা হয়েছে। এ হুকুমের ফলে জরুরী চালচলন অথবা যা এ হুকুমের আওতাধীন হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে যা প্রকাশিত হবে তা ক্ষমার যোগ্য। অতঃপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেহারা ও হাতের তালু প্রকাশ করতে হয়, বিশেষভাবে নামাযে ও মাহ্‌রাম ছাড়া অন্যদের সামনে চেহারার সৌন্দর্য খোলা রাখতে পারে। কিন্তু সতর্কতাবশত লোকদের ফিতনা-ফাসাদ থেকে রক্ষার জন্য তা ঢেকে রাখা শ্রেয় যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।[১৪]

ইবনে জাওযীর (মৃ. ৫৯৬ হি.) যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে الا ما ظهر-এর মধ্যে সাতটি কথা রয়েছে, ১. এর অর্থ পোশাক। আবুল আহওয়াস ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, অন্য অর্থে এটি চাদর। ২. এ হচ্ছে হাতের তালু, আংটি ও চেহারা। ৩. সুরমা ও আংটি। এ দু'টি বর্ণনা সা'ঈদ ইবনে জুবায়ের ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। ৪. বালাদ্বয়, আংটি ও সুরমা, এটা মিস্‌ওয়ার ইবনে মাখরামার কথা। ৫. সুরমা, আংটি ও রং এটা মুজাহিদের বর্ণনা। ৬. হাসান বলেন, আংটি ও বালা। ৭. দাহ্‌হাক বলেন, চেহারা ও দু'হাতের তালু। কাযী আবু ইয়ালী বলেন, প্রথম কথাই অধিক সামঞ্জস্যশীল। আহমদ এ কথার পক্ষে যুক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, প্রকাশ্য সৌন্দর্য পোশাক এবং নারীর সতরের প্রতিটি জিনিস, এমন কি নখও! অতঃপর যদি বলা হয়, চেহারা খোলা থাকলে নামায কেন বাতিল হবে না? তার উত্তরে বলা যায়, চেহারা ঢেকে রাখা কঠিন, যে কারণে তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। আমি বলবো,যদি নামাযের মধ্যে মুখ ঢেকে রাখা কঠিন হয়, তাহলে নামাযের বাইরে মুখ ঢেকে রাখা

www.pathagar.com

আরো বেশি কঠিন। অনেক সময় নামাযে যতক্ষণ মুখ ঢেকে রাখা হয়, তার তুলনায় অন্য সময় বেশিক্ষণ মুখ ঢেকে রাখতে হয়। এ কথা যদি কাযী আবু ইয়ালী ইমাম আহমদের মাযহার অনুযায়ী বলে থাকেন, তাহলে বলবো, খারখী তাঁর মুখ্‌তাসার গ্রন্থে ও ইবনে কুদামা তাঁর শরহে মুখ্‌তাসার গ্রন্থে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সারকথা হচ্ছে, হাম্বলী মাযহাবে মেয়েদের নামাযের সময় মুখ খোলা রাখা জায়েয। কেননা নামাযের ভেতরে বা বাইরে যেখানেই হোক না কেন, চেহারা সতরের অংশ নয়।[১৫]

ফখরুদ্দীন রাযির (মৃ. ৬০৬ হি.) তাফসীরে কবির গ্রন্থে বলা হয়েছে : মহান আল্লাহর বাণী : – لايبدين زينتهن الا ما ظهر منها

এখানে কতকগুলো মাসায়েল রয়েছে।

প্রথম মাসয়ালাহ : নারীদের সাজসজ্জার অন্তর্নিহিত অর্থের ব্যাপারে আলেমগণ মতপার্থক্য করেছেন। জেনে রাখা দরকার, 'যীনাত' এমন একটি শব্দ যা আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্যের সাথে সম্পৃক্ত এবং এ সৌন্দর্য ধাতব অলংকার ও অতিরিক্ত পোশাকের সাহায্যে মানুষ অর্জন করে থাকে। কেউ কেউ 'যীনাত' শব্দকে সৃষ্টিগত সৌন্দর্য অর্থে ব্যবহার করতে অস্বীকার করেন। কেননা সৃষ্টিগত সৌন্দর্যকে যীনাত বলা যায় না, বরং যীনাত শব্দ তখনই উপযুক্ত হয় যখন তা অর্জন করা হয়। যেমন সুরমা, রং ইত্যাদি। সঠিক কথা হলো, সৃষ্টিগত সৌন্দর্য সাজসজ্জার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দু'টি কারণ আছে।

এক. অনেক মেয়ে সৌন্দর্য বলতে যা বুঝায় তাছাড়াও তাদের একটা বিশেষ সৃষ্টিগত সৌন্দর্য থাকে। কাজেই যখন আমরা এ সৌন্দর্যকে সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের অর্থে ব্যবহার করবো এবং আমাদের মাঝে এ অর্থে ব্যবহার করার ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকবে, তখন সৃষ্টিগত সৌন্দর্য ছাড়া অন্যান্য সৌন্দর্য এর অন্তর্ভুক্ত হতে কোনো বাধা নেই।

দুই. وليضربن بخمرهن على جيوبهن 'তাদের গ্রীবাদেশ ও মাথায় ওড়না জড়িয়ে নেওয়া উচিত।' এ কথা প্রমাণ করে যে, সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য ব্যাপক, চাই তা সৃষ্টিগত হোক বা অন্য কিছু। কাজেই আল্লাহ এখানে মেয়েদেরকে তাদের সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের স্থানসমূহ খোলা রাখতে নিষেধ করেছেন এবং সেগুলো ওড়নার সাহায্যে আবৃত রাখা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আর যারা 'যীনাত' দ্বারা সৃষ্টিগত সৌন্দর্য ছাড়া অন্য অর্থ গ্রহণ করেন, তারা একে তিনটি জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। ১. রং লাগানো। যেমন সুরমা ও চোখের কোণায় ঘাসের রঙ লাগানো, গালে জাফরানের রং লাগানো এবং হাতের তালুতে ও পায়ে মেহেদী লাগানো। ২. অলংকার। যেমন আংটি বালা, নূপুর, বাজুবন্ধ, গলার হার, মুকুট, কোমরের হার ও কানের দুল। ৩. কাপড়। আল্লাহ বলেন, خذو ا زينتكم عند كل مسجد –এখানে যীনাত শব্দকে কাপড় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় মাসয়ালাহ : إلا ما ظهر منها। আয়াতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। যাঁরা 'যীনাত' অর্থ সৃষ্টিগত সৌন্দর্য মনে করেন তাঁদের অন্যতম কাফাল বলেন, প্রচলিত অভ্যাস অনুযায়ী মানুষের যা কিছু প্রকাশিত হয় এবং নারীদের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে চেহারা ও হাতের তালু। কাজেই এ দু'টি ছাড়া তাদের বাকি এমন সকল অংগ-প্রত্যংগ আবৃত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো খোলা রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। যেহেতু ইসলামী শরীয়ত সত্য, সহজ, সরল ও উদার, সেহেতু যে ক্ষেত্রে চেহারা ও হাতের তালু প্রকাশ করা অত্যাবশ্যকীয় সে ক্ষেত্রে তা খোলা রাখা দূষণীয় নয় বলেই ফকীহগণ এ দু'টির সতরের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অন্যদিকে প্রকাশ করা অত্যাবশ্যকীয় নয় বিধায় পা সতরের অংশ কি না এ ব্যাপারে আলেমগণ মতবিরোধ করেছেন।[১৬]

কুরতুবীর (মৃ. ৬৭১ হি.) আল জামে'উল আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলা হয়েছে : আল্লাহ ফিত্না থেকে বাঁচার জন্য নারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন লোকদের সামনে তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, এ আয়াতের শেষাংশে যেটুকু তিনি প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন সেটুকু ছাড়া। তারপর যে সাজসজ্জা আপনা-আপনিই প্রকাশিত হয়ে যায় এবং যাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রেখেছেন তার পরিসীমার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যে পরিমাণ সাজসজ্জা প্রকাশ করাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে সে ব্যাপারে মতভেদের পর বলা হয়েছে, যখন অধিকাংশ সময় মুখ ও হাতের তালু স্বাভাবিকভাবে ইবাদতের উদ্দেশে অর্থাৎ নামাযের ও হজ্জের সময় প্রকাশ করা হয়, তখন 'নিষেধাজ্ঞার বাইরে' কথাটি হাত ও চেহারার দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়াই অধিক যুক্তিসংগত। এটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং লোকদের ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অধিক গ্রহণযোগ্য। ফলে মেয়েরা চেহারা ও হাতের তালু ছাড়া তাদের সৌন্দর্যের আর কিছুই প্রকাশ করবে না। আল্লাহ তাওফীকদাতা, তিনি ছাড়া আর কোন বিধানদাতা নেই। কেউ কেউ বলেন, সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা দু'প্রকার : সৃষ্টিগত ও অর্জিত। সৃষ্টিগত সৌন্দর্য হচ্ছে নারীর চেহারা। আর চেহারাই হচ্ছে নারীর আসল সৌন্দর্য, সৃষ্টির সৌন্দর্য ও মানবিক পরিচিতির প্রকাশ। কেননা তার মধ্যে অনেক কল্যাণ ও জ্ঞানের পথ রয়েছে। অন্যদিকে মেয়েরা প্রচেষ্টার মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে যে সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটায়, তা হচ্ছে অর্জিত সৌন্দর্য। যেমন পোশাক, অলংকার, সুরমা ও রং ব্যবহার করা।[১৭]

তাফসীরে বাইযাবী (মৃত. ৬৫৮ হি.) গ্রন্থে বলা হয়েছে : إلا ما ظهر। 'সাধারণত যা প্রকাশিত হয় তাছাড়া'—এটা প্রচলিত জিনিসের ক্ষেত্রে। যেমন কাপড় ও আংটি। কেউ কেউ বলেন, সাজসজ্জা বলতে সৌন্দর্যের স্থানসমূহ বুঝাবে। এ অবস্থায় সম্বন্ধ পদকে

www.pathagar.com

উহ্য ধরে নিতে হবে, তাহলে সৌন্দর্য বলতে যা বুঝায় সাধারণভাবে তার সবই বুঝাবে, তা সৃষ্টিগত হোক বা অর্জিত। এখানে চেহারা ও হাতের তালুকে বাদ রাখা হয়েছে। কেননা এ দু'টো সতরের অংশ নয়। এটা স্পষ্ট যে, এটা করা হয়েছে নামাযের জন্য, দেখার জন্য নয়। কেননা স্বাধীন মহিলাদের সমস্ত দেহই সতর। স্বামী ও মাহ্রাম ব্যক্তি ছাড়া তাদের শরীরের কোনো অংগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হালাল নয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে জায়েয, যেমন চিকিৎসা ও সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে।[১৭ক]

আমি বলবো, মহিলাদের সতর দু'ধরনের। একটি নামাযে, অপরটি দেখার ক্ষেত্রে।*

খাযেনের (মৃ. ৭২৫ হি.) লুবাবুত তা'বীল ফি মা'আনীত তানযীল গ্রন্থে বলা হয়েছে : الا ما ظهر منها -এর অর্থ সাজসজ্জা। সা'ঈদ ইবনে জুবায়ের, দাহ্হাক ও আওযায়ী বলেন, এ হচ্ছে চেহারা ও হাতের তালু। ইবনে মাসউদ বলেন, সাজসজ্জা হলো পোশাক। ইবনে আব্বাস বলেন, তা হচ্ছে সুরমা, আংটি ও হাতে রং লাগানো। প্রকাশ্য সাজসজ্জা করা হলে প্রয়োজনে অপরিচিত পুরুষদের তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া জায়েয। উদাহরণস্বরূপ সাক্ষ্য দেওয়ার সময় ও অন্যান্য প্রয়োজনে যদি ফিতনা ও যৌন আকর্ষণের কোন ভয় না থাকে! আর যদি এর কোন ভয় থাকে, তাহলে দৃষ্টি অবনত রাখা উচিত। এ ক্ষেত্রে নারীর জন্য তার দেহের এ পরিমাণ অংশ প্রকাশ করার অবকাশ রয়েছে। কারণ তা সতরের অংশ নয়। তাদেরকে নামাযে এ অংশ খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১৮]

নিশাপুরীর (মৃ. ৭২৮ হি.) গারায়েবুল কুরআন ও রাগায়েবুল ফুরকান গ্রন্থে বলা হয়েছে : পুরুষের জন্য নারীর সতরের ব্যাপারে বলা যায়, নারী যদি স্বাধীন ও অপরিচিতা হয়, তাহলে তার সমস্ত দেহই সতর। তখন তার চেহারা ও হাতের তালু ছাড়া অন্য কিছু দেখা বৈধ নয়। কেননা নারী ক্রয়-বিক্রয় লেনদেনের সময় চেহারা ও হাতের তালু বের করার মুখাপেক্ষী হয় অর্থাৎ হাতের তালু ও নীচের দিক থেকে হাতের কব্জি পর্যন্ত।[১৯]

গ্রানাডার ইবনে জুযূই (মৃ. ৭৪১ হি.)-এর আত্ তাসহীল লিউলুমিত তান্যীল গ্রন্থে বলা হয়েছে : - لايبدين زينتهن الا ما ظهر منها - অর্থাৎ 'সাধারণত যা প্রকাশিত হয় তাছাড়া অন্য কোনো সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা প্রকাশ করবে না।' এখানে প্রকাশ্য অংশকে পৃথক রাখা হয়েছে এবং তা এমন অংশ যা নড়াচড়ার সময় অবশ্যই দৃষ্টিগোচর হয় অথবা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বা এমন ধরনের অন্যান্য কারণে দৃষ্টিগোচর হওয়ার আশংকা থাকে। অতঃপর বলা হয়, 'সাধারণত যা প্রকাশিত হয় তাছাড়া' অর্থাৎ পোশাক। তাহলে এজন্য সমস্ত দেহ ঢেকে রাখতে হবে এবং বলা হয় এর অর্থ কাপড়, চেহারা ও হাতের তালু। এটা ইমাম মালেকের অভিমত। কেননা তিনি নামাযে হাতের তালু ও মুখ খোলা রাখা বৈধ মনে করেন। ইমাম আবু হানিফার মতে, এর অতিরিক্ত হচ্ছে, পা খোলা রাখা বৈধ।[২০]

---

* এ ব্যাপারে পর্যালোচনার জন্য পূর্ববর্তী ফকীহদের ঐকমত্য 'যে চেহারা পর্দার অংশ নয়'-এ অনুচ্ছেদ দেখুন।

www.pathagar.com

আবুল হাইয়ান আল আন্দালুসী র. (মৃ. ৭৫৪ হি.) আল বাহরুল মুহীত গ্রন্থে বলা হয়েছে : মহান আল্লাহ বলেন, 'সাধারণত যা প্রকাশিত হয় তাছাড়া অন্যান্য সাজসজ্জা প্রকাশ করবে না' এভাবে যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে সেগুলোকে পৃথক করা হয়েছে। আর সাজসজ্জা হলো যার সাহায্যে নারী নিজের সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটায়। যেমন অলংকার, সুরমা অথবা রংয়ের সাহায্যে যে সৌন্দর্য চর্চা করা হয়, তার মধ্যে প্রকাশিত হয়, যেমন পাথর বসানো আংটি ও পাথর ছাড়া আংটি, সুরমা, রং এগুলো অপরিচিত লোকদের সামনে প্রকাশ করা দূষণীয় নয়। অন্যদিকে গোপন সাজসজ্জা হলো, যেমন বালা, পায়ের মল, গলার হার, মুকুট, মোতির মালা, কানের দুল। যাদের সামনে এগুলো প্রকাশ করা বৈধ রাখা হয়েছে তাদের ছাড়া অন্যদের সামনে এগুলো প্রকাশ করা যাবে না। তবে প্রকাশ্য সাজসজ্জা খোলা রাখার অনুমতি রয়েছে। কারণ তা ঢেকে রাখা কষ্টসাধ্য। আর মেয়েদের জিনিসপত্র ব্যবহারের সময় হাত ও চেহারা খোলা রাখা ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না, বিশেষ করে সাক্ষ্য দান, বিচার কার্য ও বিবাহের ক্ষেত্রে। পথে চলাফেরার সময় তাদের বাধ্য হয়ে পা বের করতে হয়। এটাই 'সাধারণত যা প্রকাশিত হয়'-এর অর্থ অর্থাৎ অভ্যাসগত ও প্রাকৃতিকভাবে যা প্রকাশ করার নিয়ম চলে আসছে, তাছাড়া এখানে প্রকাশ করাটাই মূল। আর হালকা ধরনের সাজসজ্জা প্রকাশ করার অনুমতি রয়েছে। তাদের কেউ কেউ সৃষ্টিগত সৌন্দর্যকে স্বীকার করতে রাজি নন, অথচ সৃষ্টিগত সৌন্দর্যই অধিক গ্রহণযোগ্য এবং শরীরের অংগ-প্রত্যংগের সঠিক ও ভরসাম্যপূর্ণ গঠনের চেয়ে উত্তম সৌন্দর্য আর কী হতে পারে! বলা হয়, যখন হাতের তালু ও চেহারা অধিকাংশ সময় অভ্যাসগতভাবে প্রকাশিত হয় এবং নামাযে ও হজ্জের মধ্যে ইবাদত হিসেবে খোলা রাখা হয়, তখন ব্যতিক্রমকে উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করাই উত্তম।[২১]

ইবনে কাসীরের (মৃ.৭৭৪ হি.) তাফসীর আল কুরআনুল আযীম গ্রন্থে বলা হয়েছে : لايبدين زينتهن الا ما ظهر منها – অর্থাৎ যেটা গোপন রাখা সম্ভব হয় না। তাছাড়া অপরিচিত লোকদের সামনে সাজসজ্জার কোন কিছুই প্রকাশ না করা। ইবনে মাসউদ বলেন, যা গোপন রাখা সম্ভব হয় না, যেমন চাদর ও কাপড়। ইবনে মাসউদের কথা অনুযায়ী হাসান, ইবনে সীরীন, আবু জওয়া ইবনে আব্বাস থেকে বলেন, لايبدين زينتهن الا ما ظهر منها – বলতে চেহারা, হাতের তালু ও আংটি বুঝানো হয়েছে। এভাবে ইবনে উমর 'আতা আকরামা, সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়েব আবি শা'সাআ, দাহ্হাক, ইবরাহীম নখ্ঈ থেকে বর্ণিত, এটা সম্ভবত যে সাজসজ্জার প্রকাশ করা নিষিদ্ধ তার ব্যাখ্যা। মালেক যুহ্রী থেকে বলেন, الا ما ظهر منها 'সাধারণত যা প্রকাশিত হয়' অর্থাৎ আংটি ও পায়ের নূপুর। সম্ভবত ইবনে আব্বাস ও তাঁর অনুসারীরা 'সাধারণত যা প্রকাশিত হয়' বলতে চেহারা ও হাতের তালু মনে করেন। আর এটাই জমহুর তথা অধিকাংশ আলেমের প্রসিদ্ধ মত।[২২]

www.pathagar.com

তাফসীরে আবিস স'উদ (মৃ. ৯৫১ হি.) গ্রন্থে বলা হয়েছে : পেশাগত কাজের সময় স্বাভাবিকভাবে যে জিনিস প্রকাশিত হয়ে পড়ে, যেমন আংটি, সুরমা, রং ইত্যাদি। এগুলো ঢেকে রাখা কষ্টসাধ্য। বলা হয় সাজসজ্জা অর্থ তার স্থান। তখন সম্বন্ধ পদকে উহ্য রাখতে হবে অথবা সৃষ্টিগত সৌন্দর্য ও অর্জিত সৌন্দর্য উভয়ই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে চেহারা ও হাতের তালু বাদ রাখা হয়েছে। কেননা এ দু'টো সতরের অংশ নয়।[২৩,২৪]

শওকানীর (মৃ. ১২৫০ হি.) ফাতহুল কাদীর তাফসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে : এ কথা অজানা নয় যে, কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে সাজসজ্জা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা; তবে স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে সেগুলো ছাড়া। যেমন চাদর ও ওড়না এবং এ ধরনের যা হাতের পাতায়, পায়ে ইত্যাদিতে অলংকার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যদি সাজসজ্জা তার স্থানের অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহলে যে স্থানের সাজসজ্জাকে ঢেকে রাখার হুকুমের বাইরে রাখা হয়েছে, তা ঢেকে রাখা মহিলাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন দু'হাতের তালু, দু'পা ইত্যাদি। ইবনে মানযির আনাস রা. থেকে الا ما ظهر منها আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সুরমা ও আংটি। সা'ঈদ ইবনে মানসুর ইবনে আব্বাস থেকে – لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها -এর ব্যাখ্যায় বলেন, সুরমা, আংটি, কানের দুল ও গলার হার। আবদুর রাযযাক বলেন, তা হচ্ছে হাতের তালুতে রং লাগানো ও আংটি পরিধান করা। ইবনে আবী শাইবাহ ও ইবনে আবী হুমাইদ ইবনে আব্বাস বলেন, প্রকাশ্য সাজসজ্জা হলো চেহারা ও হাতের তালু। পুনরায় ইবনে আব্বাস বলেন, الا ما ظهر منها -এর অর্থ তার চেহারা, হাতের তালু ও আংটি। তিনি পুনরায় বলেন, চেহারার অংশ ও হাতের তালু। বায়হাকী তাঁর সুনানে 'আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন, তাঁকে প্রকাশ্য সাজসজ্জা সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তা হচ্ছে বালা, কবজির অলংকার, পাথর ছাড়া আংটি ও কাপড়ের কোন অংশ বেঁধে রাখা।[২৫]

সিদ্দীক হাসান খানের (মৃ. ১৩০৭ হি.) নাইলুল মারাম ফী তাফসীরিল আহকাম গ্রন্থে বলা হয়েছে : الا ما ظهر منها আয়াতাংশে উল্লিখিত প্রকাশ্য সাজসজ্জা সম্পর্কে লোকেরা মতবিরোধ করেছে। প্রকাশ্য সাজসজ্জা কি? ইবনে মাসউদ ও সা'ঈদ ইবনে জুবায়ের বলেন, তা হচ্ছে পোশাক। সা'ঈদ আরো বলেছেন, তা হচ্ছে চেহারা। 'আতা ও আওযায়ী বলেন, চেহারা ও হাতের তালু। ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা বলেন, প্রকাশ্য সাজসজ্জা হলো সুরমা, বালা, কনুই ও কব্জির মাঝখান পর্যন্ত রং ব্যবহার করা ইত্যাদি। আর মেয়েদের তা প্রকাশ করা জায়েয। ইবনে আতিয়া বলেন, মেয়েরা সাজসজ্জার কিছুই প্রকাশ করবে না, বরং সাজসজ্জার সব কিছু গোপন রাখবে এবং যে অংশ এর বাইরে রাখা হয়েছে তা প্রয়োজনে প্রকাশ করবে। এ কথা

www.pathagar.com

গোপন নয় যে, কুরআনের আয়াতে প্রকাশ্য সাজসজ্জা প্রকাশ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তবে যেটা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, যেমন চাদর, ওড়না— এ দু'টো ছাড়া হাতের ও পায়ের মধ্যে স্বর্ণ অলংকার ইত্যাদি। যদি সাজসজ্জাকে তার স্থানের অর্থে নেওয়া হয়, তাহলে যে জিনিস সাজসজ্জা থেকে পৃথক রাখা হয়েছে, তা ঢেকে রাখা মেয়েদের জন্য কঠিন হবে, যেমন দু'হাতের তালু, দু'পা ইত্যাদি।[২৬]

ইবনে বাদীসের (মৃ. ১৩৫৯ হি.) হাদীস সংকলনে বলা হয়েছে : সাজসজ্জার একটি গোপন অংশ রয়েছে, যেমন বাহুতে বালা পরিধান করা, বাজুবন্ধ পরা, কানে দুল পরা, গলায় হার পরা, পায়ে নূপুর পরা। প্রকাশ্য সাজসজ্জা, যেমন চোখে সুরমা লাগানো, আঙ্গুলে আংটি পরা। সাজসজ্জা হলো এমন জিনিস যার সাহায্যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয় ইত্যাদি। সাজসজ্জা সম্পর্কিত নির্দেশ সৌন্দর্যের স্থানসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কাজেই এখানে সৌন্দর্যের স্থানসমূহই উদ্দেশ্য। এর প্রমাণ হলো, এ সাজসজ্জা যখন তার স্থানসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে না, তখন এ নির্দেশও সে ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না।

প্রকাশ্য সাজসজ্জার ব্যাখ্যায় পূর্ববর্তী লোকেরা একবার চেহারা ও হাতের তালু এবং দ্বিতীয়বার সুরমা ও আংটি ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় কথাটি প্রথম কথার দিকে ফিরে আসে। কেননা চেহারা হলো সুরমা লাগাবার স্থান এবং হাতের তালু হলো আংটি পরিধান করার স্থান। দ্বিতীয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে শব্দের মূলের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং প্রথমটি অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

আল্লাহ যখন বলেন, لايبدين زينتهن অর্থাৎ 'তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে'। তখন এ শব্দাবলী থেকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় অর্থই ব্যাপকভাবে বুঝায়। আর যখন لا ما ظهر منها। 'সাধারণত যা প্রকাশিত হয়' তাছাড়া, বলা হয় তখন প্রকাশ্যকে নির্দিষ্ট করা হয়। এ অবস্থায় তা প্রকাশ করা জায়েয এবং অপ্রকাশ্য অংশের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। এ আয়াত দ্বারা ঘাড়, বুক, পায়ের নলা, বাহু ও সমস্ত গোপন অংশ খোলা রাখা নিষিদ্ধ বুঝা যায়। এতে প্রকাশ্য অংশ খোলা রাখা বৈধ প্রমাণিত হয়। এই প্রকাশ্য অংশ হলো চেহারা ও হাতের তালু। কেননা নারীর এ দু'টো অঙ্গ সর্বসম্মতিক্রমে সতরের অংশ নয়। হাদীস ও ফতোয়ার কিতাবগুলোতে প্রসিদ্ধ ইমামদ্বয়ের বক্তব্যের মাধ্যমে এ কথাকে অধিকতর ব্যাখ্যা ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ইমামদ্বয় হলেন হানাফী ইমাম আবু বকর জাসসাস ও মালেকী ইমাম কাযী ইয়াদ এবং এরপর তৃতীয় জন হচ্ছেন মদীনার ইমাম মালেক র.। জাস্‌সাস বলেন, لا। ما ظهر منها 'সাধারণত যা প্রকাশিত হয়' -আমাদের ইমামগণ বলেন, এর অর্থ চেহারা ও হাতের তালু। কেননা সুরমা চেহারার সৌন্দর্য এবং রং ও আংটি হাতের তালুর সৌন্দর্য। যখন চেহারা ও হাতের তালুর সাজসজ্জার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বিধিসম্মত হয়, তখন চেহারা ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া নিঃসন্দেহে বৈধ। এ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, চেহারা ও হাতের তালু সতরের অংশ নয়। কেননা মেয়েরা চেহারা ও হাতের তালু খোলা রেখে নামায পড়তে পারে। যদি এ দু'টি অংগ সতরের অংশ হতো,

www.pathagar.com

তাহলে তা ঢেকে রাখতে হতো, যেভাবে সতর ঢেকে রাখা হয়। একথা যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে অপরিচিত তথা গায়ের মাহরাম লোকদের জন্য যৌন উদ্দীপনা ছাড়া মেয়েদের চেহারা ও হাতের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া জায়েয। কাযী ইয়াদ ওপরের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করে বলেন, এখানে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ার কথা বলাই হাদীসের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে আলেমগণের দলিল হলো, নারীর চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয়, বরং এটা মুস্তাহাব ও সুন্নাত এবং পুরুষের কর্তব্য হলো চক্ষু সংবরণ করে চলা, বিশেষ করে রসূল স.-এর স্ত্রীদের চেহারা ঢেকে রাখা ফরয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই।

ইমাম মালেক র.-এর মুয়াত্তায় বলা হয়েছে : ইমাম মালেককে প্রশ্ন করা হয়, মেয়েরা কি মাহরাম ছাড়া অন্য পুরুষদের অথবা তাদের দাসদের সাথে একত্রে আহার করতে পারবে? তিনি বললেন, যদি মেয়েদের সাথে পুরুষদের খাওয়ার প্রচলন থাকে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। তিনি আরো বললেন, মেয়েরা তাদের স্বামীর সাথে এবং স্বামী ঘরে যেসব লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন তাদের সাথে, এমনিভাবে নিজেদের ভাইদের সাথেও খেতে পারে। ইমাম মালেকের দৃষ্টিতে অপরিচিত লোকদের সাথে খাওয়া জায়েয, যদি তা নিভৃতে না হয় এবং স্বামী ও ভাইয়ের উপস্থিতিতে যদি হয়। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মেয়েরা অপরিচিত লোকদের সামনে তাদের চেহারা ও হাতের তালু প্রকাশ করতে পারবে। কেননা খাওয়ার সময় এগুলো বের করা অতীব প্রয়োজন। এভাবে বাজী একথা বলেছেন এবং এটি স্বীকার করে নিয়েছেন। এসব বর্ণনা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, চেহারা ও হাতের তালু সতরের অংশ নয় এবং এ দু'টি অংগ মেয়েদের জন্য ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয়।[২৭]

لايبدين زينتهن الا ما ظهر منها – এ আয়াতে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন উদ্ধৃতি উল্লেখ করার পর আমরা বুঝতে পারলাম যে, তেরজন মুফাস্সিরের মতে বাহ্যিক সাজসজ্জা যা অপরিচিত পুরুষদের সামনে খোলা রাখা বৈধ, সে ক্ষেত্রে তাঁরা চেহারা ও হাতের তালুকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, এই মুফাস্সিরগণ হলেন,

১. আত তাবারী, ২. আল জাস্সাস, ৩. আল ওয়াহেদী, ৪. আল বাগবী, ৫. আয যামাখ্শারী, ৬. ইবনুল আরাবী, ৭. আর রাযী, ৮. আল কুরতুবী, ৯. আখ খাযেন, ১০. আন নিশাপুরী, ১১. আবু হাইয়ান, ১২. আবুস সাউদ ও ১৩. ইবনে বাদীস।

অন্য যাঁরা পোশাককে প্রকাশ্য সাজসজ্জা হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তাঁরা হলেন ইবনুল জাওযী, বায়যাবী, ইবনে কাসীর, শাওকানী ও সিদ্দীক হাসান খান। তবে সিদ্দীক হাসান খান পোশাকের সাথে হাতের তালু ও পা সংযুক্ত করে দিয়েছেন। ইবনে আতিয়া ও ইবনে জুযাই বিভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এবং উল্লিখিত কোন মতকে প্রাধান্য দেননি। অতঃপর ইবনে কাসীর বলেছেন, জমহুর উলামা তথা অধিকাংশ আলেমের মতে যে জিনিস প্রকাশ করা যাবে তা হলো চেহারা ও হাতের তালু।

www.pathagar.com

যখন তেরজন মুফাস্‌সির বাইরের সাজসজ্জা হিসেবে চেহারা ও হাতের তালুকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তখন এ দু'টিই প্রকাশ্য সাজসজ্জা। অবশ্য অধিকাংশ বর্ণনাকারীর কারণে এটাই সত্য ও সঠিক হবে এটা আমাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়, বরং আমাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, চেহারা খোলা রাখা বৈধ, একথা যারা বলেন তাদের বিপক্ষীয়দের এ কথা সুস্পষ্টরূপে বলে দেওয়া যে, শরীয়তে এটা কোন নতুন সৃষ্টি নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে মুগ্ধ লোকেরা, যারা বলে থাকেন, চেহারা ঢেকে রাখা প্রাচীন রীতির অনুসৃতি তারা এটা সৃষ্টি করেননি।

তাবারী ও অন্যরা যেসব বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন আমরা সেগুলোর সনদ সহী ও দুর্বল হওয়ার বিচার ব্যতিরেকেই এখানে যুক্ত করবো। ঐ সমস্ত বর্ণনার ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কণ্ঠে উচ্চারিত বাণী অথবা অনুমোদন সম্বলিত হাদীস হওয়ার ব্যাপারে কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না, বরং এটা বর্ণনাকারীদের ইজতিহাদ। তাঁরা ব্যতিক্রমের আয়াতের সাহায্যে একথা বুঝেছেন অর্থাৎ ব্যতিক্রমের জন্য যা উত্তম মনে করেছেন তাই গ্রহণ করেছেন এবং মেয়েদের অত্যাবশ্যকীয় সতরের জন্য এটাই উপযুক্ত বলে মনে করেছেন। কখনো কখনো বর্ণনাকারী এ ব্যতিক্রমকে উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করেছেন, শুধু সীমাবদ্ধতার উদ্দেশে বর্ণনা করেননি। আমরা যখন বিভিন্ন বর্ণনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবো, তখন দেখতে পাবো প্রতিটি বর্ণনাই যাকে ব্যতিক্রম হিবেবে বর্ণনা করা সম্ভব তার কিয়দংশ উল্লেখ করা হয়েছে, যেসব পোশাক প্রকাশ্য সাজসজ্জার অংশ। এমনিভাবে চেহারা, দু'হাত, সুরমা, আংটি ও রং— প্রতিটি প্রকাশ্য সাজসজ্জার অংশ বিশেষ। তাবারী উল্লিখিত হাসান ও আমরের বর্ণনাদ্বয়ে হাসান বলেন, চেহারা ও পোশাক এবং আমের বলেন, সুরমা, রং ও পোশাক।

চতুর্থ সীমা ঃ সূরা নূর থেকে
ওড়না দিয়ে ঘাড় ও বুক ঢেকে রাখার জন্য মেয়েদের প্রতি নির্দেশ

আল্লাহর বাণী : وليضربن بخمرهن على جيوبهن (আয়াত ৩১) 'আর তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দিয়ে আবৃত করে।' উরওয়া থেকে বর্ণিত। আয়েশা রা. বলেন, আল্লাহ প্রথম হিজরতকারিণী মহিলাদের প্রতি দয়া করেছেন। যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে وليضربن بخمرهن على جيوبهن অবতীর্ণ হয়, তখন তারা তাদের সেলাইবিহীন কাপড় দু'ভাগ করে তার সাহয্যে মাথা ঢেকে নেয়। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা তাদের চাদর নিয়ে লম্বার দিক থেকে দু'ভাগ করে এক ভাগ দিয়ে মাথা ঢেকে নেয়। (বুখারী)[২৮]

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবীর আহকামুল কুরআনে বলা হয়েছে : وليضربن بخمرهن على جيوبهن الجيب -'জাইব'* হচ্ছে গলা ও বুক এবং 'খিমার' হচ্ছে যা দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা যায়।

* জাইব-এর বহুবচন জুয়ূব এবং খিমার-এর বহুবচন খুমুর।

www.pathagar.com

ইমাম বুখারী আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

يرحم الله نساء المهاجرات الاول لما نزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن

আল্লাহ প্রথম হিজরতকারিণী মহিলাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন তাঁরা 'মুরুত' অর্থাৎ বিশেষ চাদর ছিঁড়ে মাথা ঢেকে নেয়। এমনিভাবে যার কাছে 'বিশেষ চাদর' ছিল সে দু'ভাগ করে নেয় আর যার কাছে সেলাইবহীন লুঙ্গী বা চাদর ছিল সে তা দু'ভাগ করে নেয়। এতে ঘাড় ও বুক ঢেকে রাখা প্রমাণিত হয় এবং আয়েশার রা. বর্ণিত হাদীস থেকে তা পরিষ্কার বুঝা যায় :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن مايعرفن الغلس اى تعرف فلانة من فلانة –

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায এতো সকালে পড়তেন এবং মেয়েরা বিশেষ চাদরের সাহায্যে মাথা ঢেকে বের হতেন যে, অন্ধকারে তাদেরকে চেনা যেতো না অর্থাৎ তারা কে, কার স্ত্রী বা কার মেয়ে তা বুঝা যেতো না।[২৮ক]

ফাতহুল বারী فاختمرن بها -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়, মাথার ওপর ওড়না দিয়ে ডান দিকে থেকে বাম কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এটাকে বলা হয় لتقنع তাকান্নু অর্থাৎ মাথা ঢেকে রাখা।

ফারাআ বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে মেয়েরা তাদের ওড়না পেছন দিকে লম্বা করে ঝুলিয়ে দিতো। তাতে সামনের অংশ খোলা থাকতো। এখন তাদেরকে এগুলো ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। মেয়েদের ওড়না পুরুষদের পাগড়ীর মতোই ছিল।[২৮খ]

জাস্সাস বলেন, وليضربن بخمرهن على جيوبهن এর মাধ্যমে মেয়েদের কামিজের সামনের দিকের পকেটের কথা বলা হয়েছে। কারণ মেয়েরা এমন কামিজ পরতো যার সামনের দিকে পকেট থাকতো। এ ধরনের কামিজ পরার ফলে মেয়েদের বুক ও ঘাড় খোলা থেকে যেতো। তাই আল্লাহ তাদেরকে সে স্থান ঢেকে রাখার নির্দেশ দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন : وليضربن بخمرهن على جيوبهن এতে প্রমাণিত হয় যে, মেয়েদের বুক ও ঘাড় সতরের অংশ। অপরিচিত লোকদের জন্য তাদের এ দু'টি স্থানের প্রতি তাকানো বৈধ নয়।

সূরা আন নূর ও সূরা আল আহযাবের আয়াতসমূহ উপস্থাপনের পর আমরা সূরা আহযাবের يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ আয়াতের সাহায্যে মুমিন নারীদের জন্য বাইরে বের হওয়া ও দাসীদের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য চাদর ঝুলিয়ে রাখার বিশেষ সীমা নির্ধারণ করা ভাল মনে করি। এটা অসৎ লোকদের কষ্ট দেওয়া থেকে

www.pathagar.com

তাদের হেফাজতের জন্য প্রয়োজন। এরপর সূরা নূরের আয়াতে নারী-পুরুষের পরস্পর পরস্পরকে দেখার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ঘরে-বাইরে সকল অবস্থায় উভয়কে ফিতনা থেকে রক্ষার কথা বলা হয়েছে। প্রথমত উভয়কে দৃষ্টি সম্বরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ 'মুমিনদেরকে বলো, তারা যেন দৃষ্টি সম্বরণ করে।' – وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ 'এবং মুমিন মেয়েদেরকে বলো, তারা যেন দৃষ্টি সম্বরণ করে।' দ্বিতীয়ত যথাসম্ভব মেয়েদের সাজসজ্জার ফিতনার স্থানকে সংকীর্ণ করে দেখানো হয়েছে। কাজেই মেয়েরা তাদের মাথার ওড়না পেছন দিক থেকে সামনের দিকে ছেড়ে দিতো। এর ফলে চেহারা ও হাতের তালু প্রকাশিত হবার সাথে সাথে কান, ঘাড় ও গলা বের হয়ে আসতো। তেমনিভাবে এ সমস্ত অংগ-প্রত্যংগে ব্যবহৃত সাজসজ্জাও বের হয়ে যেতো। যেমন চোখের সুরমা, হাতের রং, কানের দুল ও গলার হার।

এ অবস্থায় মহান আল্লাহর বাণী لايبدين زينتهن الا ما ظهر منها নাযিল হয় এবং এর মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে অর্থাৎ যা প্রকাশিত হওয়া সবার কাছে স্বাভাবিক বলে পরিচিত। তাছাড়া মেয়েদের অন্য সব রকমের সাজসজ্জা গোপন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লিখিত সাজসজ্জাসমূহ ওড়না ও লম্বা কামিজের সাহায্যে দেহ ঢেকে রাখার পরও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হতো। অতঃপর আল্লাহ وليضربن بخمرهن على جيوبهن তাদেরকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন ওড়নার সাহায্যে দু'কান, ঘাড় ও গলা ঢেকে রাখে। এ নির্দেশ দ্বারা প্রকাশ্য সৌন্দর্যের স্থান সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং ابداء তথা প্রকাশের অর্থ পোশাক ছাড়া চেহারা ও হাতের তালুর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এর অতিরিক্ত আর কোন জিনিস বাকী থাকে না। আর যদি ওড়নার সাহায্যে পকেট ঢাকা না থাকে, তাহলে কান, ঘাড় ও গলার সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে, অথচ এটা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য নয়। তেমনিভাবে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য যদি প্রকাশ্য সৌন্দর্য ঢেকে রাখা হতো, তা হলে ওড়নার সাহায্যে চেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হতো। এ কারণে ইবনে হাযম বলেন, আল্লাহ মেয়েদেরকে বুকের ওপর ওড়না জড়াবার নির্দেশ নিয়েছেন। এ আয়াত থেকে ঘাড় ও বুক যে সতরের অংশ, তা ঢেকে রাখতে হবে এবং চেহারা খোলা রাখা জায়েয, একথা প্রমাণিত হয়। এছাড়া অন্য কিছু নয়।[২৮গ]

পঞ্চম সীমা ঃ সূরা নূর থেকে
নারী গোপন সৌন্দর্য কাদের সামনে প্রকাশ করতে পারবে

وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَوْ اباءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ

www.pathagar.com

اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوْ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُوْلِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ –

'তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনি, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ ও নারীদের গোপন অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞাত বালক ছাড়া কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে।' (সূরা নূর ঃ ৩১)

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, নারীর চেহারা ও দু'হাতের পাতার সৌন্দর্য ছাড়া বাকি সব কিছুই গোপন সৌন্দর্য। নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া তা কারো সামনে প্রকাশ করা যাবে না। এ আয়াতে চাচা ও মামাদের জন্য তাদের ভাতিজি ও ভাগিনিদের সাজসজ্জা প্রদর্শন করা বৈধ হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। তবে এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকারীগণ বর্ণনাসমূহের মধ্যে মত-পার্থক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেন, পৃথক রাখার মধ্যে পিতার সাথে তারাও গণ্য। কেউ কেউ তাদেরকে অপরিচিত লোকদের মধ্যে গণ্য করেন এবং বলেন, মাহ্‌রামদের যে অধিকার রয়েছে তাদের সে অধিকার নেই। তাফসীরের কিতাবে 'ইকরামা ও শা'বী থেকে বর্ণিত হয়েছে তাঁরা চাচা ও মামার সামনে মেয়েদের মাথায় ওড়না খুলে রাখাকে অপছন্দ করেন। কেননা তারা উভয়ই ভাতিজি ও ভাগিনিকে আপন সন্তানদের সাথে বিবাহে সম্পৃক্ত করেন। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে এবং তা কুরআনেরই ব্যাখ্যা। এ নির্দেশের আলোকে বুখারী ও মুসলিমে দু'টি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

'উমরাতা বিনতে আবদুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স.-এর স্ত্রী 'আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, যখন রসূলুল্লাহ স. তাঁর ঘরে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি জনৈক ব্যক্তিকে হাফসা রা.-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইতে শুনে বলেন, হে আল্লাহর রসূল স., লোকটি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। নবী স. বললেন, আমি জানি এ ব্যক্তি অমুক, সে হাফসার দুধ চাচা। আয়েশা রা. জিজ্ঞেস করলেন, যদি অমুক ব্যক্তি জীবিত থাকতো যে দুধ সম্পর্কের দিক থেকে আমার চাচা হতো, তাহলে কি তিনি আমার কাছে আসতে পারতেন? নবী স. বললেন, হ্যাঁ, রক্তের সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিবাহ হারাম, দুধের সম্পর্কের কারণেও তারা হারাম। (বুখারী ও মুসলিম)[২৮ঘ]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর আবুল কু'আইস-এর ভাই আফ্‌লাহ আমার নিকট (আসার) অনুমতি চাইলে আমি তাকে জানালাম, এ ব্যাপারে নবী স.-এর অনুমতি না নিয়ে আমি তাকে অনুমতি দেবো না। কারণ তার ভাই আবুল কু'আইস তো নিজে আমাকে দুধ পান করাননি। অবশ্য আবুল কু'আইসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। রসূলুল্লাহ স. আমার নিকট এলে আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আবুল কু'আইসের ভাই আফলাহ আমার নিকট

www.pathagar.com

(আসার) অনুমতি চাইলে আমি জানিয়ে দিয়েছি, আপনার অনুমতি না নিয়ে আমি তাকে অনুমতি দিতে পারি না। নবী করিম স. বললেন, তোমার চাচাকে অনুমতি দিতে কে তোমাকে বারণ করেছে? আমি বললাম, সে ব্যক্তি তো আমাকে দুধ পান করায়নি, অবশ্য আমাকে দুধ পান করিয়েছেন আবুল কু'আইসের স্ত্রী। এ কথায় রসূল স. বললেন, তোমার ডান হাত ধুলো-মলিন হোক, তাকে অনুমতি দাও। কারণ সে তোমার চাচা। (বুখারী ও মুসলিম)[২৮৬]

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে :

باب قوله تعالى : «ان تبد واشيئا او تخفوه فان الله كان بكل شئ عليما

لاجناح عليهن فى ابائهن ولا ابنائهن ولااخوا نهن ولاابناء اخوانهن

ولاابناء اخواتهن ولااخوا نهن ولاابناء اخواتهن ونسائهن ولاما ملكت

ايمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شئ شهيداً –

'তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখো আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। নবীপত্নীগণের জন্য তাঁদের পিতাগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভাগিনির, সেবিকাগণ ও তাঁদের অধীনস্থ দাস-দাসীগণের ব্যাপারে তা পালন না করা অপরাধ নয়। হে নবীপত্নীগণ, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ্ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন।'[২৮৮]

আয়েশা রা.-এর হাদীসে আবু কু'আইসের ভাই আফলাহর ঘটনায় এবং আল্লাহর বাণী لاجناح عليهن فى ابائهن থেকে শেষ পর্যন্ত উক্ত আয়াতের অধীনে বুখারীর তরজমাতুল বাবের সাথে মিল রাখা হয়েছে যেহেতু এটা আয়াতদ্বয়ের একটি অংশ। এই সাথে হাদীস ائذنى له فانه عمك 'তাকে অনুমতি দাও, সে তোমার চাচা' রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কথার সাথে অন্য হাদীসের মিল রয়েছে। যেমন- العم صنو الاب। 'চাচা পিতার সমতুল্য।'

যারা মনে করেন, এ হাদীসের সাথে অনুচ্ছেদের মিল বা নামের কোন সাদৃশ্য নেই, এসব হাদীসের সাহায্যে তাদের অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে। মনে হয় যারা চাচা ও মামার সামনে মেয়েদের ওড়না খুলে রাখা অপছন্দ করেন, ইমাম বুখারী এ হাদীসের সাহায্যে তাদের জবাব দিয়েছেন। এভাবে তাবারী উল্লেখ করেছেন, দাউদ ইবনে আবি হিন্দের বর্ণনায় ইকরামা ও শা'বীকে প্রশ্ন করা হয় : চাচা ও মামার কথা কেন এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি? উত্তরে তারা বলেন, তারা উভয়েই তাদের ভাতিজি ও ভাগিনিকে নিজ সন্তানদের সাথে বিবাহ দ্বারা সম্পৃক্ত করতে পারেন, তাই তারা চাচা ও মামার সামনে মাথার ওড়না খুলে রাখা অপছন্দ করেছেন এবং আফলাহর ঘটনা আয়েশা রা. বর্ণিত হাদীসে উভয়ের প্রতিবাদ করেছে, এটাই হচ্ছে বুখারীর শিরোনামের সাথে সম্পৃক্ততার সূক্ষ্ম দিক।[২৯ক] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, যদি বলা হয়, এ আয়াতে চাচা ও মামার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তাহলে জবাবে বলা যায়, তাদের প্রতি ইঙ্গিতই যথেষ্ট

www.pathagar.com

ছিল"। কেননা চাচার মর্যাদা পিতার সমতুল্য এবং মামার মর্যাদা মায়ের সমতুল্য।[২৯খ] কুরতুবী বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে দেখার ব্যাপারে চাচা ও মামা সকল মাহরামের মতোই। অন্য মাহরামদের যে সব জিনিস দেখা জায়েয, তাদের জন্যও সে সব দেখা জায়েয।[৩০]

শাওকানী তাঁর ফাতহুল কাদীর বাইনা ফন্নাই আর রেওয়াওয়াহ্ ওয়াদ দেরায়াহ্ মিন ইলমিত তাফসীর' গ্রন্থে বলেন :

'চাচা ও মামার কথা উল্লেখ করা হয়নি। কেননা তারা পিতা-মাতার স্থলাভিষিক্ত। যুজাজ বলেন, চাচা ও মামাকে তো ভাতিজি ও ভাগিনি নিজেদের পিতা-মাতার মতোই মনে করে। কারণ তাদেরকে চাচাত ও মামাত ভাইদের বিবাহ করা বৈধ। তবে যে কারণে চাচা ও মামার দেখা অপছন্দ করা হয়েছে, এ মতটি অত্যন্ত দুর্বল। কেননা যার জন্য মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ তার জন্য তার গুণ বর্ণনা করা জায়েয। এটা চাচা ও মামা ছাড়া এমন ব্যক্তির জন্য সম্ভব যিনি মহিলাকে দেখেন, বিশেষ করে ভাই ও বোনের সন্তানদের জন্য। 'লাযেম' তথা অপরিহার্যতা বাতিল হলে 'মালযূম' তথা অবিচ্ছেদ্যটাও তাই হবে অর্থাৎ বিবাহ করার বৈধতা বাতিল হবার সাথে সাথে দেখা বৈধ হয়ে যাবে। এমনিভাবে অপরিচিতা মহিলাদের প্রতি তাকানো বৈধ নয়। কারণ তাদের গুণাবলী নিজেই ব্যক্ত করে তাদেরকে বিয়ে করা যখন বৈধ তখন দেখা অবৈধ। এভাবে শা'বী ও ইকরামা যা বলেছেন তার কোন কারণ নেই যে, মামা ও চাচার সামনে ওড়না খুলে রাখা মেয়েদের জন্য মাকরূহ হবে।[৩১]

এখানে আল্লাহর বাণীর او نسائهن। তাফসীরে মতভেদ রয়েছে। কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী আহকামুল কুরআনে বলেন, او نسائهن। সম্পর্কে এখানে দু'টো কথা: এক. সমস্ত মেয়েরা। দুই. মুমিন মেয়েরা। আমার মতে সমস্ত মেয়ের ব্যাপারে এ কথা বলা জায়েয।[৩২]

ইবনে কুদামা 'মুগনী'তে বলেন, দেখার ব্যাপারে দু'জন মুসলিম নারীর মধ্যে এবং একজন মুসলিম নারী ও একজন জিম্মীর মধ্যে কোন ফারাক নেই। তেমনিভাবে দু'জন মুসলিম পুরুষ ও একজন মুসলিম পুরুষ ও একজন জিম্মীর মধ্যে কোন ফারাক নেই। আহমদ বলেন, কোন কোন লোকের মতে ইহুদী ও খৃষ্টান মেয়েদের সামনে মুসলিম মেয়েরা যেন তাদের ওড়না খুলে না ফেলে। আমার মতে তারা যেন মুসলিম মেয়েদের গুপ্ত অংগের প্রতি না তাকায় এবং তাদের সন্তান প্রসবকালে উপস্থিত না থাকে। আহমদের দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে, মুসলিম মেয়েরা যেন জিম্মী মেয়েদের সামনে ঘোমটা না খোলে এবং তাদের সাথে গোসলখানায় প্রবেশ না করে। মাকহুল ও সুলায়মান ইবনে মুসার কথাও এটাই। আল্লাহর বাণী ونسائهن।-এর মধ্যে প্রথম কথাটিই উত্তম। কেননা ইহুদী ও অন্যান্য কাফের মেয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের কাছে যেতো। তাঁরা তাদের সাথে পর্দা করতেন না, আবার তাঁদেরকে পর্দা করার নির্দেশও দেওয়া হয়নি, অথচ তখন মুসলিম নারী ও পুরুষের মধ্যে পর্দার

www.pathagar.com

প্রচলন ছিল। কিন্তু এ অর্থে মুসলিম মেয়েদের ও জিম্মী মেয়েদের মধ্যে পর্দার প্রচলন ছিল না। এ কথা দ্বারা তাদের মাঝে পর্দা নির্ধারণ করা যায় না, যেমনিভাবে মুসলমান ও জিম্মীর মাঝে করা হয়। কেননা পর্দা ওয়াজিব করা হয়েছে আয়াত অথবা কিয়াস দ্বারা, কিন্তু তার একটিও এখানে পাওয়া যায় না।[৩২ক]

ষষ্ঠ সীমা : সূরা নূর থেকে
পায়ের গোছার সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখা

মহান আল্লাহ বলেন : لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ 'তারা যেন তাদের গোপন বিষয় প্রকাশের উদ্দেশে সজোরে পদক্ষেপ না করে।' (আয়াত ৩১)

হাদীসের বর্ণনা মতে পায়ের গোছা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়াই প্রমাণিত হয় :

আবু হুরায়রা রা. আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূল স. বলেন, মেয়েদের কামিজের অতিরিক্ত ঝুল হবে এক বিঘত অর্থাৎ ৯ ইঞ্চি। তখন আয়েশা রা. বললেন, তাহলে তাদের পায়ের গোছা বের হয়ে যাবে। তখন রসূল স. বললেন, তাহলে এক হাত হবে। (ইবনে মাজা)[৩২খ]

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স.-এর স্ত্রীগণ তাঁদের কামিজের ঝুল সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, আধ হাত পরিমাণ করে নাও। তাঁরা বললেন, আধ হাতে সতর ঢাকা সম্ভব নয়। তখন তিনি বললেন, তাহলে এক হাত করে নাও। (আহমদ)[৩২গ]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত। 'রসূল স.-এর কাছে লুঙ্গি বা পেটিকোট লটকানের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! মেয়েরা কিভাবে কাপড় পরবে? রসূলুল্লাহ স. বললেন, তারা এক বিঘত নীচু রেখে কাপড় পরবে। উম্মে সালামাহ রা. বললেন, এতে শরীর বের হয়ে যাবে। তখন রসূল স. বললেন, তাহলে এক হাত নীচু করে পরবে। এর অতিরিক্ত নয়। (আবু দাউদ)[৩২ঘ]

উল্লিখিত হাদীসসমূহ পায়ের গোছা অথবা সতর প্রকাশ করা থেকে সাবধান থাকার ইংগিত বহন করে। এখানে পায়ের কথা বলা হয়নি। নিশ্চয়ই পা বের করে রাখা দূষণীয় নয়। যদি পা সতরের অংশ হতো তাহলে অবশ্যই তা উল্লেখ করা হতো। কেননা কাপড় খাটো হলে সর্বপ্রথম সতরের যা প্রকাশ পায় তা হলো পা। কখনো কখনো শুধু পা প্রকাশিত হয়। এছাড়া অন্য কিছু প্রকাশিত হয় না। এ থেকে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, পায়ের গোছা ঢেকে রাখা অবশ্য কর্তব্য এবং পায়ের গোছা খোলা রাখা সম্পর্কে রসূল স. সতর্ক করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত হাদীস নিম্নে বর্ণিত হলো :

ফাতেমা বিনতে কাইস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি উম্মে শুরাইকের বাসায় স্থানান্তরিত হও। আমি বললাম, এখনই

www.pathagar.com

হবো। তিনি বললেন, না, এখন করো না, উম্মে শুরাইকের বাড়িতে মেহমানদের আনাগোনা অনেক বেশি। আমি তোমার ওড়না পড়ে যাওয়া অথবা তোমার পায়ের গোছা থেকে কাপড় সরে যাওয়ার ভয় করি। অতঃপর লোকেরা তোমার এমন কিছু দেখে ফেলবে যা তুমি অপছন্দ করো। (মুসলিম)[৩২ঙ]

অর্থাৎ কাপড় ওঠানোর পর প্রথম যে জিনিস বের হয় তা হলো দু'পা। যদি দু'পা প্রকাশিত হওয়া দূষণীয় হতো, তাহলে হাদীসে এভাবে বলা হতো, 'কাপড় থেকে তোমার পা বের হয়ে আসবে।' আর মেহমানদের সামনে চলাফেরার সময় প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারে পা হলো সবচেয়ে নিকটবর্তী। কিন্তু পায়ের গোছা বের হয়ে যাওয়া দূরতম ব্যাপার। অন্য হাদীসে অধিক প্রয়োজনে কোন কোন মুমিন মেয়ের পায়ের গোছার নীচের অংশ প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবীদের ইঙ্গিত রয়েছে।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,...সেদিন আমি আয়েশা বিনতে আবু বকর ও উম্মে সুলাইমকে দেখেছি তাঁরা উভয়েই নিজেদের কামিজ ওপরের দিকে টেনে রেখেছিলেন যার ফলে তাঁদের পায়ের গোছা দেখা যাচ্ছিলো এবং তাঁরা মশক ভরে ভরে পিঠে করে পানি বহন করে এনে লোকদের পান করাচ্ছিলেন। তারপর তাঁরা ফিরে গিয়ে আবার মশক ভরে এনে পুনরায় লোকদেরকে পান করাচ্ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৩২চ]

আমরা মনে করবো, বর্ণনাকারীর দৃষ্টি হঠাৎ করে তাঁর পায়ের গোছার খোলা অংশের ওপর পড়ে এবং পা খোলা অবস্থায় তার দৃষ্টি পতিত হয়নি। তা না হলে তিনি বলতেন, আমি তাদের উভয়ের পা দু'খানা ও নূপুর পরার স্থান দেখেছি। ইসলামের পূর্বে এর প্রচলন ছিল এবং ইসলামের আগমনের পরও এর প্রচলন বিদ্যমান রয়েছে। এটা এজন্য যে, 'দু'টো এমনিতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে' যেমন হানাফী ইমামগণ বলে থাকেন। উল্লিখিত হাদীসে মুমিন মহিলাদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তা কোন কোন কাফের মহিলার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। বর্ণনাকারী সেখানেও পায়ের গোছা প্রকাশ পাওয়ার কথা বলেছেন।

বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর আমরা (ওহুদ যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে) লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে তারা পরাজিত হয়ে পালাতে শুরু করলো। তখন আমরা দেখতে পেলাম মুশরিকদের মেয়েরা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোছার ওপর টেনে তোলার কারণে তাদের পায়ের নূপুরগুলো বেরিয়ে পড়েছে। (বুখারী)[৩২ছ]

পা প্রকাশ করা সম্পর্কে হাদীসের দলিল

রসূল স.-এর যুগে সাধারণভাবে আরব মহিলাদের প্রচলিত পোশাক এ কথাই প্রমাণ করে যে, রাস্তায় চলার সময় মহিলাদের পা প্রকাশিত হওয়া একেবারেই সাধারণ ব্যাপার ছিল, খালি পা অথবা জুতা পরিহিতা উভয় অবস্থাই সমান ছিল এবং জুতা পরিধান করলেও পায়ের কিছু অংশ খোলা থাকতো। তার প্রমাণ হচ্ছে :

www.pathagar.com

'সাঈদ ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নারী জাতি সর্বপ্রথম ইসমাঈল আ.-এর মা (হাজেরা) থেকেই কোমরবন্ধ বাঁধা শুরু করেছে। হযরত হাজেরা হযরত সারার অসন্তুষ্টি দূর করার উদ্দেশেই কোমরবন্ধ লাগাতেন।' (বুখারী)৩৩

'আবু নওফল রা. থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে আবু বকর বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি দু'বস্ত্রখণ্ডধারিণী নারী। একটি বস্ত্র খণ্ড দিয়ে আমি রসূল স. ও আবু বকর রা.-জন্য খাবার বেঁধে পশুর পিঠে উঠিয়ে দিয়েছিলাম। আর অপর বস্ত্রখণ্ডটি ছিল যা ছাড়া মেয়েদের চলে না।' (মুসলিম)৩৩ক

হাফেয ইবনে হাজার বলেন, হাদীসে উল্লিখিত মিনতাক হলো এক ধরনের কোমরবন্ধ যা কোমরের মাঝখানে বাঁধা হতো। ...হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী হাজেরা কোমরবন্ধ নিলেন এবং মাঝখানে বেঁধে নিলেন, তারপর দৌড়াতে লাগলেন। তিনি সারা (হযরত ইবরাহীমের অপর স্ত্রী) থেকে নিজের চিহ্ন গোপন রাখার জন্য কামিজের প্রান্ত ঝুলিয়ে দিলেন।৩৩খ

ইবনে হাজার আরো বলেন, হাজেরার হাদীসে اول ما اتخذ النساء المنطق -এর م-এর নীচে জের এবং ط-এর ওপরে জবর। এই مِنْطَق হলো مناطق -এর বহুবচন। আরবীতে এর অর্থ কাপড় পরিধান করে তার মধ্যখানে কোন কিছু দিয়ে বেঁধে রাখা এবং কাপড়ের মাঝখানে একটু উঁচু করে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া যাতে করে কামিজের প্রান্তে আটকে হোঁচট খেয়ে না পড়ে।৩৩গ

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, তারা কামিজ এমনভাবে ঝুলিয়ে দিতো যার ফলে পথ চলার সময় পা বের হয়ে যেতো।৩৩ঘ

আমি বলবো, স্বভাবতই মেয়েরা কাজের সুবিধার্থে এ রকম করতো। কিন্তু ঘরে থাকা অবস্থায় অথবা নামায পড়ার সময় অথবা স্বাভাবিক চলাফেরার সময় তাদের কাপড়ের মাঝখান ওঠানোর কোন প্রয়োজন ছিল না এবং কামিজের প্রান্তভাগে আটকে হোঁচট খাওয়ারও কোন ভয় ছিল না।

এরপর কোন কোন মুমিন মহিলার খালি পায়ে বের হওয়া সম্পর্কে আমরা প্রমাণ পেশ করবো।

খালি পায়ে বের হওয়া কখনো ছিল গ্রামীণ মেয়েদের অভ্যাস আবার কখনো ছিল দরিদ্রতার ফল।

'উম্মে সালামা রা. নবী করিম স.-এর কাছে লুঙ্গি লটকানোর কথা জিজ্ঞেস করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! মেয়েরা কিভাবে কাপড় পরবে? রসূলুল্লাহ স. বললেন, তারা এক বিঘত ঝুলিয়ে নেবে। উম্মে সালামা বললেন, এতে পা বেরিয়ে যাবে। জবাবে রসূল স. বললেন, তবে এক হাত ঝুলিয়ে নেবে, কিন্তু এর অতিরিক্ত নয়। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)৩৩ঙ

ইমাম রাযী তাঁর হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উম্মে সালামার হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জুতা ও মোজা আরবের মেয়েদের পোশাকের মধ্যে গণ্য ছিল

www.pathagar.com

না। তারা জুতা পারতো অথবা খালি পায়ে চলাফেরা করতো এবং পা ঢেকে রাখার জন্য কামিজ ঝুলিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট মনে করতো। আল্লাহই ভালো জানেন।[৩৩চ]

আবু হাইয়ান আল আন্দালুসী বাহরুল মুহীত গ্রন্থে বলেন, বিশেষভাবে তাদের মধ্যে গরীব মেয়েরা চলাফেরার সময় পা বের করে রাখতে বাধ্য হতো।[৩৩ছ]

বিশেষ ধরনের কাজে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে কোন কোন সময় পা খালি রাখতে হয়

'জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমার খালাকে তালাক দেওয়া হলে তিনি খেজুরের ছড়া কাটতে চাইলেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বের হতে নিষেধ করলেন। তিনি নবী করিম স.-এর কাছে এলেন। নবী করিম স. তাঁকে বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার খেজুরের ছড়া কাটো। নিশ্চয়ই তুমি খেজুর সদকা করবে অথবা উত্তম কাজে ব্যবহার করবে।'(মুসলিম)[৩৪]

শরীয়তের বিধানের পরিপন্থী মানতের কারণে পা খালি থাকা সম্পর্কে

'উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বোন মানত করেছিল, সে খালি পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ যাবে। সে এ ব্যাপারে আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে বললো। আমি রসূল স.-কে এ ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলাম। রসূল স. বললেন, সে পায়ে হেঁটেও যেতে পারে এবং বাহনযোগেও যেতে পারে।' (মুসলিম)[৩৪ক]

উল্লিখিত হাদীস থেকে পায়ে হেঁটে যাওয়ার কষ্ট মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্বীকৃতি স্পষ্ট বুঝা গেলেও এ থেকে পায়ে হেঁটে যাওয়ার বৈধতাও প্রমাণিত হচ্ছে। তার পায়ে হাঁটার বৈধতা থেকে খালি পায়ে হাঁটার বৈধতাও প্রমাণিত হচ্ছে। আর খালি পায়ে হাঁটার কারণে দর্শক স্বাভাবিকভাবেই তার পা দেখতে পাবে।

জুতা পরিহিতা অবস্থায় কতিপয় মুমিন মহিলার বের হওয়া, যাদের কোন মোটা বা পাতলা মোজা ছিল না, এ সম্পর্কে ফকীহগণের উক্তি : ইমাম আবু হানিফা বলেন, মেয়েরা যখন খালি পায়ে অথবা জুতা পরিহিতা অবস্থায় বের হয়, তখন আপনাতেই তাদের পা বের হয়ে যায়, সম্ভবত মোজা না পরার কারণে।[৩৪খ]

বাজির উক্তি : মোটা বা পাতলা মোজা আরব মেয়েদের পোশাকের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আর ছিল না বলেই তারা জুতা পরিধান করতো।[৩৪গ]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, তারা মোজা পায়ে দিয়ে চলাফেরা করতো না।[৩৪ঘ]

পা ঢেকে রাখার প্রতি হাদীসের ইঙ্গিত

'ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেবেন না। এ কথা শুনে উম্মে সালামা বললেন, মেয়েদের কামিজের কি

www.pathagar.com

অবস্থা হবে? রসূল স. বললেন, এক বিঘত ঝুলিয়ে দেবে। উম্মে সালামা বললেন, তাহলে কি পা বের হয়ে যাবে না? রসূল স. জবাব দিলেন, তাহলে এক হাত ঝুলিয়ে দেবে, কিন্তু এর চেয়ে বেশি নয়। (তিরমিযী)[৩৪ছ]

'আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. একটি গোলামকে সাথে করে ফাতেমার কাছে এলেন। তিনি সেটি ফাতেমার জন্য দান করেছিলেন। তখন ফাতেমার পরিধানে যে কাপড় ছিল তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা ঢাকা সম্ভব ছিল না। আর পা ঢাকা হলে মাথা ঢাকা সম্ভব ছিল না। নবী করিম স. তাঁকে এ অবস্থায় সাক্ষাত করতে দেখে বললেন, এতে কোন আপত্তি নেই। উপস্থিত ব্যক্তিরা হচ্ছেন তোমার পিতা ও গোলাম।' (আবু দাউদ)[৩৪চ]

'মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ তার মা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি উম্মে সালামা রা.-কে প্রশ্ন করেন, মেয়েরা কোন্ ধরনের কাপড় পরে নামায পড়বে? তিনি জবাব দেন, ওড়না ও লম্বা কামিজ পরে নামায পড়বে; তবে পায়ের উপরিভাগ ঢাকা থাকবে।' (মুয়াত্তা মালিক)[৩৫]

উল্লিখিত হাদীস পা ঢেকে রাখার ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু আমরা যদি হাজেরা ও আসমা সংক্রান্ত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করি, যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তাহলে একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, সতরের উদ্দেশে পায়ের ওপর থেকে হাঁটুর নলার নীচ পর্যন্ত ঢেকে রাখা। কারণ মেয়েরা যদি গৃহে অবস্থান করে আর পোশাকের আঁচল লম্বা হয় এবং তা দিয়ে পা ঢেকে রাখে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি মেয়েরা ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকে অথবা বাইরে চলাফেরা করে, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে 'মিনতাক' অর্থাৎ বেল্ট বা কোমরবন্ধ ব্যবহার করতে হবে। ফলে চলার সময় কামিজের প্রান্তে জড়িয়ে হোঁচট খাবে না। কোমরবন্ধ বাঁধার দরুন কাপড়ের সামনের অংশ খাটো হয়ে যাবে এবং পা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। অবশ্য সতর্ক থাকতে হবে যেন পোশাক থেকে মেয়েদের পা বের হয়ে না যায়। এটা হচ্ছে গৃহে অবস্থান করার সময়ের ব্যবস্থা। অন্যদিকে মেয়েরা কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে পায়ের নলার নিচের অংশ ও নূপুর পরার স্থান প্রকাশিত হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন তারা কোন জিনিস বহন করে অথবা জমিনের ওপর কোন জিনিস রাখে তখন এ অবস্থা হয়। আবার নামাযে রুকু করার সময়ও এ অবস্থা হয়। এছাড়া উল্লিখিত হাদীসসমূহে পা খোলার কথা বলে যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে তা হচ্ছে, পায়ের নলার নীচের আশপাশের অংশ পুরোপুরি প্রকাশ পাওয়া এবং এটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

পা দু'টি নয়, বরং পায়ের নলাই উক্ত পরিমাণ সাবধানতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত। এ প্রাধান্যের পক্ষে যুক্তি হলো উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত হাদীস। রসূল স.-এর সাবধানবাণী: 'এক হাত ঝুলিয়ে রাখার মাধ্যমে যদি সমস্ত পায়ের নলা ঢেকে রাখা যায় এবং পা ছাড়া অন্য কিছু খোলা না থাকে, তাহলে পা ঢাকার জন্য দুই অথবা তিন গিরা ঝুলিয়ে রাখাই যথেষ্ট ছিল।

www.pathagar.com

এখানে হাদীসের উদ্দেশ্য পায়ের নলা ঢেকে রাখা। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কথা হলো, মেয়েরা পায়ের নলা ঢেকে রাখার জন্য যে মোজা পরিধান করতো তা ছিল ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য। তারা এগুলো ঘরে পরিধান করতো না। এজন্য তারা বলেছিল, পায়ের নলা বের হয়ে যাবে, এর উদ্দেশ্য ছিল পায়ের নলা ঢেকে রাখা। কেননা কাপড় যখন টাখনুর ওপরে পরা হয় তখন হাঁটার সময় পায়ের নলা বের হয়ে যায়।[৩৬]

তর্কের খাতিরে আমরা যদি ধরে নিই হাদীসের উদ্দেশ্য ঢেকে রাখা, তাহলে হাদীসের অর্থ দ্বারা কি সতরের ওয়াজিব হওয়া খতম হয়ে যায় অথবা মুসতাহাব হওয়ার আশংকা থাকে? কেননা এখানে রসূল স.-এর পক্ষ থেকে কোন হুকুম নেই যে কারণে বলা যাবে না যে, হুকুমের মাধ্যমে আসলে এখানে সতর ঢাকা ওয়াজিব হয়ে গেছে, বরং হাদীসে উম্মে সালামাকে সাবধান করে দেওয়ার ক্ষেত্রে রসূল স.-এর অনুমোদন এবং পা খোলা রাখার ক্ষেত্রে নবী-তনয়া ফাতেমার রা. ভীতির জবাব দেওয়া হয়েছে। আর এ অনুমোদন ও জবাব ওয়াজিব ও মুসতাহাব উভয়টি হওয়ার নির্দেশ বহন করে। এ ক্ষেত্রে পা ঢেকে রাখা ওয়াজিব ও মুসতাহাব উভয়টি হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

হানাফী বিশেষজ্ঞগণ পা খোলা রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কারণ তা আপন-আপনিই প্রকাশ পেয়ে যায়। একথা গ্রাম্য ও মরুচারিণী মহিলা এবং অন্য যে সব মহিলা যারা তাদের ন্যায় ঘরের অথবা বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তেমনিভাবে উষ্ণ এলাকায় বসবাসকারিণী মহিলারা যখন উষ্ণ আবহাওয়ায় কোন কাজ করে, তখন তাদের পা ঢেকে রাখা কষ্টকর হয়। আর শহরে বসবাসকারিণী মহিলাদের পর্যাপ্ত সংখ্যক চাকর-বাকর থাকার দরুন কোন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় না। যদি ব্যস্ত থাকেও, তা খুবই নগণ্য। কাজেই আমাদের ধারণা, মেয়েদের ক্ষেত্রে পা ঢেকে রাখা মুসতাহাব হওয়াই উত্তম। একদিকে পা'র আপনা-আপনি প্রকাশ হওয়ার কারণে এবং অন্যদিকে কোন কাজে ব্যস্ত না থাকার ফলে পা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন থাকে যার ফলে পা ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মেয়েদের পোশাকের লম্বা ঝুল সম্পর্কিত হাদীসগুলো কি শুধু রসূল স.-এর স্ত্রীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য?

মেয়েদের কামিজের ঝুলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এ বিষয়ে হাদীস থেকে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যা রসূল স.-এর স্ত্রীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। এ ধরনের হাদীসগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো :

প্রথম হাদীস : উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত কামিজের ঝুল বাড়িয়ে নেওয়া সম্পর্কে যখন কথা উঠলো তখন তিনি রসূল স.-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তা কিভাবে ব্যবহার করবো? তিনি বললেন, এক বিঘত লম্বা কর। (আবু ইয়ালা)[৩৭]

দ্বিতীয় হাদীস : ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স.-এর স্ত্রীগণ তাঁকে কামিজের ঝুল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এক বিঘত লম্বা কর। (আহমদ)[৩৭ক]

www.pathagar.com

তৃতীয় হাদীস : আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. তাঁর কোন স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং তাঁর কামিজের ঝুল এক বিঘত লম্বা করে তৈরি করে দিলেন। (আবু ইয়ালা)[৩৭খ]

চতুর্থ হাদীস : ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী করিম স.-এর স্ত্রীগণ পোশাকের দৈর্ঘ্যের উল্লেখ করলে তিনি বললেন, এক বিঘত। (আল বায্যার)[৩৮]

পঞ্চম হাদীস : আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. ফাতেমা রা. অথবা উম্মে সালামা রা.-এর উদ্দেশে বললেন, তোমার কামিজের ঝুল আঁচল এক হাত হবে। (ইবনে মাজা)[৩৮ক]

ষষ্ঠ হাদীস : ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. উম্মুহাতুল মুমিনীনকে তাঁদের কাপড় এক বিঘত ঝুলিয়ে রাখার অনুমতি দিয়েছেন। পরে তাঁরা তা বৃদ্ধির আবেদন করলে আরো এক বিঘত বৃদ্ধি করার কথা বলেন। তাঁরা আমার কাছে কামিজ পাঠাতেন। আমি তা হাত দিয়ে মেপে দিতাম। (আবু দাউদ)[৩৮খ]

এখানে এ ছয়টি হাদীসের পরও দু'টি অতিরিক্ত হাদীস আছে। একটি উম্মে সালামা রা. ও দ্বিতীয়টি আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। এ দু'টি হাদীসে সাধারণ মুমিন মেয়েদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটি হচ্ছে : রসূল স. যখন সালোয়ারের (ইজার) কথা উল্লেখ করেন, তখন উম্মে সালামা রা. বলেন, মেয়েদের ইজার কি ধরনের হবে? (নাসায়ী)[৩৮গ]

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! মেয়েদের ইজার কেমন হবে? (আবু দাউদ)[৩৮ঘ] তৃতীয়বারে তিনি রসূল স.-কে মেয়েদের কামিজের ঝুল বাড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। (নাসায়ী)[৩৮ঙ] চতুর্থবারে তিনি বলেন, মেয়েরা তাদের কামিজ কিভাবে ব্যবহার করবে? (তিরমিযী)[৩৮চ]

আবু হুরায়রাহ রা. আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূল স. বলেন, মেয়েদের কামিজের ঝুল এক বিঘত হবে। (ইবনে মাজা)[৩৮ছ] আমাদের লক্ষ্য করার বিষয়, উম্মে সালামার এ হাদীসে যদিও সাধারণ মুমিন নারীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তবুও উম্মে সালামার পূর্বের হাদীসটিতে (উল্লিখিত হাদীসসমূহের প্রথম হাদীস) উম্মুহাতুল মুমিনীনকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

আমাদের প্রশ্ন হলো : অধিক সংখ্যক হাদীসে যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে সেখানে এটা কি তাদেরকে নির্দিষ্ট করার প্রমাণ বহন করে? এ সম্বোধন কি রসূল স.-এর স্ত্রীদের জন্যই নির্দিষ্ট হওয়া সম্ভব? এ পরিপ্রেক্ষিতে ষষ্ঠ হাদীসের বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে। এ হাদীসে রসূল স. তাঁর স্ত্রীদের জন্য কামিজের ঝুল এক বিঘত লম্বা করার অনুমতি দিয়েছেন, ঠিক যেমনিভাবে উম্মুহাতুল মুমিনীনের জন্য হিজাব ফরয করার ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার এবং তাঁদের বাইরে বের হওয়ার সময় মুখমণ্ডল ও পা'সহ সমস্ত দেহ ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ উম্মুল মুমিনীনের জন্য উভয় পা ঢেকে রাখা

www.pathagar.com

ওয়াজিব ছিল। এক্ষেত্রে সাধারণ মহিলাদের জন্য পা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হতে পারে। তবে যখন অতি প্রয়োজনে তাদের কোন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় অথবা গরমের কারণে সতর ঢেকে রাখতে তারা অপারগ হয়, তখন তারা পা খোলা রাখতে পারবে। সম্ভবত পা খোলা রাখার এ তিনটি কারণের ভিত্তিতে আয়েশা রা.-এর হাদীসে মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি খুলে রাখার কথা উল্লেখ করা হয়নি। এ হাদীসে বলা হয়েছে,

ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الاهذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه -

মেয়েরা যখন এমন সাবালক বয়সে পৌঁছে যায়, যখন তাদের মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যায়, তখন তাদের মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ছাড়া অন্য কিছুই প্রকাশ করা ঠিক নয়।[৩৮জ] অর্থাৎ এ দু'টো অধিক সময় খোলা রাখতে হতো বলে রসূলের স. যুগে এ দু'টো খোলা রাখার কথা উল্লেখ করা হয়নি। আর এ দু'টো ধূলি-ধূসরিত হলে তাতে তাদের মর্যাদা হ্রাস পেতো না এবং এর ফলে ফিতনার আশংকাও থাকতো অতি দুর্বল। পা খোলা রাখার ব্যাপারে ফকীহদের বক্তব্যে কামাল ইবনে হুমামের (হানাফীদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব) ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে: রসূল স.-এর বাণী المرأة عورة: মেয়েরা হচ্ছে সতর বা আবৃত।

নিঃসন্দেহ এ কথা দ্বারা কিছু অংশ বের করে রাখার অনুমতি সাপেক্ষে সতর নির্ধারিত হয়। আর তা لابتلاء بالابراء আপনা-আপনি প্রকাশ পাওয়ার কারণে। এর ফলে পা বের করে রাখা যায় যেহেতু তা আপনা-আপনিই বের হয়ে আসে।[৩৯]

পূর্বতন ফকীহদের মতামত

বাবরতীর শরহে ঈনায়া আল হিদায়া গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে :

ইমাম আবু হানীফা থেকে হাসান বর্ণনা করেন, পা সতরের অংশ নয়। খারখীও এ কথা বলেন। কেননা মেয়েরা যখন খালি পায়ে অথবা মোজা না পাওয়ার দরুন জুতা পরে হাঁটে তখন আপনা-আপনিই পা বের হয়ে যায়। তাই মেয়েদের চেহারার দিকে তাকালে যেমন যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, পায়ের দিকে তাকালে ঠিক তেমনটি হয় না। কাজেই অধিক যৌন আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও চেহারা যখন সতরের অংশ বলে পরিগণিত হয় না, তখন পায়ের সতর হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।[৩৯ক]

ইমাম নববী তার আল মাজমুয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

আবু হানিফা, ছাওরী ও আল মুযনী বলেন, তাদের পা সতরের অংশ নয়।[৩৯খ]

আবু হাইয়ান আল আন্দালুসী বাহরুল মুহীত গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

প্রকাশ্য সাজসজ্জার ক্ষেত্রে অনুমতি রয়েছে। কেননা তা ঢেকে রাখা কষ্টসাধ্য এবং পথে চলাফেরা করার সময় পা বের করে রাখতে বাধ্য হয়, বিশেষভাবে গরীব মেয়েরা।[৩৯গ]

শাওকানীর নাইলুল আওতার গ্রন্থে বলা হয়েছে :

স্বাধীন মেয়েদের সতরের সীমা নির্ধারণ নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ছাড়া বাকি সমস্ত দেহ এর অন্তর্ভুক্ত। আবার কেউ বলেন, পা ও পায়ের নূপুর পরার স্থান এর আওতায় পড়ে। কাসেম তাঁর এক বর্ণনায়

www.pathagar.com

আবু হানিফা কাসেমের একটি বর্ণনা থেকে এবং ছাওরী ও আবু আব্বাস এ মত গ্রহণ করেছেন।[৩৯ঘ]

ইমাম শাওকানী ফাত্হুল কাদীর গ্রন্থে বলেন :

যদি সৌন্দর্য দ্বারা তার স্থান বুঝানো হয়, তাহলে মেয়েদের জন্য সতরের সাথে সংশ্লিষ্ট যে সব অংগ-প্রত্যংগ ঢেকে রাখা কষ্টসাধ্য ব্যতিক্রম দ্বারা সেগুলো বুঝাবে। যেমন হাতের কব্জি, পা ইত্যাদি। [৩৯ঙ]

সিদ্দীক হাসান খানের নাইলুল মারাম গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে :

তোমরা জানো যে, স্বাভাবিকভাবে যেগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ে সেগুলো প্রকাশ করা ছাড়া কুরআনের প্রকাশ্য আয়াতে সাজসজ্জা প্রকাশ করার যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে যদি সৌন্দর্য দ্বারা তার স্থানের অর্থ করা হয়, তাহলে মেয়েদের জন্য সতরের যে সব অংগ-প্রত্যংগ ঢেকে রাখা কষ্টসাধ্য সেগুলো বুঝাবে।[৩৯চ]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া মাজমুয়া ফাতওয়া গ্রন্থে বলেন :

ইমাম ইবনে তাইমিয়া পা খোলা রাখার পক্ষে মত দেন। তবে তিনি বলেন, এমনিভাবে ইমাম আবু হানীফার মতে নামাযের মধ্যে পা খোলা রাখা জায়েয এবং এটাই শক্তিশালী মত। আয়েশা রা. বলেন, (ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها) মেয়েরা পায়ের আঙুলে স্বর্ণগোলক পরে এবং তা বের হয়ে থাকে।[৪০] এখানে ইমাম ইবনে তাইমিয়া স্বীকার করেন যে, নামাযের মধ্যে দু'পা সতরের অংশ নয়। আমরা পঞ্চম অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করেছি যে, নামাযের ভেতরে ও বাইরে সতর একটাই। আমরা ধরে নেবো নামাযের বাইরে পা খোলা রাখা যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহলে নামাযের মধ্যে পা খোলা রাখার বৈধতার কোন সুযোগ নেই। যদি তাই হয়, 'তাহলে নামাযে পা ঢেকে রাখা বড়ই কঠিন' ইমাম ইবনে তাইমিয়া নিজেই একথা বলেছেন। এরপর আমরা ধারণা করে নেবো নামাযের বাইরে পা ঢেকে রাখা সবচেয়ে কষ্টসাধ্য ব্যাপার, বিশেষ করে এমন সব গরমের দেশে যেখানে মেয়েদের দীর্ঘক্ষণ বিভিন্ন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে থাকতে হয়। [৪০ক]

সপ্তম সীমা : সূরা নূর থেকে
বৃদ্ধা মহিলাদের পোশাকের কিঞ্চিৎ খুলে রাখার শিথিলতার অনুমোদন

والقواعد من النساء اللاتى لايرحون نكاحًا فليس عليهن جناح ان يضعن
ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خيرلهن والله سميع عليم –

'বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। তবে তা থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য মঙ্গল। আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং জানেন।' (আন নূর : ৬০)

www.pathagar.com

উক্ত আয়াতে পোশাকের ক্ষেত্রে বৃদ্ধা মহিলাদের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে। যাদের বিবাহের কোন আশা নেই এবং তাদের প্রতি পুরুষদেরও কোন আকর্ষণ নেই অর্থাৎ তারা ফিতনার ভয় থেকে নিরাপদ, তারা তাদের কাপড়ের কিঞ্চিৎ খুলে রাখলে কোন দোষ নেই। তবে তাদের কেউ যদি ঘরে অবস্থান করে এবং যে ঘরে পুরুষরা প্রবেশ করে, তাহলে এ অবস্থায় যে ধরনের ওড়না সাধারণত মেয়েরা পরে থাকে তা পরে না থাকা অবস্থায় তাদের সাথে সাক্ষাত করা দূষণীয় নয়। আর যখন সে প্রয়োজনে বাইরে বের হবে, তখন চাদর ছাড়াই বের হতে পারবে। আর তাদের চেহারা থেকে নিকাব খুলে রাখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা যায়, সমস্ত মেয়ের জন্য যদি নিকাব ওয়াজিব হতো, তাহলে তাদের জন্যও ওয়াজিব হতো। নিকাব যে ওয়াজিব নয়, সেটা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, আসমা বিনতে আবু বকরের নিকাব খুলে মুখমণ্ডল বের হওয়ার ঘটনা বৃদ্ধা অবস্থায় ঘটে। নিকাবের উদ্দেশ্য যদি কাপড় পরা হতো, তাহলে আসমা রা. তা অবশ্যই ব্যবহার করতেন এবং নিকাব খুলে ফেলতেন না। কারণ মহান আল্লাহ বলেন, وان يستعففن خير لهن 'তবে তা থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য ভালো।' আর আসমা রা. ছিলেন কল্যাণের অনুসারী। পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত মেয়েদের দেহের সতরের সীমা বর্ণনা করার পর আমরা সতরকে প্রথম শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখতে পছন্দ করবো। তা হলো : চেহারা, হাতের কব্জি ও পা ছাড়া মেয়েদের সমস্ত দেহই সতরের অংশ। এজন্য বিশেষ ধরনের পোশাকের সাহায্যে মেয়েদের দেহ আবৃত করে রাখতে হবে। এর ফলে সঠিকভাবে সতর পালিত হবে। তবে অবশ্যই সে পোশাক হতে হবে মোটা অর্থাৎ পোশাকের ভেতরের দিক পরিলক্ষিত হবে না। পোশাক ঢিলেঢালাও হবে, যাতে তাদের সৌন্দর্য ও ফিতনার স্থানসমূহ বের হয়ে না যায়। আর এ ধরনের পোশাক ছাড়া সতরের প্রকৃত দাবী পূরণ হয় না। ولا يبدين زينتهن আয়াতে মেয়েদের সৌন্দর্য ঢেকে রাখার যে কথা বলা হয়েছে তা কোন প্রচলিত ও আনুষ্ঠানিক নির্দেশ নয়। এর অর্থ এ নয় যে, শুধু সৌন্দর্যের উপায়-উপকরণের ওপর কোন জিনিস পরিধান করবে, বরং এর অর্থ হচ্ছে পুরোপুরিভাবে সৌন্দর্য ঢেকে রাখতে হবে। আর এটিই হবে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এর ফলে তারা অশুভ আচরণ থেকে নিরাপদ থাকবে। ফিতনার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে পুরুষরা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা লাভ করবে। অবশ্যই এ কার্যাবলী সঠিকভাবে পালন করতে হবে যাতে করে মেয়েরা আল্লাহর সঠিক বিধি-নির্দেশ মেনে নিতে সক্ষম হয়। এজন্যই বলা হয়েছে অর্থাৎ তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। ولا يبدين زينتهن এ আয়াতের আলোকে এ বিষয়ে আমরা আরো কিছু বলার ইচ্ছে রাখি। আমরা বলবো, এখানে পোশাকের গুণাগুণ বর্ণনা করা শর্ত নয় অর্থাৎ কাপড় মেয়েদের দেহেরই একটি অংশ। আয়াতে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

لا يبدين زينتهن -তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না অর্থাৎ মেয়েদের যে সৌন্দর্যের বর্ণনা করা হয়েছে তাই এর অর্থ হবে অর্থাৎ তাদের ফিতনার স্থানসমূহ। যখন কাপড়ের প্রশংসা করা হবে তখন তা পুরুষদের ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। উসামা ইবনে যায়েদের হাদীসটি এই অর্থেই বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূল স. আমাকে মোটা কুবতীয়া (এক ধরনের সাদা পোশাক) পরালেন, যা দাহিয়া কালবী তাকে উপহার দিয়েছিলেন। আমি তা আমার স্ত্রীকে পরালাম। রসূল স. আমাকে বললেন, তোমার কি হলো তুমি কেন কুবতীয়া পরিধান করনি? আমি বললাম, আমার স্ত্রীকে পরিয়েছি। তখন রসূল স. বললেন, যাও, তার নীচে পাতলা কাপড় লাগিয়ে দাও। আমার ভয় হচ্ছে তার হাড়ের ভাঁজ বের হয়ে পড়বে।[৪০খ] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী : "فانى اخاف ان تصف حجم عظامها" এখানে হাড় হচ্ছে তাদের বাইরের অংগ-প্রত্যংগ অর্থাৎ ফিতনার স্থানসমূহ। কারণ হাড় দ্বারা কোন ফিতনার আশংকা নেই, বরং এখানে মাংসের প্রতি রয়েছে সূক্ষ্ম ইংগিত। এ ইংগিতের প্রমাণ পাওয়া যায় আবদুল্লাহ ইবনে উমরের হাদীসে। সেখানে রসূলের স. দেহের মাংস বেড়ে গেলে তামীম দারী তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, الا اتخذ لك منبرا يحمل عظامك আমি কি আপনার দেহ বহন করার জন্য মিম্বর তৈরি করবো না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তামীম দারী রা. রসূলের স. জন্য মিম্বর তৈরি করলেন।[৪১]

এছাড়াও ইবনে হাযম রসূলুল্লাহর স. হাদীস থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা থেকে প্রমাণ পওয়া যায় : من تأمل المرأة صائم حتى يرى حجم عظامها فقد أفطر 'যে ব্যক্তি রোযা রাখা অবস্থায় কোন মহিলার হাড়ের ভাঁজের দিকে চোখ ভরে তাকায় তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়।'[৪২]

এ কারণে মেয়েদের মাথা, দু'হাতের কব্জি, দু'পা ও দু'পায়ের গিরা থেকে নলা পর্যন্ত অংগগুলো যেগুলো বের হয়ে থাকে সেগুলোতে এমন পোশাক পরিধান করায় কোনো ক্ষতি নেই যার ফলে সেগুলোর কোন ভাঁজ ভেসে ওঠে, যেমনিভাবে মহিলাদের এ সমস্ত অংগ-প্রত্যংগের বর্ণনা ফিতনা সৃষ্টি করে না।

ফিকাহশাস্ত্রবিদগণ, যেমন ইবনে কুদামা ও ইমাম নববী[৪২ক] উভয়ই একই সময়ে স্বীকার করেন যে, মেয়েদের পোশাক তাদের সতর থেকে পৃথকভাবে দৃষ্টিগোচর হবে। এজন্য তারা চাদর পরিধান করাকেই মুস্তাহাব মনে করেন যাতে তাদের পোশাকের সৌন্দর্য প্রকাশিত না হয়।

বর্তমান যুগে সাধারণ নেককার তুর্কি মহিলাগণ তাদের পায়ের গোছার নিচে থেকে গিরা পর্যন্ত জায়গার কিছু অংশ খোলা রাখেন। কিন্তু তাতে আলেমদের কোন আপত্তি নেই। তা ঢেকে রাখার ব্যাপারে নিচের হাদীসটি খুবই উপযোগী হবে। এ হাদীসে এমন সব

www.pathagar.com

মেয়েকে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যারা উলংগতার পোশাক পরে উলংগ থাকে। তারা এমন পোশাক পরে যার ফলে তাদের ফিতনার স্থানসমূহ প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

'আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামের দু'দল বাসিন্দা আছে যাদেরকে আমি দেখিনি। এদের একদল, যাদের হাতে আছে গরুর লেজের ন্যায় বেত যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করে। অন্য দলটি হলো এমন সব মেয়ে যারা পোশাক পরিধান করেও উলংগ থাকে, অন্যদেরকে সোজা পথ থেকে বিভ্রান্তিকারিণী এবং নিজেরাও বিভ্রান্ত। তাদের মাথা বুখ্তী উটের কুঁজের মতো ঝুঁকে থাকবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমন কি তার খুশবুও পাবে না, অথচ জান্নাতের খুশবু বহু দূর থেকে পাওয়া যাবে।' (মুসলিম)[৪৩]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[সহী আল বুখারী থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশগুলো কায়রোর মোস্তফা আল হালাবী ছাপাখানায় মুদ্রিত সহী আল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত। সহী মুসলিম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশ ও পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুল থেকে মুদ্রিত ইমাম মুসলিমের আল জামেউস সহী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।]

১ক. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা নারীর স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত পালনের সময় দিনের বেলায় নিজের প্রয়োজনে বের হওয়া বৈধ, ৪ খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

১খ. সহী বুখারী, হায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ঋতুবতী নারীর ঈদগাহে গমন ও মুসলমানদের দোয়ায় উপস্থিত হওয়া এবং ঈদের নামায থেকে দূরে থাকা, ১ খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

২. সহী বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল জা'ফী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ৮ খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, স্বামীর মৃত্যুর পর গর্ভবতীর সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পূর্ণ করা অনুচ্ছেদ, ৪ খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

৩. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ভরণ-পোষণ নেই, ৪ খণ্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

৪. নাসিরুদ্দীন আলবানী, 'হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা,' ২৪, ২৫ ও ৪১ পৃষ্ঠা।

৫. ইবনে বাদীসের জীবনী ও কর্ম, লেখক ড. আম্মার তালেবী, ২ খণ্ড, ১৩৩, ১৩৪ ও ১৩৫ পৃষ্ঠা।

৬ক. সহী শুনানে আবু দাউদ, পোশাক-পরিচ্ছদ আধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী يدنين عليهن من جلابيبهن হাদীস সংখ্যা ৩৪৫৬।

৬খ. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কাপড় পরে নামায পড়া ফরয, ২ খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ঈদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মেয়েদের ঈদের ময়দানে যাওয়া জায়েয, ৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০।

৬গ. ফয়দুলবারী, ১ খণ্ড, ২৫৬ ও ৩৮৮ পৃষ্ঠা (নাসিরুদ্দীন আলবানীর 'হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা,' গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

৬ঘ. সহী আল বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : حدثني عبد الله بن محمد الجعفي ৮ খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুর পর গর্ভবতীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পূর্ণ করা, ৪ খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

৬ঙ. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ভরণ-পোষণ নেই, ৪ খণ্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা।

৬চ. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কসমের পরে নারীদের থেকে দূরে থাকার ইখতিয়ার, ৪খণ্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা।

৬ছ. সহী বুখারী, মাজালেম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দালানের ছাদে বা দেয়ালে আলো আসার জন্য ছিদ্র করা, ৬ খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

৭ক. সহী বুখারী, মাজালেম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দালানের ছাদে বা দেয়ালে আলো আসার জন্য ছিদ্র করা, ৬ খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা।

৭খ, গ, ঘ. মুয়াত্তা মালেক, জামায়াতে নামায পড়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মেয়েদের জন্য জামা ও ওড়না পরে নামায পড়ার অনুমতি, ১ খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

৭ঙ. মুয়াত্তা মালেক, মানত ও কসম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কসমের কাফফারা পরিশোধ করা, ২ খণ্ড, ৪৮০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৮ক. হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা, ৫৯ ও ৬০ পৃষ্ঠা। নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, হাদীসটি যিয়াউল মুকাদ্দাসী তাঁর আল আহাদীসুল মুখতারাত গ্রন্থে এবং আহমদ ও বায়হাকী উত্তম সনদের সাথে গ্রহণ করেছেন।

৮খ, গ. মাজমুয়া আয যাওয়ায়েদ, নবুওয়াতের আলামত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : রসূলের ন্যায়বিচার, ৯ খণ্ড, ৩৩ ও ৩৭ পৃষ্ঠা। হাফেয হাইছামী প্রথম বর্ণনায় বর্ণনাকারীদের বর্ণনা সঠিক হওয়ার কথা বলেছেন এবং দ্বিতীয় বর্ণনায় বলেছেন, বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

৮ঘ. মাজমুয়া আয যাওয়ায়েদ, মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : সা'দ রা.-এর দাওয়াত গ্রহণ, ৯ খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা। হাইছামী বলেন, বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

৮ঙ. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, কিতাব দাকায়েকুত তাফসীর আল জামে লি তাফসীরে ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ৩ খণ্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা। সংগ্রহ ও সংকলনে ড. মুহাম্মদ সাইয়েদ জালীদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, দামেস্ক।

৮চ. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১ খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

৯ থেকে ১৪ নম্বর ফুটনোটের জন্য এই গ্রন্থে উল্লিখিত তাফসীরের সূরা নূরের ৩১ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

১৫. ইবনে কুদামা : আল মুগনী, ১ খণ্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৫৩ পৃষ্ঠা।

১৬ থেকে ২৬ নম্বর ফুটনোটের জন্য এই গ্রন্থে উল্লিখিত তাফসীরের সূরা নূরের ৩১ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

২৭. দেখুন ইবনে বাদীসের জীবন ও কর্ম, ২ খণ্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা।

২৮. সহী বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, সূরা নূর, অনুচ্ছেদ : وليضربن بخمرهن على جيوبهن ১০ খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা।

২৮ক. আহকামুল কুরআন, ৩ খণ্ড, ১৩৬৯ পৃষ্ঠা, প্রকাশক দারুল ফিকর, বৈরুত।

২৮খ. ফাতহুল বারী, ১০ খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা।

২৮গ. আল মুহাল্লা, ৩ খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা।

২৮ঘ. সহী বুখারী, নিকাহ অধ্যায় অনুচ্ছেদ : وامهاتكم اللاتى ارضعنكم এবং বংশের কারণে যে জিনিসে হারাম, দুধ পান করাও সে জিনিসকে হারাম করে দেয়, ১১ খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুধ পান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, জন্মের কারণে যে জিনিস হারাম, দুধ পান করার কারণেও সে জিনিস হারাম, ৪ খণ্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা।

২৮ঙ. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী ان تبدوا شيئًا او تخفوه فان الله كان – থেকে شهيد পর্যন্ত ১০ খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুধ পান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : জন্মের কারণে যে জিনিস হারাম, দুধ পান করার কারণেও সে জিনিস হারাম, ৪ খণ্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

২৮চ. সূরা আহযাব, আয়াত, ৫৪, ৫৫।

২৯ক. ফাতহুল বারী, ১০ খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা।

২৯ক. ফাতহুল বারী, ১১ খণ্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা।

৩০. কুরতুবী, আল জামে লি-আহকামিল কুরআন, সূরা নূরের তাফসীর, আয়াত ৩১।

৩১. ফাতহুল কাদীর, ৪ খণ্ড, ২৯৮ ও ২৯৯ পৃষ্ঠা।

৩২. আহকামুল কুরআন, ৩ খণ্ড, ১৩৭১ পৃষ্ঠা।

৩২ক. ইবনে কুদামার আল মুগনী, ৭ খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।

৩২খ. সহী সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নম্বর ২৮৮৪।

৩২গ. নাইলুল আওতার, ২ খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

৩২ঘ. সহী সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নম্বর ৩৪৬৭। এ হাদীসটি চারবার বর্ণিত হয়েছে। একবার সহী

www.pathagar.com

সুনানে আবু দাউদে, দু'বার সহী সুনানে নাসাঈতে ৪৯৩১ ও ৪৯৩২ নম্বরে এবং একবার সহী সুনানে ইবনে মাজায় ২৮৮১ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

৩২ঙ. সহী মুসলিম, ফিতনা ও আশরাতুস সাআত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দাজ্জালের আবির্ভাব, ৮ খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

৩২চ. সহী সুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : اذهمت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما – ৮ খণ্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা।

সহী মুসলিম, জিহাদ ওয়াস সায়ের অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পুরুষদের সাথে নারীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ, ৫ খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

৩২ছ. সহী বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ওহুদের যুদ্ধ, ৮ খণ্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

৩৩. সহী বুখারী, আহদীসুল আম্বিয়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী واختذ الله ابرهيم خليلا ৭খণ্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা।

৩৩ক. সহী মুসলিম, ফাদায়েলুস সাহাবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মহামিথ্যুক ছাকীফের উল্লেখ, ৭ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা।

৩৩খ. ফাতহুল বারী, ৭ খণ্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা।

৩৩গ. হাদীয়ুস সারী, ১ খণ্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা।

৩৩ঘ. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমুয়া ফাতাওয়া, ২২ খণ্ড, ১১৪-১১৫ পৃষ্ঠা।

৩৩ঙ. মুয়াত্তা মালেক, পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নারীর কাপড় ঝুলানো, ২ খণ্ড, ৯১৫ পৃষ্ঠা।

৩৩চ. আল মুনতাকা, শরহে মুয়াত্তা, ৭ খণ্ড।

৩৩ছ. আবু হাইয়ান আন্দালুসীর বাহরুল মুহীত গ্রন্থের সূরা নূরের ৩১ আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩৪. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুর পর তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতের সময় নিজের প্রয়োজনে বের হওয়া জায়েয, ৪ খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

৩৪ক. সহী মুসলিম, নযর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কাবা গমনের মানত করে, ৫ খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

৩৪খ. শরহে এনায়া, আলা হামেশে শরহে ফাতহুল কাদীর, ১ খণ্ড, ২৫৮ ও ২৫৯ পৃষ্ঠা।

৩৪গ. আল মুনতাকা শরহে মুয়াত্তা, ৭ম খণ্ড।

৩৪ঘ. ইবনে তাইমিয়া, মাজমু'য়া ফাতওয়া, ২২ খণ্ড, ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠা।

৩৪ঙ. সহী সুনানে তিরমিযী, পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীর পোশাকের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে, হাদীস নং ১৪১৫।

৩৪চ. সহী সুনানে আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়, ক্রীতদাসের তার স্বত্বধারিণীর চুলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, ৩৪৬০ নম্বর হাদীস।

৩৫. মুয়াত্তা মালেক, জামায়াতে নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কামিজ ও ওড়না পরে নারীর নামায পড়ার অনুমতি, ১ খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

৩৬. ইবনে তাইমিয়া, মাজমু'য়া ফাতওয়া, ২২ খণ্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা।

৩৭. সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ, ৪৬১ নম্বর হাদীস।

৩৭ক. নাইলুল আওতার, ২ খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

৩৭খ. মাজমু'য়া যাওয়ায়েদ, পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীদের পোশাকের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে। হাফেয হাইছামী বলেন, হাদীসটি আবু ইয়ালা বর্ণনা করেন এবং বর্ণনাকারীর বর্ণনা সহী, ৫ খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা।

৩৮. মাজমু'য়া যাওয়ায়েদ, পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীদের পোশাকের দৈর্ঘ্য ৫ খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা এবং হাফেয হাইছামী বলেন, হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন। এখানে যায়েদ ইবনে জাওয়ারী আল'আমা নির্ভরযোগ্য হবে অধিকাংশ ইমাম হাদীসটিকে দুর্বল মনে করেন।

www.pathagar.com

৩৮ক. সহী সুনানে ইবনে মাজাহ, পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মেয়েদের পোশাকের দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, ২৮৩৩ নম্বর হাদীস।

৩৮খ. সহী সুনানে আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পোশাকের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, হাদীস নম্বর ৩৪৬৮ এবং সহী সুনানে ইবনে মাজাহ, পোশাক অধ্যায়, মেয়েদের পোশাকের নিচের দিকে কতটুকু দৈর্ঘ্য হবে।

৩৮গ. সহী সুনানে নাসায়ী, যিনাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পোশাকের নিচের দিক কতটুকু লম্বা হবে, ৪৯৩১ নম্বর হাদীস।

৩৮ঘ. সহী সুনানে আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ পোশাকের পরিমাণ সম্পর্কে, ৩৪৬৭ নম্বর হাদীস।

৩৮ঙ. সহী সুনানে নাসায়ী, যিনাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীদের পোশাকের নীচের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে, ৪৯৩০ নম্বর হাদীস।

৩৮চ. সহী সুনানে তিরমিযী, পোশাক অধ্যায় অনুচ্ছেদ : নারীর পোশাকের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে, ১৪১৫ নম্বর হাদীস।

৩৮ছ. সহী সুনানে ইবনে মাজা, পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীর পোশাকের দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, ২৮৮৪ নম্বর হাদীস।

৩৮জ. সহী সুনানে আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারী তার সাজসজ্জার কতটুকু প্রকাশ করতে পারবে, ৩৪৫৮ নম্বর হাদীস।

৩৯, ৩৯ক. হেদায়ার শরহে ফাতহুল কাদীর গ্রন্থ ও তার টীকা শরহে এনায়া, ১ খণ্ড, ২৫৮ ও ২৫৯ পৃষ্ঠা।

৩৯খ. নববী : আল মাজমু'য়া সূরা নূরের তাফসীর ৩১ আয়াত।

৩৯গ. বাহরুল মুহীত সূরা নূরের তাফসীর ৩১ নং আয়াত দেখুন।

৩৯ঘ. নাইনুল আওতার, ২ খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

৩৯ঙ. ফাতহুল কাদীর আল জামে বাইনা ফন্নি আর রিওয়ায়া ওয়াদ দিরায়া মিন ইলমে তাফসীর, সূরা নূরের ৩১ আয়াত।

৩৯চ. নাইনুল মরাম মিন তাফসীরুল আহকাম, সূরা নূর আয়াত ৩১।

৪০, ৪০ক. ইবনে তাইমিয়া, মাজ'মুয়া ফাতওয়া, ২২ খণ্ড, ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠা।

৪০খ. মাজমু'য়া যাওয়ায়েদ, পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীর পোশাক, ৫ খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা, হাফেজ হাইছামী বলেন, আহমদ তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদের রাবীদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল। তাঁর হাদীস হাসান; তবে তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। এছাড়া বাদবাকী সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, এ হাদীসটি আহমদ ও বায়হাকী হাসান সনদসহ বর্ণনা করেছেন। হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা, ৬০ পৃষ্ঠা।

৪১. সহী সুনানে আবু দাউদ, সালাত তাফরীউ আবওয়াবিল জুম'য়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মিম্বর অবলম্বন করা, হাদীস নং ৯৫৮।

৪২. তাওকুল হামামাহ, ১৩৫ পৃষ্ঠা। হাদীসটি পরীক্ষা করেছেন আবদুল লতিফ ও অন্যরা এবং প্রকাশ করেছে মকতাবাতুল হাসিনীয়া, মিসর, ১৩৯৫ হি. ১৯৭৫ সন।

৪২ক. ইবনে কুদামা, মুগনী, ১ খণ্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা। নববী : আল মাজমু'য়া ৩ খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

৪৩. সহী মুসলিম, লিবাস ওয়ার্য যীনাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পোশাক পরে উলংগ থাকে যেসব মেয়ে, অন্যদেরকে সোজা পথ থেকে বিভ্রান্তকারিণী এবং নিজেরাও বিভ্রান্ত, ৬ খণ্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মুসলিম সমাজের মেয়েদের চেহারা খোলা রাখার প্রাধান্য ছিল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মুসলিম সমাজের মেয়েদের চেহারা খোলা রাখার প্রাধান্য ছিল

প্রথমত : কুরআনে উল্লিখিত দলিলসমূহ ও হাদীসে এর বর্ণনা

কুরআন ও হাদীসে এ সংক্রান্ত যেসব দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে যেগুলোর উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বক্তব্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট নয়। প্রথমে আমরা সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করতে চাই। এক্ষেত্রে আমরা কুরআন ও হাদীসের পূর্বাপর আলোচনা ও আলেমগণের বক্তব্য থেকে এগুলোর বক্তব্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো।

পবিত্র কুরআনের প্রথম দলিল এবং হাদীসে এর বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ - وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ -

'মুমিনদেরকে বলো তাদের দৃষ্টি সংযত করতে এবং তাদের যৌনাংগের হেফাজত করতে, এটাই তাদের জন্য ভালো। তারা যা করে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। আর মুমিন নারীদেরকে বলো তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের যৌনাংগের হেফাজত করে।' (আন নূর : ৩০-৩১)

ইমাম শওকানী তাঁর ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইবনে মারদুইয়ার মাধ্যমে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় একজন লোক মদীনার পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে একটি মেয়ে দেখলো, মেয়েটিও তাকে দেখলো। শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করলো। তারা একজন অন্যজনকে দেখতে থাকলো দীর্ঘক্ষণ এবং পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলো। লোকটি মেয়েটিকে দেখতে দেখতে একটি দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেলো এবং তার নাক ফেটে গেলো। সে বললো, আল্লাহর কসম, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে একথা তাঁকে না জানানো পর্যন্ত নাকের রক্ত মুছবো না। কাজেই সে তাঁর কাছে এলো এবং তার বৃত্তান্ত জানালো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটাই তোমার পাপের শাস্তি। 'মুমিন পুরুষদেরকে বলো তাদের দৃষ্টি সংযত করতে ... ।'[১]

কাজী আয়ায র. বলেন, নারী বা এ ধরনের ঢেকে রাখার যে কোনো ব্যাপারে যে কোনো অবস্থায় দৃষ্টি সংযত রাখা ওয়াজিব। আর ঢেকে রাখার কোনো বিষয় না হলে কোনো অবস্থায় ওয়াজিব আবার কোনো অবস্থায় ওয়াজিব নয়।[২]

www.pathagar.com

ইবনে আবদুল বার র. বলেন, তার চেহারা ও দু'হাতের তালু দেখা নিঃসন্দেহে যে কারোর জন্য জায়েয। এটা অপছন্দনীয় নয়। তবে কামনার দৃষ্টিতে দেখা হারাম। কামনার দৃষ্টিতে কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় তার প্রতি তাকানো যখন জায়েয নয় তখন খোলা চেহারা দেখা কেমন করে জায়েয হতে পারে?[৩]

ইবনুল আরাবী বলেন, আল্লাহর বাণী (يغضوا) এর অর্থ দীর্ঘ সময় দেখা থেকে বিরত থাকা। আল্লাহর বাণী (يغضوا من ابصارهم) -এর মধ্যে এখানে من শব্দটি আংশিক প্রয়োজন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[ক]

ইবনুল কাইয়েম বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যদিও সেটা সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখা ও আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করার বিষয় হয় তবুও তা নিষিদ্ধ। ইচ্ছে ও প্রবৃত্তি যা মানুষকে হারামের দিকে নিয়ে যায় সে পথ বন্ধ করার জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৪]

আমি বলবো, এ দু'টি আয়াত নারীর মুখ খোলা রাখার প্রাধান্যকে সংযুক্ত করার এক ধরনের প্রমাণ বহন করে। এ আয়াত দু'টির অনুরূপ তৃতীয় আয়াতটি হলো-আল্লাহর বাণী, (يعلم خائنة الا عين وما تخفى الصدور) 'চোখের অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্পর্কে তিনি অবহিত।' (সূরা মুমিন : আয়াত ১৯)

ফাতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, কিরমানী বলেন, (يعلم خائنة الا عين) এর অর্থ চুপে চুপে দেখা সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত, যেটা হালাল নয়। ইবনে আব্বাস এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ব্যক্তির পাশ দিয়ে সুন্দরী নারী অতিক্রম করার সময় এবং যে ঘরে সে বসবাস করে সেখানে প্রবেশ করার সময় ঐ ব্যক্তি চক্ষু সংযত রাখবে, যদি সে বুদ্ধিমান হয়। আমি বলবো, স্বাভাবিকভাবে নারীদের যদি মুখ খোলা না থাকে তাহলে কোন ব্যক্তির নিকট দিয়ে কোন নারীর অতিক্রম কালে তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হলেও তার সৌন্দর্য কিভাবে তাকে ফিতনায় ফেলবে।[৫]

এখানে অনেক হাদীসে চক্ষু হেফাযত ও সংযত রাখার প্রতি উৎসাহিত করা ও চুপি চুপি দৃষ্টি প্রদান না করার জন্য সাবধান করা হয়েছে।

আবু সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. বলেন, তোমরা রাস্তার ওপর বসা থেকে বিরত থাকো। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! রাস্তায় বসা ছাড়া তো আমাদের কোন উপায় নেই। আমরা সেখানে বসে (পারস্পরিক প্রয়োজন সম্পর্কিত) আলাপ-আলোচনা করে থাকি। রসূল স. বললেন, তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করছো, তাহলে রাস্তার হক আদায় কর। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল, রাস্তার হক আবার কি? তিনি বললেন, রাস্তার হক হলো দৃষ্টি সংযত রাখা, (রাস্তা থেকে) কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, সালামের জবাব দেওয়া, সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)[৬]

www.pathagar.com

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, হাদীসে রাস্তায় বসা সম্পর্কে নিষেধ করার কারণ, নারীদের সাথে মেলামেশার বিপদ, তাদের প্রতি দৃষ্টি পড়ার ভীতি ও ফিতনার আশংকা। তবে প্রয়োজনে নারীদের রাস্তায় চলাচলে নিষেধ করা হয়নি।[৭]

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লামাম ছোট ছোট গোনাহের সমতুল্য। এ ছাড়া আবু হুরায়রার হাদীসে আমি আর কিছু দেখিনি। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ বনি আদমের জন্য যিনার একটি অংশ লিখে দেন। নিশ্চয় সে তা পাবে। সুতরাং চোখের ব্যভিচার দৃষ্টিপাত করা, কথোপকথন জিহ্বার ব্যভিচার, আর কামনা-বাসনা মনের ব্যভিচার, অবশেষে যৌনাংগ এ সকলের সত্যতা অথবা অসত্যতা প্রমাণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)[৮]

জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল স.-কে অপ্রত্যাশিতভাবে কোন (অপরিচিত) নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি আমাকে চক্ষু ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ প্রদান করেন। (মুসলিম)[৯]

বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. বলেন, হে আলী! প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না, প্রথমটি ক্ষমার যোগ্য কিন্তু দ্বিতীয়টি নয়। (তিরমিযি)[১০]

আবু উমামা রা. রসূল স. থেকে বর্ণনা করেন। রসূল স. বলেন, তোমরা আমার জন্য ছয়টি জিনিসের দায়িত্ব নাও তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নেবো। সেগুলো হলো, যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে না, আমানতের খেয়ানত করবে না, ওয়াদা করলে ভংগ করবে না, তোমাদের দৃষ্টি সংযত রাখবে, কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে। (বাগবী)[১১]

এটা কি সম্ভব যে, এসব উপদেশ ও সতর্কতা শুধু নারীদের প্রকাশ্য পোশাকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে অথবা প্রকৃত গোপন সৌন্দর্যের কোন বিষয়কে বুঝানো হয়েছে? কিন্তু প্রয়োজনে অথবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের কোন বিষয় প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে, সেজন্য কথাটি বলা হয়েছে? তবে এ ধরনের ঘটনা কদাচিৎ ঘটে থাকে।

প্রথমে স্বাভাবিকভাবে নারীদের কোন জিনিস দেখার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। পুরুষদের উচিত এক্ষেত্রে চোখ সংযত রাখা। নারীরা যদি কালো পোশাক পরে অথবা এ জাতীয় অন্য কোন পোশাক পরে, তাহলে তাদের দেখার সুযোগ খুব কমই থাকে। এতে করে পুরুষদের কোন ইচ্ছা প্রকাশিত হতো না। ফলে নারীদের থেকে দৃষ্টি সংযত রাখতে বলা হয়েছে।

এভাবে দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'বলুন, মুমিন নারীরা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে।' অর্থাৎ ফিতনার নির্দেশের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী উভয়ই সমান। সুতরাং উভয়ই একে অপরের শরীরের কোন অংশ প্রকাশিত হলে তা দেখা থেকে দৃষ্টি সংযত রাখবে। যদি শরীয়ত প্রণেতা নারীর মুখ ঢেকে রাখার নির্দেশ দিতেন, তাহলে পুরুষের দৃষ্টি

www.pathagar.com

সংযত রাখার নির্দেশ প্রদানের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে নির্দেশের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার বিভিন্ন উপযোগিতা রয়েছে। এখানে শুধু পুরুষদের দৃষ্টি সংযত রাখার কথা বলা হয়নি, তাহলে বিধান প্রণেতার পক্ষ থেকে নারীদের দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ প্রদানই যথেষ্ট ছিল। কারণ এককভাবে পুরুষগণ অধিকাংশ সময় তাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখে, বরং দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশটি আল্লাহ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সমানভাবে রেখেছেন।

দৃষ্টি সংযত রাখার ক্ষেত্রে সমতার কথা বলার অর্থ প্রত্যেক নারী ও পুরুষ একে অপরের শরীরের কোন অংশ দেখার সুযোগ পেলে ফিতনায় পতিত হওয়ার আশংকা থাকে। এই সমতার ক্ষেত্রে উভয়েরই মুখ ও হাতের কব্জি নিম্নতম সীমা। যদি মুখ খোলা রাখার ক্ষেত্রে এটা নারীদের জন্য সর্বোচ্চ সীমা হয়ে থাকে তাহলে মুখ খোলা রাখার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে পুরুষদের জন্যও তা ন্যূনতম সীমা।

সুতরাং পুরুষ ও নারীর স্বভাবগত কাজ হলো মুখমণ্ডল ও হাত খোলা রেখে জমিনে চলাফেরা করা। অতঃপর পুরুষরা শুধু নারীর মুখমণ্ডল ও হাত দেখতে পায় আর নারীরা পুরুষের এর চেয়ে অধিক অংশ দেখতে পায়। কিন্তু দেখার ক্ষেত্রে উভয়ই সমান হলেও ফিতনার ক্ষেত্রে শরীরের দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। নারীর শরীর পুরুষের জন্য অধিক ফিতনার কারণ হয়ে থাকে।

যদি কেউ ধারণা করে থাকে, সাধারণভাবে নারীর মুখ ঢেকে রেখে পুরুষের জন্য নারীর ফিতনা হবার পথ বন্ধ করা যায় তাহলে পুরুষের মুখ ঢেকে রেখে পুরুষের জন্য নারীর ফিতনা হবার পথ বন্ধ রাখা কি সম্ভব? মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে প্রকৃতপক্ষে উভয়কে বিচ্ছিন্ন রাখা কষ্টকর।

এখানে দু'টি জিনিস প্রমাণিত হয় :

এক. সাধারণভাবে পুরুষ ও নারীর ফিতনার পথ বন্ধ করতে গিয়ে চাপ প্রয়োগ ও কঠোরতার পথ অবলম্বন করা, যার বাস্তবায়ন অসম্ভব।

দুই. একদিকে নারীদের জন্য পুরুষকে দুর্বল করে রাখা হয়। অন্যদিকে পুরুষদের আনন্দদায়ক কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়। নারীর মুখ দেখার দিক থেকে এ আগ্রহ সীমালংঘনে পরিণত হয়, বিশেষ করে স্বামী ও মাহরামদের ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য তার কিছু দেখানো বৈধ হয় না।

পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় দলিল ও কুরআন সুন্নাহ থেকে এর ব্যাখ্যা

আল্লাহর বাণী, 'এর পর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে বিমুগ্ধ করে।'(আহযাব ঃ ৫২)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, বর্তমানে যে সব স্ত্রী আপনার নিকট রয়েছে তারা ছাড়া অন্য নারীকে আপনার জন্য বিবাহ করা হালাল নয়, যদি কোন কোন নারীর সৌন্দর্য

www.pathagar.com

আপনাকে মুগ্ধ করেও থাকে তবুও। আসল কথা হলো, কারো মুখ না দেখে কিভাবে তার প্রতি মুগ্ধ হবে?

এটা জানা বিষয় এখানে দেখার বিষয়টি বিবাহের প্রস্তাবকারী (মহিলাকে) দেখা থেকে ভিন্নতর। দেখার বিষয়টি বিবাহের প্রস্তাবকারী ও সিদ্ধান্তকারীর জন্য বৈধ, বিবাহের সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘোষণা দেওয়ার পর নারীকে নিকাব খোলার আহ্বান করবে এবং সে তা খুলতে বাধ্য। সুতরাং এখানে দেখার অর্থ সাধারণ অবস্থায় কোন পথচারী হিসেবে পুরুষ নারীদের মুখ দেখা এবং তাদের কারও সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হওয়া এবং বিবাহের উদ্দেশে দেখা এক নয়।

জাসসাস তার তাফসীরে এর অর্থ করেছেন, 'তাদের মুখ না দেখে তাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়া যায় না।'[১১ক]

তেমনিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, পথ চলার সময় কোন নারীর সৌন্দর্য রসূল স.-কে মুগ্ধ করে এবং সাধারণ পুরুষদের মুগ্ধ করে। এর উদাহরণ হিসেবে অনেক হাদীস ইংগিত বহন করে। এ দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়, সাধারণ অবস্থায় পুরুষদের সাথে সাক্ষাতকালে অথবা পুরুষদের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকালে নারীদের মুখ খোলা ছিল।

* জাবের রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. একজন মহিলাকে দেখলেন। আহমদের এক বর্ণনায়[১২] রসূল স. একজন নারীকে দেখে মুগ্ধ হলেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রী যয়নব রা.-এর নিকট ফিরে এলেন। যয়নব রা. সে সময় তাঁর জন্য এক টুকুরো চামড়া পাকা করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। একটু পর রসূল স. তাঁর প্রয়োজন পূরণ করলেন। অতঃপর সাহাবাদের নিকট ফিরে এসে বললেন, নারীরা শয়তানের ছবি ধারণ করে সামনে আসে এবং শয়তানের ছবি ধারণ করে ফিরে যায়। তোমরা যদি কোন নারীকে এমন দেখ তাহলে তোমাদের স্ত্রীর নিকট ফিরে যাও। এটা তোমাদের অন্তরকে নিবৃত্ত করবে। (মুসলিম)[১৩]

* অন্য বর্ণনায় জাবের রা. থেকে এসেছে। তিনি বলেন, আমি রসূল স.-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কাউকে যদি কোন নারীর (সৌন্দর্য) মুগ্ধ করে এবং তার মনকে প্রলুব্ধ করে তখন সে যেন স্ত্রীর নিকট ফিরে আসে এবং তার প্রয়োজন পূরণ করে। এটা তার অন্তরকে নিবৃত্ত করবে। (মুসলিম)[১৪]

* আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীরা অরক্ষিতা। নারী যখন ঘর থেকে বের হয় শয়তান তার দিকে দৃষ্টি রাখে এবং বলে, তুমি কারও নিকট দিয়ে এমনভাবে অতিক্রম কর যাতে সে তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়। (তাবারানী)[১৫]

পবিত্র কুরআনের তৃতীয় দলিল ও হাদীসের ব্যাখ্যা

'স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইংগিতে বিবাহের প্রস্তাব করলে অথবা তা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। আল্লাহ জানেন, তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে। কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের সাথে কোন

www.pathagar.com

অঙ্গীকার করো না। নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করো না। জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মনোভাব জানেন। সুতরাং তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, সহনশীল।' (বাকারা ২৩৫)
তাবারী তার তাফসীর গ্রন্থে চূড়ান্ত তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত এবং স্বামীর মৃত্যুকালীন ইদ্দতের সময় বিবাহের প্রস্তাব দানকারীর ধরন সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।
* ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, আমি ওমুক নারীর ওমুক ওমুক কাজ পছন্দ করি। এখানে প্রকাশ্য কথার মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
* মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি সুন্দরী। তোমার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত জিনিস রয়েছে। তোমার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে।
* কাসেম ইবনে মুহাম্মদ বলেন, আমি তোমার প্রতি আগ্রহান্বিত, আমি তোমার জন্য লালায়িত, তুমি আমাকে মুগ্ধ করেছো। অনুরূপ আরো কথা।
* ফাতেমা বিনতে কায়েস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্বামী আবু ওমর ইবনে হাফস, আয়াস ইবনে আবি রাবীআর মাধ্যমে আমাকে তালাকের সংবাদ দিলেন এবং সেই সাথে খোরপোষের জন্য পাঁচ সা' খেজুর ও পাঁচ সা' যব (এক সা' সাড়ে তিন কেজির সমান) পাঠালেন। আমি বললাম, আমার জন্য এতটুকু খোরপোষ কেনো? আমি তোমার ঘরে ইদ্দত পালন করবো না? তিনি বললেন, না।
ফাতেমা রা. বলেন, আমি কাপড় পরিধান করে রসূলের স. কাছে এলাম। তিনি (রসূল) আমাকে বললেন, তোমাকে কয় তালাক দিয়েছে? আমি বললাম, তিন তালাক। রসূল স. বললেন, তুমি সত্য বলেছ, তোমার জন্য নাফকাহ খোরপোষ নেই। তুমি উম্মে মাকতুমের বাড়িতে অবস্থান কর। সে অন্ধ মানুষ। তোমার চাচাত ভাই, তুমি প্রয়োজনে তার সামনে কাপড়-চোপড় খুলে রাখতে পারবে। যখন তোমার ইদ্দত পূর্ণ হবে তখন আমাকে জানাবে।[১৬]
অন্য বর্ণনায় আছে,[১৭] তাকে বলে পাঠালেন, তুমি আমাকে না জানিয়ে বিবাহের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। ইমাম নববী বলেন, হাদীসে চূড়ান্ত তালাক প্রাপ্তা নারীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া বৈধ। ইমাম শাফেয়ীরও এই মত।[১৮]
এতে অনুমান করা যায়, মেয়েটি মুখমণ্ডল খোলা অবস্থায় রসূল স.-এর নিকট এসেছিল। রসূল স. তার মুখ দেখে দ্রুত উসামার স্ত্রী হিসেবে তাকে গ্রহণ করার কথা চিন্তা করলেন এবং ইদ্দত পালন অবস্থায় তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, সাহাবাগণ এমন করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার প্রথম হিযরতকারীর ব্যাপারে এভাবে বলেছেন, তিনি বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী ছিলেন।[১৯]
ইদ্দত পালন কালে নারীর মুখোমুখি হওয়া দ্বারা বুঝা যায় তার মুখ খোলা ছিল। যদি সে মুখ ঢাকা অবস্থায় থাকতো তাহলে তার নিকট থেকে পুরুষরা দূরে অবস্থান করতো।

www.pathagar.com

তাছাড়া নারীও পুরুষ থেকে দূরে অবস্থান করতো। ওপরের বাক্য থেকে বুঝা যায়, 'যেমন তুমি সুন্দরী, আমি তোমার প্রতি মুগ্ধ।' অনুরূপ এ ধরনের বাক্য দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, নারীর মুখ খোলা ছিল। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি কিভাবে বিধানদাতা নারীকে সাজসজ্জা, সুরমা ও অন্যান্য জিনিস ইদ্দতের সময় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন– এই ভয়ে যাতে কোন পুরুষ তার সাজসজ্জা প্রত্যক্ষ করতে না পারে। বিবাহের প্রস্তাব পেশের সুযোগে ইদ্দত পালনকারী নারীকে পুরুষের দেখার অন্যতম সুযোগ। মুখমণ্ডল খুলে রাখার নিশ্চয়তার কারণে প্রস্তাবকারী উত্তমভাবে প্রস্তাবকারিণীকে দেখতে পারে। এর ফলে উভয়ের মাঝে অধিকতর স্থায়িত্ব সৃষ্টি হয়। রসূল স. বলেন, বিবাহের প্রস্তাব কালে কিভাবে দেখা পরিপূর্ণ হবে যদি স্বাভাবিকভাবে মুখ খোলা না থাকে? নারীরা ইচ্ছে করে কখনও, পুরুষের সামনে মুখ খুলতে চায় না যদি পূর্ব থেকে মুখ খোলা রাখতে অভ্যস্ত না হয়।

দ্বিতীয়ত : পবিত্র সুন্নাহের দলিল

সুন্নাতের প্রথম দলিল

সাতটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সিজদা করা-তন্মধ্যে কপাল ও নাক

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম স. সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদা করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি হাত দ্বারা তার কপাল, নাক, দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পার দিকে ইংগিত করেন। (বুখারী)[২০]

নাসাঈর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে,[২১] তিনি কপালে হাত রাখলেন এবং নাক দ্বারা সিজদা করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, এটি এমন। বুখারী এ হাদীসটি নাক দ্বারা সিজদা অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, ইবনে মানযারের বর্ণনা, সাহাবাদের ঐকমত্যে শুধু নাক দ্বারা সিজদা পূর্ণ হবে না। জমহুরের মতে শুধু কপাল দ্বারা সিজদা পূর্ণ হবে। আওযায়ী, আহমদ, ইসহাক ইবনে হাবীব ও অন্যদের মতে উভয় অঙ্গ একত্র করে সিজদা করা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ীও এ মত প্রকাশ করেন।[২২] ইমাম শাফেয়ী তার কিতাবুল উম্মে বলেন, সিজদার ফরয ও সুন্নত হলো কপাল, নাক, হাতের তালু, হাঁটু ও পা। কিন্তু নাক বাদ দিয়ে শুধু কপাল দ্বারা সিজদা করা অপছন্দনীয়, তবে এভাবে সিজদা পূর্ণ হবে। যদি কাপড় অথবা অন্য কিছুসহ কপাল দ্বারা সিজদা করা হয় তাহলে সিজদা পরিপূর্ণ হবে না।[২৩]

* ইবনে আবদুল বার তার তামহীদ গ্রন্থে বলেন, নারীদেরকে মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি খোলা রাখা অবস্থায় নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[২৪]

* ইমাম নববী তার মাজমু গ্রন্থে বলেন, নিকাব দিয়ে নামায পড়া নারীদের জন্য মাকরুহ।[২৫]

www.pathagar.com

* শরহে কবীরের গ্রন্থকার বলেন, নিকাব পরা অবস্থায় নামায পড়া নারীদের জন্য মাকরুহ। ইবনে আবদুল বার বলেন, নামায ও ইহরামের সময় নারীদের মুখমণ্ডল খোলা রাখার বিষয়ে সকলে একমত। তা না হলে নামাযীর কপাল, নাক ও মুখ ঢাকা থাকে। রসূল স. এ ব্যাপারে পুরুষদেরকেও নিষেধ করেছেন।[২৬]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার ফাতওয়া গ্রন্থে বলেন, নামাযে হাত ঢেকে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ যেভাবে মুখমণ্ডল সিজদা করে সেভাবে হাতও সিজদা করে থাকে।[২৭]

যারা বলে নামাযের সতর দৃষ্টির সতর থেকে ভিন্ন, তাদের একথা সঠিক নয়। এ বিষয়ে এ খণ্ডের পঞ্চম অনুচ্ছেদে আমরা প্রমাণ উপস্থাপন করবো।

যদি তর্কের খাতিরে আমরা একথা সঠিক বলে মেনে নিই তাহলে মসজিদে নামায পড়ার সময় তাদের কি অবস্থা হবে? এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, অনেক মুমিন নারী রসূল স.-এর সাথে মসজিদে নামায পড়তেন। তখন তাঁরা কি নামাযের সময় মুখ খুলে রাখতেন নাকি পুরুষদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য' মুখ ঢেকে রাখতেন? যদি সাধারণ অবস্থায় মুমিন নারীরা মুখ ঢেকে রাখতে অভ্যস্ত থাকেন তাহলে বুঝা যায় যে, নারীরা শুধু নামাযের সময় মুখ খোলা রাখতেন অর্থাৎ নিকাব উঠিয়ে রাখতেন, বিশেষ করে মসজিদে নববীতে নারীদের নামায নবুওয়তের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

সুন্নাতের দ্বিতীয় দলিল

বিবাহের প্রস্তাবকারীকে প্রস্তাবকারিণীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার নির্দেশ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করিম স.-এর সাথে ছিলাম, এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, সে আনসার সম্প্রদায়ের এক মেয়েকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রসূল স. তাকে বললেন, তুমি কি তাকে একবার দেখেছো? সে বললো, না। তিনি বললেন, যাও, তুমি তাকে এক নজর দেখে নাও। কারণ আনসারদের চোখে ত্রুটি আছে। (মুসলিম)[২৮]

মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একজন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেন, তখন নবী করিম স. বললেন, তুমি তাকে দেখে নাও, এতে তোমাদের মাঝে বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হবে। (তিরমিযি)[২৯]

আবু হামিদ সায়েদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দাও, আর যদি তোমার তার সম্পর্কে জানা না থাকে তাহলে প্রস্তাবের জন্য তাকে দেখলে তোমার গুনাহ হবে না। (আহমদ)[৩০]

জাবের রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. বলেন, তোমাদের কেউ যদি কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দাও, সম্ভব হলে তুমি তার নিকাবের অংশ দেখে নাও (অর্থাৎ মুখ ও হাতের কব্জি)। অতঃপর তাকে বিবাহ কর। (আবু দাউদ)[৩১]

আবু ইসহাক সিরাজী (শাফেয়ী) বলেন, কোন নারীকে বিবাহের ইচ্ছে করলে তার মুখ ও হাতের কব্জি দেখে নাও। এ ছাড়া অন্য কিছু দেখবে না। কারণ তা সতর।[৩২]

www.pathagar.com

ইবনে কুদামা (হাম্বলী) বলেন, প্রস্তাবকারী তার মুখ দেখবে, কারণ মুখ হলো সৌন্দর্যের মূল ও দৃষ্টির স্থান, তা সতরের অংশ নয়। দৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে হাতের কব্জি ও পা প্রকাশিত হলে কোন দোষ নেই। দু'টি বর্ণনার একটি হলো, স্বাভাবিকভাবে মুখ প্রকাশ হওয়ার কারণে তা বৈধ। দ্বিতীয়ত যে সব অঙ্গ প্রকাশিত হয় না সেগুলো সতরের অংশ, সুতরাং তা দেখা বৈধ নয়।[৩৩]

* ইবনে কুদামা পুনরায় বলেন, নারীর মুখ দেখা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোন মত পার্থক্য নেই (অর্থাৎ প্রস্তাবকারিণীর মুখ) কারণ মুখ সতরের অংশ নয়, বরং তা সৌন্দর্যের মূল ও দৃষ্টির স্থান।[৩৪]

ইবনে কুদামার বক্তব্য প্রমাণ করে যে, বিধানদাতা প্রস্তাবকারীদের নারীকে দেখার যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে সতরের অংশ দেখার নির্দেশ দেননি, বরং স্বাভাবিকভাবে নারীর যে অংশ প্রকাশিত হয়ে থাকে তা দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। সেটা হলো মুখ।

বাগবী (প্রস্তাবকারিণীকে দেখার অনুচ্ছেদে) বলেন, কোন কোন আলেম তা গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন, কোন পুরুষ যখন কোন নারীকে বিবাহের ইচ্ছে করে সে যেন তাকে দেখে নেয়। সওরী, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকেরও একই মত, সে ক্ষেত্রে নারীর অনুমতি নেওয়া অথবা অনুমতি না নেওয়া উভয়ই সমান। তবে দেখার ক্ষেত্র শুধু মুখ ও হাতের কব্জি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। তার অভ্যন্তরীণ অথবা সতরের কোন অংশ দেখা বৈধ নয়। আওযায়ী বলেন, শুধু মুখ ছাড়া অন্য কিছু দেখা যাবে না।[৩৫]

নেহায়াতুল মুহতাজ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, বিবাহের ইচ্ছে করলে নারীকে দেখে নেওয়া সুন্নত; তবে তা প্রস্তাবের পূর্বে, পরে নয়। যদি সে ও তার অভিভাবক দেখার অনুমতি না দেয় সে ক্ষেত্রে রসূল স.-এর হাদীসের অনুমতিই যথেষ্ট।

অন্য বর্ণনায় আছে, যদি সে নাও জানে, বরং আওযায়ী বলেন, তার অজ্ঞান্তে দেখাই উত্তম। কারণ সে সাজসজ্জা করতে পারে এবং তাকে ধোঁকায় ফেলতে পারে।[৩৬]

আমি বলবো নারী যদি নিকাব ও অন্যান্য কিছু দ্বারা মুখ ঢেকে রাখে সে অবস্থায় তার অথবা অলির অনুমতি ছাড়া কিভাবে দেখা যাবে! তাহলে অবশ্যই মুমিন নারীরা রাস্তায় বের হওয়ার সময় অধিকাংশ সময় মুখ খুলে রাখতেন।

সুন্নাতের তৃতীয় দলিল

শোক পালনকারী নারীর জন্য সাজসজ্জা করা হারাম

উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হালাল নয়। সে সুরমা ব্যবহার করবে না এবং রঙিন কাপড় পরবে না। অবশ্য সুতা পূর্বে রঞ্জিত করা হয়ে থাকলে সে কাপড় পরতে পারবে, তবে সে খোশবু ব্যবহার করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৭]

www.pathagar.com

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রসূলের স. কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল স. আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। মেয়েটির চোখ রোগাক্রান্ত। তার চোখে কি সুরমা লাগানো যাবে? তিনি বললেন, না। মহিলা দু-তিনবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি প্রতিবারই না বলেছেন। (বুখারী মুসলিম)[৩৮]

হাফেয ইবনে হাজার বলেন, মহিলা দু'তিনবার জিজ্ঞেস করলে রসূল স. প্রতিবারই না বলেছেন। এ দ্বারা বিশেষ ধরনের সুরমা যা দিয়ে সাজসজ্জা করা হয়, তা বুঝানো হয়েছে, শুধু রোগের জন্য ব্যবহার করলে সাজসজ্জার মধ্যে গণ্য হবে না।[৩৯]

ইবনে কুদামা শোক পালন অধ্যায়ে বলেন, শোক পালন অর্থ সাজসজ্জা পরিহার করা এবং নারী পুরুষের মিলনের দিকে আহ্বান করে এমন কাজ থেকে বিরত থাকা। মৃত ব্যক্তির জন্য ইদ্দত পালন কালে এটা ওয়াজিব এবং তার জন্য সুরমা ও সুরমা জাতীয় রংও হারাম। এতে তার চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। তার জন্য স্বর্ণের অলংকার ব্যবহার হারাম। এতে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং তাকে সহবাসের দিকে আহ্বান করে।[৪০] (মোবাশেরা) (সহবাসের দিকে আহবান করে) অর্থাৎ পুরুষ যখন নারীর মুখ ও হাতের কব্জিতে সাজসজ্জা দেখতে পায় তখন তার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়।

* ইবনে রুশদ বলেন, ফকীহদের নিকট শোক পালনকারিণীর জন্য এমন ধরনের সাজসজ্জা নিষিদ্ধ যা পুরুষদেরকে নারীদের প্রতি আকৃষ্ট করে।

যেমন- স্বর্ণ অলংকার ও সুরমা। যদি তাতে সাজসজ্জা কালো রংয়ের হয়, তা সে ব্যবহার করতে পারবে। ফকীহদের মূল বক্তব্য হলো শোক পালনকারীদের এমন জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে যে জিনিস ব্যবহার করলে পুরুষগণ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তিনি পুনরায় বলেন, যারা তালাকপ্রাপ্তা নারীকে স্বামীর মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করেন, এটাকে শোক পালন অর্থে ব্যবহার করেন আর শোক পালনের মূল উদ্দেশ্য পুরুষের নারীর প্রতি লোভ না করা।[৪১]

আমি বলবো, ইদ্দত পালনকারী নারীর প্রতি তখনই পুরুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় যখন সে সাজসজ্জা করে মুখ খুলে রাখে।

ইবনুল কাইয়েম বলেন, শোক পালনকারী নারীর জন্য (খেযাব) রং লাগানো, রং দ্বারা সাজসজ্জা করা এবং হাত ও আঙুলে রং লাগনো অর্থাৎ লাল রং, সাদা পাউডার এ সবই হারাম। নবী করিম স. খেযাব অর্থে এ সব রং বুঝিয়েছেন যা সাজসজ্জার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি বড় ফিতনা এবং শোক পালনের উদ্দেশ্যের বিপরীত।[৪২]

* ইবনুল কাইয়েম এখানে বিভিন্ন প্রকার সাজসজ্জার বর্ণনা দিয়েছেন। কারণ এগুলো সবচেয়ে বড় ফিতনা। এটা কি শুধু নারীদের জন্য বড় ফিতনা অথবা পুরুষদের জন্য? এসব তখনই ফিতনা হবে যখন নারীরা তাদের মুখ খোলা রাখবে আর পুরুষগণ তাদের দেখবে, এটাই সাজসজ্জার উদাহরণ।

সাধারণ মুমিন নারীগণ যখন স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষদের কাছ থেকে তাদের মুখ ঢেকে রাখে এবং খুব প্রয়োজন ছাড়া একটি চোখ বাদে অন্য কিছু প্রকাশ করে না, তখন শোক

www.pathagar.com

পালনকারিণী নারীর মুখের সৌন্দর্য পুরুষদের দেখার ক্ষেত্রে কোন ভয়ের অবস্থা বিরাজ করে না এবং তাদের প্রতি কোন আর্কষণ থাকে না। কিভাবে তাদের প্রতি আকর্ষণ থাকবে? সেখানে তো পুরুষগণ ফিতনায় পতিত হওয়ার কোন জিনিসই তাদের মধ্যে দেখতে পায় না।

সুন্নাতের চতুর্থ দলিল

উম্মাহাতুল মুমেনীনগণ তাদের মুখ ঢেকে রাখবে, স্বাধীন নারীরা তাদের মুখ খোলা রাখবে এবং দাসীরা তাদের মুখ ও মাথা খোলা রাখবে

আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, নবী স. তিনদিন পর্যন্ত মদীনা ও খয়বরের মধ্যবর্তী এক স্থানে অবস্থান করেন এবং সেখানে তিনি সাফিয়া বিনতে হুযাইয়ের সাথে বাসর রাত যাপনের মাধ্যমে বিবাহের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেন। ...মুসলমানগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, সাফিয়া কি রসূলের স্ত্রীদের মধ্যে শামিল হবেন, না ক্রীতদাসী হিসেবে গণ্য হবেন?

অতঃপর তারা মত প্রকাশ করলেন, নবী স. যদি তাকে লোকদের থেকে পর্দা করান, তাহলে মনে করতে হবে তিনি তাঁর স্ত্রী, অন্যথায় ক্রীতদাসী। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৩]

* এ দ্বারা সাহাবাগণ ধারণা করলেন, স্বাধীন নারী ও রসূল স.-এর স্ত্রী ও ক্রীতদাসীদের মধ্যে সতর ওয়াজিব হওয়ার পার্থক্য বিদ্যমান। রসূল স.-এর সকল স্ত্রী হিজাব পরিধান করবেন নাকি কেউ ক্রীতদাসীর মতো পোশাক পরিধান করবেন।

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, সাহাবাদের যুগে পোশাকের ক্ষেত্রে দাসীদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল, তা না হলে কিভাবে এক ব্যক্তি স্বাধীন নারীদের বাদ দিয়ে যুবতীদের উত্যক্ত করতো? এটা স্বাধীন নারী ও ক্রীতদাসীদের সতরের ক্ষেত্রে পার্থক্য।

জাবের ইবনে সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি সা'দ ইবনে আবি অক্কাস রা.-এর নিকট এলো। সা'দ বললেন, হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দা যদি মিথ্যা কথা বলে থাকে তাহলে তার আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত করে দাও এবং তার দারিদ্র্য ও অভাব বৃদ্ধি করে দাও। হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আবদুল মালেক ইবনে উমাইর তাবেয়ী বলেন, পরবর্তীকালে আমি লোকটিকে দেখেছিলাম অতি বৃদ্ধ অবস্থায় পৌছার কারণে তার চোখের ওপরের ভ্রূ-যুগল চোখের ওপর ঝুলে পড়েছিল। সে পথে যুবতীদের উত্যক্ত করতো এবং তাদের দিকে হাত প্রসারিত করতো। বর্ণিত আছে, উমর রা. জনৈক মহিলাকে উড়না দিয়ে মাথা ঢাকা অবস্থায় দেখলেন।[৪৪] এ অবস্থায় দেখে তাকে প্রশ্ন করলেন। তখন উমর রা.-কে বলা হলো, সে ক্রীতদাসী। তিনি বললেন, ক্রীতদাসীর পোশাক যেন তার গৃহকর্ত্রীর অনুরূপ না হয়।[৪৫]

এতে বুঝা যায়, স্বাধীন নারীদের ওড়না ও বোরকা ক্রীতদাসীদের থেকে পৃথক ধরনের ছিল। তারা উভয়ই মুখ ঢেকে রাখতো না। তারা যদি মুখ ঢেকে রাখতো তাহলে লোকেরা কিভাবে তাকে চিনতে পেরেছিল। আসলে তারা মুখ দেখেই তাকে চিনতে পেরেছিলেন।

www.pathagar.com

মালেক রা. থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাবের একজন দাসী ছিল। উমর রা. তাকে দেখলেন, স্বাধীন নারীদের পোশাকে বা আকৃতিতে। তখন উমর রা. তাঁর মেয়ে হাফসার রা. ঘরে প্রবেশ করে বললেন, আমি দেখতে পেলাম তোমার ভাইয়ের দাসী স্বাধীন নারীদের আকৃতিতে মানুষের সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করছে, উমর রা. তা নিষেধ করলেন।[৪৬]

এতে বুঝা যায় নারীরা স্বাধীন নারীদের পোশাক পরে চলাফেরা করতো, যদি স্বাধীন নারীদের জন্য মুখ ঢেকে রাখার নির্দেশ থাকতো তাহলে তারা মুখ ঢেকে রাখতো এবং উমর রা. তার ছেলে আবদুল্লার দাসীকে চিনতে পারতেন না।

* উমর রা. যখন কোন দাসীকে বোরকা পরা অবস্থায় দেখতেন তাকে মারতেন এবং বলতেন, তোমরা কি স্বাধীন নারীদের রূপ ধারণ করেছো? অর্থাৎ তাকে বোকা মহিলা বলে ভর্ৎসনা করা হতো।[৪৭]

* উমর রা. আনাসের পরিবারের জনৈকা দাসীকে বোরকা দিয়ে মাথা ঢাকা অবস্থায় দেখে তাকে বেত্রাঘাত করলেন এবং বললেন, তুমি মাথা খোলা রাখো, স্বাধীন নারীদের আকৃতি ধারণ করো না।[৪৮]

ক্রীতদাসীকে উমর রা.-এর বেত্রাঘাত, তাকে মাথা ঢেকে রাখতে নিষেধ করা এবং স্বাধীন নারীদের আকৃতি অবলম্বনের বিষয় উল্লেখ করার মাধ্যমে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। তার কারণ যদি স্বাধীন মুমিন মহিলাদের মুখ ঢেকে রাখার এবং দাসীদের মুখ খোলা রেখে তাদের থেকে স্বাধীনদের পৃথক করার অভ্যাস থাকতো, তাহলে মুসলমানদের জন্য দাসীদের মাথা খোলা রাখা ফরয করার কোন প্রয়োজন হতো না। তারা আরো অধিক হারে মুখ খোলা রাখতো আর খোলা রাখাতে ফিতনার সৃষ্টি হতো।

সুন্নাতের পঞ্চম দলিল

ফজরের নামাযে মুমিন নারীরা মুখ খোলা রেখে বের হতেন

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুমিন নারীরা শরীরে চাদর জড়িয়ে রসূলের স. সাথে ফজরের নামাযে শরীক হতেন। শেষ রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতেই তারা নামায শেষে বাড়ি ফিরে যেতেন। এ কারণে কেউ তাদেরকে চিনতে পারতো না। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৯]

হাইছামী তার মাজমুআ আয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে আলী রা. থেকে উল্লেখ করেন। আলী রা. বলেন, আমরা রসূলের সাথে নামায আদায় করতাম। নামায শেষে আমরা এমন অবস্থায় বিদায় হয়ে যেতাম যখন কেউ কাউকে চিনতে পারতো না।[৫০]

আয়েশা রা. এখানে সাধারণ মহিলাদের বিষয়ে কথা বলেছেন। নির্দিষ্ট কোন মহিলা সম্পর্কে কথা বলেননি। তিনি বলেন, অন্ধকারের কারণে কেউ তাদেরকে চিনতে পারতো না অর্থাৎ অন্ধকারের কারণে চেনা যেতো না, মুখ ঢাকার কারণে নয়। এর অর্থ

www.pathagar.com

সাধারণ নারীরা মুখ খোলা রাখতেন। যারা বলেন ঘটনাটি হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বে ঘটেছে তাদের নিকট এর কোন প্রমাণ নেই।

কারণ মুমিন নারীরা সব সময় ফজরের নামাযে অংশগ্রহণ করতো। এতে প্রমাণিত হয় কাজটি প্রচলিত ছিল, কোন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। যদি হিজাবের আয়াত নাযিলের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হতো অবশ্যই আয়েশা রা. তা উল্লেখ করতেন।

সুন্নাতের ষষ্ঠ দলিল

অলির এতিম মেয়ে বিয়ে করার বিধান

অলির তত্ত্বাবধানে কোন এতিম মেয়ে থাকলে অলি তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যদি তাকে বিবাহ্ করতে চায় সেক্ষেত্রে তার বিধান।

উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন আয়াতটি কোন প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল? তিনি বলেন, যদি তুমি আশঙ্কা কর যে, তুমি ইয়াতিম বালিকাদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না...।

আয়েশা রা. বললেন, হে আমার ভাগ্নে! এ আয়াত ইয়াতিম বালিকাদের অভিভাবকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে যাদের তদারকীতে তারা অবস্থান করছে এবং তারা তাদের সৌন্দর্য ও সম্পদের প্রতি লোভের বশবর্তী হয়ে কম মোহর দিয়ে বিবাহ করতে চায়। সুতরাং এ অভিভাবকদের ঐ ইয়াতিম বালিকাদের বিবাহ্ করতে নিষেধ করা হয়, যদি না এদের প্রতি পূর্ণ ইনসাফ কায়েম করতে সক্ষম হয় এবং এদের পূর্ণ মোহর আদায় করে দেয়। (বুখারী)[৫০ক]

অভিভাবকের সাথে একই বাড়িতে একত্রে বসবাস করে ইয়াতিম বালিকার পক্ষে মুখ ঢেকে রাখা সম্ভব নয়? হাদীসে ইংগিত করা হয়েছে অভিভাবক তার সৌন্দর্য দেখতে পারবে।

সুন্নাতের সপ্তম দলিল

বালেগা নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখার অনুমতি

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে আবু বকর রা. রসূলের স. নিকট প্রবেশ করলেন। তাঁর শরীরে পাতলা কাপড় ছিল, রসূল স. তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকে বললেন, হে আসমা, নারীরা যখন বালেগা হয়। (হায়েয শুরু হয়) তাদের এসব অংগ ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করা উচিত নয়। তিনি মুখ ও হাতের কব্জির দিকে ইংগিত করলেন। (আবু দাউদ)[৫১]

নাসিরুদ্দীন আলবানী এই হাদীসের মূল সনদ বিশ্লেষণ করে বলেন, আমি বলবো সাঈদ ইবনে বশীর হাদীসের একজন বর্ণনাকারী। তিনি দুর্বল, একথা হাফেয ইবনে হাজারের তাকরীব গ্রন্থে এসেছে, কিন্তু অন্য বর্ণনায় শক্তিশালী হাদীস এসেছে।[৫২]

১. কাতাদাহ থেকে বর্ণিত। রসূল স. বলেন, ক্রীতদাসীর যখন হায়েয হয় তখন তার মুখ ও হাতের কব্জি ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করা উচিত নয়। (আবু দাউদ)[৫৩]

www.pathagar.com

২. আসমা বিনতে উমাইস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. আয়েশা রা.-এর ঘরে প্রবেশ করে দেখেন সেখানে রয়েছেন আয়েশা রা.-এর বোন আসমা বিনতে আবু বকর রা.। তাঁর পরনে প্রশস্ত আস্তিনের সিরিয়ার পোশাক। তিনি তাঁর প্রতি তাকালেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। তখন আয়েশা রা. বললেন, (হে আসমা) তুমি এ পোশাক পাল্টে ফেল। রসূল স. তোমার এ কাজ অপছন্দ করেছেন। আসমা তা পাল্টে নিলেন। অতঃপর রসূল স. ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন আয়েশা রা. প্রশ্ন করলেন, আপনি উঠে গেলেন কেন? তিনি বললেন, তুমি কি তার আকৃতি দেখনি? মুসলিম নারীর এ সব অংগ ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করা উচিত নয়, এ কথা বলে তিনি তাঁর হাতের কব্জি ধরলেন (সঠিক কথা হলো তিনি তাঁর জামার আস্তিন ধরলেন এবং তার দ্বারা হাতের কব্জির উপরিভাগ ঢেকে দিলেন) যাতে আঙুল ছাড়া আর কিছু প্রকাশ না পায়। তারপর হাতের কব্জি, চোখ ও কানের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত ওঠালেন, তখন মুখ ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পায়নি।[৫৪,৫৫]

যদি ওড়না অথবা অন্য কিছু দ্বারা মুখ ঢেকে রাখা মুমিন নারীদের উত্তম স্বভাব বলে পরিগণিত হতো তাহলে রসূল স. আসমা রা.-কে সে বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। আসমা রা. আবু বকরের কন্যা ও যুবাইয়েরের স্ত্রী, তাঁকে চেহারা ঢেকে রাখার আদেশ দিতেন এবং তাঁর জন্য সেটা অধিকতর উপযুক্ত ও উত্তম ছিল।

তৃতীয়ত : উল্লিখিত নসসমূহ

সহী বুখারী ও মুসলিমের ঘটনাবলী

আনাস রা. বলেন, ওহুদের (জিহাদের) দিন লোকেরা যখন নবী স.-কে ফেলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলো এবং বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়লো, তখন আমি দেখলাম আবু বকর তনয়া আয়েশা ও উম্মে সুলাইম তাঁদের (পরিধেয়) বস্ত্রের (নিম্ন প্রান্ত) টেনে ধরেছেন যেজন্য তাঁদের পায়ের গোছা ও গিরার (উপরিভাগ) পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। এমতাবস্থায় তাঁরা উভয়েই পানি ভর্তি মশক পৃষ্ঠে বহন করে নিয়ে লোকদের মুখে তা ঢেলে দিচ্ছেন এবং মশক খালি হয়ে গেলে পুনরায় পানি ভর্তি করে এনে লোকদেরকে পান করাচ্ছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৬]

আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পর্দার হুকুম সংক্রান্ত এই আয়াত সম্পর্কে সবার চাইতে বেশি অবগত। যখন যয়নব বিনতে জাহশের বিবাহের পর তিনি রসূলের স. সাথে তাঁর ঘরে অবস্থান করছিলেন সে সময় তিনি লোকদের জন্য খাবার তৈরি করে তাদেরকে দাওয়াত দিলেন। খাওয়ার পর লোকেরা বসে আলাপে মশগুল হলো। (মুসলিমের অন্য বর্ণনা মতে তাঁর সহধর্মিণী যয়নব দেয়ালমুখী হয়ে পেছনে ফিরে রইলেন)।[৫৭] ইসমাইল অতিরিক্ত বলেন, যয়নব ঘরের এক পাশে বসেছিলেন। বিবাহের কারণে তিনি সুসজ্জিত অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় নবী করিম

www.pathagar.com

স. বের হয়ে পড়লেন। পুনরায় ফিরে এসে দেখলেন তারা বসে কথাবার্তায় মশগুল রয়েছে। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

'হে মুমিনগণ, তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে আহার্য প্রস্তুতের জন্য অপেক্ষা না করে আহার গ্রহণের জন্য নবী গৃহে প্রবেশ করবে না।' এ সময় তিনি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তখন লোকেরা উঠে চলে গেল। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৮]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দ আহত হয়েছিলেন। তখন রসূল স. গিয়ে তাদেরকে অবরোধ করলেন। অবশেষে তারা রসূলের যে কোন ফয়সালা মেনে নেওয়ার শর্তে দুর্গ থেকে রেরিয়ে এলো। তখন রসূলুল্লাহ স. ফয়সালার ভার সা'দ ইবনে মুআযের ওপর অর্পণ করলেন। সা'দ ইবনে মুআয বললেন, তাদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা হলো, তাদের মধ্যে যুদ্ধোপযোগী সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হবে এবং সব সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

আহত হওয়ার পর সা'দ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, তুমি জানো, যে কওম তোমার রসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ এবং তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে তোমার সন্তুষ্টির জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে আর কিছুই আমার কাছে বেশি প্রিয় নয়। হে আল্লাহ, আমি মনে করি (আহযাব যুদ্ধের পর) তুমি আমাদের ও কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করে দিয়েছো। তবে এখন যদি কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে তোমার পথে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আমাকে জীবিত রাখো। (বুখারী)[৫৯]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ইফকের দীর্ঘ হাদীস) সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল আস্ সুলাইমী ও আয যাকওয়ানী সৈন্য বাহিনীর পেছনে বসে গিয়েছিলেন। সে রাতের শেষ ভাগে রওয়ানা করে সকাল বেলা আমার অবস্থানে এসে পৌঁছলো এবং একজন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে দেখতে পেলো। সে আমার নিকটে আসলো এবং দেখে আমাকে চিনতে পারলো। কেননা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে সে আমাকে দেখেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)[৬০]

প্রথম প্রমাণ

প্রথম হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, আয়েশার রা. মুখ খোলা ছিল যে কারণে আনাস রা. ওহুদ যুদ্ধের সময় উম্মে সুলাইমের সাথে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয় হাদীসের দৃষ্টিতে বুঝা যায়, যয়নব বিনতে জাহশের রা. মুখ খোলা ছিল। লজ্জায় তিনি দেয়ালমুখী হয়ে পেছনে ফিরে বসে ছিলেন, বিশেষভাবে নববধূ বিবাহের দিন পূর্ণ সুসজ্জিত অবস্থায় থাকে।

তৃতীয় হাদীসে যদিও আয়েশার রা. মুখ খোলা রাখার বিষয়ে বুখারীর এ বর্ণনায় সুস্পষ্ট কিছু বলা হয়নি, তবে সহী মুসলিম ছাড়া অন্যান্য ঘটনার আলোকে ইংগিত পাওয়া যায়

www.pathagar.com

তাঁর (আয়েশার) মুখ খোলা ছিল যে কারণে উমর রা. তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন এবং কঠিন দিনে তাঁকে বের হতে নিষেধ করেছিলেন। (বুখারী)[৬০ক]

চতুর্থ হাদীসে সবচেয়ে সঠিক বর্ণনা ও স্পষ্ট প্রকাশ ভঙ্গিতে রচনা করা হয়েছে যে পর্দা ফরয হওয়ার পূর্বে আয়েশা রা. মুখ ঢাকতেন না, যে কারণে সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল তাঁকে মুখ খোলা অবস্থায় দেখেছিলেন।

সহী বুখারী ও সহী মুসলিমের বাইরের ঘটনাবলী

আলকামা ইবনে ওয়াককাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা রা. আমাকে জানালেন। তিনি বললেন, আমি (আয়েশা) খন্দকের দিন লোকদের নিদর্শনাবলী অনুসরণ করে তাদের পেছনে পেছনে বের হলাম। এমতাবস্থায় পেছন থেকে আমি জমিনে শব্দ শুনতে পেলাম তখন সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম সা'দ ইবনে মুআয ও তাঁর ভাতিজা হারেস ইবনে আওস (যুদ্ধের) ঢাল বহন করে নিয়ে আসছেন। তাদেরকে দেখে আমি মাটিতে বসে পড়লাম। আমার পাশ দিয়ে সা'দ লোহার বর্ম পরে অতিক্রম করলেন। তার বর্মের অংশগুলো বের হয়ে ছিল। সা'দের বর্মের প্রান্তগুলো দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তিনি এই কবিতা পড়তে পড়তে চলে গেলেন, 'যুদ্ধের সময় মানুষ উটের মতো শক্তিশালী হয় না। তবে উত্তম মৃত্যু যখন সময় শেষ হয়ে যায়।' আয়েশা রা. বলেন, তারপর আমি উঠে গিয়ে বাগানে প্রবেশ করলাম। সেখানে একদল মুসলমান অবস্থান করছিলেন, তাদের সাথে উমর রা. ও এক ব্যক্তিকে বর্মের বড় জামা পরিহিত অবস্থায় দেখলাম। উমর রা. বললেন, তুমি কেন এসেছো? আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি দুঃসাহসী! তবে বিপদের সময় তোমাকে কে রক্ষা করবে? আয়েশা রা. বলেন, এভাবে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। সে সময় আমার মনে হয়েছিল এ মুহূর্তে জমিন ফেটে গেলে আমি তার ভেতর ঢুকে পড়তাম। (আহমদ)[৬১]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করিম স.-এর সাথে খেজুর, আটা ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য খাচ্ছিলাম। তখন উমর রা. সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। রসূল স. তাঁকে ডাকলেন। তিনিও খেতে থাকলেন। তখন তাঁর আঙুলের সাথে আমার আঙুল লাগলো। তিনি আঃ উঃ শব্দ উচ্চারণ করে বললেন, তারা যদি আনুগত্যশীলা হতেন, তাহলে আমি তাদের চোখ দেখতে পেতাম না। অতঃপর আল্লাহ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন।[৬২]

নসের প্রমাণ

ভূমিকায় আমরা অনেক কবিতার উল্লেখ করেছি। সেখানে বলা হয়েছে, ইসলামের আগমনের পূর্বে আরবের কোন কোন মহিলার নিকট নিকাব এক ধরনের পোশাক হিসেবে পরিচিত ছিল। যদি নিকাব পরিধান করা তাদের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করার একমাত্র মৌল মাধ্যম হতো তাহলে উম্মুহাতুল মুমেনীনগণ সর্বাগ্রে তা পরিধান

www.pathagar.com

করতেন। কারণ পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের স্থান ছিল সকলের ওপরে। সঠিক বর্ণনা সূত্রে আমরা দেখতে পাই উম্মুহাতুল মুমেনীনদের কেউ হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বে মুখ ঢেকে রাখতেন না। পুরুষগণ তাদেরকে মুখ খোলা অবস্থায় দেখেছেন। অনেক সম্মানিত মহিলা সাহাবীকে এ অবস্থায় দেখা গিয়েছে। পরে আমরা সে বিষয় আলোচনা করবো।

এখানে চূড়ান্তভাবে আমরা দু'টি নির্দেশিকার স্বীকৃতি দিতে পারি।

এক. নিকাব দ্বারা মুখ ঢেকে রাখা পোশাকের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের কোন মডেল ছিল না। তা আরবের কোন কোন মহিলা মহলে সতর হিসেবে পরিচিত ছিল। তারা কোন ধরনের সৌন্দর্য ও বিলাসিতার জন্য সতর হিসেবে নিকাব ব্যবহার করতো।

দুই. মদীনার মুসলিম সমাজে নিকাব দ্বারা মুখ ঢেকে রাখার কোন প্রথা ছিল না। যদিও কেউ কেউ তা ব্যবহার করতো, তবে যা ছিল সেটা খুবই নগণ্য। এতে প্রমাণিত হয়, উম্মুহাতুল মুমেনীন ও সম্মানিত মহিলা সাহাবীগণ নিকাব পরিধান করতেন না।[৬৩]

হিজাব ফরয হওয়ার পর উম্মুহাতুল মুমেনীনদের মুখ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক ছিল সহী বুখারী ও মুসলিম শরীফের ঘটনাবলী

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ওপর পর্দার বিধান আরোপের পর সওদা রা. তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলেন। তিনি ছিলেন স্থূলদেহিনী।[৬৪] অন্য বর্ণনায় লম্বা, আরেক বর্ণনায় আছে দেহাকৃতিতে তিনি নারীদের ঊর্ধ্বে ছিলেন। যারা তাঁকে চেনেন তিনি তাদের কাছে নিজেকে লুকাতে পারতেন না।[৬৫] উমর রা. তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, হে সওদা! আল্লাহর কসম, তুমি আমাদের কাছে লুকাতে পারবে না। ভেবে দেখ, কেমন করে তুমি বের হচ্ছ।[৬৬]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর আমি রসূল স.-এর সাথে বের হলাম। সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল সৈন্য বাহিনীর পেছনে ছিলেন। সকাল বেলা তিনি আমার অবস্থান স্থলের নিকট পৌঁছে আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে চিনে ফেললেন এবং ইন্নালিল্লাহ পড়লেন। তাঁর শব্দ শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে মুখ ঢেকে ফেললাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৭]

আয়েশা রা. কথা অনুযায়ী 'তিনি আমাকে দেখে চিনতে পারলেন। কারণ পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন।' আমরা বলবো, এটা সবচেয়ে সঠিক বর্ণনা ও সুস্পষ্ট সূত্র। হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বে উম্মুহাতুল মুমেনীনদের মুখ খোলা থাকতো। পুনরায় আমরা আয়েশা রা.-এর কথা উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, 'তাঁর ইন্নালিল্লাহ পড়ার শব্দ শুনে আমি জেগে উঠলাম। তিনি যখন আমাকে চিনতে পারলেন আমি আমার চাদর টেনে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললাম।' আমরা বলবো, এটাও সঠিক বর্ণনা। হিজাব ফরয হওয়ার পর উম্মুহাতুল মুমেনীনরা তাঁদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক মনে করতেন।

www.pathagar.com

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. খয়বর ও মদীনার মাঝখানে তিন দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে হুয়াইয়ের কন্যা সাফিয়ার সাথে বাসর রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। ...যখন নবী করিম স. সেখান থেকে রওয়ানা দিলেন তখন সাফিয়ার জন্য উটের পেছনে বসার জায়গা করলেন এবং তার ও লোকদের মাঝে পর্দার ব্যবস্থা করলেন।[৬৭ক]

আতা থেকে বর্ণিত। রসূলের স্ত্রীগণ ছদ্মবেশে রাতে বের হতেন এবং তাওয়াফ করতেন অর্থাৎ (গোপনে) ইহরাম অবস্থায় না থাকলে নিকাব পরে তাওয়াফ করতেন। আর ইহরাম অবস্থায় থাকলে ওড়নার এক পাশ মুখের ওপর ঝুলিয়ে দিতেন।[৬৮]

সহী বুখারী ও মুসলিমের বাইরের ঘটনাবলী

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খয়বর যুদ্ধের ঘটনা। খয়বর যুদ্ধে যাওয়ার সময় রসূল স. সাফিয়াকে সংগী হিসেবে বাছাই করেন। এ বিষয়ে আনাস রা. বলেন, খয়বর থেকে বের হওয়ার জন্য যখন রসূল স.-এর নিকটে উট আনা হলো, তখন রসূল স. সাফিয়ার জন্য তাঁর পা নীচু করে ধরলেন, যাতে সাফিয়া রসূল স.-এর রানের ওপর পা রাখতে পারেন। কিন্তু সাফিয়া তা অস্বীকার করলেন, বরং তিনি তাঁর হাটু রসূল স.-এর রানের ওপর রাখলেন। রসূল স. হাওদায় পর্দা লাগিয়ে তাঁকে পেছনে বহন করে চললেন এবং তাঁর চাদর তাঁর পিঠে ও চেহারায় ঝুলিয়ে দিলেন। এরপর তাঁর পায়ের নীচ দিয়ে শক্ত করে বাঁধলেন এবং তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে বহন করে চললেন।[৬৯]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় আমরা রসূল স.-এর সাথে থাকার সময় উষ্ট্রারোহীগণ আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন। তারা আমাদের সামনাসামনি পৌছলে আমাদের কেউ কেউ মুখের ওপর ওড়না ঝুলিয়ে দিতেন এবং তারা চলে গেলে আমরা চেহারা থেকে ওড়না খুলে ফেলতাম।[৭০]

ইব্রাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. থেকে বর্ণিত। উমর রা. রসূলের স্ত্রীগণকে শেষবারের মত এ কাজ করার অনুমতি দিলেন এবং উসমান ইবনে আফফান রা. ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-কে তাঁদের সাথে পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, উসমান রা. তাঁদেরকে ডেকে বললেন, সাবধান! তারা যখন উটের হাওদায় থাকবে তখন তোমরা কেউ তাঁদের কাছাকাছি যাবে না এবং কেউ তাঁদের দিকে তাকাবে না। তাঁরা যখন দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী খোলা জায়গায় অবতরণ করলেন তখন উসমান ও আবদুর রহমান পাহাড়ের পাশে চলে গেলেন, তাঁদের নিকট কেউ অবস্থান করেননি।[৭১]

সাফিয়া বিনতে সাইবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রা.-কে নিকাব পরিহিতা অবস্থায় বায়তুল্লাহ তওয়াফ করতে দেখেছি।[৭২]

হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার পর উম্মুহাতুল মুমেনীনরা চেহারা ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক মনে করতেন। এটা বিশেষভাবে তাঁদের ওপর হিজাব ফরয ছিল বিধায় তারা তা অনুসরণ করতেন। কিন্তু মুমিন নারীরা তাদের অনুসরণ করতেন না। (দেখুন, রসূলের স্ত্রীদের জন্য বিশেষ হিজাব, চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের আলোচনায়।)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রমাণ

উল্লিখিত সকল 'নস' থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুমিন নারীরা চেহারা খোলা রাখতেন

এ অবস্থা উম্মুহাতুল মুমেনীনদের ওপর পর্দা ফরয হওয়ার পূর্বে ও পরে বিদ্যমান ছিল। এখানে আমরা যেসব ঘটনা উল্লেখ করেছি তাতে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স.-এর যুগে মুমিন নারীদের চেহারা খোলা থাকতো। অন্যদিকে তাদের প্রকাশভঙ্গি প্রমাণ করে যে, মুখ খোলা রাখার বৈধতার নির্দেশ ছিল না, বরং তা সে যুগে প্রচলিত ছিল। যদি মুখ ঢেকে রাখা প্রচলিত থাকতো তাহলে খোলা রাখার ঘটনা খুবই বিরল হতো। বর্ণনাকারী সেদিকে ইঙ্গিত করে এভাবে বলতেন, নারীরা মুখমণ্ডল খোলা রেখে অতিক্রম করছে অথবা বলতেন, নারীরা রসূল স.-কে বলতো, আমি আপনার নিকট আমাকে উৎসর্গ করার জন্য এসেছি। এ অবস্থায় সে তার মুখ খোলা রাখতো এবং রসূল স. তার দিকে চোখ উঠিয়ে তাকাতেন— এ ধরনের ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। তা বিরাজমান অবস্থার বিপরীত অর্থাৎ দেখা গিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করা থেকে দূরে থাকতেন।

তেমনিভাবে আমরা শুধু একটি সহী সূত্রের ওপর নির্ভর করবো না যা সহজভাবে হাদীসের গ্রন্থসমূহ থেকে আমরা অবগত হতে পারি যেখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে, প্রথমে নারীরা মুখ খোলা রাখার পর তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতো শুধু আয়েশা রা. ছাড়া। কারণ হিজাব ফরয হওয়ার পর উম্মুহাতুল মুমেনীনগণ মুখ ঢেকে রাখতেন। তেমনিভাবে আমরা একটি সহী সূত্রের উপর নির্ভর করবো না যেখানে এ ইঙ্গিত বহন করে যে, নারীরা মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার পরে তা খোলা রাখতো।

তেমনিভাবে আমরা অন্য সহী সূত্রের ওপরও নির্ভর করবো না যে, এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে দেখার পর মুখ ঢেকে রাখার কারণে তাকে চিনতে পারেনি। নারীর মুখ খোলা রাখার প্রথা রসূল স.-এর পূর্বের আম্বীয়াদের যুগেও ছিল।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ
.... قَالَ اُخْتِى -

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. বলেছেন, ইবরাহীম আ. কখনও মিথ্যা বলেননি, তবে তিনবার ছাড়া। এর মধ্যে দু'বার ছিল আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের ব্যাপারে, যেমন তিনি বলেছিলেন : আমি অসুস্থ এবং তাঁর অন্য কথাটি ছিল, বরং তাদের এই বড় মূর্তিটিই তা করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, একদা ইবরাহীম আ. ও (তাঁর পত্নী) এক জালিম শাসনকর্তার এলাকায় (মিসরে) এসে পৌছলেন। শাসনকর্তাকে সংবাদ দেওয়া হলো যে, এই এলাকায় একজন বিদেশী লোক এসেছে, তার সাথে আছে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা এক রমণী। রাজা তখন ইবরাহীমের কাছে লোক পাঠালো তাঁরা তাঁকে রমণী সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করলো, এই রমণী কে? ইবরাহীম আ. উত্তর দিলেন, আমার বোন।[৭৩]

www.pathagar.com

হাদীস থেকে বুঝা যায় সারা ইবরাহীমের স্ত্রী ছিলেন। সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মুখমণ্ডল খোলা ছিল বরং তাঁকে সৌন্দর্যের অর্ধেক দেওয়া হয়েছিল। এভাবে রসূল স. উল্লেখ করেছেন।[৭৪]

সহী বুখারী মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের সূত্র ইঙ্গিত করে যে, মুমিন নারীগণ ও তাদের মধ্যে অনেক সম্মানিত মহিলা সাহাবীগণও হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বে তাদের মুখ খোলা রাখতেন। সুতরাং এসব সূত্র দ্বারা প্রমাণিত হয়, সাধারণ মুমিন নারীদের মুখমণ্ডল খোলা রাখার বিধান ছিল এবং এই নিয়ম সে সময় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর কারণ হিজাবের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও এই বিধান রহিত করা হয়নি। তখন হিজাবের বিষয়টি বিশেষভাবে উম্মুহাতুল মুমেনীনদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুমিন নারীগণ তাদের মুখ খোলা রাখতেন। উল্লিখিত সূত্র ও ঘটনা যা আমরা উল্লেখ করেছি সব হিজাব ফরয হবার পর সংঘটিত হয়েছে।

আমরা জানি, কোন কোন নসে মুখ খোলা রাখার বিষয়টিকে (কাতয়ী) চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা যায় না। কিন্তু আমরা যদি নস্ বা সূত্রের আলোকে এটাকে চূড়ান্ত বা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণ করে নিই, তাহলে ইতিহাসের বাস্তবতা এই সাক্ষ্য বহন করে যে, এটা প্রকাশ্য আল্লাহর শরীয়তের বিধান।

উম্মুহাতুল মুমেনীনদের ওপর হিজাব ফরয হওয়ার পূর্ব থেকেই সম্মানিত মহিলা সাহাবীগণ তাঁদের মুখ খোলা রাখতেন

সহী বুখারী ও মুসলিমের ঘটনাবলী

আবু হাযেম সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন। সাহল ইবনে সা'দকে রসূল স.-এর আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি (সাহল) বললেন, আল্লাহর কসম! যিনি রসূলের স. জখম ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং যিনি পানি ঢালছিলেন তা আমি অবশ্যই জানি এবং যা দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল তাও আমি জানি। তিনি বললেন, রসূলের কন্যা তা ধুয়ে দিচ্ছিলেন আর আলী রা. ঢালে করে পানি এনে ঢালছিলেন। ফাতেমা যখন বুঝলেন যে, পানি ঢালায় রক্ত পড়া বন্ধ না হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন তিনি একখণ্ড চাটাই নিলেন এবং তা পুড়িয়ে জখমের ওপর ছাই লাগিয়ে দিলেন। তখন রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। ঐ দিন (ওহুদ যুদ্ধের দিন) নবী করিম স.-এর সম্মুখ ভাগের ডান দিকের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল, মুখমণ্ডল জখম হয়েছিল এবং শিরস্ত্রাণ ভেঙে গিয়েছিল।[৭৫]

আসমা বিনতে আবু বকর রা. বর্ণনা করেছেন....আমি রসূলের স. সাক্ষাত পেলাম। তাঁর সাথে কতিপয় আনসারীও ছিল। নবী স. আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁর উটের পেছনে বসাবার জন্য উটকে 'আখ্ আখ্' বললেন যাতে সে বসে পড়ে এবং আমি আরোহণ করতে পারি। আমি পুরুষদের সাথে একত্রে বসে যেতে লজ্জাবোধ করতে লাগলাম এবং যুবাইরের আত্মসম্ভ্রম বোধের কথা মনে পড়লো। কেননা লোকদের মধ্যে

www.pathagar.com

সে ছিল খুব বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহর রসূল স. বুঝতে পারলেন আমি খুব লজ্জা অনুভব করছি। সুতরাং তিনি এগিয়ে গেলেন...।[৭৬]

আওস ইবনে আবু জুহাইফা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী স. সালমান ফারসী রা. ও আবু দারদা রা.-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দিলেন। অতঃপর সালমান আবু দারদার সাথে দেখা করতে গেলেন। দেখলেন উম্মে দারদা বড়ো করুণ ও নিঃস্ব অবস্থায় আছেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন, তোমার ভাই আবু দারদার দুনিয়াদারী অর্থাৎ সংসারের কোন প্রয়োজন নেই।...[৭৭]

সালাম ইবনে আবু মালেক রা. বলেন, উমর রা. মদীনার কিছু সংখ্যক মহিলার মধ্যে কিছু রেশমী অথবা পশমী চাদর (কাপড়ের থান) বণ্টন করলেন। সবশেষে একখানা মূল্যবান চাদর অবশিষ্ট ছিল। তখন উপস্থিত কোন একজন তাঁকে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! রসূলের স. আত্মীয় আপনার বাড়িতে আছেন অর্থাৎ উম্মে কুলসুম তাঁকেই আপনি এ চাদরখানা প্রদান করুন। (এ কথা শুনে) উমর রা. বললেন, উম্মে সালীত এটার সবচেয়ে বেশি হকদার। কেননা তিনি রসূলের হাতে বাইয়াত গ্রহণকারিণী আনসার মহিলাদের একজন। অতপর উমর রা. এও বর্ণনা করেন যে, তিনি (উম্মে সালীত) ওহুদের যুদ্ধের দিন মশক ভর্তি করে আমাদের জন্য পানি নিয়ে এসেছিলেন।[৭৮]

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. একদিন উম্মু সায়িব কিংবা উম্মু মুসায়্যিব রা.-এর কাছে গিয়ে বললেন, তোমার কি হয়েছে, হে উম্মু সায়িব অথবা উম্মু মুসায়্যিব! কাঁদছো কেন! তিনি বললেন, ভীষণ জ্বর, একে আল্লাহ বর্ধিত না করুন! তখন তিনি বললেন, তুমি জ্বরকে গালি দিও না। জ্বর আদম সন্তানের গোনাহসমূহ মোচন করে দেয়, যেভাবে হাপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়।[৭৯]

ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আসলেন তখন রসূল স. আবদুর রহমান ও সা'দ ইবনে রবি'র মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। তাঁর পর সা'দ আবদুর রহমানকে বললেন, আমি আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক সম্পদের মালিক। আমি আমার সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করে দেবো। (এক ভাগ তুমি নিয়ে নাও) আর আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে, তার মধ্যে কাকে তোমার পছন্দ হয় দেখ এবং আমাকে তার নাম বলো, আমি তাকে তালাক দিয়ে দেবো। তারপর যখন তার ইদ্দত (নির্দিষ্ট সময়সীমা) পুরা হয়ে যাবে তখন তুমি তাকে বিবাহ করবে। আবদুর রহমান বললেন, আল্লাহ তোমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের মধ্যে বরকত দান করুন।[৮০]

হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বে উম্মুহাতুল মুমিনীনদের অবস্থা

সহী বুখারী ও মুসলিমের বাইরের ঘটনাবলী

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ الْغَامِدِىِّ قَالَ قُلْتُ لاَبِىْ مَاهٰذَ الْجَمَاعَةُ ....
زَيْنَبَ بِنْتِهِ -

www.pathagar.com

হারেস ইবনে হারেস আল গামেদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ দল কারা? তিনি জবাব দিলেন, এরা এমন একটি জাতি যারা একত্র হয়ে সাবী হয়েছে অর্থাৎ নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে। অতঃপর আমরা সেখানে অবতরণ করলাম। তখন রসূল স. লোকদের আল্লাহর তওহীদ ও ঈমানের দিকে আহ্বান করছেন। আর তারা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছে এবং তাঁকে কষ্ট দিচ্ছে। এভাবে দুপুর গড়িয়ে গেলো তখন লোকেরা তাঁর কাছ থেকে চলে গেলো। এ সময় একজন মহিলা বুক উঁচু করে সামনে এলো। তার সাথে পানির একটি পাত্র ও একটি রুমাল ছিল। তিনি তার নিকট থেকে পাত্রটি নিলেন এবং সেখান থেকে পানি পান করলেন। অবশিষ্ট পানি দিয়ে অযু করলেন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে তাঁকে বললেন, হে মেয়ে, (ওড়না দিয়ে) তোমার বুক ঢেকে রাখো। তোমার পিতাকে ভয় করো না? আমরা জিজ্ঞেস করলাম, সে কে? তারা বললো, সে হলো যয়নব। রসূলের মেয়ে। (তাবারানী)[৮১,৮২]

আবু সা'লাবা আলখাশনী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. কোন সফর শেষে ফিরে এলে প্রথমে মসজিদে গমন করতেন। সেখানে দু'রাকয়াত নামায আদায় করতেন। এরপর ফাতেমার কাছে যেতেন। তারপর তাঁর স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতেন। পুনরায় তিনি সফর শেষে ফিরে এসে মসজিদে গিয়ে দু'রাকয়াত নামায আদায় করতেন। তারপর ফাতেমার নিকট যেতেন। তিনি ঘরের দরজায় ফাতেমার সাথে সাক্ষাত করতেন। সে সময় ফাতেমাকে চুমু খেতেন। তখন ফাতেমা কেঁদে ফেলতেন। (তাবারানী)[৮৩]

আমরা বলবো, কান্না ও চুমু খাওয়ার দৃশ্য প্রমাণ করে তাঁর মুখ খোলা ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূল স.-এর আঙিনায় বসেছিলাম। তখন সেখান দিয়ে একজন মহিলা অতিক্রম করছিল। গোত্রের এক ব্যক্তি বললো, এ হলো রসূলের মেয়ে ফাতেমা। অন্য এক ব্যক্তি বললো, বনি হাশেমের মাঝে মুহাম্মদের উদাহরণ রাইহানার (অর্থাৎ এক প্রকার সুগন্ধি) মতো। (তাবারানী)[৮৪,৮৫]

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল ফযল বিনতে হারেস আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করিম স. কাবার পাশে বসা অবস্থায় আমি সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে উম্মুল ফযল! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, বলুন। তিনি বললেন, তুমি একটি গোলাম গর্ভে ধারণ করেছো। (তাবারানী)[৮৬]

রসূল স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুয়াইলা বিনতে হাকীম আমার নিকট আগমন করলো। তখন রসূল স. দেখলেন তার জরাজীর্ণ অবস্থা। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, হে আয়েশা, খুয়াইলার এ জরাজীর্ণ অবস্থা কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে একজন স্বামীহারা নারী। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন,

www.pathagar.com

উসমান ইবনে মাযউনের স্ত্রী মেহেদি ও খুশবু ব্যবহার করতো, এখন তা ছেড়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় সে আমার নিকট এলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার স্বামী কি উপস্থিত না অনুপস্থিত? সে বললো, উপস্থিত থেকেও সে অনুপস্থিতের মতোই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি হয়েছে? সে বললো, উসমানের দুনিয়া ও নারীর প্রতি কোন আগ্রহ নেই।[৮৭]

আবু আহমদ ইবনে জাহাশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওহুদ যুদ্ধের দিন হুমনা বিনতে জাহাশকে নিজ চোখে দেখলাম যুদ্ধের ময়দানে তৃষ্ণার্তকে পানি পান করাচ্ছেন এবং আহতদের চিকিৎসা দিচ্ছেন। (তাবারানী)[৮৮]

উমরাহ বিনতে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। হাবীবাহ বিনতে সাহাল সাবেত ইবনে কাইসের স্ত্রী ছিলেন। একদিন রসূল স. ভোরবেলা বের হলেন। তখন হাবীবা বিনতে সাহালকে শেষ রাতের অন্ধকারে তার দরজায় দেখতে পেলেন। অতঃপর রসূল স. তাকে বললেন, ওখানে কে? হাবীবা বললেন, হে আল্লাহর রসূল স. আমি হাবীবাহ বিনতে সাহাল। রসূল স. বললেন, তোমার কি অবস্থা? সে বললো, সাবেত ইবনে কাইয়েমের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)[৮৯,৯০]

রসূল স. তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ওখানে কে? এর কারণ ভোরের অন্ধকারের দরুন তিনি তার মুখ দেখতে পাননি। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, আবদুর রাজ্জাকের এক বর্ণনায় আছে, হাবীবা বলেন, হে আল্লাহর রসূল স. আমি দেখতে কত সুন্দর আর সাবেত একজন কুৎসিত ব্যক্তি।[৯১] এখানে দু'জন মুমিন নারীর দু'টি ঘটনা রয়েছে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَتْ اِمْرَاةٌ تُصَلِّى .... اَلْمُسْتَاخِرِيْنَ –

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স.-এর পেছনে নারীদের মধ্যে একজন সবচেয়ে সুন্দরী নারী নামায পড়ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাকে দেখে কিছু লোক প্রথম কাতারে এগিয়ে গেলো, যেন তাকে দেখতে পায়। আর কিছু লোক পেছনের শেষ কাতারে চলে গেলো। রুকু করার সময় যেন বগলের নিচ দিয়ে তাকে দেখতে পায়। অতঃপর আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন :

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِيْنَ –

আমি তোমাদের অগ্রগামীদের ও তোমাদের পশ্চাৎগামীদের সম্পর্কে অবগত আছি। (আল-হিজর ২৪) ইমাম নাসাঈ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৯২]

عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ...... ثُمَّ اَتى بَيْتَ عَائِشَةَ ..... فَدَعَا لَهَا –

ফযল ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ...তারপর একদিন তিনি আয়েশা রা.-এর ঘরে এলেন এবং পুরুষদেরকে যেভাবে বললেন সেভাবে নারীদেরকেও বললেন। অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিসের পরাভূত হবে সে যেন আমাদের প্রশ্ন করে, আমরা তাকে সাহায্য করবো। তিনি বলেন, তখন একজন মহিলা তার মুখ দিয়ে ইশারা করলো। তাকে ডাকা হলো। (আবু ইয়ালা)[৯৩]

www.pathagar.com

আমাদের ধারণা নারীদের মুখমণ্ডল খোলা ছিল যে কারণে সে মুখ দিয়ে ইশারা করেছিল।

হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বে সম্মানিতা মহিলা সাহাবীদের এ সমস্ত ঘটনা উপস্থাপন করার পর যে সব ঘটনা সহী বুখারী, মুসলিম অথবা এর বাইরে বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে, এর আলোকে পুনরায় বলবো, ইসলামের পূর্বে ও পরে কোন কোন আরব নারীর নিকট নিকাব পোশাকেরই একটি মডেল ছিল। যদি নিকাব পরিধান করাই মূল বিষয় হতো আর এটাকে নারীরা নিজেদের রক্ষা করা বা পবিত্র রাখা ও লজ্জা নিবারণের প্রয়োজনীয় মাধ্যম মনে করতো, তাহলে সবার আগে সম্মানিতা মহিলা সাহাবীগণ তা পরিধান করতেন। আর নিজেদেরকে রক্ষা করা, পবিত্র রাখা ও লজ্জা নিবারণের ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব ছিল অনেক বেশি।

উম্মুহাতুল মুমেনীনদের ওপর হিজাব ফরয হওয়ার পরও সম্মানিতা মহিলা সাহাবীগণ তাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখতেন

সহী বুখারী ও মুসলিমের ঘটনাবলী

عَنْ مُسْلِمْ الْقُرْرِىْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -

মুসলিম আল কুররী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের নিকট তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তার অনুমতি দিলেন। কিন্তু ইবনে যুবায়ের তা নিষেধ করলেন। ইবনে আব্বাস রা. বললেন, ইবনে যুবায়ের রা.-এর মা বর্ণনা করেছেন যে, রসূল স. এটা করার অনুমতি দিয়েছেন। তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। রাবী বলেন, আমরা তাঁর (উম্মু ইবনে যুবায়ের) কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন স্থূলদেহী এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। তিনি বললেন, রসূল স. তামাত্তু হজ্জের অনুমতি দিয়েছেন।[৯৪]

বর্ণনাকারী বলেন, আসমা রা. এ ঘটনার সময় বৃদ্ধা ছিলেন। সুতরাং তখন ওড়না টেনে দিয়ে মুখ না ঢাকাতে দোষের কোন কারণ নেই। এর জবাবে আমরা আল্লাহর বাণী উল্লেখ করবো, 'এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম... ।'(সূরা নূর ৬০)

এ অবস্থায় আসমা বিনতে আবু বকর ছাড়া বিরত থাকার ক্ষেত্রে কে অধিক উপযুক্ত হবেন এবং সত্যের প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে যোগ্যতর কে হবেন! অন্য দিকে যদিও একথা সত্য বৃদ্ধা ছাড়া অন্য নারীদের জন্য মুখ ঢেকে রাখা ওয়াজিব ছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন মসজিদে নববীতে বসে ছিলাম। তখন নবী স.-কে দেখলাম তিনি নারীদের লক্ষ্য করে বলছেন, তোমরা তোমাদের অলংকারগুলো হলেও দান কর। সে সময় যয়নব তাঁর স্বামী আবদুল্লাহ ও অনেক ইয়াতিমকে ভরণ-পোষণ করতেন। তিনি আবদুল্লাহকে বলেন, রসূল স.-কে জিজ্ঞেস করুন, তোমার জন্য ও যে ইয়াতীমরা আমাদের পোষ্য রয়েছে তাদের জন্য যা ব্যয় করছি তা কি দান হিসেবে যথেষ্ট হবে? ইবনে মাসউদ বললেন,

www.pathagar.com

তুমি জিজ্ঞেস করো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। তখন আমি রসূল স.-এর নিকট গমন করলাম এবং দরজার নিকট জনৈক আনসার রমণীকে দেখতে পেলাম। তার প্রয়োজনটা ছিল আমার প্রয়োজনের মতোই। তখন বেলাল রা. আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি নবী স.-কে জিজ্ঞেস করুন, আমার স্বামী ও যেসব ইয়াতীম আমার পোষ্য রয়েছে তাদের জন্য আমি যা ব্যয় করছি তা কি দান হিসেবে আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? আমরা তাঁকে আরও বললাম, নবী স.-এর নিকট আমাদের নাম বলবেন না। বেলাল রা. নবী স.-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, ঐ মহিলা দু'জন কে কে? বেলাল রা. বললেন, একজন যয়নব। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন। তিনি কোন্ যয়নব? বেলাল রা. বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী। তিনি বললেন, হ্যাঁ, এর জন্য তার দ্বিগুণ সওয়াব হবে। আত্মীয়তার হক আদায় করার সওয়াব ও দানের সওয়াব।[৯৫,৯৫ক]

যদি সাধারণ নারীগণ মুখ খোলা না রাখতেন এবং স্বাভাবিকভাবে পুরুষগণ তাদেরকে চিনতে না পারতেন তাহলে রসূল স. জানতে চাইতেন না এ দু'জন মহিলা কে? আর বেলাল রা. বলতেন না যয়নব এবং এও বলতেন না আবদুল্লাহর স্ত্রী। এতে বুঝা যায় যে, তাদের মুখ খোলা ছিল।

সুবাই'আহ বিনতে হারিস থেকে বর্ণিত। তিনি সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলেন। সা'দ বিদায় হজ্জের সময় ওফাত লাভ করেন। সে সময় তার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তার স্বামীর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। এরপর যখন তিনি নিফাস থেকে পবিত্র হলেন, তখন বিবাহের পয়গামদাতাদের জন্য সাজসজ্জা করতে লাগলেন।[৯৬] আহমদের বর্ণনা মতে তিনি সুরমা ও রং লাগিয়ে বিবাহের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তখন আবু সানাবিল ইবনে বা'কাক নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এলেন। তিনি তাঁকে বললেন, কি ব্যাপার! আমি তোমাকে পয়গামদাতাদের জন্য সাজসজ্জা করতে দেখতে পাচ্ছি। তুমি কি বিবাহ প্রত্যাশী? আল্লাহর কসম! চার মাস দশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পারবে না। সুবাই'আহ বললেন, যখন সে লোকটি আমাকে এ কথা বললো, তখন কাপড়-চোপড় পরিধান করে আমি সন্ধ্যাবেলা রসূলের স. কাছে চলে এলাম। আমি তাঁকে সে বিষয় জানিয়ে দিলাম। অতঃপর তিনি (রসূল স.) আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই আমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তিনি আমাকে আরো নির্দেশ দিলেন, আমি ইচ্ছা করলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি।[৯৬ক]

উক্ত ঘটনায় আমরা দেখতে পাই প্রথম বাইয়াতকারিণী মুহাজির সাহাবীগণ যাঁরা সম্মানিত সাহাবীদের স্ত্রী ছিলেন এবং বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের একজন নিফাস থেকে পবিত্র হয়েই বিবাহের প্রস্তাবকারীদের উদ্দেশে সাজসজ্জা করেন যে কারণে তাঁর নিকট জনৈক সাহাবী প্রবেশ করে তাঁর হাতে মেহেদী,

www.pathagar.com

চোখে সুরমা লাগিয়ে তাঁকে সাজসজ্জা করতে দেখলেন এবং সন্দেহবশত তাঁকে সাজসজ্জা করতে নিষেধ করলেন। তিনি মনে করেছিলেন হয়ত তিনি ইদ্দতের সময় পূর্ণ করেননি।

ফাতিমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্বামী আমর ইবনে হাফস ইবনে মুগীরা রা. আয়াশ ইবনে আবু রাবী'কে আমার নিকট আমাকে তালাক দেওয়ার সংবাদ দিয়ে পাঠান। তিনি তার সাথে আমার খোরপোষের জন্য পাঁচ সা (এক সা সাড়ে তিন কেজির সমান) খেজুর এবং পাঁচ সা যব পাঠিয়ে দেন। তখন আমি তাকে বললাম, আমার জন্য শুধু এই পরিমাণ খোরপোষ? আমি তোমাদের ঘরে ইদ্দত পালন করবো না? তিনি (আয়াশ) বললেন, তা হতে পারে না। ফাতেমা বললেন, তখন আমি কাপড়-চোপড় পরিধান করে রসূলের স. কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, সে তোমাকে কয় তালাক দিয়েছে? আমি বললাম, তিন তালাক। তিনি বললেন, সে (আয়াশ) ঠিক বলেছে। তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তুমি তোমার চাচাতো ভাই ইবনে উম্মু মাকতুমের ঘরে গিয়ে ইদ্দত পালন কর। সে একজন অন্ধ মানুষ। তুমি প্রয়োজন বোধে তার সামনে কাপড়-চোপড় খুলে রাখতে পারবে। এরপর তোমার ইদ্দত পূর্ণ হলে আমাকে জানাবে।[৯৭,৯৮]

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এই মহিলা মুখমণ্ডল খোলা অবস্থায় এসেছিলো যে কারণে রসূল স. তার সৌন্দর্য দেখতে পেয়ে দ্রুত তাকে তাঁর প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদের স্ত্রী হিসেবে মনোনীত করলেন।

সহী বুখারী ও মুসলিমের বাইরের ঘটনাবলী

কায়েস ইবনে আবি হাযেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর রা.-এর অসুস্থ থাকা অবস্থায় আমরা তাঁর নিকট গেলাম। তখন তাঁর কাছে একজন উজ্জ্বল ফর্সা মহিলা দেখলাম। তাঁর দু'হাতে আল্পনা আঁকা ছিল। তিনি হাত দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন আসমা বিনতে উমাইস।[৯৯]

আসমা বিনতে উমাইস রা. ছিলেন সম্মানিতা সাহাবী জা'ফর ইবনে আবু তালিবের স্ত্রী। এরপর আবু বকর রা.-এর স্ত্রী ছিলেন। অতঃপর আলী ইবনে আবু তালিব তাঁকে বিবাহ করেন।

মুআবীয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে আবু বকর রা.-এর নিকট গেলাম। তখন আসমা বিনতে উমাইসকে দেখলাম তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ছিলেন উজ্জ্বল ফর্সা এবং আবু বকর রা-কে আরো বেশি উজ্জ্বল ও হালকা পাতলা দেখলাম। অতঃপর আবু বকর আমাকে ও আমার পিতাকে দু'টি ঘোড়ায় চড়িয়ে দিলেন।[১০০]

(আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী) যয়নব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন বৃদ্ধা মহিলা এখানে আসতো এবং সে চর্ম প্রদাহের ঝাড়ফুঁক করতো। সেখানে আমাদের জন্য একটি লম্বা পায়াবিশিষ্ট খাট বিছানো ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখন প্রবেশ করতেন তখন তিনি গলা খাকারি দিয়ে শব্দ করতেন। একদিন তিনি প্রবেশ করার সময়

www.pathagar.com

আমি যখন তার গলার শব্দ শুনলাম তখন এক পাশে সরে গেলাম। তিনি আসলেন এবং আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে স্পর্শ করে এক গাছি সুতার সন্ধান পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? আমি বললাম, চর্ম প্রদাহের জন্য সুতা পড়া বেঁধেছি। তিনি সেটা আমার গলা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবং তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, আবদুল্লাহর পরিবার শিরকমুক্ত হলো। আমি রসূল স.-কে বলতে শুনেছি, মন্ত্র, রক্ষাকবচ, গিঁটযুক্ত মন্ত্রযুক্ত সুতা হলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আমি বললাম, আমি একদিন বাইরে যাচ্ছিলাম তখন অমুক লোক আমাকে দেখে ফেললো। আমার যে চোখের দৃষ্টি তার ওপর পড়লো তা দিয়ে পানি ঝরছিল। আমি মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে তা থেকে পানি ঝরা বন্ধ হলো এবং মন্ত্র পড়া বন্ধ করলেই আবার পানি পড়তে লাগলো। তিনি বললেন, এটা শয়তানের কাজ। তুমি শয়তানের আনুগত্য করলে সে তোমাকে রেহাই দেয় এবং তার আনুগত্য না করলে সে তোমার চোখে তার আঙুলের খোঁচা মারে। কিন্তু তুমি যদি তাই করতে যা রসূল স. করেছিলেন, তবে তা তোমার জন্য উপকারী হতো এবং আরোগ্য লাভেও অধিক সহায়তা হতো। তুমি নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে তা তোমার চোখে ছিটিয়ে দাও। 'আয্হিবিল বাস রব্বান নাস, ইশফি আনতাশ শাফী লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা উগাদিরু মাকামান'- (হে মানুষের প্রভু) কষ্ট দূর করে দাও, আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য দান ছাড়া আরোগ্য লাভ করা যায় না। এমনভাবে আরোগ্য দান কর যা কোন রোগকে ছাড়ে না।[১০১]

মায়মুনা ইবনে মেহরান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু দারদার ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম তিনি ভারী ওড়না দিয়ে ঘোমটা টেনে দিয়ে তার এক পাশ ছেড়ে দিয়েছেন।[১০২]

হারেস ইবনে আবিদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু দারদাকে দেখলাম এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত চামড়ার তৈরি অশ্বজিন পরিধান করে মুখ না ঢেকে সে অবস্থায় মসজিদে আনসারদের এক ব্যক্তির কাছে গেলেন।[১০৩]

আবু আসমাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যর রা. রবযা (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম) নামক স্থানে অবস্থান কালে তিনি তার নিকট গেলেন। সে সময় তার সাথে ছিল লাল অথবা হলদে রংয়ের কাপড় পরিহিতা সওদা নামের জনৈকা মহিলা। সে ছিল ক্ষুধার্ত। তবে সে কোন সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যতিরেকে সেখানে অবস্থান করছিল। আবু যর রা. বললেন, তোমরা লক্ষ্য কর সওদা আমাকে কী নির্দেশ দিচ্ছে। সে আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে, আমি যেন ইরাকে চলে যাই, অথচ ইরাকে গেলে আমি দুনিয়ার সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবো। কারণ আমার বন্ধু মুহাম্মদ স. প্রতিজ্ঞা করেছেন, জাহান্নামের পিচ্ছিল পুল সেরাত অতিক্রম করতে হবে। তা অতিক্রম করার আমার সামন্যই সামর্থ রয়েছে। বড় জোর আমরা শুধু গাধা ও খচ্চর ব্যবহার করতে পারবো।[১০৪]

www.pathagar.com

আবুস সালীল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যরের মেয়ে কালো রঙের সাথে লাল রং মিশ্রিত একটি পশমের রুমাল পরে আসলেন। তার সাথে একটি ঝুড়ি ছিল, মেয়েটি আবু যরের সামনে একটি উদাহরণ পেশ করলো। সেখানে আবু যরের বন্ধুরাও ছিল, সে (মেয়েটি) বললো, হে পিতা, চাষী ও উৎপাদনকারীদের ধারণা, এই নিকৃষ্ট জিনিস তোমাকে রিক্তহস্ত করে দেবে। সে বললো, হে মেয়ে, এসব কথা ছেড়ে দাও, তোমার সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তোমার পিতা স্বর্ণ রৌপ্যের মালিক হলেও তা তাকে রিক্তহস্ত করে দেবে।[১০৫]

ইয়াহইয়া ইবনে আবু সুলাইম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সামারা বিনতে নাহীককে দেখলাম (তিনি নবী করিম স.-কে পেয়েছিলেন) শক্ত একটি বর্ম ও মোটা ওড়না পরিধান করে হাতে বেত নিয়ে মানুষদের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার আদব শেখাচ্ছেন। (তাবারানী)[১০৬]

আমরা এমন সব লোককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যারা হাদীসের কোন কোন কথা প্রত্যাখ্যান করে দাবী করে যে, এসব নারীদের মধ্যে কোন কোন বৃদ্ধা নারী ছিল, তাদের মুখ খোলা রাখা কোন অপরাধ নয়।

আমরা তাদের উদ্দেশে বলবো, একটু আগে যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার মূল কথা হলো আল্লাহ তায়ালা বৃদ্ধা নারীদের উদ্দেশে বলেছেন :

'ঐ সমস্ত সম্মানিতা নারীর চেয়ে বিরত থাকা ও কল্যাণকে ভালবাসার ক্ষেত্রে পরিণত করার উপযুক্ত আর কারা হতো?' এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম।

হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বে বুখারী ও মুসলিমে অথবা এর বাইরের হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত এসব ঘটনা উল্লেখ করার পর আমরা বলতে চাই, আসমা বিনতে আবু বকর রা. আসমা বিনতে উমাইস, ইবনে মাসুদের স্ত্রী যয়নব, উম্মে দারদা, সাবিআহ আসলামিয়া রা. ও ফাতেমা বিনতে কায়েসের ন্যায় সম্মানিতা মহিলা সাহাবীগণ উম্মুল মুমিনীনের ওপর হিজাব ফরয হওয়ার পরেও তাদের চেহারা খোলা রাখতেন। একথা এটাই প্রমাণ করে যে, চেহারা খোলা রাখা শরীয়তসম্মত বিধান এবং হিজাবের আয়াত এটাকে পরিবর্তন করেনি, বরং হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও এর প্রচলন অব্যাহত ছিল। কেননা যদি চেহারা খোলা রাখা শুধু জায়েযই হতো এবং সতর ঢাকা উত্তম হতো, তাহলে উল্লিখিত পবিত্র মহিলাগণ কখনো চেহারা খোলা রাখাকে প্রাধান্য দিতেন না। কারণ তাহলে এটা হতো পূর্ববর্তী সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মহিলাদের প্রচলনের বিপরীত ও অতিরিক্ত।

সাধারণ মুমিন মহিলাগণ উম্মুল মুমেনীনের ওপর হিজাব ফরয হওয়ার পর তাদের চেহারা খোলা রাখতেন

সহী বুখারী ও সহী মুসলিমের ঘটনাবলী

عن جابر بن عبد الله قال : شهدت مع النبى صلى الله الصدق يوم العيد ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكر هن فقال "تصدقن فان اكثر كن

www.pathagar.com

حطب جهنم" فقامت امراة من سطة النساء + سفعاء الخدين فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال " لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير" قال فجعلن يتصدنْ من حليهن يلقين فى ثوب بلال من اقرطتهن وخواتمهن - (رواه مسلم)

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিন রসূল স. মহিলাদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা সদকা প্রদান কর, অবশ্যই তোমাদের অধিকাংশ দোযখের ইন্ধন হবে। একথা বলার সাথে সাথে মাঝখান থেকে কালো চেহারার একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে বললো, কেন হে আল্লাহর রসূল? জবাবে রসূল স. বললেন, কেননা তোমরা বেশি বেশি স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তারা তাদের অলঙ্কার থেকে সদকাস্বরূপ কানের দুল ও আংটি বেলালের কাপড়ের ওপর নিক্ষেপ করছিল। (মুসলিম)[১০৭]

এখানে একটি মেয়ে রসূল স.-এর পেছনে ঈদের নামায পড়ছিল। সে তাঁর ভাষণ শুনছিল, যেসব বিষয়ে সে জানতো না সে বিষয়ে অধিক জ্ঞান লাভের আশায় নবী স.-কে প্রশ্ন করছিল। তখন হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী প্রশ্নকারীর চেহারা দেখেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, সে মেয়েটির চেহারা ছিল কালো।

عن سهل بن سعدا لساعدى قال : جاءت امراة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله جئت اهب لك نفسى قال : فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رات المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال : يارسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنها .... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠٨) اذهب فقد انكحتكها بما معك من القران -

সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী স.-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করার জন্য এসেছি (অর্থাৎ কোন মোহরানা ছাড়াই আপনাকে বিবাহ করতে চাই) নবী করিম স. তাঁর দিকে তাকালেন এবং তিনি মহিলার পোশাকের দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করার পর দৃষ্টি নীচু করলেন। মহিলাটি যখন দেখলেন নবী করিম স. কিছুই বলছেন না, তখন তিনি বসে পড়লেন। এ সময় নবী করিম স.-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার যদি এ মহিলার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিন। নবী

www.pathagar.com

করিম স. বললেন,[১০৮] যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্ত আছে তার বিনিময়ে এ মহিলাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৯]

জনৈকা মহিলা আল্লাহর বাণী শুনলেন :

وامراة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى ان اراد النبى ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين –

কোন মুমিন নারী নবীর নিকট নিজেকে সমর্পণ করলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে তাও বৈধ। 'এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়।' (আহযাব ঃ ৫০)

তিনি সকলের সামনে নিজেকে রসূল স.-এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। নবী করিম স. তার দিকে তাকালেন এবং বিবাহে অনীহা দেখালেন। তখন উপস্থিত সাহাবীদের একজন তাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং বিবাহ করলেন।

عن انس بن مالك يقول لامراة من اهله : تعرفين فلانة ؟ قالت نعم قال فان النى صلى الله عليه وسلم مربها وهى تبكى عند قبر فقال اتقى الله واصبرى فقالت اليك عنى فإنك خلو من مصيبتى قال فجاوزها ومضى فمربها رجل فقال ماقال لك رسول الله صلى الله قالت ما عرفته؟ قال : انه رسول الله صلعم قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا فقالت يارسول الله والله ما عرفتك فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان الصبر عند اول صدمة– رواه البخارى

আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পরিবারের একজন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি অমুক স্ত্রীলোককে চেনেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, নবী করিম স. সেই স্ত্রীলোকটির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে সময় স্ত্রীলোকটি একটি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। নবী করিম স. তাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। স্ত্রীলোকটি বললেন, আপনি আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যান। কেননা আপনি আমার দুঃখ-কষ্টের কথা জানেন না। বর্ণনাকারী আনাস রা. বললেন, নবী করিম স. তাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে গেলেন। একজন লোক এসে স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী করিম স. আপনাকে কি বলেছেন? স্ত্রীলোকটি জবাব দিলেন, আমি তো তাঁকে চিনি না। লোকটি বললেন, তিনি তো আল্লাহর রসূল! বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর স্ত্রীলোকটি রসূল স.-এর দ্বারে উপস্থিত হলেন কিন্তু সেখানে কোন দ্বাররক্ষী পেলেন না। তারপর তিনি রসূল স.-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে তখন চিনতে পারিনি। তখন নবী করিম স. বললেন, দুঃখ-কষ্টের সূচনাতেই ধৈর্য ধারণ করা উচিত। (বুখারী)[১১০]

www.pathagar.com

এখানে একজন মুসলিম মহিলা কবরের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। রসূল স. তাকে ধৈর্য ধারণের নসীহত করলেন। আনাস রা. তাকে দেখতে পেয়ে চিনতে পারলেন এবং তার পরিবারের কোন লোকের কাছে তার ব্যাপারটি উল্লেখ করলেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঐ মহিলার চেহারা খোলা থাকার কারণে তিনি তাকে চিনতে পেরেছিলেন।

عن عطاء بن رباح قال : قالى لى ابن عباس : الاأريك امراة من اهل الجنة؟ قلت بلى قال هذه المراة السوداء اتت النبى صلى الله عليه وسلم قالت انى اصرع وانى اتكشف فادع الله لى قال : ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله ان يعافيك فقالت : أصبر فقالت انى اتكشف فادع الله لى ان لا اتكشف فدعالها : (وفى رواية للبخارى (١١١) عن ابن جريج قال أخبرنى عطاء انه راى ام زفر تلك المراة الطويلة السوداء على ستر الكعبة - (رواه البخارى، ومسلم)

আতা ইবনে আবু রিবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রা. আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে একজন বেহেশতী মহিলা দেখাবো? আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! তিনি বললেন, এ কৃষ্ণকায় মহিলাটিকে দেখো। তিনি নবী করিম স.-এর নিকট এসে বললেন, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকি, তাতে আমার সতর খুলে যায়। আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। নবী করিম স. বললেন, তুমি চাইলে সবর করতে পার, বিনিময়ে তোমার জন্য বেহেশত রয়েছে। আর তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য দোয়া করতে পারি। আল্লাহ তোমার এ রোগ নিরাময় করবেন। অতঃপর মহিলাটি বললেন, আমি সবর করবো। তারপর আবেদন করলেন, এ রোগের কারণে আমার কাপড় খুলে যায়। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আমার সতর যেন খুলে না যায়। তখন নবী করিম স. তাঁর জন্য দোয়া করলেন।[১১১]

বুখারীর অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, ইবনে জুরাইহ্ বলেন, আতা আমাকে জানিয়েছেন, তিনি উম্মে জাফরকে কাবার গিলাফের নিকট দেখতে পেয়েছেন। তিনি একজন দীর্ঘাঙ্গী কৃষ্ণকায় মহিলা ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১১২]

এখানে একজন মুমিন নারীকে রসূলুল্লাহ স. বেহেশতের সুসংবাদ দেন। ইবনে আব্বাস তাঁকে দেখে চিনতে পারেন। অতঃপর কয়েক বছর পর আতা তাঁকে দেখার জন্য (লোকদেরকে) ডাকেন। আবার পূর্ববর্তী হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাটি যখন রসূলুল্লাহ স.-কে বিবাহের প্রস্তাব দেন, তখন তার মুখমণ্ডল খোলা ছিল। এ কারণে ইবনে আব্বাস তাঁকে চিনতে পারেন। ইবনে আব্বাস যেদিন উক্ত মেয়েটিকে দেখিয়েছিলেন এবং আতা বিবাহের উদ্দেশে যখন তাঁকে দেখিয়েছিলেন তখনও তার চেহারা খোলা ছিল।

www.pathagar.com

عن ابى هريرة رضى الله عنه : ان رجلا اتى النبى صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن ما معنا الا الماء فقال رسول الله صلعم من يضم او يضيف هذا؟ فقال رجل من الانصار : أنا فانطلق به الى امراة فقال : اكرمى ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا الاقوت صبيانى فقال هيئ طعامك وأصبحى سراجك ونمى صبيانك اذا ارادوا عشاء فهيأت طعامها واصحبت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يريانه كابهما ياكلان فباتا جائعين وفى رواية عند ابن ابى الدنيا فجعلت تتلمظ ويتلمظ هو حتى رأى الضيف انهما ياكلان فلما اصبح غدا الى سول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة - او عجب من فعالكما فانزلُ الله ويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون -

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। একদা নবী করিম স.-এর নিকট একজন লোক এলেন এবং বললেন, আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত। তখন তিনি নিজ স্ত্রীদের নিকট কিছু খাবার আনার জন্য লোক পাঠালেন। তারা বললেন, আমাদের কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই। রসূলুল্লাহ স. বললেন, কে এ লোকটিকে সাথে নেবে? অথবা (তিনি বললেন) কে এর মেহমানদারি করবে? আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললেন, আমি। এ বলে তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে বাড়িতে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রসূলুল্লাহ স.-এর এই মেহমানটির খাতির কর। তার স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে আর কিছুই নেই। আনসারী বললেন, তুমি খাবার প্রস্তুত কর এবং বাতি জ্বালাও। বাচ্চারা রাতের খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে রেখো। (স্বামীর কথা অনুযায়ী) তিনি খাবার তৈরি করতে বসলেন, বাতি জ্বালালেন এবং বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন। তারপর (মেহমানের আহার গ্রহণকালে) তিনি দাঁড়িয়ে বাতিটা ঠিক করার ভান করে তা নিভিয়ে দিলেন। অতঃপর তারা উভয়ে (আনসারী ও তার স্ত্রী) আঁধারের মধ্যে আহার করার মতো শব্দ করতে লাগলেন এবং মেহমানকে বোঝাতে লাগলেন তাঁরাও খাচ্ছেন। এভাবে তারা দু'জনে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটালেন।[১১৩]

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, ইবনে আবু দুনাইয়া বলেন, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে স্বাদ গ্রহণ করার মতো শব্দ করতে থাকলেন এবং মেহমান মনে করতে থাকলেন তাঁরা খাচ্ছেন। যখন ভোর হলো, ঐ আনসারী রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট গেলেন। তিনি বললেন, আজ রাতে তোমাদের দু'জনের ক্রিয়া-কলাপ দেখে আল্লাহ হেসেছেন (খুশী হয়েছেন) অথবা চমৎকৃত হয়েছেন (রাবীর সন্দেহ)। অতঃপর এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আয়াত

www.pathagar.com

অবতীর্ণ করলেন: 'আর আনসারদের অন্যতম গুণ এই যে, তারা নিজেদের ওপর (অন্যদেরকে) অগ্রাধিকার দেয় যদিও দরিদ্রতা তাদের সাথে লেগেই থাকে। আর মূলত যারা স্বীয় প্রবৃত্তির লোভ-লালসা থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।' (বুখারী ও মুসলিম)[১১৪]

عن ابن عباس : ان زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني انظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس : يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته؟ قالت يا رسول الله تامرى قال انما انا اشفع قالت فلاحاجة لى فيه -

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরাহর স্বামী মুগীস ছিল ক্রীতদাস। এখনো আমার চোখের সামনে সে দৃশ্য ভাসছে। মুগীস কাঁদছে আর বারীরাহর পিছে পিছে যাচ্ছে। চোখের পানিতে তার দাড়ি পর্যন্ত সিক্ত হয়ে গেলো। এ দৃশ্য দেখে নবী করিম স. আব্বাসকে বললেন, হে আব্বাস, বারীরাহর প্রতি মুগীসের ভালবাসা আর মুগীসের প্রতি বারীরাহর উপেক্ষা কতই না আশ্চর্যজনক! নবী স. তাকে বললেন, তুমি যদি মুগীসকে পুনরায় গ্রহণ করতে। তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এটা কি আমার প্রতি আপনার নির্দেশ? তিনি বললেন, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি। বারীরাহ বললেন, মুগীসের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। (বুখারী)[১১৫,১১৬]

এখানে একজন মুসলিম মহিলাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। অতঃপর নিজের ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়।*

তার স্বামী মদীনার পথে তাকে দেখে তার পিছু নেয় এবং কাঁদতে থাকে। ঐ মহিলা যখন মদীনার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল মুগীস তার চেহারা খোলা দেখে তাকে চিনতে পেরেছিল। চোহারা খোলা থাকার কারণে ইবনে আব্বাসও তাকে চিনতে পারলেন। তিনি দেখলেন, যে মেয়েটির পেছনে মুগীস হেঁটে যাচ্ছে সে বারীরাহ।

عن قيس ابن ابى حازم قال دخل ابو بكر الصديق على امراة من احمس يقال لها زينب بنت المهاجر فراها لاتكلم فقال : مالها لاتكلم؟ قالوا حجت مهمته قال لها : تكلمى فان هذا لايحل هذا من عمل الجاهلية - فتكلمت -

কায়েস ইবনে আবু হাযেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু বকর রা. আহমাস গোত্রের এক মহিলার নিকট যান। তার নাম ছিল যয়নব বিনতে মুহাজির। আবু বকর রা. দেখলেন মহিলাটি কোন কথাবার্তা বলছে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এর কি হয়েছে, কথা বলছে না কেন? লোকেরা বললো, সে নীরব হজ্জ পালনের নিয়ত

* অর্থাৎ সে চাইলে তার স্বামীকে রাখতে পারে আবার চাইলে তাকে তালাক দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সে তাকে তালাক দিয়েছিল। -অনুবাদক

www.pathagar.com

করেছে। তিনি মহিলাকে বললেন, কথা বলো। কেননা হজ্জ পালনের এ পদ্ধতি অবৈধ, এটা জাহেলী যুগের কাজ। তখন মহিলা কথা বলতে লাগলেন। (বুখারী)[১১৭,১১৮]
এখানে একজন মুসলিম মহিলা নীরব থেকে হজ্জ করার মানত করেন। হযরত আবু বকর রা. তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁকে চুপ থাকা অবস্থায় দেখতে পেলেন। (সম্ভবত মহিলাটি হাতের ইশারায় কিছু বলেছিলেন) তিনি তাঁকে এ থেকে নিষেধ করলেন। আমরা মনে করি মহিলাটির চেহারা খোলা ছিল এবং তিনি ইহরামরত অবস্থায় ছিলেন বিধায় আবু বকর তাঁকে চুপ থাকা অবস্থায় দেখে চিনতে পারেন।

عن زيد بن أسلم عن ابيه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت : يا امير المؤمنين هلك زوجى وترك صبية صغار .... فوقفا معها ولم يمض ثم قال : مرحبا بنسب قريب - رواه البخارى ١١٩

যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আসলাম বলেছেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাবের সাথে বাজারে গেলাম। সেখানে তার কাছে একজন যুবতী এসে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার স্বামী ছোট বাচ্চা রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। উমর তাঁকে অতিক্রম না করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে ধন্যবাদ। (বুখারী)[১১৯]
এখানে একজন মুসলিম নারী আমীরুল মুমিনীন উমর রা.-এর কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায়। বর্ণনাকারী চিনতে পারেন যে, সে একজন যুবতী। আমাদের মতে চেহারা খোলা থাকার কারণে তিনি তাকে চিনতে পেরেছিলেন।
এবার একটি বিশেষ সুস্পষ্ট ঘটনা বর্ণনা করে সহী বুখারী ও মুসলিমের এ ঘটনাবলীর আলোচনা শেষ করবো। এ ঘটনাবলী নারীর চেহারা খোলা রাখা এবং তার সাজসজ্জার স্বীকৃতির জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ।

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : قال اردف النبى صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس يوم المزدكفة على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبى اللناس يفتهم واقبلت امراة من ختعم وضيئة تستفتى رسول الله فطفق الفضل ينظر اليها واعجبه حسنها فالتفض النبى صلعم والفضل تنظر اليها - فاخلف بيده فأخذ بذقن الفضل تعدل وجهه عن النظر اليها فقالت يارسول الله ان فريضة الله فى الحج على عباده ادركت ابى شيخا كبيرا لايستطيع ان يستوى على الرحلة فهل يقصى عنه ان احج عنه؟ قال نعم (وفى رواية ١٢ فجاءت امراة من ختعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر الله -

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ফযল ইবনে আব্বাস রা.-কে কুরবানীর দিন সওয়ারীর পিঠে নিজের পেছনে বসালেন। ফযল একজন সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। নবী করিম স. লোকদেরকে কিছু মাসআলা-মাসায়েল বাতলে দেওয়ার জন্য এলেন। খাছআম গোত্রের একজন সুন্দরী মহিলা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট কোন একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন। ফযল তাকে দেখতে লাগলেন এবং মহিলার সৌন্দর্য তাকে বিমোহিত করলো। রসূলুল্লাহ স. ফযলের দিকে তাকালেন, এ সময় ফযল ঐ মহিলাকে দেখছিলেন। রসূল স. নিজের হাতখানা পেছনের দিকে নিয়ে গিয়ে ফযলের থুতনি ধরে ঐ মহিলার দিক থেকে তার মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। অতঃপর মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন, তা আমার আব্বার ওপরও ফরয হয়ে গেছে কিন্তু তিনি খুব বুড়ো হয়ে গেছেন। সওয়ারীর ওপর তিনি সোজা হয়ে বসতেও পারেন না। আমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করে দিই, তবে কি তার ফরয আদায় হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[১২০] অন্য বর্ণনায় আছে খাছআম গোত্রের একজন স্ত্রীলোক এ সময় নবী করিম স.-এর নিকট এলে ফযল তার দিকে তাকাতে শুরু করলেন। আর স্ত্রীলোকটিও ফযলের দিকে তাকাতে থাকলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১২১]

এখানে একজন মুমিন যুবতী নারী তার বৃদ্ধ পিতার কল্যাণের জন্য তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করার উদ্দেশে বায়তুল্লায় গমন করার আশা করে এবং রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এ ব্যাপারে ফতোয়া জানার জন্য আসে। তখন ফযল ইবনে আব্বাস রা. তাঁকে দেখে তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যান।

আহমদের বর্ণনায় বলা হয়েছে, ফযল বলেন, অতঃপর আমি তাঁর দিকে পুনরায় তাকালাম। তখন রসূলুল্লাহ স. আমার চেহারা তার চেহারার দিক থেকে ফিরিয়ে দিলেন, এমন কি এভাবে তিনবার করলেন, অথচ আমি পুরোপুরি দেখতে পারিনি।[১২২] অন্য এক বর্ণনায় রসূলুল্লাহ স. বলেন, আমি একজন যুবক ও যুবতীকে দেখেছি কিন্তু শয়তানকে তাদের ওপর নিরাপদ মনে করিনি।[১২৩]

এসব ঘটনা প্রমাণ করে, ঐ মহিলার চেহারা খোলা ছিল। এ কারণে আমরা এ সম্পর্কে কোন কোন ফিকাহবিদের কথা পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

ইবনে বাত্তাল বলেন, এ হাদীসে ফিতনার আশংকায় দৃষ্টি সংবরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে এ কথাই প্রমাণ করে যে, রসূল স.-এর স্ত্রীদের জন্য যে ধরনের হিজাবের বাধ্যবাধকতা ছিল মুমিন মহিলাদের জন্য সে ধরনের হিজাবের বাধ্যবাধকতা ছিল না। আর যদি সকল মহিলার জন্য এটা বাধ্যতামূলক হতো, তাহলে রসূলুল্লাহ স. খাছআম গোত্রের মেয়েটিকে মুখ ঢেকে রাখার নির্দেশ দিতেন এবং ফযলের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতেন না। এতে প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের চেহারা ঢেকে রাখা ফরয ছিল না।[১২৪]

www.pathagar.com

খাছআম গোত্রের মহিলা সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করার পর ইবনে হাযম বলেন, যদি চেহারা সতরের অংশ হিসেবে ঢেকে রাখা আবশ্যক হতো, তাহলে রসূল স. জনসমক্ষে খাছআম গোত্রের মহিলার চেহারা খুলে রাখার স্বীকৃতি দিতেন না এবং তাকে ওপর থেকে কাপড় মুখের ওপর ঝুলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। আর যদি তার চেহারা ঢাকা থাকতো, তাহলে ইবনে আব্বাস রা. জানতে পারতেন না যে, সে সুন্দরী না কালো।[১২৫]
এখানে আমরা ইবনে হাযম ও ইবনে বাত্তালের কথার সাথে আমাদের কথা সংযুক্ত করে বলবো, যদি চেহারা সতরের অংশ হতো, তাহলে তা খোলা রাখা হারাম হতো, বিশেষ করে সুন্দরী মহিলাদের জন্য। তাহলে খাছআম গোত্রের মহিলাকে চাদর ঝুলিয়ে চেহারা ঢেকে রাখার জন্য রসূল স. নির্দেশ দিতেন, যদিও সে ইহরাম পরিহিতা অবস্থায় ছিল, কিন্তু রসূল স. তা করেননি। তাহলে চেহারা সতর নয় এবং সুন্দরী মহিলাদের জন্য তা খোলা রাখা হারামও নয়।

০ যদি সুন্দরী মহিলাদের চেহারা খোলা রাখা হারাম না হয়ে মাকরূহ হয়ে থাকে, তাহলে রসূলুল্লাহ স. খাছআম গোত্রের মহিলাকে তার চেহারার ওপর চাদর ঝুলিয়ে দেওয়ার আদেশ দিতেন। কিন্তু তিনি তাও করেননি। তাহলে সুন্দরী মহিলার চেহারা খোলা রাখা মাকরূহও নয়।

০ সাধারণ অবস্থায় যদি সুন্দরী নারীদের চেহারা খোলা রাখা বৈধ হতো, অথচ ফিতনার ভয়ে তা খোলা রাখা হারাম হতো, তাহলে খাছআম গোত্রের মহিলাকে মুখের ওপর চাদর ঝুলিয়ে রাখার জন্য রসূল স. নির্দেশ দিতেন। যেহেতু ফিতনার ভয় তখনও ছিল কিন্তু তিনি তা করেননি। এ থেকে বুঝা যায়, ফিতনার সময়ও সুন্দরী মহিলাদের চেহারা খোলা রাখা হারাম নয় (অর্থাৎ একবার বা একাধিকবার দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে)।

০ চরম ফিতনার আশংকায় সুন্দরী মেয়েদের চেহারা খোলা রাখা হারাম না হয়ে যদি মাকরূহও হতো, তাহলে রসূল স. উক্ত মহিলাকে তা বলতেন এবং চেহারার ওপর কাপড় ঝুলিয়ে রাখার আদেশ দিতেন, অথচ তিনি তা করেননি। এ থেকে বোঝা যায় চরম ফিতনার সময়ও সুন্দরী নারীদের চেহারা খোলা রাখা মাকরূহ নয়।

এখানে ফযল ইবনে আব্বাসের অন্য একটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে যা হজ্জের মৌসুমে ঘটেছিল। খাছআম গোত্রের মহিলার ঘটনার সাথে এ ঘটনার সামঞ্জস্য ছিল। এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ স. ফযলের চেহারাকে ফিরিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট মনে করেছেন।

عن جابر بن عبد الله قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن فى الناس فى العاشرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم

www.pathagar.com

يزل واقفا حتى أسفرجدا فدفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر ابيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به طعن يجرين فطفق الفضل فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل يصرف وجهه -(رواه مسلم ١٢٦)

যাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. নয় বছর পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন। কিন্তু হজ্জ পালন করার সুযোগ পাননি। অতঃপর হিজরী দশম সালে হজ্জ করার ঘোষণা দিলেন। ঘোষণা শুনে মদীনার অনেকেই হজ্জ করার জন্য এগিয়ে এলেন। সকলে রসূল স.-এর সাথে হজ্জ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং তিনি যেভাবে হজ্জ করবেন সেভাবে হজ্জ করতে চাইলেন। কাজেই তাঁরা সকলেই রসূল স.-এর সাথে বের হলেন। তারপর রসূল স. উটের পিঠে চড়লেন এবং হারাম শরীফের সীমানায় উপস্থিত হলেন। তারপর ক্বিবলার দিকে মুখ করে দোয়া করলেন এবং তাকবীর ও তাহলীলের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন। এভাবে ভোর হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং চতুর্দিক আলোকিত করে সূর্য উদিত হওয়ার আগে তা শেষ করলেন। তার উটের পেছনে ফযল ইবনে আব্বাস বসে ছিলেন। আর ফযল ছিলেন কেশযুক্ত ও সুদর্শন চেহারাবিশিষ্ট যুবক। রসূলুল্লাহ স. যখন যাচ্ছিলেন তখন সেখান দিয়ে মহিলারাও যাচ্ছিলেন। ফযল তাদের দিকে এক দৃষ্টে তাকাচ্ছিলেন। রসূল স. তাঁর হাত ফযলের চেহারার ওপর রেখে তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। তখন ফযল তার মুখ যেদিকে তিনি দেখছিলেন সেদিক থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। (মুসলিম)[১২৬]

উম্মুল মুমিনীনের ওপর পর্দা ফরয হওয়ার পর বুখারী ও মুসলিমের বাইরের ঘটনাবলী

عن ابى كبشة الانمارى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فى اصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل فقلنا يارسول الله قد كان شئ؟ قال أجل مرت بى فلانة فوقع فى قلبى شهوة النساء فأتيت بعض ازواجى فأصبتها فلذالك فافعلوا فانه من اماثل اعمالكم إتيان الحلال - (رواه احمد ١٢٧)

আবু কাবশাহ আল-আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূল স. সাহাবীগণের সাথে উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর রসূল স. ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর বের হয়ে এলেন এবং গোসল করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল!

www.pathagar.com

কিছু হয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার নিকট দিয়ে জনৈকা মহিলা গিয়েছিলেন। এতে আমার অন্তরে কামভাব সৃষ্টি হলো। ফলে আমি আমার এক স্ত্রীর নিকট গেলাম এবং তার সাথে মিলিত হলাম। এ অবস্থায় তোমরাও এমন করবে। এটা তোমাদের ইচ্ছাধীন হালাল কাজ। (আহমদ)[১২৭]

عن ابن ابى حسين قال كانت درة بنت ابى لهب عند الحارث بن عبد الله ابن نوفل فولدت له عقبة والوليد وابا مسلم ثم أتت النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة فاكثر الناس فى ابيها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ماولد الكفار غيرى "فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذلك؟ قالت قد اذانى اهل المدينة فى ابوى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليت الظهر فصلى حيث ارى فصلى النبى صلى الله عليه وسلم ثم التفت اليها فاقبل على الناس فقال : يأيها الناس الكم نسب وليس لى نسب؟ فوثب عمر بن الخطاب فقال اغضب الله من اغضبك فقال هذه بنت عمى فلا يقول له احد الا خيرا -

(رواه الطبراز ١٢٨-١٣١)

ইবনে আবু হোসাইন রা. থেকে বর্ণিত। দুররা বিনতে আবু লাহাব হারিছ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাওফলের স্ত্রী ছিলেন। তার গর্ভ থেকে উকবা, ওয়ালিদ ও আবু মুসলিম জন্মগ্রহণ করেন। তারপর ঐ মহিলা মদীনায় রসূল স.-এর নিকট এলেন। লোকেরা তাঁর পিতা সম্পর্কে খুব বেশি আলোচনা করতে থাকলেন। ফলে তিনি রসূল স.-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কাফেরদের ঔরসে আমি ছাড়া কি আর কেউ জন্ম নেয়নি। রসূল স. বললেন, এ আবার কেমন কথা? মহিলা বললেন, মদীনাবাসীরা আমার পিতা-মাতার ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে। রসূল স. তাঁকে বললেন, যোহরের নামায এমন জায়গায় পড়বে, যেখান থেকে আমি তোমাকে দেখতে পাই। তারপর রসূল স. যোহরের নামায পড়ে তাঁর দিকে তাকালেন। অতঃপর লোকদের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে লোকেরা! তোমাদেরই কি শুধু বংশ আছে? আমার কোন বংশ নেই? তখন ওমর রা. ক্ষুব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, যে আপনাকে রাগান্বিত করেছে, আল্লাহ তার ওপর গযব নাযিল করুন! তখন তিনি বললেন, এই হলো আমার চাচার মেয়ে। কেউ তার সম্পর্কে ভালো কথা ছাড়া আর কিছুই বলবে না। (তাবারানী)[১২৮,১২৯]

عن درة بنت ابى لهب قالت كنت عند عائشة فدخل النبى صلى الله عليه وسلم فقال ائتونى بوضوء قالت فابتدرت أنا وعائشة الكوز فدرتها

www.pathagar.com

فأخذته أنا فتوضأ فرفع إلى عينه اوبصره قال : انت منى وانا منك ـ رواه احمد . ١٣٠-١٣١

দুররা বিনতে আবু লাহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি আয়েশা রা.-এর নিকট ছিলাম। রসূল স. সেখানে প্রবেশ করে বললেন, ওজুর পানি নিয়ে এসো। দুররা বললেন, তখন আমি ও আয়েশা রা. তাড়াতাড়ি গিয়ে ছোট একটি জগে করে পানি নিয়ে এলাম। আমি সেটি ধরলাম এবং রসূল স. ওজু করলেন। অতঃপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আমার থেকে এবং আমি তোমার থেকে...। (আহমদ)[১৩০,১৩১]

عن رجل من هذيل قال : رايت عبد الله بن عمر وبن العاس ومنزله فى الحل ومسجده فى الحرام قال : نبنيا انا عنده راى ام سعيد ابنة ابى جهل مقلدة قوسا وهى تمشى مشية الرجال فقال عبد الله من هذه؟ فقلت هذه ام سعيد بنت ابى جهل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منامن تشبه بالرجال من النساء ولا من تسبه بالنساء من الرجال ـ رواه البطرى ١٣٢-١٣٣)

হুযাইল গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসকে দেখলাম। তাঁর ঘর ছিল হারাম শরীফের নিকটে এবং তাঁর সিজদার স্থান ছিল হারাম শরীফ। বর্ণনাকারী বললেন, আমি তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় আবু জেহেলের মেয়ে উম্মে সাঈদকে পুরুষের মতো তীর গলায় ঝুলিয়ে চলতে দেখা গেলো। আবদুল্লাহ বললেন, এ কে? আমি বললাম, এ হলো আবু জেহেলের মেয়ে উম্মে সাঈদ। আবদুল্লাহ বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, যে মহিলা পুরুষের মতো পোশাক পরিধান করবে এবং যে পুরুষ মহিলার মতো পোশাক পরিধান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। (তাবারানী)[১৩২,১৩৩]

তৃতীয় প্রমাণ

কোন কোন মহিলার চেহারা ঢেকে রাখার বিষয়

নিকাব বা অন্য কিছুর সাহায্যে নারীর চেহারা ঢেকে রাখার পক্ষে ইতোপূর্বে আমরা যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থাপন করেছি তার বাহ্যিক রূপ এ কথাই প্রকাশ করে যে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে চেহারা ঢেকে রাখার বিষয়টি সামান্য ও নগণ্য ছিল। এ কারণে বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করে স্পষ্ট করে বলেছেন, যদি চেহারা ঢেকে রাখার ব্যাপক প্রচলন থাকতো এবং সমস্ত মহিলা অথবা অধিকাংশ মহিলা তা ঢেকে রাখতো, তাহলে বর্ণনাকারীর পক্ষে এ ধরনের বর্ণনার কোন অবকাশ থাকতো না।

আমরা এখানে চেহারা ঢেকে রাখা সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনা উপস্থাপন করবো। তবে এখানে আমরা উম্মুল মুমিনীনের সাথে সম্পৃক্ত বর্ণনাসমূহের উপস্থাপন করা থেকে বিরত

www.pathagar.com

থাকবো। কেননা তাঁদের জন্য ঘরের ভেতরেও পর্দা করার বিশেষ বিধান ছিল এবং ঘরের বাইরেও তাদের জন্য চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব ছিল। (উম্মুল মুমিনীনের হিজাব, চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।)

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, সহী বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সহী হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে যা উল্লেখ করা হয়েছে ঐসব বর্ণনায় নিকাব সম্পর্কে একটি প্রমাণ ছাড়া অন্য কোন প্রমাণের উল্লেখ নেই। ঐসব বর্ণনায় নিকাবকে উৎসাহিত বা মুস্তাহাব হিসেবে বর্ণনা করা হয়নি, বরং ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্য হারাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর সহী বুখারী ও মুসলিমের বাইরের বর্ণনাসমূহের কোন কোন হাদীসের সনদ দুর্বল বলে প্রমাণিত। যেমন আবু দাউদ গ্রন্থে কায়েস ইবনে শাম্মাসের হাদীস। আবার কোন কোন হাদীসের সহী হওয়া সম্পর্কেও আমরা কিছুই অবগত নই। আমরা আমাদের গবেষণায় শুধু ঐতিহাসিক কিছু প্রমাণ উল্লেখ করেছি। এ ব্যাপারে শরীয়তের দ্ব্যর্থহীন বিধান হচ্ছে, কোন কোন মুসলিম মহিলা নিকাব ব্যবহার করতেন। তাদের মধ্যে এর প্রচলন ছিল এবং রসূলুল্লাহ্ স. তাদেরকে নিকাব ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে দলিল হলো, সহী বুখারীর নিম্নলিখিত হাদীস :

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قام رجل فقال : يارسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب فى الاحرام ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم لاتلبسوا لقمص ولا السراويلات ولالعمائم ولاالبرانس الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليتطع اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من زغفران ولا الورس ولا تفقب المرأة الحرمة ولاتلبس القفارين –

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! ইহরামের সময় আমাদেরকে কি ধরনের কাপড় পরিধান করার জন্য আদেশ করেন? জবাবে রসূল স. বললেন, তোমরা (ইহরাম অবস্থায়) জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুমি ও মোজা পরিধান করবে না। সেলাই বিহীন কাপড় পরিধান করবে। তবে যার জুতা নেই একমাত্র সেই ব্যক্তিই মোজা পরিধান করতে পারবে, কিন্তু এ অবস্থায় মোজা দু'টি টাখনুর নীচে থেকে (ওপরের অংশটুকু) কেটে ফেলতে হবে। আর জাফরান ও ওয়ার্‌স (এক প্রকার সুগন্ধি) লাগানো কোন কাপড় পরিধান করবে না, মুহরিম মহিলারা নিকাব পরবে না এবং দস্তানা পরিধান করবে না। (বুখারী)[১৩৪]

অধিকাংশ ফকীহর মত অনুযায়ী এ হাদীস থেকে যে জিনিস আমরা গ্রহণ করতে পারি তা হলো, পুরুষদের ইহরাম হলো তার মাথা আর মহিলাদের ইহরাম হলো তার চেহারা।[১৩৫] যে কারণে পুরুষদের মাথা ও মহিলাদের চেহারা খোলা রাখতে হয়। এ

www.pathagar.com

প্রেক্ষিতে আমরা উল্লেখ করবো, পাগড়ী ব্যবহারে পুরুষদের মাথার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তাই সতর ঢাকার কাজে পাগড়ী ব্যবহার করা হয় না। তেমনিভাবে মেয়েরা নিকাবের সাহায্যে চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকে, তা দিয়ে সতর ঢাকে না।[১৩৬] আর সতরকে ইহরাম ছাড়া অন্য সময় ঢেকে রাখবে এবং ইহরামের সময় খোলা রাখবে, তা যুক্তিযুক্ত নয়। আর তা পুরুষের অথবা নারীর সতর, যা-ই হোক না কেন।

সহী বুখারী ও মুসলিমের বাইরের ঘটনাবলী

عن عبد الله بن الزبير قال لماكان يوم الفتح اسلمت هند بنت عتبة ونساء معهل واتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالابطع فبايعهن، فتكلمت هند فقالت : يارسول الله الحمد لله الذى أظهر الدين الذى اختاره لنفسه، لتنفعنى رحمك يامحمد انى امراة مؤمنة بالله مصدقة برسوله ثم كشفت عن نقابها وقالت : انا هند بنت عتبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبابك ـ

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন হিন্দা বিনতে উত্‌বা ও তাঁর সাথে অন্য মেয়েরাও ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁরা মক্কার আবতাহ নামক স্থানে এসে রসূল স.-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করলেন। অতঃপর হিন্দা কথা বললেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি দীনকে বিজয় দান করেছেন। যে ব্যক্তির ইচ্ছে হয় সে তা গ্রহণ করতে পারে। আপনার দয়া আমার কল্যাণ করেছে। হে মুহাম্মদ স. আমি এক নারী, আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর রসূলকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি। তারপর তিনি তাঁর নিকাব খুলে ফেললেন এবং বললেন, আমি হলাম হিন্দা বিনতে উতবা। তখন রসূল স. বললেন, তোমাকে ধন্যবাদ। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ)[১৩৭]

عن عاصم الاحوال قال : كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به فنقول لها رحمك الله قال الله تعالى والقوا عد من النساء اللاتى لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قال فتقول لنا اى شئ بعد ذلك فنقول وان يستعففن خير لهن فنقول هو اثبات الجلباب –

আসেম আল আহ্ওয়াল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাফসা বিনতে সিরীনের নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদেরকে দেখে এভাবে চাদর নিয়ে তার সাহায্যে নিকাব দিলেন। তখন আমরা তাঁকে বললাম, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন! আল্লাহ্ বলেছেন, বৃদ্ধা নারী যাদের বিবাহের আশা নেই তাদের জন্য এটা অপরাধ নয় যে,

www.pathagar.com

তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখবে।' হাফসা আমাদেরকে বললেন, এরপরে কি? আমরা বললাম, (আল্লাহর বাণী) 'তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম।' হাফসা বললেন, এ দ্বারা চাদর ব্যবহারের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। (বায়হাকী)[১৩৮]

বুখারী এ ব্যাপারে মুআল্লাক হাদীস উল্লেখ করেছেন। সামুরা ইবনে জুনদুব রা. নারীদেরকে নিকাব পরে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অনুমতি দিয়েছেন।[১৩৯]

عن قيس بن شماس قال جاءت امراة الى البى صلى يقال هاام خلاد وهى متنقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض أصحاب النبى صلى جئت تسألين عن ابنك وانت متنقبة فقال ان ارزا ابن فلن اراا صياتى فقال رسول الله : ابنك له اجر سهيدين قالت ولم ذلك يارسول الله قال : لانه قتله اهل الكتاب ـ رواه ابوداد

কায়েস ইবনে শাম্মাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে খাল্লাদ নাম্নী একজন মহিলা নিকাব পরিহিতা অবস্থায় তাঁর সন্তান যে নিহত হয়েছিল, তার সম্পর্কে রসূল স.-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে এলেন। তখন রসূল স.-এর কোন এক সাহাবী তাঁকে বললেন, তুমি নিকাব পরিহিতা অবস্থায় তোমার সন্তান সম্পর্কে জানার জন্য রসূল স.-এর নিকট এসেছো? মহিলা জবাব দিলেন, আমি আমার সন্তান হারিয়েছি কিন্তু আমার লজ্জা হারাতে চাই না। রসূল স. তাঁকে বললেন, তোমার সন্তানের জন্য রয়েছে দু'জন শহীদের সমান পুরস্কার। মহিলা বললেন, কেন, হে আল্লাহর রসূল? রসূল স. বললেন, কেননা তাকে আহলে কিতাবরা হত্যা করেছে। (আবু দাউদ)[১৪০]

চতুর্থ প্রমাণ

মেয়েদের গায়ের রং ও সৌন্দর্যের বর্ণনা ও অস্পষ্ট নামের মেয়েদের সাথে সম্পর্কিত প্রমাণসমূহের ব্যাখ্যা

যদি চেহারা ঢেকে রাখার প্রচলন থাকতো, তাহলে অবশ্যই নারীর ব্যক্তিত্ব অজানা থাকতো এবং তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা অজ্ঞ থাকতাম। আর সত্যিই যদি এমনটি হতো, তাহলে সাহাবীগণ মহিলাদের নাম ও তাঁদের দোষ-গুণ উল্লেখ করতে পারতেন না। সেই সাথে হাদীসের গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যাকারীগণও অস্পষ্ট নামের মহিলাদের নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হতেন না। যেসব মহিলার কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, এমন মহিলাদের দোষ-গুণ বর্ণনার কিছু উদাহরণ :

* ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাছআম গোত্রের জনৈকা সুন্দরী নারী রসূল স.-এর নিকট এলেন।[১৪১]

www.pathagar.com

* আতা ইবনে রিবাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রা. আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন বেহেশতী মহিলা দেখাবো? আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, সে হলো এই কৃষ্ণকায় মহিলা।[১৪২]

* জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহিলাদের মাঝখান থেকে একজন কৃষ্ণকায় মহিলা গালে লাল রং লাগানো অবস্থায় দাঁড়ালেন।[১৪৩]

* কায়েস ইবনে আবু হাযেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর রা.-এর অসুস্থতার সময় আমরা তাঁর কাছে গেলাম। তখন তাঁর নিকট একজন ফর্সা মহিলাকে হাতে নকশা করা অবস্থায় দেখলাম।[১৪৪]

* আবু আসমা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাবাযায় (মক্কা ও মদীনার মাঝখানে একটি প্রসিদ্ধ জায়গা) আবু যরের নিকট গমন করেন। তখন তাঁর কাছে একজন কৃষ্ণকায় মহিলা ছিল যার শরীরে কোন রঙিন পোশাক বা জাফরানযুক্ত কোন সুগন্ধি ছিল না।

* আবু সালিল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যরের কন্যা এমন অবস্থায় এলেন যে, তার গলায় পশমী সুতায় গাঁথা দু'টো পুঁতির মালা ছিল এবং তার গালে ছিল কালো দাগ।

মহিলাদের নামের অনুসন্ধানের কিছু উদাহরণ :

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তাঁদের মধ্য থেকে একজন মহিলা বললেন, হ্যাঁ, তিনি ছাড়া আর কেউ জবাব দেননি। হাসান জানতে পারেননি (বর্ণনাকারীদের একজন) তিনি কে। হাফেয ইবনে হাজার বলেন, আমি একজন মহিলার নাম নিয়ে বসে থাকতে পারি না। তবে আমার মনে হচ্ছে তার নাম আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে সাকিন।

* আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম স. জনৈকা মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন মহিলাটি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। হাফেয ইবনে হাজার বলেন, তার (আনাসের) কথায় 'একজন মহিলা'র উল্লেখ আছে, তবে তার (মহিলার) নাম আমি জানি না।

* আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা বললেন আর দু'জন হলে? রসূল স. বললেন, হ্যাঁ, দু'জন হলেও। ইবনে হাজার বলেন, আবু সাঈদের বর্ণনা অনুযায়ী একজন মহিলা বললেন এবং তিনি হচ্ছে উম্মে সালীম। কারো কারো মতে অন্য কেউ।

* আনাস রা. থেকে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে দিতে চাইলেন।

ইবনে হাজার বলেন, বর্ণনাকারীর কথা অনুযায়ী একজন মহিলা এসেছিলেন। তবে তার নাম নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো না।

* আসমা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমার সতিন আছে। আমার জন্য কি গুনাহ হবে, যদি আমি বলি আমার স্বামী এটা দিয়েছে যা আসলে দেয়নি? ইবনে হাজার বলেন, বর্ণনাকারীর কথা (জনৈকা মহিলা বললেন) উক্ত মহিলা ও তার স্বামীর নাম নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন।

www.pathagar.com

পঞ্চম প্রমাণ

মহিলাদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ব্যাপারে উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে দলিল গ্রহণ করা হয়েছে

পুরুষরা যাতে মেয়েদের দেখতে না পায় এবং এ দেখার মাধ্যমে যে ফিতনা সৃষ্টি হতে পারে তা থেকে পূর্বাহ্নে সতর্কতা অবলম্বন করার উদ্দেশে চেহারা ঢেকে রাখার অভ্যাস গড়ে উঠবে। পুরুষদের সাক্ষাতে মেয়েদের মধ্যে লজ্জা ভাব সৃষ্টিই এর উদ্দেশ্য ছিল। অধিকন্তু মেয়েদের সাক্ষাত যতই কল্যাণকর ও ভদ্রভাবে হোক না কেন, পুরুষদের সমাজ থেকে তাদেরকে দূরে রাখার আকাঙ্ক্ষাই ছিল মুখ্য। মহিলাদের সাক্ষাত পুরুষদের অন্তরে গুনাহ সৃষ্টির আশংকা তৈরি করে দেয়। আর মহিলাদের এ লজ্জা ভাবের কারণে এবং পুরুষদের গুনাহের ভয়ের কারণে তারা পুরুষদের কাছ থেকে দূরে থাকবে। এটা ফিতনার যুগ, এ দাবীর ভিত্তিতে এ বিচ্ছিন্নতা কঠিন আকার ধারণ করে। অধিকন্তু ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার দাবীর ভিত্তিতে পর্দা করার প্রচলন শুরু হয়। তারপর যখন এ বিচ্ছিন্নতা কঠিন আকার ধারণ করে এবং উভয়ের সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন এ সাক্ষাত অবশ্য নগণ্য ও আকস্মিকভাবে ঘটে থাকলেও পরিশেষে উভয়ের নিকট তা কঠিন আকার ধারণ করে এবং পরস্পরকে চরম ফিতনার দিকে ধাবিত করে। এটাই মুসলিম সমাজে নারী-পুরুষকে বিচ্ছিন্ন রাখার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করে। এভাবে একদিকে গুনাহ থেকে রক্ষা ও নিরাপত্তা লাভ করা যায়। চেহারা ঢেকে রাখার প্রচলন হওয়ার ফলস্বরূপ নারী-পুরুষের সামান্য সাক্ষাত এবং সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করা থেকে বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত রাখার সামাজিক প্রথার প্রচলন হয়। এখানে আমরা বলবো, চেহারা ঢেকে রাখা, বিচ্ছিন্ন থাকা ও পুরুষদের সাক্ষাত থেকে বিরত থাকা সত্ত্বেও সার্বক্ষণিক না হলেও কোন কোন সময় পুরুষদের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যেমনিভাবে চেহারা খোলা রাখা ও মহিলাদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ ও পুরুষদের সাথে সাক্ষাত করার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর এভাবে প্রকাশ্যে চেহারা ঢেকে রাখার প্রচলন মহিলাদের বিচ্ছিন্ন থাকার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা যেমনিভাবে চেহারা ঢেকে রাখার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে প্রকাশ্য চেহারা খোলা রাখাও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ ও উভয়ের সাক্ষাতের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে অথচ রসূল স.-এর যুগে সাধারণভাবে সমাজে যা ব্যাপক প্রচলিত ছিল তা হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের পুরুষদের সাথে সাক্ষাত ও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করা শুধু অত্যধিক প্রয়োজনেই নয়, বরং কোন কোন সময় প্রয়োজন ছাড়াই সংঘটিত হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সাক্ষাত উদ্দেশ্যহীনভাবে হতো। জীবনযাত্রাকে সহজ সুন্দর করা ছাড়া তার আর কোনো উদ্দেশ্য থাকতো না। আবার কখনও কখনও উদ্দেশ্যমূলকভাবেও হতো।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি কেমন করে মেয়েরা রসূল স.-এর যুগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সাক্ষাত করেছেন। সাধারণ দেখা-সাক্ষাত, উত্তম সহযোগিতা, আতিথেয়তা, উপহার আদান-প্রদান, রোগীর সেবা, সৎ কাজের আদেশ, কোন উৎসবে খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির সময়ে তাঁরা দেখা-সাক্ষাত করেছেন। এছাড়া নিয়মিত ও প্রায়ই তাঁদের সাক্ষাত হতো। মসজিদে, যুদ্ধের ময়দানে, কায়িক পরিশ্রমের কাজে, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্মকাণ্ডের মধ্যে। রসূল স.-এর যুগে মেয়েদের এ সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ ও সাক্ষাতের এ সব চিত্র কি এ কথা প্রমাণ করে না যে, সে যুগে মুসলিম নারীদের চেহারা খোলা রাখার অধিক প্রচলন ছিল?

চতুর্থত : ফিকাহবিদদের কথা প্রমাণ করে যে, মেয়েদের চেহারা খোলা রাখার অধিক প্রচলন ছিল

প্রথম কথা

মুয়াত্তায় বলা হয়েছে : ইমাম মালেককে প্রশ্ন করা হয়, মেয়েদেরকে কি সালাম দেওয়া যায়? তিনি বলেন, বৃদ্ধাদেরকে সালাম দেওয়া দোষের নয়। কিন্তু যুবতী মেয়েকে সালাম দেওয়া আমি পছন্দ করি না। (মালেক)

ইমাম মালেকের এ কথা থেকে বুঝা যায়, মেয়েদের চেহারা খোলা থাকতো নয়তো কিভাবে বৃদ্ধা ও যুবতী মেয়েদের মধ্যে পৃথক করা হয়েছে?

দ্বিতীয় কথা

ফাতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে : মুতাওয়াল্লী (মালেকী মাযহাবের অন্যতম ব্যক্তিত্ব) বলেন, মহিলা যদি সুন্দরী হয় এবং সালামের কারণে ফিতনার ভয় থাকে, তাহলে সালাম দেওয়া ও জবাব নেওয়া কোনটাই ঠিক নয়। যদি তাদের কেউ প্রথমে সালাম দেয়, তাহলে অন্য জনের জন্য তার জবাব দেওয়া উচিত নয়। আর যদি বৃদ্ধা মহিলা হয়, ফিতনার ভয় না থাকে, তাহলে জায়েয। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এখানেও অর্থাৎ মুতাওয়াল্লীর মত ও মালেকের মতের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য হলো সুন্দরী যুবতী ফিতনার স্থল।

মুতাওয়াল্লীর এ কথা পুনরায় প্রমাণ করে যে, সে যুগে চেহারা খোলা রাখার প্রচলন ছিল। তা না হলে সুন্দরী যুবতী ও অসুন্দরী যুবতীর মধ্যে কিভাবে পৃথক করা হলো?

তৃতীয় কথা

ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলা হয়েছে : 'চন্দ্র গ্রহণের সময় পুরুষের সাথে মহিলাদের নামায পড়া' সংক্রান্ত শিরোনাম দ্বারা ঐ সমস্ত লোকদের কথার জবাবের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যারা এটাকে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, মহিলারা পৃথকভাবে নামায পড়বে। এটা সাওরী ও কোন কোন কুফী ফিকাহবিদের মত। মুদাওয়ানা গ্রন্থে বলা হয়, মহিলারা

www.pathagar.com

তাদের ঘরে এবং বৃদ্ধারা বাইরে নামায পড়বে। শাফেয়ীর মতে অতি সুন্দরী মহিলা ছাড়া সকলে বাইরে নামায পড়বে।

শাফেয়ীর এ কথায় প্রমাণিত হয়, সে যুগে চেহারা খোলা রাখার প্রথা ছিল। অন্যথায় সকলের চেহারা যদি ঢাকা থাকে, তাহলে সুন্দরী ও অতি সুন্দরীর মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করা সম্ভব হবে?

চতুর্থ কথা

শাফেয়ী মাযহাবের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ইমাম নববী বলেন : আমাদের মাযহাব ও মালেক, আহমদসহ অধিকাংশ ফকীহের মতে মহিলার সম্মতি থাকলে এ ধরনের দৃষ্টি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোন শর্ত নেই অর্থাৎ বিবাহের প্রস্তাবকের দৃষ্টি বরং মহিলার অগোচরেও দেখা যেতে পারে। অন্যরা বলেন, নবী করিম স. এ ব্যাপারে সাধারণভাবে অনুমতি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে মহিলার অনুমতির কোন শর্ত আরোপ করেননি। কেননা নারীরা অধিকাংশ সময় অনুমতি দিতে লজ্জাবোধ করে। এক্ষেত্রে প্রতারিত হওয়ারও ভয় রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায়, (বিয়ের পর) পুরুষ তাকে দেখে কিন্তু তার পছন্দ হয় না। তখন তাকে পরিহার করে থাকে। বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে তাকে কষ্ট দিয়ে থাকে। এ কারণে আমাদের সাথীরা বলেন, বিবাহের পূর্বে তাকে দেখা মুস্তাহাব। যদি পছন্দ না হয় তাহলে বিবাহ করে ছেড়ে দিয়ে কষ্ট না দিয়ে বিবাহের পূর্বেই তাকে পরিহার করা ভালো।

ফকীহদের কথা হলো, বিবাহের উদ্দেশে মহিলার অগোচরে তাকে দেখা মুস্তাহাব অর্থাৎ মুসলিম নারী ঘরের বাইরে সর্বাবস্থায় চেহারা খোলা রাখবে। যদি চেহারা ঢাকা থাকে, তাহলে পুরুষ তার চেহারা দেখতে সক্ষম হবে না। আর যদি ঘরে থাকা অবস্থায় তাড়াতাড়ি দৃষ্টি দেওয়া হয়, তাহলে হাতের কব্জি ও চেহারা ছাড়াও বেশি কিছু দেখা যায় এবং এটা শাফেয়ী ও অন্যদের নিকট শরীয়তসম্মত নয়।

পঞ্চম কথা

হানাফী মাযহাবের অন্যতম ব্যক্তিত্ব মারগেনানী বলেন : স্বাধীন মহিলার চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত দেহ সতরের অংশ। রসূল স. বলেন, 'চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া নারীর সমস্ত শরীর ঢেকে রাখাই সতর। উক্ত দু'অঙ্গ এজন্য পৃথক রাখা হয়েছে যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে এ দু'টি অঙ্গ বের হয়ে আসে।'

হানাফীদের মতে চেহারা ও হাতের কব্জি পৃথক রাখার কারণ (অনিচ্ছাকৃতভাবে এ দু'টি অঙ্গ বের হয়ে আসে) অর্থাৎ এ হচ্ছে সকল মুমিন মহিলার জন্য, নির্দিষ্ট সংখ্যক মহিলাদের জন্য নয়।

www.pathagar.com

তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[সহী আল বুখারী থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশগুলো কায়রোর মোস্তফা আল হালাবী ছাপাখানায় মুদ্রিত সহী আল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত। সহী মুসলিম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশ ও পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুল থেকে মুদ্রিত ইমাম মুসলিমের আল জামেউস সহী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।]

১. শাওকানী : ফাতহুল কাদির আল জামে বাইনা ফান্নি ওয়ার রেওআয়া ওয়াদ দেরায়া মিন ইলমে তাফসীর, ৪ খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা।

২. আবদারী, মুওয়াক নামে প্রসিদ্ধ : আত-তাজ অল ইকলীল মুখতাসার খলিল, ১ খণ্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা। [মাওয়াহিবুল জালিল লি শরহে মুখতাসার খলিল গ্রন্থের টীকার ওপর লিখিত।]

৩. ইবনে আবদুল বার : আত-তামহীদ, ৬ খণ্ড, ৩৬৪ ও ৩৬৫ পৃষ্ঠা।

৩ক. ইবনে আরাবী আহকামুল কুরআন, ৩ খণ্ড, ১৩৬৫ পৃষ্ঠা।

৪. ইলামুল মূকেয়ীন, ৩ খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

৫. ফাতহুল বারী, ১৩ খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা।

৬. সহী বুখারী, মাযালেম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বাড়ির আঙ্গিনা ও সেখানে বসা, ৬ খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, লিবাস ওয়ায যীনাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : রাস্তায় বসা নিষিদ্ধ, ৬ খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা।

৭. ফাতহুল বারী, ১৩ খণ্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা।

৮. সহী বুখারী, কদর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : (وحرام على قرية أهلكناها) ১৪ খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কদর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বনী আদমের যিনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাকদীর প্রসঙ্গ, ৮ খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠা।

৯. সহী মুসলিম, আদব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আকস্মিক দেখা, ৬ খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা।

১০. সহী সুনানে তিরমিযী, ইসতিযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আকস্মিক দেখা, ২২২৯ নং হাদীস।

১১. সহী আল জামে আস সগীর, ১২৩৬ নং হাসান হাদীস।

১১ক. জাস্‌সাস আহকামুল কুরআন, সূরা নূরের ৩১ নং আয়াত।

১২. সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহা, হাদীস নং ২৩৫।

১৩,১৪. সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন নারীকে দেখে অতঃপর তার অন্তরে কামনার উদ্ভব হয়, তখন তার স্ত্রী বা দাসীর নিকট ফিরে আসা মুস্তাহাব, ৪ খণ্ড, ১২৯, ১৩০ পৃষ্ঠা।

১৫. মাজমুআ আয যাওয়ায়েদ, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীদের মসজিদে গমন, ২ খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা। [হাফেজ হায়ছামী বলেন, তাবারানী তার হাদীস গ্রন্থ কবীরে এটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির বর্ণনাকারী নির্ভরশীল।]

১৬. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য ভরণ-পোষণ নেই, ৪ খণ্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

১৭. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর কোন ভরণ-পোষণ নেই, ৪ খণ্ড. ১৯৯ পৃষ্ঠা।

১৮. সহী মুসলিম, শরহে নববী, ১০ খণ্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা।

১৯. ফাতহুল বারী, ১১ খণ্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

২০. সহী বুখারী, আবওয়াবুল আযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নাক দিয়ে সিজদা করা, ২ খণ্ড, ৪৪১ পৃষ্ঠা।
২১. সহী সুনানে নাসাঈ, তাতবীক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দু'হাঁটু দিয়ে সিজদা করা, হাদীস নং ১০৫১।
২২. ফাতহুল বারী, ২ খণ্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা।
২৩. আল উম্মু, ১ খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা।
২৪. আত তামহীদ, ৮ খণ্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা।
২৫. নববী : আল মাজমু, ৩ খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা।
২৬. ইবনে কুদামা : শরহে কবীর, ১ খণ্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা।
২৭. মাজমুআ ফাতওয়া, ২২ খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।
২৮. সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করতে চায়, তার জন্য ঐ নারীর হাতের কব্জি ও চেহারা দেখা মুস্তাহাব, ৪ খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।
২৯. সহী সুনানে তিরমিযী, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বিবাহের প্রস্তাবকারিণীকে দেখা, ৮৬৮ নং হাদীস।
৩০. সহী জামে আস সগীর, ৫২১ নং হাদীস।
৩১. সহী সুনানে আবু দাউদ, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বিবাহের উদ্দেশে পুরুষের নারীকে দেখা, ১৮৩২ নং হাদীস।
৩২. নববীর আল মাজমু শরহে মুহায্যাব, ১৬ খণ্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।
৩৩. আল কাফী, ৩ খণ্ড, ৪ ও ৫ পৃষ্ঠা।
৩৪. আল মুগনী, ৬ খণ্ড, ৫৫৩ পৃষ্ঠা।
৩৫. শরহে সুন্নাহ, ৯ খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা।
৩৬. নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শরহে মিনহাজ, ৬ খণ্ড, ১৮৫ ও ১৮৬ পৃষ্ঠা।
৩৭. সহী বুখারী, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : শোক পালনকারিনী রং করা সুতার কাপড় পরিধান করবে, ১১ খণ্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুর পর শোক পালনকারিণীর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব, ৪ খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।
৩৮. সহী বুখারী, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস ১০ দিন শোক পালন করবে, ১১ খণ্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালনকারিণীর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব, ৪ খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।
৩৯. ফাতহুল বারী, ১১ খণ্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা।
৪০. আল কাফী, ৩২৬, ৩২৭ ও ৩২৯ পৃষ্ঠা।
৪১. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২ খণ্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা।
৪২. যাদুল মাআদ, শোক পালনকারিণী যেসব অভ্যাস পরিহার করবে অধ্যায়, ৪ খণ্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা। [প্রকাশিত দারুল কাইয়েম, ১ম সংস্করণ, কায়রো।]
৪৩. সহী বুখারী, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাসীদের গ্রহণ করা এবং কেউ কোন দাসীকে মুক্ত করার পর এই মুক্তিকে মোহর হিসেবে গণ্য করা, ১১ খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নিজের দাসীকে মুক্ত করা তারপর তাকে বিবাহ করার ফযীলত, ৪ খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।
৪৪. সহী বুখারী, আবওয়াবু সিফাতিস সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ইমাম ও মুকতাদির ক্বিরাত পড়া ওয়াজিব, ২ খণ্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা।
৪৫. বাগবীর শরহে সুন্নাহে এ হাদীসটি বর্ণিত, ২ খণ্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা। দু'জন গবেষক ফকীহ বলেন, এটা

www.pathagar.com

ইবনে শাইবা ও বায়হাকী তাঁদের সুনানে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বায়হাকী বলেন, ওমর রা. বর্ণিত 'আছার'-সমূহ এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ।

৪৬. মুয়াত্তা মালেক, ইসতিযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দাস হিবা করা, ২ খণ্ড, ৯৮১ পৃষ্ঠা।

৪৭. ইমাম ইবনে তাইমিয়া : মাজমুআ ফাত্ওয়া, ১৫ খণ্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা।

৪৮. ইবনে কুদামা : মুগনী, ১ খণ্ড, ৫২৪ পৃষ্ঠা।

৪৯. সহী বুখারী, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ফজরের সময়, ২ খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদেউস সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ফজরে তাকবীর বলা মুস্তাহাব, ২ খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

৫০. মাজমুআ আয যাওয়ায়েদ, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ফজরের নামাযের সময়, ১ খণ্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা। হাফেজ হায়ছামী বলেন, বাযযার এটি বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

৫০ক. সহী বুখারী, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : এতিম বালিকাকে বিবাহ দেওয়া, ১১ খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

৫১. সহী সুনানে আবু দাউদ, লিবাস অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীরা সাজসজ্জার কতটুকু প্রকাশ করতে পারবে, ৩৪৫৮ নং হাদীস।

৫২. হিজাবুল মারাআতিল মুসলিমা, ২৪ ও ২৫ পৃষ্ঠা। নাসিরুদ্দীন আলবানী আমাকে বলেন, তিনি অচিরেই আবু দাউদের এ হাদীসটি নতুন করে পর্যবেক্ষণ করবেন, যা দ্বারা চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখা বৈধ প্রমাণিত হয়। এটা হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে উল্লেখ করা হবে।

৫২ক. ৫১ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

৫২খ. আল মুগনী, ৬ খণ্ড, ৫৬১ পৃষ্ঠা।

৫৩. আবি তামাম : হেমাসা, ২৪১ পৃষ্ঠা।

৫৩ক. লিসানুল আরব, (বোরকা শব্দ)।

৫৪. দেওয়ান হাতীয়াহ, ১১ পৃষ্ঠা।

৫৫. সিফারুন নাবেগা, ৪০ পৃষ্ঠা। লিসানুল আরব, (বোরকা শব্দ)।

৫৬. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পুরুষদের সাথে যুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ, ৬ খণ্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পুরুষের সাথে নারীর যুদ্ধে অংশগ্রহণ, ৫ খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

৫৭. ইসমাঈলী ফাতহুল বারী থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, ১০ খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

৫৮. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : لاتدخلوا بيوت النبى الا ان يؤذن لكم الى طعام– ১০ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যয়নব বিনতে জাহশ, ৪ খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা।

৫৯. সহী বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, খন্দকের যুদ্ধ হতে নবী স.-এর প্রত্যাবর্তন এবং বনি কুরায়যা গোত্র অবরোধ, ৮ খণ্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা।

৬০. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : (لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيراً) ১০ খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তাওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আয়েশা রা.-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ সংক্রান্ত হাদীস, ৮ খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা।

৬১. সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহা, ৬৭ নং হাদীস। এ সম্পর্কে নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, ইমাম আহমদ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং এর সনদ হাসান। হাইছামী মাজমুআ আয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে বলেন. হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। এতে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আলকামা রয়েছে। তিনি বলেন, এটি হাসান হাদীস এবং অবশিষ্ট বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য, ৬ খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা। তার মাধ্যমে হাফেজ

www.pathagar.com

ইবেন হাজার ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেন, তার সনদ হাসান, ১৩ খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা।

৬২. ফাতহুল বারী, ১০ খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

৬৩. এই বইয়ের 'ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মাঝামাঝি সময়ে নিকাব সংক্রান্ত আলোচনা'য় এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, অনুচ্ছেদ ৬।

৬৪,৬৫. সহী বুখারী, অযু অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মেয়েদের পেশাব পায়খানার জন্য বের হওয়া, ১ খণ্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মানুষের প্রয়োজন পূরণার্থে নারীদের বের হওয়া জায়েয, ৭ খণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

৬৬. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা আহযাব, অনুচ্ছেদ : لاتدخلوا بيوت النبى الا ان يؤذن لكم طعام ১০ খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মানুষের প্রয়োজন পূরণার্থে নারীর বের হওয়া জায়েয, ৭ খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা।

৬৭. সহী বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : হযরত আয়েশা রা.-এর ওপর মিথ্যা অপবাদের ঘটনা এবং মিথ্যা অপবাদকারীর তওবা কবুল হওয়া, ৮ খণ্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: হযরত আয়েশা রা.-এর ওপর মিথ্যা অপবাদের ঘটনা ও মিথ্যা অপবাদকারীর তওবা কবুল হওয়া, ৮ খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা।

৬৭ক. সহী বুখারী, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাসী গ্রহণ অর্থাৎ কেউ কোন দাসীকে মুক্ত করার পর বিবাহ করা, ১ খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দাসীকে মুক্ত করে বিবাহ করার ফযীলত, ৪ খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

৬৮. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পুরুষদের সাথে নারীদের তওয়াফ করা, ৪ খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা।

৬৯. ইবনে সা'দ : আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা। সহী বুখারী ও মুসলিমে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। সহী বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : খায়বরের যুদ্ধ, ৯ খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দাসীকে মুক্ত করার পর বিবাহ করার ফযীলত, ৪ খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

৭০. হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা গ্রন্থ থেকে গৃহীত, ৫০ পৃষ্ঠা। নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, প্রমাণাদির দিক থেকে এর সনদ হাসান।

৭১. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা। নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, এ হাদীসের সনদ হাসান এবং বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা, ৫১ পৃষ্ঠা।

৭২. ইবনে সা'দ : আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠা। নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, এ হাদীসের সনদ ও বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, তবে ইবনে জুরাইয মুদাল্লেস ও তিনি 'অমুক অমুকের থেকে' বলে বর্ণনা করেছেন। হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা, ৫০ পৃষ্ঠা।

৭৩. সহী বুখারী, আহাদীসুল আম্বিয়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : واتخذ الله ابرهيم خليلا ৭ খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ফাযায়েল অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ইবরাহীম খলীল আ.-এর ফযীলত, ৭ খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা।

৭৪. হাদীস 'ইউসুফ আ. ও তাঁর মা (অর্থাৎ সারা)-কে অর্ধেক সৌন্দর্য দেওয়া হয়েছে'। সহী আল জামে-আস-সগীর। ১০৭৪ নং হাদীস।

৭৫. সহী বুখারী, মাগাযী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ওহুদের যুদ্ধে নবী করিম স.-এর আহত হওয়ার বর্ণনা, ৮ খণ্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : উহুদের যুদ্ধ, ৫ খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

৭৬. সহী বুখারী, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আত্মসম্মান বোধ, ১১ খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : গায়ের মাহরাম নারীকে পেছনে বসানো জায়েয, ৭ খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৭৭. সহী বুখারী, আদব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মেহমানদের জন্য খাবার তৈরি করা ও কষ্ট করা, ১৩ খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা।

৭৮. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : জিহাদের ময়দানে পুরুষদের কাছে নারীদের মশক ভরতি করে পানি বহন করে আনা, ৬ খণ্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা।

৭৯. সহী মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস-সিলা ওয়াল আদব, অনুচ্ছেদ : রোগের যন্ত্রণা মুমিন ব্যক্তির জন্য পুরস্কারস্বরূপ, ৮ খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা।

৮০. সহী বুখারী, মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আনসারদের মর্যাদা, ৮ খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা।

৮১,৮২. মাজমুআ আয-যাওয়ায়েদ, মাগাযী ওয়াস-সিয়ার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : সমস্ত দীনের ওপর ইসলামের মর্যাদা, ৬ খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেন এবং এর বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

৮৩. মাজমুআ আয-যাওয়ায়েদ, নবুওয়াতের আলামত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : প্রত্যেকের নিকট রসূল পাঠাবার সংবাদ পৌছানো, ৮ খণ্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেন। এখানে বর্ণনাকারী ইয়াজীদ ইবনে সানান, আবু ফরওয়া অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও হাদীসের অতি নিকটবর্তী ব্যক্তি।

৮৪,৮৫. মাজমুআ আয-যাওয়ায়েদ, নবুওয়াতের আলামত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : রসূল স.-এর সম্মান, ৮ খণ্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, হাদীসটি তাবারানী আল কাবীর ও আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এখানে হাম্মাদ ইবনে ওয়াকিদ দুর্বল হলেও তার কথা গ্রহণযোগ্য। অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

৮৬. মাজমুআ আয-যাওয়ায়েদ, মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মর্যাদা, ৯ খণ্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর সনদ হাসান।

৮৭. মাজমুআ আয-যাওয়ায়েদ, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার, ৪ খণ্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, উভয়টি আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং আহমদের সনদ ও বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

৮৮. মাজমুআ আয-যাওয়ায়েদ, মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : হুমনা বিনতে জাহশ, ৯ খণ্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং তার সনদ হাসান।

৮৯,৯০. মুয়াত্তা মালেক, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : খোলা তালাক, ২ খণ্ড, ৫৬৪ পৃষ্ঠা। সহী সুনানে নাসঈ, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : খোলা তালাক, ৩২৩৯ নং হাদীস।

৯১. ফাতহুল বারী, ১১ খণ্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠা।

৯২. সহী সুনানে নাসাঈ : ইমাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নামাযের কাতারের পেছনে একা দাঁড়ানো, ৮৩৮ নং হাদীস।

৯৩. মাজমুআ আয-যাওয়ায়েদ, নবুওয়ায়েতর আলামত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নামাযের কাতারের পেছনে একা দাঁড়ানো, ৯ খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, আবু ইয়ালা বর্ণনা করেন, তার সনদের মধ্যে রয়েছেন আতা ইবনে মুসলিম। এ হাদীসটিকে নির্ভরযোগ্য বলেছে ইবনে হিব্বান ও অন্যরা এবং একটি দল একে দুর্বল করেছে। আর বাকী বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবু ইয়ালা নির্ভরযোগ্য।

৯৪. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : হজ্জে তামাত্তু, ৪ খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।

৯৫. সহী সুনানে নাসাঈ, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আত্মীয়দেরকে যাকাত দান করা, ২৪২১ নং হাদীস।

www.pathagar.com

৯৫ক. সহী বুখারী, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামীকে ও কোলের ইয়াতিমকে যাকাত প্রদান করা, ৪ খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামী ও আত্মীয়দের জন্য যাকাত ও ব্যয়ের ফযীলত, ৩ খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

৯৬. নাসিরুদ্দীন আলবানীর হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা গ্রন্থ থেকে গৃহীত, ৩২ পৃষ্ঠা। তিনি বলেন, ইমাম আহমদ দু'ভাবে তা গ্রহণ করেছেন। একবার সহী বলেছেন, দ্বিতীয়বার হাসান বলেছেন।

৯৬ক. সহী বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-জুফী, ৮ খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করা, ৪ খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

৯৭,৯৮. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য কোন ভরণ-পোষণ নেই, ৪ খণ্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

৯৯. মাজমুআ আয-যাওয়ায়েদ, লিবাস অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ময়লা কাপড় পবিত্র করা। হাফেজ হাইছামী বলেন, তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারী সহী, ৫ খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা।

১০০. মাজমুআ আয-যাওয়ায়েদ, মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আবু বকরের মর্যাদা সম্পর্কে, ৯ খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং তার বর্ণনাকারী সহী।

১০১. সহী সুনানে ইবনে মাজাহ, তিব্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : তাবিজ ব্যবহার করা, ২৮৪৫ নং হাদীস।

১০২. নাসিরুদ্দীন আলবানীর হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা গ্রন্থ থেকে গৃহীত, ৩৩ পৃষ্ঠা। এটি তারিক ইবনে আসাকিরেও উল্লিখিত হয়েছে। ১৯/২৮৩/২।

১০৩. ফাতহুল বারী, ১২ খণ্ড, ২২১ পৃষ্ঠা। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, উল্লিখিত হাদীসটি বুখারীর আদবুল মুফরাদে উল্লেখ করেছেন।

১০৪. মাজমুআ আয-যাওয়ায়েদ, যুহদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : অল্প সম্পদের যে প্রশংসা করা হয়েছে, ১০ খণ্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারী সঠিক।

১০৫. হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা গ্রন্থ থেকে গৃহীত, ৩৩ পৃষ্ঠা। নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। আবু নয়ীম এটি উদ্ধৃত করেছেন, ১ খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা।

১০৬. মাজমুআ আয-যাওয়ায়েদ, মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : সুমারা রা.-এর মর্যাদা, ৯ খণ্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, তাবারানী এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

১০৭. সহী মুসলিম, সালাতিল, ঈদাইন অধ্যায়, ৩ খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।

১০৮. ব্রাকেটের মাঝখানের অংশ বুখারীর বর্ণনা, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কুরআন মুখস্তের বিনিময়ে বিবাহ করা, ১১ খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা।

১০৯. সহী বুখারী, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মোহরানা ব্যতীত বিবাহ, ১১ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে বিবাহের শর্ত করা জায়েয, ৪ খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা।

১১০. সহী বুখারী, আহকাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : রসূলুল্লাহ স.-এর দরজায় কোন দারোয়ান ছিল না, ১৫ খণ্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা।

১১১. সহী বুখারী, রোগ-ব্যাধি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মৃগী রোগীর ফযীলত, ১২ খণ্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা।

১১২. সহী বুখারী, রোগ-ব্যাধি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মৃগী রোগীর ফযীলত, ১২ খণ্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, আল বিররে ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : রোগ অথবা শোক মুমিন ব্যক্তির জন্য পুরস্কার, ৮ খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

১১৩. ফাতহুল বারী, ১০ খণ্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা।

১১৪. সহী বুখারী, মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ৮ খণ্ড ১২০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, আশরিবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মেহমানের সম্মান ও তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফযীলত, ৬ খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।

১১৫,১১৬. সহী বুখারী, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বারীরাহের স্বামীর ব্যাপারে নবী করিম স.-এর সুপারিশ, ১১ খণ্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা।

১১৭,১১৮. সহী বুখারী, মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : জহেলিয়াতের যুগ, ৮ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

১১৯. সহী বুখারী যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : হুদায়বিয়ার যুদ্ধ, ৮ খণ্ড, ৪৫১ পৃষ্ঠা।

১২০. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : হজ্জের ওয়াজিব ও তার ফযীলত, ৪ খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা।

১২১. সহী বুখারী, ইসতিযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী ياايها الذين امنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم - ১৩ খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বৃদ্ধ ও অপারগ ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ, ৪ খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা।

১২২. হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা গ্রন্থ থেকে গৃহীত, ২৮ পৃষ্ঠা।

১২৩. ফাতহুল বারী, ৪ খণ্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা।

১২৪. ফাতহুল বারী, ১৩ খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা।

১২৫. আল মুহাল্লা, ৩ খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা।

১২৬. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নবী করিম স.-এর হজ্জ, ৪ খণ্ড, ৩৯ ও ৪২ পৃষ্ঠা।

১২৭. মাজমুআ আয-যাওয়ায়েদ, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : সহবাসের ব্যাপারে যা এসেছে, ৪ খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, আহমদ তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং আহমদের বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

১২৮,১২৯. মাজমুআ আয-যাওয়ায়েদ, মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দুররা বিনতে আবু লাহাবের মর্যাদা, ৯ খণ্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, তাবারানী এটি বর্ণনা করেছেন। এটি একটি মুরসাল হাদীস এবং এর বর্ণনাকারীর বর্ণনা সহী।

১৩০,১৩১. মাজমুআ আয-যাওয়ায়েদ, মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দুররা বিনতে আবু লাহাবের মর্যাদা, ৯ খণ্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

১৩২,১৩৩. মাজমুআ আয-যাওয়ায়েদ, আদব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পুরুষদের নারী সাজা এবং নারীদের পুরুষ সাজা, ৮ খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। এর জনৈক বর্ণনাকারী হাযলীর কোন পরিচয় জানা নেই। বাকী বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তাবারানী সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করার কারণে সন্দেহযুক্ত হাযলীর নাম বাদ পড়েছে। তাবারানীর সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

১৩৪. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ইহরাম পরিহিত পুরুষ ও নারীর যে সব সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ, ৪ খণ্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা।

১৩৫. এ গ্রন্থের সপ্তম অনুচ্ছেদ দেখুন, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় নারীর চেহারা খোলা রাখা ওয়াজিব।

১৩৬. এ গ্রন্থের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ দেখুন, জাহেলিয়াত ও ইসলামের মাঝামাঝি সময়ে নিকাব।

১৩৭. ইবনে সা'দ : তাবাকাতুল কুবরা, ৮ খণ্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা।

১৩৮. নাসিরুদ্দীন আলবানীর হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা থেকে গৃহীত, ৫২ পৃষ্ঠা। তিনি বলেন, বায়হাকী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন (৭:৯৩) এবং এর সনদ সহী।

www.pathagar.com

১৩৯. সহী বুখারী, শাহাদাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : অন্ধের সাক্ষ্যদান, তার বিবাহ ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত, ৬ খণ্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা।

১৪০. সহী সুনানে আবু দাউদ, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : রোমীয়দের ও অন্য জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফযিলত, ৩ খণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা। নাসিরুদ্দীন আলবানী উক্ত হাদীসের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা, ৫৩ পৃষ্ঠা।

১৪১. সহী বুখারী, ইসতিযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী, ايها الذين امنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم – ১৩ খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বৃদ্ধ ও অপারগ ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ, ৪ খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা।

১৪২. সহী বুখারী, রোগ-ব্যাধি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মৃগী রোগীর ফযীলত, ১২ খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, আল বিররে ওয়াস সিলাহ্ ওয়াল আদব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বিপদ-মুসিবত মুমিনের জন্য পুরস্কার, ৮ খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা।

১৪৩. সহী মুসলিম, সালাতুল ঈদাইন অধ্যায়, ৩ খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা।

১৪৪. মাজমুআ আয-যাওয়ায়েদ, লিবাস অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : শরীরের উলকি বা দাগ পরিষ্কার করা, ৫ খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীরা সঠিক।

www.pathagar.com

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

মেয়েদের চেহারা খোলা রাখার বিষয়টি শরীয়তসম্মত হওয়ার অতিরিক্ত প্রমাণ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মেয়েদের চেহারা খোলা রাখার বিষয়টি শরীয়তসম্মত হওয়ার অতিরিক্ত প্রমাণ

প্রসঙ্গ কথা

মুবাহ্ সম্পর্কে 'নস' বা দলিল পেশ করা বড়ই কঠিন কাজ

ওয়াজিব ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ নির্দিষ্ট ও সীমিত। একইভাবে এ সম্পর্কিত শরীয়তের নির্দেশাবলীও সীমিত ও নির্দিষ্ট। প্রতিটি ওয়াজিব ও নিষিদ্ধ কাজের পেছনে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ। কিন্তু মুবাহ্ কাজসমূহের সংখ্যা সীমিত নয়। আর সীমিতকে সীমাহীনের মধ্যে আটকাবার কোন উপায় নেই। এ কারণে ফকীহ্গণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে হারাম না করা পর্যন্ত প্রতিটি কাজ মূলগতভাবে মুবাহ্।

এ কথা ঠিক যে, শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে মুবাহ্ সম্পর্কে নির্দেশনা সামান্যই পাওয়া যায়। এর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো প্রধান :

এক. কুরআনের আয়াত থেকে নির্ধারিত হয়ে গেছে যে, সমস্ত পবিত্র জিনিসই হালাল। আর এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য প্রদত্ত সুযোগ।

ক. – يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ 'লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? বলো, সমস্ত ভালো ও পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে'। (সূরা মায়েদা : ৪)

খ. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 'তনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করেন এবং অপবিত্র বস্তু অবৈধ করেন'। (আ'রাফ : ১৫৭)

গ. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 'যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল'। (সূরা মায়েদা : ৫)

ঘ. احلت لكم بهيمة الانعام 'চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে'। (সূরা মায়েদা : ১)

ঙ. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة 'তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে। তা তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য।' (সূরা মায়েদা : ৯৬)

দুই. কিছু আয়াত কোন কোন বিষয়ের অস্পষ্টতা দূর করে দেয়।

যেমন - وأحل الله البيع وحرم الربا 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।'

কেননা তারা বলে, انما البيع مثل الربا 'ব্যবসাও সুদের অনুরূপ।' (বাকারা : ২৭৫)

www.pathagar.com

তিন. কিছু আয়াত পূর্বের হারাম সম্পর্কিত হুকুমকে পরিবর্তিত করে। যেমন-

احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم

'সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ হালাল করা হয়েছে।' (বাকারা : ১৮৭)

রসূলুল্লাহ স.-কে মুহরিম (ইহরামরত) ব্যক্তির পোশাক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তখন তিনি হালাল পোশাকের ব্যাপারে কোন উত্তর দেননি। কেননা তা সীমিত নয়। কিন্তু নিষিদ্ধ পোশাক সম্পর্কে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। কেননা তা সীমিত।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল, মুহরিম ব্যক্তি কিরূপ কাপড় পরিধান করবে? জবাবে রসূলুল্লাহ স. বললেন, মুহরিম ব্যক্তি জামা, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি ও মোজা পরিধান করবে না। সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করবে। তবে যার জুতা নেই একমাত্র সে ব্যক্তিই মোজা পরিধান করতে পারবে। কিন্তু মোজা দু'টির টাখনুর ওপরের অংশটুকু কেটে ফেলতে হবে। আর জাফরান জাতীয় সুগন্ধি লাগানো কোন কাপড় পরিধান করবে না। (বুখারী)[১]

চিন্তা করার বিষয় কিভাবে নবী করিম স.-এর স্ত্রীদের ওপর হিজাব অকাট্য দলিলের মাধ্যমে ওয়াজিব করা হয়েছে।

فاسئلوهن من وراء حجاب অর্থাৎ পর্দার আড়াল থেকে তাদের সাথে কথা বলো।

কিন্তু হিজাবের পূর্বে যে জিনিস মুবাহ ছিল সে সম্পর্কে কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি। যদিও এখানে হিজাবের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে চেহারা খোলা রাখার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সেটা এসেছে বিশেষ অবস্থার কারণে। হিজাবের নির্দেশ আসার পরে উম্মুল মুমিনীনদেরকে একজন অপরিচিত লোক কিভাবে চিনতে পারবে?

পূর্বের অনুচ্ছেদে আয়েশা রা. থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল সৈন্য বাহিনীর পেছনে রয়ে গিয়েছিল। সে রাতের শেষভাগে রওয়ানা করে সকাল বেলা আমার অবস্থানে এসে পৌঁছলো এবং একজন ঘুমন্ত মানুষকে দেখতে পেলো। সে আমার নিকট এসে আমাকে দেখে চিনতে পারলো। কেননা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে সে আমাকে দেখেছিল। তার আমাকে দেখে বিস্ময়ের সাথে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন' বলায় আমার ঘুম ভেঙে গেলো। তখন আমি আমার চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে ফেললাম। (বুখারী ও মুসলিম)[২]

ইসলামের পূর্বে ও পরে কোন কোন মহিলা যে নিকাব পরিধান করতো তা বৈধ হওয়ার পক্ষে কোন দলিল পাওয়া যায় না। কিন্তু বিদায় হজ্জের দিন শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে ইহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলোর কথা বলা হয়। সেখানে ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের নিকাব পরিধান করতে নিষেধ করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞার কারণে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইহরাম ছাড়া অন্য সময় নিকাব ব্যবহার করা জায়েয।

www.pathagar.com

চেহারা খোলা রাখার ব্যাপারেও শরীয়তের বিধানের একই অবস্থা। এখানেও সরাসরি কোন দিক-নির্দেশনা নেই। কিন্তু যখন শরীয়তের সীমার মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়, তখন শরীয়তের দলিল এসে এ ধরনের মতপার্থক্যকে নিষিদ্ধ ও হারাম করে দেয়। এ হারাম দ্বারা মহিলাদের শরীরের কতটুকু পরিমাণ প্রকাশ করা বৈধ তার যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা বিনতে আবু বকর রা. রসূল স.-এর নিকট পাতলা কাপড় পরিহিতা অবস্থায় প্রবেশ করলে রসূল স. তাঁকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'হে আসমা! মেয়েরা যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন হাতের কব্জি ও চেহারা ছাড়া তাদের অন্য কিছু দৃশ্যমান হওয়া ঠিক নয়'– একথা বলে তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জির প্রতি ইঙ্গিত করলেন। (আবু দাউদ)[৩]

চেহারা খোলা রাখার বিধান সম্পর্কে ফিকাহবিদদের কথা হলো, তারা এটাকে প্রত্যাখ্যান না করে বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম ও মাকরূহ। তাদের দৃষ্টিতে নামাযে মহিলাদের সতর ঢেকে রাখা ওয়াজিব। এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তারা চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া[ক] মহিলাদের সমস্ত শরীরকে সতর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিবাহের প্রস্তাবকারীর পক্ষে কনেকে দেখা ওয়াজিব না মুস্তাহাব এ বিষয়ের আলোচনায় তারা চেহারা দেখা পর্যন্ত বৈধ রেখেছেন। কেননা চেহারা সতরের অংশ নয়।[খ] তাদের দৃষ্টিতে শোক পালনকারিণী মহিলার নিকাব পরিধান করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, নিকাব এমন একটি নিষিদ্ধ জিনিস যার ব্যবহার থেকে শোক পালনকারিণীকে বিরত থাকা উচিত।[গ] এ থেকে চেহারা খোলা রাখা বৈধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নামাযের মাকরূহ বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনায় তারা বলেন, নামাযে মহিলাদের নিকাব পরা মাকরূহ।[ঘ] এ থেকে বোঝা যায়, মহিলাদের চেহারা খোলা রাখা জায়েয।

চেহারা খোলা রাখা মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করা কষ্টসাধ্য হলেও ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. এ ব্যাপারে একটি চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি দাসীদের মাথা খোলা রাখা এবং তাদের ও স্বাধীন মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার ব্যাপারে বলেন, দাসীদের হিজাব পরিহার ও সৌন্দর্য প্রকাশ করার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহে কোন নির্দেশনা নেই। কিন্তু কুরআনে স্বাধীন মহিলাদেরকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দাসীদেরকে সেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়নি। হাদীস কার্যত শুধু তাদের ও স্বাধীন মহিলাদের মধ্যে সতরের ব্যাপারে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। সাধারণভাবে তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেনি, বরং মুমিন মহিলাদের রীতি ছিল তারা দাসীদের তুলনায় পৃথকভাবে হিজাব ব্যবহার করতেন।[৪] আমরা বলবো, কুরআন ও হাদীসে স্বাধীন মেয়েদের চেহারা ঢেকে রাখা এবং চেহারা ও হাতের সৌন্দর্য প্রকাশ পরিহার করার কোন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ নেই। তবে হ্যাঁ, এ সম্পর্কিত একটি শক্তিশালী মুরসাল

www.pathagar.com

হাদীস পাওয়া যায়। সেটি হলো, 'মেয়েরা যখন বালিগ হবে, তখন অপর পুরুষের জন্য তাদের চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া অন্য কিছু দেখা ঠিক নয়।'[৫]

কিন্তু কুরআন যেভাবে রসূল স.-এর স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিয়েছে সেভাবে অন্য মুমিন মেয়েদেরকে নির্দেশ দেয়নি। কুরআনে বলা হয়েছে, فاسئلوهن من وراء حجاب অর্থাৎ 'পর্দার আড়াল থেকে তাদের কাছে চাও।' আর কার্যত পর্দা ফরয হওয়ার পর তাদের ও মুমিন মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। আয়েশা রা.-এর কথায়ও রসূল স.-এর স্ত্রীদের কাজ উল্লিখিত হয়েছে, 'সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল সৈন্য বাহিনীর পেছনে রয়ে গিয়েছিল। তিনি রাতের শেষভাগে রওয়ানা করে সকাল বেলা আমার অবস্থানে এসে পৌঁছলেন এবং একজন ঘুমন্ত মানুষকে দেখতে পেলেন। তার 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলা শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। তিনি আমাকে চিনতে পেরে (বিস্ময়ের সাথে) তা বলেছিলেন! অতঃপর আমি চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে ফেললাম।'(বুখারী ও মুসলিম)[৬]

মুমিন মেয়েদের অভ্যাস সংক্রান্ত ব্যাপারে জাবের রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'রসূল স. জনৈকা মহিলাকে দেখে নিজের স্ত্রী যয়নবের নিকট এলেন। যয়নব সে সময় নিজ হাতে চামড়া পাকা করছিলেন। রসূল স. তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করে সাহাবীদের নিকট ফিরে গেলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ অন্য কোন মহিলাকে দেখে তখন সে যেন তার স্ত্রীর কাছে চলে যায়। এতে তার অন্তরে যা কিছু আছে তা দূর হয়ে যাবে।'[৭]

অন্য একটি হাদীসে জাবের রা. বলেন, আমি নবী করিম স.-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কাউকে যখন কোন মহিলা আকৃষ্ট করে এবং তার মনে কিছু জাগে তখন সে যেন তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে নিজের কামনা পূর্ণ করে। এর ফলে তার মনে যা জেগেছে তা দূর হয়ে যাবে। (মুসলিম)[৮]

সুরাইয়া বিনতে হারিস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি সা'দ ইবনে খাওলা রা.-এর স্ত্রী ছিলেন। সা'দ রা. বিদায় হজ্জের বছর তাঁকে গর্ভবতী রেখে ইনতিকাল করেন। তাঁর ইনতিকালের অল্প দিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে বিয়ের পয়গামের আশায় সাজগোজ করতে শুরু করেন। (ইমাম আহমদের বর্ণনা অনুসারে তাঁর মৃত্যুর পর সুরমা লাগালেন এবং বিবাহের প্রস্তুতি নিলেন।)[৯] সে সময় আবুস সানাবেল ইবনে বা'কাক নামক এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, তুমি বুঝি বিয়ের প্রস্তাবের আশায় (প্রস্তাবকারীদের জন্য) সাজগোজ করেছো? (বুখারী ও মুসলিম)[১০]

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আতা রা.-কে বলেন, আমি কি আপনাকে একজন বেহেশতী মহিলা দেখাবো? তিনি কৃষ্ণকায় মহিলাটিকে দেখান। তিনি নবী করিম স.-এর নিকট এসে বললেন, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকি। তাতে আমার সতর খুলে যায়। আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। নবী করিম স. বললেন, তুমি চাইলে সবর করতে পারো। তার বিনিময়ে তুমি জান্নাত লাভ করবে। আর তুমি চাইলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করবো। তিনি তোমাকে এ রোগ থেকে

www.pathagar.com

মুক্ত করে দেবেন। যদি সবর করতে চাও তাহলে তাও করতে পারো, তাহলে তোমার জন্য বেহেশত রয়েছে আর তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য দোয়া করতে পারি, আল্লাহ তোমার এ রোগ নিরাময় করবেন। মহিলাটি বললেন, আমি সবর করবো। বুখারীর অন্য বর্ণনায়[১১] ইবনে জুরাইজ বলেন, আতা রা. আমাকে বললেন, তিনি মহিলাকে অর্থাৎ উক্ত জাফরের মাকে কাবার গিলাফের নিকট দেখতে পেয়েছেন। তিনি লম্বা ও কৃষ্ণকায় ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১২]

হাদীসে সাধারণভাবে মুমিন মহিলা ও রসূল স.-এর স্ত্রীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি, বরং মুসলিম সমাজ এভাবেই গড়ে উঠেছিল। তবে নবী স.-এর স্ত্রীগণ হিজাব পরিধান করতেন এবং অপরিহার্য প্রয়োজনে পথ চলার সময় চেহারা ঢেকে রাখতেন আর মুমিন মেয়েরা চেহারা খোলা রাখতেন।

পরিশেষে বলা যায়, কেউ মুবাহ-এর ওপর আমল করলে নিঃসংকোচে আমল করবে আর কেউ পরিহার করলে নিঃসংকোচে পরিহার করবে।

আমল করা অথবা পরিহার করা কোনোভাবেই দূষণীয় নয়। এভাবেই নীরবে জন-সমাজে মুবাহ জিনিসটি প্রচলিত হয়ে আসছে। এ ব্যাপারে কারও পক্ষ থেকে কোন কথা বলার বা পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হয়নি, এমন কি কোন প্রকার উৎসাহ দান, সতর্কীকরণ অথবা অস্বীকার ইত্যাদি কিছুই করা হয়নি। রসূল স. যথার্থই বলেছেন,

الحلال ما احل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه -

'আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা কিছু হালাল বলে ঘোষণা দিয়েছেন তাই হালাল এবং আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা কিছু হারাম বলে ঘোষণা করেছেন তাই হারাম আর এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে তা বৈধ।' (তিরমিযী)[১৩]

মহিলাদের চেহারা খোলা রাখা জায়েয হওয়ার কিছু নিদর্শন

এ প্রাসংগিক আলোচনায় মুবাহের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনের পর আমরা বলবো, এখানে এমন কতকগুলো নিদর্শন রয়েছে যা ইসলামী শরীয়তে মহিলাদের চেহারা খোলা রাখা জায়েয হওয়ার ইংগিত বহন করে। নিম্নে আমরা তা উল্লেখ করলাম :

প্রথম নিদর্শন

চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট কোন দলিল নেই

চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি এবং হাদীসেও এর সুস্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি।

মেয়েদের চেহারা খোলা রাখার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস নীরব। কুরআন ও হাদীসে যখন মেয়েদের চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন নির্দেশ নেই তখন এটা যে বৈধ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তদুপরি লক্ষণীয় যে, কুরআনে যেসব ওয়াজিবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, হাদীসে সেগুলোর বিস্তারিত সীমারেখা ও

www.pathagar.com

বাস্তবায়ন পদ্ধতি বর্ণনা এবং সেগুলো মেনে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তার বিরোধিতা অথবা তাকে কাটছাঁট করে— তার প্রতি ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। কাজেই একথা কি বলা যাবে যে, চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার সপক্ষে কুরআনে অকাট্য প্রমাণ অথবা হাদীসে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে?

স্বাভাবিকভাবে কুরআনে যে সমস্ত ওয়াজিবের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো যদি কোনো প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত কাজকে স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা দান করে, তাহলে সেগুলোর ব্যাপারে হাদীসের ব্যাখ্যার প্রয়োজন সামান্যই থাকে। আর যদি ওয়াজিব প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত কাজের বিপরীত হয়, তাহলে অবশ্যই এক্ষেত্রে হাদীসের বর্ণনা অতীব প্রয়োজন। এ অবস্থায় একদিকে বিরোধিতার মাত্রা এবং অন্যদিকে এর গুরুত্বও সমানভাবে বেড়ে যাবে। আমাদের মতে চেহারা ঢেকে রাখার অনেক বড় গুরুত্ব রয়েছে। সাধারণ মানুষ একে যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছে মুমিন মেয়েরাও ঠিক তেমনি গুরুত্ব সহকারে তা মেনে নিয়েছে। তাহলে পোশাক ও সৌন্দর্য চর্চা সম্পর্কিত আয়াত আবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল? তারা কি অধিকাংশ সময় চেহারা খোলা অথবা ঢেকে রাখতো? যদি চেহারা ঢেকে রাখার অধিক প্রচলন থেকে থাকে এবং আয়াতে চেহারা ঢেকে রাখাকে ওয়াজিব বলা হয়ে থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে হাদীসের ব্যাখ্যার প্রয়োজন খুবই সীমিত। আর যদি চেহারা খোলা রাখার অধিক প্রচলন থেকে থাকে, অথচ আয়াতে চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব ও খোলা রাখাকে হারাম করা হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে হাদীসের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যার অধিক প্রয়োজন হবে। আমরা অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে রসূল স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা.-এর কথা থেকে এ ব্যাপারে জানি যে, মক্কা ও মদীনার মেয়েরা অধিকাংশ সময় চেহারা খোলা রাখতো। হযরত আয়েশা রা. বলেন, 'সে হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বে আমাকে দেখেছিল। যদি পোশাকের আয়াত চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব ও খোলা রাখা হারাম হওয়ার জন্য এসে থাকে, তাহলে অবশ্যই হাদীসে এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা ও স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যেতো। এক্ষেত্রে ঢেকে রাখার জন্য উৎসাহিত করা হতো এবং খোলা রাখার জন্য ভর্ৎসনা করা হতো। কিন্তু আমরা এ ধরনের কিছুই পাই না। উল্লিখিত আয়াতসমূহ একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে এবং হাদীসে চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কিছুই পাওয়া যায় না।

ইলমুল উসূল গ্রন্থে ইমামুল হারামাইন আল জুয়াইনি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, কুরআন ও হাদীসের অকাট্য বিধানের সাহায্যে যে বিষয়টির হারাম হওয়া সম্পর্কে জানা যায় না, মূলত সেটি হালাল হিসেবে গণ্য। কারণ সনদবিহীন দলিলের সাহায্যে কোন নির্দেশ কারও ওপর কার্যকর করা যায় না। যখন কোনো বিষয়ের হারাম হওয়ার দলিল পাওয়া যায় না তখন তা হালাল হিসেবে পরিগণিত হবে।[১৪ক]

যেমনি ইমাম জুয়াইনি বলেন, 'যে ক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে, সে ক্ষেত্রে সন্দেহজনক কথা দ্বারা কোন কিছু গ্রহণ করা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাজ নয়।'[১৪খ]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় নিদর্শন

চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হলে তা প্রসার লাভ করতো

চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারটি যদি সঠিক হতো, তাহলে তা প্রসার লাভ করতো এবং দ্বীনের একটি প্রয়োজনীয় জানার বিষয়ে পরিণত হতো। কেননা এটা এমন একটা বিষয় যা সবাইকে জানতে হতো। আর জানার ক্ষেত্রে সাধারণ ও অসাধারণ সকলে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতো।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, শুক্র দূর করার বিষয়টি ওয়াজিব হওয়া অসম্ভব (অর্থাৎ শরীর ও কাপড় থেকে শুক্র দূর করা) এবং সর্বসাধারণের এর সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ায় রসূল স. এর নির্দেশ দেননি। যদি বিষয়টি এমন হতো মেয়েদেরকে স্পর্শ করলেই ওযু ওয়াজিব হতো, তাহলে এ ব্যাপারে রসূল স.-এর নির্দেশ দেওয়াও ওয়াজিব হতো। আর রসূল স. যদি এ বিষয়ে কোন নির্দেশ দিতেন, তাহলে মুসলমানরা অবশ্যই তা বর্ণনা করতো এবং এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত বর্ণনা পাওয়া যেতো।[১৫] অন্যত্র তিনি বলেন, যদি নামাযের মধ্যে হস্তদ্বয় ঢেকে রাখা ওয়াজিব হতো, তাহলে নবী স. অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন। তেমনি উভয় পায়ের ক্ষেত্রেও।[১৬] অনুরূপভাবে কাজী ইবনে রুশদ উল্লেখ করেন, যদি সর্বসাধারণের সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত বিষয় হতো, তাহলে মুতাওয়াতির অথবা মুতাওয়াতিরের অনুরূপ শক্তিশালী হাদীস পাওয়া যেতো।[১৭]

এ ধরনের বিষয় যখন সর্বসাধারণের বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পর্যাপ্ত বর্ণনার দাবী রাখে, তখন গায়ের মাহরাম লোকদের থেকে চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি অধিকতর অগ্রাধিকার পায় অর্থাৎ যদি চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হতো, যা সকল মুমিন নারীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য, তাহলে এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত বর্ণনার দাবী উঠতো এবং এ বিষয়টির পর্যাপ্ত বর্ণনাও থাকতো। মুতাওয়াতির অথবা মুতাওয়াতিরের মতো শক্তিশালী হাদীসের মাধ্যমে সেটি বর্ণনা করা হতো।

নির্দেশটি যদি এভাবে আসতো তাহলে এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য সৃষ্টি হতো না, বরং এ ধরনের ব্যাপারে সত্য কথা হলো, এ ক্ষেত্রে শুধু বর্ণনা ও ঘটনা বারবার আসার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং মুমিন নারীদের মধ্যে এ বিষয়টির ব্যাপক প্রচলন থাকতো, এমন কি শেষ পর্যন্ত সমাজে প্রকাশ্যভাবে ভালোমন্দ সকল মানুষ তা অবলোকন করতো। কিন্তু অবস্থা এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত। সংশ্লিষ্ট দু'টি আয়াতের ব্যাখ্যাকে ঘিরে যে সমস্ত বিপরীতধর্মী বর্ণনার অবতারণা করা হয়েছে সেগুলোই এর প্রমাণ।

الا ما ظهر منها ও يدنين عليهن من جلابيبهن

আয়াত দু'টির ব্যাখ্যায় অনেকে চেহারা ঢেকে রাখার, আবার অনেকে চেহারা খোলা রাখার কথা বলেছেন।

ইতিপূর্বে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এ আলোচনা এসে গেছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তা ওয়জিব নয়। যদি ওয়াজিব হতো তাহলে মুসলিম উম্মাহ সাধারণভাবে এ বিষয় জ্ঞাত

www.pathagar.com

হতো । কেননা এটা এমন একটি বিষয় যা সকল মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর জ্ঞাতব্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। একথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি অর্থাৎ বর্ণনাসমূহের পার্থক্য একথা প্রমাণ করে যে, চেহারা খোলা রাখার অনুমতি ছিল। এ হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা। তবে কয়েকটি কারণে চেহারা ঢেকে রাখার পক্ষ অবলম্বনকারীদের বর্ণনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক. রসূল স.-এর স্ত্রীগণের হিজাব গ্রহণ : অনেকেই হিজাবের কোনো বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য না পাওয়ার কারণে চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কিত বক্তব্যের দিকে ফিরে গেছেন। (ইতিপূর্বে হিজাবের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।)

খ. রসূল স.-এর যুগে কোন কোন মহিলার নিকাব পরিধান করার কারণে কেউ কেউ ধারণা করে নিয়েছেন যে, চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব হবে।

গ. ইসলামের বিজয়ের পর মদীনা শরীফে বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের ভিড়ের কারণে অপরিচিত লোকদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য নিকাব পরিহিতা নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে হারাম কাজে পতিত হওয়ার পথ রুদ্ধ করার জন্য অনেকে চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছেন।

ঘ. কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিবের সাথে মুস্তাহাবকে মিশ্রিত করে ফেলা হয়েছে। এর কারণে কখনো কখনো নেককার লোকেরা কোন কোন মুবাহ্ কাজ পালনের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে বসেন এবং অনুশীলনকারীগণ ঐ কাজ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। এতে পরবর্তী সময়ে অনেকে কাজটিকে ওয়াজিব মনে করে করতে থাকেন এবং যে ঐ কাজটি করে না তাকে গুনাহগার মনে করেন। আমাদের মতে চেহারা ঢেকে রাখার ব্যাপারটিও এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এর কারণ ফিক্‌হশাস্ত্রের উসূলবিদগণ এ ধরনের মিশ্রণ থেকে বিরত থাকার জন্য সাবধান করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, কখনো কখনো জেনে-বুঝে আলেমদের মুস্তাহাব কাজ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব যাতে মানুষ ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে না ফেলে। এ সম্পর্কে ইমাম শাতবীর কথা আগেই বর্ণিত হয়েছে। [তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় অনুচ্ছেদে মুবাহ্ ওয়াজিব হওয়ার আলোচনা দেখুন]

এ ব্যাপারে ইমাম গাযালী র. রসূল স.-এর ইবাদতের মধ্যে প্রচলিত একটি চমৎকার কথা বলেছেন। সম্ভবত চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারটি দীনের একটি জানা বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। নির্বিশেষে সব মানুষের কাছে এর গুরুত্ব ছিল সমান। ইমাম গাযালী বলেন, সর্বসাধারণের মধ্যে যে বিষয়টি প্রচলিত সে বিষয়ে 'খবরে ওয়াহেদ'* গ্রহণযোগ্য...। কেননা সেটি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং তাকে সত্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই তার প্রতি বিশ্বাস করা

---

*যে হাদীসের রাবী কোন এক পর্যায়ে মাত্র একজন থেকে যান। এর ফলে হাদীসের মধ্যে দুর্বলতা এসে যায়।

www.pathagar.com

কর্তব্য। তার বিপরীতে মানুষের মধ্যে প্রচলিত রেওয়াজের পরিপন্থী এক ব্যক্তির বর্ণনা ব্যাপ্তি লাভ করবে না। যেমন বাজারে আমিরের হত্যা, উজিরের অপসারণ ও মসজিদের গণ্ডগোল হওয়ার দরুন মানুষের জুমার নামায পড়তে না পারা। এ সমস্ত ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এগুলো গোপন করাই অসম্ভব। যদি বলা হয়, রসূলের স. ইবাদত প্রচারের নিয়ম ও নীতিমালা কি? আমরা বলবো, এর যৌক্তিক নিয়ম ও নীতিমালা উপস্থাপন করা সম্ভব নয়, বরং আল্লাহ তাঁর রসূলের স. মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছেমত যে কোন নির্দেশ দিতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর বাস্তব প্রমাণ চাইলে রসূল স.-এর বাস্তব কর্মকাণ্ড থেকে তা জানা যাবে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করলে আমরা চার ধরনের প্রমাণাদি পাই :

এক. কুরাআন : আমরা জানি কুরআন এক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ প্রচার করার ভূমিকা রেখেছে।

দুই. ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি : তিনি এটা এমনভাবে প্রচার করেছেন যে, এ ক্ষেত্রে সাধারণ ও অসাধারণ সকলে সমানভাবে জ্ঞাত।

তিন. লেনদেনের নীতিমালার ক্ষেত্রে যেগুলো জরুরী নয় : যেমন- ক্রয়-বিক্রয় ও বিবাহের নীতিমালা। এগুলো পরম্পরাগতভাবে চলে আসছে, এমন কি তালাক, দাসমুক্তি, কোন দাসীকে সন্তান জন্ম দানের শর্ত সাপেক্ষে স্বাধীন করে দেওয়া এবং চুক্তিবদ্ধভাবে স্বাধীন করা।

এ সমস্ত ব্যাপারেও জ্ঞানীদের পরম্পরাগত বর্ণনা রয়েছে এবং এর সপক্ষে অকাট্য প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা সরাসরি পরম্পরাগত দলিল দ্বারা হোক অথবা খবরে ওয়াহেদ দ্বারা হোক, যেখানে বিরাট জনসমষ্টির উপস্থিতি হয়, অথচ তারা সবাই এ ব্যাপারে নীরব এবং এটা তাদের মৌন সম্মতির প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

চার. এ নীতিমালার বিস্তারিত ব্যাখ্যা : কিসে নামায ও ইবাদত নষ্ট হবে এবং পবিত্রতা ভঙ্গ হবে। এ বিষয়গুলো যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে এবং যা খবরে ওয়াহেদ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।[১৮]

মোট কথা, ইমাম গাযালীর উল্লিখিত বক্তব্যের সারকথা হলো এই যে, প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থী কোন কাজ হলে তা বিস্তারিত জানা যায় না, অথচ বিস্তারিত জানার দাবী রাখে এবং তা অনেকাংশে গোপন থাকা অসম্ভব। শরীয়ত ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি এমনভাবে প্রচার করেছে যা জানার ব্যাপারে সাধারণ-অসাধারণ সকলে সমভাবে অংশীদার। পারস্পরিক লেনদেনের নীতিমালা অত্যাবশ্যকীয় না হওয়া সত্ত্বেও আলেমদের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যদি এসব কিছু সঠিক হয়ে থাকে তাহলে মহিলাদের সতরের সীমার ব্যাপারে ও মুখমণ্ডল সতরের সীমা হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত হওয়া তা সকাল-বিকাল সর্বাবস্থায় তা বাস্তবায়ন করা ছাড়া কোন উপায় থাকতো না, এমন কি পুরুষদের সাথে বিভিন্ন অবস্থানেও নয়, অথচ তা দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানের বিষয়

www.pathagar.com

এবং তা জানার ব্যাপারে সাধারণ-অসাধারণ সবাই সমানভাবে অংশীদার। সেটা রসূল স. অথবা তাঁর পরবর্তী উত্তম যুগসমূহে হোক না কেন। পূর্ববর্তী ফকীহগণ (অল্প সংখ্যক ব্যতীত এটা ইজমা বা ইজমাসদৃশ) এ কথার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মহিলাদের হাত ও চেহারা ছাড়া সকল অঙ্গই সতর। এজন্য আমরা দৃঢ়তার সাথে বলবো যে, সতরের ব্যাপারে বিশ্বস্ত বর্ণনা হলো ঐ পরিমাণ ঢেকে রাখতে হবে যা সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণভাবে স্বীকৃত। এখানে বিচ্ছিন্ন কোন কথার মূল্য নেই, বিশেষভাবে এমন ক্ষেত্রে যেখানে দীনের অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। আর তা জানার ব্যাপারে সাধারণ-অসাধারণ সবাই সমানভাবে অংশীদার।

তৃতীয় নিদর্শন

চেহারা খোলা রাখা মানুষের স্বভাব

চেহারা খোলা রাখা মানুষের স্বভাবজাত নিয়ম। বিভিন্ন যুগে তা একটি সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার ছিল এবং স্বভাবজাত নিয়মের মতোই গ্রহণযোগ্য ছিল। যেমনভাবে বিভিন্ন নবীর যুগে এ অবস্থা ছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রসূল স.-এর হাদীসের মাধ্যমে আমরা এর উল্লেখ করেছি, 'ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করেছিলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যখন তিনি এমন একটি জনপদে উপস্থিত হলেন যেখানে কোন একজন বাদশাহ থাকতো। বাদশাহকে অবহিত করা হলো যে, ইবরাহীম আ. এমন একজন নারীসহ আগমন করেছেন, যিনি নারীদের মধ্যে সবচাইতে সুন্দরী ও সুশ্রী।' (বুখারী ও মুসলিম)[১৯]

নবীদের অনুসারীদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। এ দ্বারা আমরা নবীদের অনুসারীদের মধ্যে যারা দীনকে সংরক্ষণ করেন তাদের কথা বলতে চাচ্ছি। আধুনিক সভ্যতার বহু যুগ পূর্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অমুসলিম মহিলাগণ ওড়নার সাথে লম্বা পোশাক পরিধান করে আসছে। এ ধরনের পোশাক খৃস্টান সন্ন্যাসিনীরাও পরিধান করে আসছে। এ ধরনের পোশাক পরিধানের নিয়ম আরবে প্রাক-ইসলামী যুগে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের দ্বীনে ছিল। সাধারণভাবে মহিলারা সর্বদা কামিজ ও ওড়না পরিধান করতো। আবার কোন কোন মহিলা নিকাবও পরিধান করতো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কষ্টের সময় তারা তা খুলে ফেলতো।

ইসলামের আগমনের পর মুসলমানদের নিকট হিজরতের পূর্বে মক্কাতে অথবা হিজরতের পর মদীনাতে ওড়না পরিধানের নিয়ম ছিল, কিন্তু নিকাব ছিল না।

فعن الحارث بن الحارث الغامدى : قال

হারিস ইবনুল হারিস আল গামেদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনায় থাকা অবস্থায় আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ দল কারা? তিনি বললেন, এসব লোক একজন ধর্মত্যাগীর পাশে সমবেত হয়েছে। তিনি বললেন, আমরা যখন অবতরণ করলাম তখন

www.pathagar.com

দেখলাম রসূল স. লোকদেরকে আল্লাহর একত্ব ও তাঁর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানাচ্ছেন আর তারা তা প্রত্যাখ্যান করছে। বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে তারা রসূল স.-কে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কষ্ট দিতে থাকে এবং মানুষ তাঁর নিকট থেকে দূরে চলে যায়। এ সময় এক নারী ঘাড় ও বুকের কিয়দংশ খোলা অবস্থায় (কাঁদতে কাঁদতে) উপস্থিত হলো, তার হাতে একটি পাত্র (যার ভেতর পানি ছিল) এবং একটি রুমাল ছিল। সে পাত্রটি রসূল স. গ্রহণ করলেন এবং পানি পান করলেন। এরপর ওযু করে মাথা তুলে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে প্রিয় বেটি! তোমার বক্ষস্থল ঢাকো। তোমার পিতার ব্যাপারে শংকিত হয়ো না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ মহিলা কে? তারা বললো যে, সে রসূল স.-এর মেয়ে যয়নব।[২০]

"وعن انس رضى الله عنه قال (لما كان يوم احد ......)

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমি আয়েশা বিনতে আবু বকর ও উম্মে সুলাইমকে দেখেছি। তারা উভয়ে মশক ভরে পিঠে করে পানি এনে লোকদেরকে পান করাচ্ছিলেন।[২১]

وعن عطاء بن ابى رباع .... وقد مربنا .....

আতা ইবনে আবি রিবাহ থেকে বর্ণিত (তার হাদীস ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে)। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রা. আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন বেহেশতী নারী দেখাবো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ কৃষ্ণকায় মহিলাটি।[২২]

রসূল স.-এর স্ত্রীদের চেহারা খোলা রাখা সুন্নাত ছিল। শেষ পর্যন্ত হিজাবের নির্দেশ মুমিন নারীদের ছাড়া, বিশেষভাবে তাঁর স্ত্রীদের উদ্দেশে অবতীর্ণ হলো। তাই তাঁরা যখন ঘর থেকে বের হতেন, তখন মুখমণ্ডল ঢেকে বের হতেন। এ ব্যাপারে আয়েশা রা.-এর উক্তি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি বলেন, '... সে এলো এবং আমাকে দেখে চিনতে পারলো। সে আমাকে হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বেই দেখেছিল। আমি তার ইন্না লিল্লাহি... পড়া শুনে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। ইন্না লিল্লাহি... পড়লাম। সে আমাকে চিনতে পারলো, আমি চাদর দিয়ে আমার মুখমণ্ডল ঢেকে নিলাম।' (বুখারী ও মুসলিম)[২৩]

চতুর্থ নিদর্শন

দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদ চেহারা খোলা রাখতে বাধ্য করে

১. মুখমণ্ডল খোলা রাখা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও অবস্থা জানতে সহায়তা করে

কাফফাল বলেন, আয়াতের অর্থ (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) প্রচলিত অভ্যাসের কারণে মানুষকে যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ করতে হয়, যেমন মহিলাদের মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি, এগুলো ছাড়া অন্যগুলো ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোলা রাখার প্রয়োজন সেগুলো খোলা রাখার অবকাশ

www.pathagar.com

দেওয়া হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত সহজ ও সরল যে কারণে প্রয়োজনে হাতের কব্জি ও মুখমণ্ডল প্রকাশ করাতে কোন দোষ নেই। আর এ দু'টো অঙ্গ যে সতরের অংশ নয় সে ব্যাপারে সকলেই একমত।[২৪]

ফিকাহশাস্ত্রবিদদের নিয়ম যা আলেমগণ ফিকাহশাস্ত্রের মূলনীতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তার একটি হলো চাহিদা প্রয়োজনের সময় নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুমতি দেয়।[২৫]

ইবনে কুদামা র. বলেন, রসূল স. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নারীই হচ্ছে সতর।' (তিরমিযীর বর্ণনায় হাদীসটি হাসান ও সহী।) এ হাদীসটি নারীর সমস্ত দেহ আবৃত রাখার ব্যাপারে সাধারণ নির্দেশ দিয়েছে। শুধু প্রয়োজনে মুখমণ্ডল খোলা রাখা বৈধ করা হয়েছে। কাজেই মুখমণ্ডল ছাড়া সকল অঙ্গ হিজাবের অন্তর্ভুক্ত।[২৬]

আমাদের প্রশ্ন হলো, মুখমণ্ডল খোলা রাখার প্রয়োজন কি শুধু ইমাম ইবনে কুদামার যুগেই ছিল? আমাদের যুগে কি এর প্রয়োজন নেই? অথবা খোলা রাখার এই প্রয়োজনীয়তা কি সাধারণ মানুষের জন্য সকল যুগে সকল স্থানে সমানভাবে প্রযোজ্য? এ ব্যাপারে ফকীহগণ পারস্পরিক ওঠা-বসার সময় মহিলাদের মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বৈধ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। ইবনে কুদামার আল মুগনী গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে (তিনি হাম্বলীদের উল্লেখযোগ্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব)। সাক্ষ্যদাতাকে যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রযোজ্য তার চেহারার দিকে দৃষ্টি দেওয়া শর্ত করা হয়েছে, যাতে সাক্ষ্য দান কার্য তার চোখের সামনে সংঘটিত হয়। আহমদ বলেন, কোন মহিলার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করা ততক্ষণ ঠিক নয়, যতক্ষণ তাকে নিজ চোখে দেখে চেনা না যায়। আর কেউ যদি কোন নারীর সাথে ক্রয়-বিক্রয় অথবা ইজারার কাজ করে তখন অবশ্যই তার চেহারা দেখতে হবে যাতে তাকে নিজ চোখে দেখে চেনা যায় এবং নিশ্চিত হওয়া যায়।

ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত, তিনি যুবতীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের দেখা মাকরূহ মনে করেন, তবে বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে নয়। তিনি সম্ভবত মাকরূহ মনে করেছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য যাদের ফিতনায় পতিত হওয়ার আশংকা আছে কিংবা যাদের মেয়েদের সাথে ওঠা-বসার প্রয়োজন হয় বা প্রয়োজন পড়লেও যৌন আকর্ষণ অনুভব না করলে কোন অসুবিধা নেই।[২৭]

আমি বলবো, সাক্ষ্য এমন বিষয়ে চাওয়া হয় যা অতীতে সংঘটিত হয়েছে আর কেবল এজন্যই মুখমণ্ডল খোলা রাখা হয় না, বরং বলা যায়, মুখমণ্ডল সার্বক্ষণিকভাবে খোলা না থাকলে কিভাবে সাক্ষ্য গৃহীত হবে?

ইমাম নববীর (তিনি শাফেয়ী মাযহাবের একজন ব্যক্তিত্ব) আল মাজমু গ্রন্থে বলা হয়েছে, পুরুষ ও নারী উভয়েরই পারস্পরিক লেনদেনের সময় একে অপরের চেহারা দেখা জায়েয। কেননা চুক্তি করা ও ভঙ্গ করার সময় উভয়ের দেখার অধিকার রয়েছে এবং প্রয়োজনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় তাকে ভাল করে চেনার ও লেনদেনের সুবিধার্থে তা বৈধ।[২৮] পুনরায় উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজনেই মুখমণ্ডল

www.pathagar.com

খোলা রাখতে হয় এবং লেনদেনের সময় হাতের কব্জিও প্রকাশ করতে হয়। এগুলো সতরের মধ্যে পড়ে না।[২৯]

প্রশ্নাতীতভাবে এ কথা বলা যায় যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের একে অপরকে জানার প্রয়োজন হয়, সেটা শুধু কর্মক্ষেত্র, ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা ও সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। অনেক সময় মানুষের চেহারার চেয়ে তার অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অধিক জানার প্রয়োজন হয়ে থাকে, যেমন তার যৌবনকাল, মধ্যম বয়স ও বৃদ্ধকাল অথবা গায়ের রং সাদা, কালো, বাদামী, বিশেষ অবস্থা— হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, বিষণ্ন চেহারা অথবা মনের অবস্থা— তার অনুভূতি ও অন্তরে লুকানো আনন্দ, দুঃখ-বেদনা, রাগ-অনুরাগ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সিদ্ধান্ত, বীরত্ব, আনুগত্য– এসবই স্বাভাবিকভাবে তার চেহারায় ভেসে ওঠে। কোন কোন সময় মানুষ তার কাজকর্মের ক্ষেত্রে এর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। সেটা হয় কাজের ধরন, বিষয়বস্তু ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যাতে করে বক্তা তার সঙ্গী সম্পর্কে সঠিকভাবে বুঝতে পারে। এ পরিমাণ পরিস্থিতি বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে হতে বাধ্য। তা কখনো অত্যাবশ্যকীয় অতিরিক্ত অথবা সৌজন্যমূলক হয়ে থাকে।

২. চেহারা খোলা রাখার ফলে আত্মীয়-স্বজন ও রক্তের সম্পর্কীয়দের সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে

এতে করে যুবকগণ তাদের চাচাত, ফুফাত, মামাত ও খালাত বোনদেরকে চিনতে পারে। অন্যদিকে যুবতীগণও তাদের চাচাত, ফুফাত, মামাত, খালাত ভাইদের চিনতে পারে। এভাবে যুবকরা তাদের চাচী, মামী যুবতীরা তাদের ফুফা, খালু ও এ জাতীয় আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পারে। তেমনিভাবে পুরুষ তার শ্যালিকাকে চিনতে পারে। ভাবী তার দেবরকে চিনতে পারে। যদি মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা সাধারণ ব্যাপার হয়ে থাকে এবং মুহরিম পুরুষ ছাড়া বাকী সকলের থেকে পর্দা করতে হয়, তাহলে নিকটাত্মীয়দের সাথে কিভাবে প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হবে? কিভাবে অসুখের সময় একে অপরের সেবা-শুশ্রূষা করবে? একে অপরকে কিভাবে বিদায় দেবে অথবা একে অপরকে কিভাবে স্বাগত জানাবে? কিভাবে পুরুষরা তাদের বিবাহিতা চাচাত অথবা মামাত বোনদের স্বামীদের সাথে পরিচিতি লাভ করবে এবং কিভাবে তাদের সাথে ভাব বিনিময় করবে? যদি সে মামাত, চাচাত ও ফুফাত বোনদের সাথে দেখা-সাক্ষাত না করে, তাহলে কিভাবে তাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে? অথচ চাচাত বা মামাত বোনদের সাথে দেখা-সাক্ষাত হচ্ছে ভালোবাসা ও সম্পর্ক স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আল্লাহ কি এ ধরনের সম্পর্ক স্থাপন না করার কোন নির্দেশ দিয়েছেন? আল্লাহ সাধারণ মুমিন মহিলাদের উদ্দেশে বলেছেন, (ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ একথা বলেননি, তোমরা পর্দা কর, তবে স্বামী ও পিতা ব্যতীত। তবে এই পর্দার নির্দেশ রসূল স.-এর স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আমরা ইতিপূর্বে এ বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার,

www.pathagar.com

এ দৃষ্টান্ত আত্মীয় ও মুহরিমদের সাথে সুসম্পর্ক রাখার ব্যাপারে রসূল স.-এর নীতি ছিল।

চাচাত বোনদের সাথে

عن عائشة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صباعة ....

আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূল স. দুবা আতা বিনতে যুবায়ের রা.-এর (ইবনে আবদুল মুত্তালিব)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছে আছে কি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তবে আল্লাহর কসম! আমি খুবই অসুস্থ বোধ করছি। তখন নবী করিম স. তাঁকে বললেন, তুমি হজ্জের উদ্দেশে বেরিয়ে যাও এবং বলো, হে আল্লাহ! আমি আমার ইহরাম ঐখানেই শেষ করবো যেখান থেকে অসুস্থতার কারণে আর অগ্রসর হতে পারবো না। আর তিনি (দুবাআতা) ছিলেন মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রা.-এর স্ত্রী। (বুখারী ও মুসলিম)[৩০] দুবাআতা হচ্ছে রসূল স.-এর চাচা যুবায়ের রা.-এর মেয়ে।

وعن ام هانى قالت : لماكانت يوم الفتح ......

উম্মে হানী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন ফাতিমা রা. এসে রসূল স.-এর বাম পাশে বসলেন। আমি (উম্মে হানী) রসূল স.-এর ডান পাশে বসলাম। তারপর ওলিদা পানি ভরতি গ্লাস নিয়ে এসে রসূল স.-কে দিলেন । রসূল স. পানি পান করে আমাকে (উম্মে হানী) দিলেন। আমিও তা থেকে পানি পান করলাম। (হাকিম)[৩১] উম্মে হানী হচ্ছে রসূল স.-এর চাচা আবু তালেবের মেয়ে।

و عن ابن ابى حسين قال : كانت درة بنت ابى لهب عند الحارث ......

ইবনে আবি হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। দুররা বিনতে আবু লাহাব হারেস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নওফল রা.-এর স্ত্রী ছিলেন। তাঁর গর্ভ থেকে উকবা ওয়ালিদ ও আবু মুসলিম জন্মগ্রহণ করেন। তারপর সে মহিলা মদীনায় রসূল স.-এর নিকট এলেন। লোকেরা তাঁর পিতার সম্পর্কে অধিক সমালোচনা করায় তিনি রসূল স.-এর নিকট এসে বললেন, হে রসূলাল্লাহ! কাফেরদের ঔরসে আমি ছাড়া আর কেউ কি জন্ম নেয়নি? রসূল স. বললেন, এ আবার কি রকম কথা? মহিলা বললেন, মদীনাবাসীগণ আমার পিতার ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে। রসূল স. তখন তাঁকে বললেন, যখন যোহরের নামায পড়বে, তখন আমি যাতে তোমাকে দেখতে পাই এমন জায়গায় নামায পড়বে। তারপর নবী করিম স. যোহরের নামায পড়ে তাঁর দিকে তাকালেন। এরপর সকলের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদেরই কি শুধু বংশ আছে? আমার কি কোন বংশ নেই? তখন উমর রা. ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, কে আপনাকে রাগান্বিত করেছে, আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হোন! তারপর রসূলুল্লাহ স. বললেন, এ হলো আমার চাচার মেয়ে। উত্তম কথা ছাড়া তাকে কোন কিছু বলবে না। (তাবারী)[৩২] দুররা হচ্ছে নবী করিম স.-এর চাচা আবু লাহাবের কন্যা।

www.pathagar.com

চাচীর সাথে

উম্মে ফযল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. আমার ঘরে থাকা অবস্থায় একজন মরুবাসী প্রবেশ করে। সে বললো, হে আল্লাহর নবী, আমার একজন স্ত্রী ছিল। সে থাকা অবস্থায় আমি দ্বিতীয় বিবাহ করলাম। এতে আমার প্রথম স্ত্রীর ধারণা হলো, সে আমার নতুন স্ত্রীকে এক ঢোক বা দু'ঢোক দুধ পান করিয়েছে। তখন নবী স. বললেন, এক অথবা দুঢোক দুধ চুষলে বিবাহ করা হারাম হয় না। (মুসলিম)[৩৩] উম্মে ফযল রা. হচ্ছে, রসূল স.-এর চাচা আব্বাস রা.-এর স্ত্রী।

চাচাত ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে

عن جابر بن عبد الله قال : قال النبى صلى الله عليه .....

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. আসমা বিনতে উমাইস রা.-কে লক্ষ্য করে বলেন, আমার ভাতিজার কি হলো (জাফর ইবনে আবি তালিবের উদ্দেশে) যে তাকে জীর্ণ-শীর্ণ দেখছি, তারা কি ক্ষুধার্ত? তিনি বললেন, না। তবে দ্রুত নজর লেগে যায়। নবী স. বললেন, তাদের ঝাড়ফুঁক করাও। আসমা রা. নবী স.-এর সামনে তাদের পেশ করলেন। তিনি বললেন, আমি তাদেরকে ঝাড়ফুঁক করবো। (মুসলিম)[৩৪]

আসমা বিনতে উমাইস রা. হচ্ছে রসূল স.-এর চাচাত ভাই জাফর রা.-এর স্ত্রী।

স্ত্রীর বোনের সাথে

عن عائشة قالت : استاذنت هالة بنت خويلد اخت -

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজা রা.-এর বোন হালা বিনতে খুয়াইলিদ রা. একদিন রসূল স.-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য অনুমতি চাইলেন। দু'বোনের গলার স্বর ও অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গি একই রকম ছিল বলে নবী করিম স. খাদীজা রা.-এর অনুমতি চাওয়ার কথা মনে করে হতচকিত হয়ে ওঠেন। একটু পর হালা বিনতে খুয়াইলিদ রা.-কে চিনতে পেরে বলেন, হে আল্লাহ! এতো হালা (বিনতে খুয়াইলিদ)। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৫]

৩. মুখমণ্ডল খোলা রাখা নারীকে সামাজিক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে

বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে নারীদের দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজনীতা দেখা দেয়, অথচ মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা নারীদেরকে পুরুষদের থেকে দূরে থাকতে উৎসাহিত করে এবং এ দূরে থাকা নারীদেরকে পুরুষদের পাশাপাশি থেকে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে। নারীদের এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজের অন্যতম দিক হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে পুরুষদের কাজে সাহায্য করা। এছাড়া জ্ঞান ও কল্যাণের ক্ষেত্রে যেখানে পুরুষগণ নেতৃত্ব দিচ্ছে সেখানে অংশগ্রহণ করে নারী তার ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এভাবে নারীরা কারিগরি,

www.pathagar.com

সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করে সমাজকে উন্নত করতে পারে। এর উত্তম প্রমাণস্বরূপ আমরা রসূল স.-এর যুগে নারীদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের ঘটনাসমূহ নমুনা হিসেবে পেশ করবো যা পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে আমরা উপস্থাপন করেছি। যদি তাদের মুখমণ্ডল ঢাকা থাকতো, তাহলে তাদের পক্ষে পুরুষদের পাশাপাশি জীবনের নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট সকল ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন কারিগরি, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হতো না।

৪. চেহারা খোলা রাখা সামাজিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণে সাহায্য করে থাকে

সামাজিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ মুসলিম সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য। এটা ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার মতো একটি দায়িত্ব। এই পর্যবেক্ষণের ফলে কোন ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পারিবারিক সুখ্যাতির ভয়ে তার পদস্খলন থেকে রক্ষা করে। সামাজিক পর্যবেক্ষণ ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের কাজকে অনেকটা সহযোগিতা করে এবং ব্যক্তিকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করে। তখন নারী তার মুখমণ্ডল খোলা রাখবে তখন সে কোন সন্দেহমূলক স্থানে যেতে ভয় পাবে এই ভেবে যে, তার ভাই অথবা নিকটাত্মীয় কেউ তাকে দেখে ফেলবে। একইভাবে অপরিচিত কেউ তাকে দেখবে উক্ত ভয়ের কারণে তা থেকে সে বিরত থাকবে। আর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে যদি এমন স্থানে উপস্থিত হতে বাধ্য হয় এবং সেখানে যদি তার পরিচিত কেউ থাকে তাতে সে লজ্জিত হবে। আর মুখমণ্ডল যদি ঢাকা থাকে তাহলে এ সব সন্দেহমূলক স্থানে সে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করবে, বরং সে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করবে। কারণ তখন কেউ তাকে চিনতে পারবে না।

৫. মুখমণ্ডল খোলা রাখা সামাজিক নিরাপত্তাকে সাহায্য করে

চেহারা ঢেকে রাখা নারীর ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে লুকিয়ে রাখার নামান্তর, বিশেষভাবে আমাদের বৃহত্তর আধুনিক সমাজে যেখানে মানুষের সাথে মানুষের প্রতিনিয়ত দেখা-সাক্ষাত ঘটে, অথচ একে অপরকে চেনে না। তাছাড়া সমাজে যেখানে নারীরা অফিস-আদালতের কাজে অথবা ঘরের প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে বের হয়, অথচ সমাজে নারী-ব্যক্তিত্বকে গোপন রাখার ফলে সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যেমন- দুষ্ট লোকেরা নারীর পোশাক পরে নারীদের নির্ধারিত স্থানে আনাগোনা করতে পারে, এমন কি তার ব্যক্তিত্ব আবৃত ও ঢাকা থাকার ফলে অন্যায়কারী ব্যক্তিদেরকে সমাজের লোকেরা চিনতে পারবে না। ফলে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহ্বান করলে কেউ সাক্ষ্য দেবে না, অথচ অন্যায় সংঘটিত হওয়ার সময় তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল।

মুখমণ্ডল নিকাবাবৃত রেখে দু'চোখের দৃষ্টি উন্মুক্ত রাখার ফলে এ ক্ষুদ্র সামাজিক পরিসরে (যেমন গ্রামীণ সমাজ) সামাজিক পর্যবেক্ষণ ও সামাজিক নিরাপত্তায় কোন বিঘ্ন ঘটায় না, বরং এর ফলে একে অপরকে চিনতে কষ্ট হয় না, মনে হয় তারা যেন এক

www.pathagar.com

পরিবারের লোক এবং অপরকে তাদের মাঝে অধিকতর আত্মীয়তা, অবংশীয় ও বংশীয় সম্পর্ক বিদ্যমান! ফলে এমন পরিবেশে নিকাব শুধু এক ধরনের পোশাক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, যা দ্বারা সৌন্দর্য লাভ করা যায়। এ অবস্থায় মহিলাগণ নির্বিঘ্নে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে।

৬. মুখমণ্ডল খোলা রাখার প্রচলন ফিতনার তীব্রতা হ্রাস করে

এটা সর্বজনবিদিত যে, কোন জিনিসের প্রচলন মানুষের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ব্যাপারে ক্ষীণ ভূমিকা পালন করে। কাজেই যখন মুসলমানগণ মহিলাদেরকে মুখ খোলা অবস্থায় দেখতে অভ্যস্ত হবে, তখন তাদের দ্বারা ফিতনার আশঙ্কা অনেকাংশে হ্রাস পাবে; তবে এটা ঠিক যে, সার্বক্ষণিক আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ফিতনার তীব্রতা হ্রাস করা।

আর মুসলমানরা যদি নারীর চেহারা ঢাকা অবস্থায় দেখতে অভ্যস্ত হয় এবং কোনক্রমে যদি হঠাৎ নারীর মুখমণ্ডল দেখে ফেলে, তাহলে ঐ ব্যক্তির চেয়ে তার ফিতনায় পতিত হওয়ার ভয় অধিক থাকবে যে নারীদেরকে সব সময় মুখ খোলা অবস্থায় দেখে অভ্যস্ত। এ অর্থে ইবনে বাদিস র. বলেন, বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যারা শহুরে অথবা গ্রাম্য নয় অর্থাৎ মরুবাসী। তারা নারীদের মুখ খোলা অবস্থায় দেখে অভ্যস্ত, সে কারণে প্রয়োজন ছাড়া তারা তাদের দিকে খুব একটা তাকায় না। কাজেই তারা চক্ষু সংযত রাখা ও বারবার তাকানোর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তাদের নারীদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। আর মুসলমানদের মাঝে এমন অনেক লোক আছে যাদের অধিকাংশই শহরে বা গ্রামে বসবাস করে। তারা নারীদের মুখ ঢেকে রাখায় অভ্যস্ত বিধায় কোন নারীর মুখ খোলা অবস্থায় থাকলে তার দিকে বারবার তাকায়।[৩৬]

আমরা বলবো, যে সমস্ত মুসলিম সমাজ নারীদের চেহারা ঢেকে রাখা অবস্থায় দেখে অভ্যস্ত তাদের উচিত কল্যাণের কথা বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে নারীদের চেহারা খোলা রাখার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং কিছুকাল পর্যন্ত সংযম প্রদর্শন করা যাতে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছে যে, নারীরা তাদের চেহারা খোলা রেখে বের হবে, অথচ কেউ তাদের দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকাবে না।

৭. চেহারা খোলা নারীকে লজ্জাবতী হতে ও দৃষ্টি অবনত করতে সাহায্য করে

চোখসহ মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা অনেক ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাতে উৎসাহিত করে, বিশেষভাবে তার দুর্বলতার সময় সে মনে করতে পারে তাকে কেউ দেখছে না। এ অবস্থায় সে স্থির দৃষ্টিতে কোন পুরুষের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির কোন পথ নেই যতক্ষণ না সে তাকওয়া ও পবিত্রতার সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে যায়। কিন্তু চেহারা ও চোখ খোলা থাকলে তা তাকে পুরুষের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত রাখে এবং তার মধ্যে লজ্জার ভাব সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

৮. চেহারা খোলা রাখা মানসিক সুস্থতাকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে

চেহারা খোলা রাখার সাথে মানুষ দুর্বল অথবা শক্তিশালী যাই হোক না কেন, বিপরীত লিঙ্গের সাথে যৌন আকর্ষণের সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ স্বভাবগত আকর্ষণ যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তা স্বভাবগত অবস্থানে পরিচালিত হয় এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ ধরনের আকর্ষণ থেকে কোন ব্যক্তিই দূরে থাকতে পারে না। তবে কোন দৃঢ় নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি আত্মসংযমের মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে, কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য। নারীদের মুখমণ্ডল খোলা থাকলে এরা ছোট ছোট গোনাহে পতিত হয় এবং কোন সময় বিষয়টি অশ্লীলতা পর্যন্ত পৌছে যায়। তবে তা সর্বদা ফিতরাতের মধ্যে অবস্থান করে। কিন্তু মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা অবস্থায় তাদের জন্য বিপরীত লিঙ্গের প্রতি তাকানোর সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। আর সে কারণে তারা সম্ভবত সমলিঙ্গের দিকে ধাবিত হয়। যেহেতু এখানে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই অগ্রসর হওয়ার সমস্ত পথ খোলা থাকে। এটা বর্তমান ও সকল যুগে পরিলক্ষিত। আমি নিজেই এ ধরনের অনেক প্রমাণ পেয়েছি। আমি সমাজের দু'শ্রেণীর লোকের সাথেই মিশেছি।

এক. যে সমাজে নারীরা মুখমণ্ডল খোলা রাখে এবং কিছুটা সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, সে সমাজে যুবকদের অল্প সংখ্যকই সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

দুই. এমন সমাজ যেখানে নারীরা মুখমণ্ডল ঢেকে রাখে এবং পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে, এ সমাজে অধিক সংখ্যক যুবক সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এটা আমাদের সময়েও পরিলক্ষিত হয়েছে। আমরা নিজ চোখেও এরূপ দেখেছি।

আমাদের পূর্ববর্তী যুগেও এ ধরনের পথভ্রষ্টতার প্রতি ইংগিত করা যায়। এটাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক সমলিঙ্গের সাহচর্যপ্রীতি বলে আখ্যায়িত করা হতো। এর কিছু অংশ ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া থেকে এখানে উল্লেখ করছি, যে সম্পর্কে তিনি সাবধান ও নিষেধ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, এটা প্রকাশ্যভাবে সমাজে এক পর্যায়ে বিরাজমান ছিল এবং এ ধরনের খারাপ কাজে কোন কোন সূফীও লিপ্ত হয়েছেন। (আল ইয়াযু বিল্লাহ)।

ফকীর-দরবেশের সাথে যুবকদের সাহচর্য সম্পর্কে যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাথে মেলামেশা, বিশেষভাবে তাদের কারো সাথে যারা এমন কাজ করে থাকে, যেমন তারা সুশ্রী অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাথে নির্জনে মিশে থাকে, পুরুষদের সাথে রাত্রি যাপন করে ইত্যাদি। এটা মুসলমান, ইয়াহুদী, খৃস্টান ও অন্যদের নিকট নিকৃষ্ট ও অশ্লীল কাজ। যদি উল্লিখিত অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাথে সাহচর্য হারাম কাজ মুক্তও হয়, তবু যেহেতু এটা সন্দেহজনক ও হারামের কারণ, তাই আল্লাহর পথের অনুসারীগণ এ কাজ থেকে সাবধান করেছেন! এ বিষয়ে ফাতহুল মূসিলী বলেছেন, আমি ত্রিশজন আবদালকে দেখেছি তারা প্রত্যেকে এ ধরনের কাজের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে

www.pathagar.com

বলেছেন। মা'রূফ কারখী র. বলেন, তারা এ থেকে নিষেধ করেছেন। কোন একজন তাবেয়ী বলেন, আমি একজন (উঁচু পর্যায়ের সূফী) দরবেশকে যুবকের সাথে বসাকে হিংস্র প্রাণীর নিকট বসা থেকে অধিকতর ভীতিজনক মনে করি।

সূফীয়ান আস সাওরী র. ও বশর হাফী র. বলেন, নারীর সাথে একজন শয়তান থাকে আর যুবকদের সাথে দু'টি শয়তান থাকে।[৩৭]

ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে এমন কিছু লোক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যারা বালকদের সাথে মেলামেশা করে এবং কেউ তাদেরকে চুমু খায়, এক সাথে শয়ন করে এবং দাবী করে যে, তারা আল্লাহর উদ্দেশেই তাদেরকে সাহচর্য দান করে। তারা এটাকে কোন গোনাহ বা দূষণীয় মনে করে না। তারা বলে আমরা তাদের সাথে অশ্লীল কথা ব্যতীত মিশে থাকি। উক্ত বালকদের পিতা, চাচা ও ভাই তা জানে কিন্তু নিষেধ করে না। এদের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান কি? মুসলিম পুরুষদের জন্য কি এ অবস্থায় তাদের সাথে ওঠা-বসা করা উচিত? উত্তরে তিনি বলেন, সব প্রশংসা আল্লাহর, অপ্রাপ্তবয়স্ক সুশ্রী বালক অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরিচিত নারীর সমতুল্য। যৌন আকর্ষণ নিয়ে তাকে চুমু খাওয়া বৈধ নয়, একমাত্র পিতা ও ভাই চুমু দেবে যাদের নিকট সে নিরাপদ। সকলের ঐকমত্য, এভাবে তাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হারাম। তবে প্রয়োজনে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে, সন্দেহজনক স্থলে নয়। যেমন তাদের সাথে ওঠা-বসা, সঙ্গ দেওয়া ইত্যাদি।[৩৭ক]

নবী করিম স. থেকে বর্ণিত, লূত জাতির কাজের ন্যায় এমন কাউকে পাওয়া গেলে, যে এই কাজ করেছে এবং যার সাথে করেছে, উভয়কে হত্যা কর।[৩৮,৩৯]

সাহাবীগণ উভয়কে হত্যা করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা হত্যার ধরনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাদের কেউ বলেন, প্রস্তরাঘাত করা হোক। কেউ বলেন, গ্রামের উঁচু দেয়ালের ওপর থেকে বারবার পাথর নিক্ষেপ করা হোক, কেউ বলেন, আগুনে পুড়িয়ে মারা হোক, যে কারণে অধিকাংশ সাহাবী ও ফকীহগণের মতে বিবাহিতদের মত রজম করা হোক। তারা বিবাহিত, অবিবাহিত, স্বাধীন অথবা ক্রীতদাস অথবা পরস্পর মালিক, ক্রীতদাস যাই হোক না কেন।[৪০]

আমি বলবো, অধিকাংশ মাযহাবের মতে অবিবাহিত অথবা বিবাহিতকে রজম করা। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, কোন নারীর সাথে যিনায় লিপ্ত হওয়া কোন বালকের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার তুলনায় সহজ গোনাহ। কেননা অবিবাহিতের যিনার শাস্তি হলো ১০০ বেত্রাঘাত, তাদেরকে রজম করা হয় না।

পঞ্চম নিদর্শন

মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা কঠিন এবং খোলা রাখা সহজ

আল্লাহ বলেন, وما جعل عليكم فى الدين من حرج 'তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি'।

www.pathagar.com

আলেমগণ ফিকাহর যে নিয়ম উল্লেখ করেছেন, المشقة تجلب التيسير। তা কষ্টকর বিষয়। ইবনে কুদামা রা. তাঁর গ্রন্থ মুগনীতে উল্লেখ করেন, আমাদের কেউ কেউ বলেন, নারীর সমস্ত দেহই সতর। এ সম্পর্কে রসূল স. থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, নারীর সকল অঙ্গই সতর কিন্তু তা থেকে মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি খোলা রাখার অবকাশ দিয়েছেন। কেননা, এ দু'টো ঢেকে রাখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।[৪১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, উল্লিখিত অংশ নামাযে ঢেকে রাখা বড় ধরনের অসুবিধা।[৪২] এর উদ্দেশ্য মুখমণ্ডল ও হাত ঢেকে রাখাকে বুঝিয়েছেন। এতে অনুমান করা যায় যে, নামাযের বাইরে এ দু'টি অঙ্গ ঢেকে রাখা তার চেয়েও বড় অসুবিধা।

নিম্নে কষ্টকর ও অসুবিধাজনক কিছু অবস্থা তুলে ধরা হলো

মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা তার কাজের অনুভূতিকে সংকুচিত করে ফেলে। এটা মহিলাদের জন্য কঠিন। কিন্তু মুখমণ্ডল খোলা রাখার দরুন কাজের ক্ষেত্রে তার ইন্দ্রিয়সমূহ অধিক ফলদায়ক হয়। সে পূর্ণ শক্তি দিয়ে আল্লাহর দেয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে কাজে লাগাতে পারে। আর এসব ইন্দ্রিয় হলো দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, খাওয়ার স্বাদ ও পানাহার। এটা তার শ্বাস-প্রশ্বাস, কথাবার্তা ও কাজের দিক থেকে সহজতর হওয়ার দিক। কুরতুবী মহিলাদের মুখমণ্ডলের ব্যাপারে ঠিকই বলেছেন। মুখমণ্ডলে অনেক উপকারিতা ও জ্ঞানের পথ রয়েছে।[৪৩]

উষ্ণ অঞ্চলসমূহে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টকে লাঘব করে। ফলে মহিলারা তাদের মুখমণ্ডলকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখার মাধ্যমে চেহারাকে অধিক ভারি বানায় না, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে। এটা জানা কথা যে, মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশ উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত।

www.pathagar.com

চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[সহী আল বুখারী থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশগুলো কায়রোর মোস্তফা আল হালাবী ছাপাখানায় মুদ্রিত সহী আল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত। সহী মুসলিম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশ ও পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুল থেকে মুদ্রিত ইমাম মুসলিমের আল জামেউস সহী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।]

১. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তি যে ধরনের পোশাক পরিধান করতে পারবে না, ৪ খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

২. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা নূর, অনুচ্ছেদ : لولا اذ سمعتوه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ১০খণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ইফকের হাদীস, ৮ খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা।

৩. সহী সুনানে আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারী তার সৌন্দর্যের কতটুকু প্রকাশ করতে পারবে, ৩৪৫৮ নং হাদীস। নাসিরুদ্দীন আলবানী হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা গ্রন্থে এ হাদীসের সনদ পরীক্ষা করেছেন, ২৪, ২৫ পৃষ্ঠা।

৩ক. ইবনে কুদামার মুগনী, ১ খণ্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা। ইমাম প্রকাশনী মিসর থেকে প্রকাশিত। ড. মুহাম্মদ খলীল হারাসের পরীক্ষণে।

৩খ. ইবনে কুদামার মুগনী, ৭ খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা।

৩গ. ইবনে কুদামার মুগনী, ৮ খণ্ড, ১২২, ১২৫ পৃষ্ঠা। ইবনে কুদামা, আল কাফী, ৩ খণ্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা।

৩ঘ. ইবনে কুদামা, শরহুল কবীর, (ইনি মুগনীর লেখক ইবনে কুদামা নন) ১ খণ্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা।

৪. জামেউল ফাতওয়া, ১৫ খণ্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা।

৫. এ হাদীসটির উল্লেখ রয়েছে, টীকা নং ৩।

৬. সহী বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : হাদীসুল ইফক, ৮ খণ্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ইফকের ঘটনা ও অভিযোগকারীর তওবা কবুল হওয়া, ৮ খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা।

৭, ৮. সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কোন অপরিচিতা নারী দেখে যে ব্যক্তির অন্তরে কামনার উদ্রেক হয়, তখন তার স্ত্রী অথবা তার দাসীর নিকট ফিরে আসার ইচ্ছে পোষণ করা মুস্তাহাব, ৪ খণ্ড, ১২৯, ১৩০ পৃষ্ঠা।

৯. শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানী, ইমাম আহমদ দু'ভাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন— একটি সহী ও অন্যটি হাসান। দেখুন হিজাবুল মারআতিল মুসলিমা, ৩২ পৃষ্ঠা।

১০. সহী বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : حدثني عبد الله بن محمد الجعفي ৮ খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করা, ৪ খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

১১. সহী বুখারী, কিতাবুল মারদা, অনুচ্ছেদ : মৃগী রোগীর ফযীলত, ১২ খণ্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা।

১২. সহী বুখারী, কিতাবুল মারদা, অনুচ্ছেদ : মৃগী রোগীর ফযীলত, ১২ খণ্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াসসিলা ওয়াল আদব, অনুচ্ছেদ : রোগ চিন্তায় মুমিন যে কষ্ট পায় তার বিনিময়ে পুরস্কার পাবে, ৮ খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

১৩. সহী সুনানে তিরমিযী, পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পশমের কাপড় পরিধান সম্পর্কে, ১৪১০ নং হাদীস। দেখুন, সহী আল জামেউস সগীর : ৩১৯০ নং হাদীস।

১৪ক. কিতাবুল গোয়ায়ী, ২ খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

১৪খ. পূর্বোক্ত, ২ খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

১৫. ইবনে তাইমিয়া, মাজমুয়া ফাতওয়া : ২৬ খণ্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা।

১৬. বেদায়াতুল মুজতাহিদ : ২২ খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

১৭. বেদায়াতুল মুজতাহিদ : ২ খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

১৮. আল-মুসতাসফা : ১ খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা। চতুর্থ অধ্যায় বর্ণনাকারীর সনদ ও গ্রহণ পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষের প্রয়োজনে খবরে ওয়াহেদের ওপর আমল করা যায়। (প্রথম সংস্করণ, প্রকাশ করেছে, আমরীয় প্রকাশনী বওলাক, মিসর, ১৩২২ হি:)।

১৯. সহী বুখারী কিতাবুল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : হরবীর নিকট থেকে ক্রীতদাস খরিদ করে তা দান ও আযাদ করে দেওয়ার বর্ণনা, ৫ খণ্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, অনুচ্ছেদ : ইবরাহীম খলীল আ.-এর ফযীলত, ৭ খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা।

২০. নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর গ্রন্থ حجاب المرأة المسلمة -তে উল্লেখ করেছেন, ৩৬ পৃষ্ঠা। তিনি বলেন, তাবারানী المعجم الكبير গ্রন্থে বলেছেন এবং ইবনে আসাকির তারিখে দামেশ্‌কে উল্লেখ করেছেন আবার কিছু অতিরিক্তও বলেছেন। বুখারী আবু যার তার হাওয়ালায় ইতিহাসে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি হাসান সহী।

২১. সহী বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : اذهمت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما ৮ খণ্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পুরুষদের সাথে নারীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ, ৫ খণ্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

২২. সহী বুখারী, কিতাবুল মারদা, মৃগী রোগীর ফযিলতের বর্ণনা, ১২ খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।

২৩. দেখুন, টীকা নং ২।

২৪. দেখুন, ফখরুদ্দীন রাযীর তাফসীরুল কবীর : আল্লাহর বাণী لايبدين زينتهن الا ما ظهر منها ২৩ খণ্ড, ২০৫, ২০৬ পৃষ্ঠা।

২৫. দেখুন, ৩২ নম্বর নিয়ম। ফকীহ নিয়মে শরহে মাজল্লাহতুল আহকাম আল মাদানী, ৫৯ পৃষ্ঠা।

২৬. মুগনীর টীকার ওপর লেখা শরহে কবির : ১ খণ্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা। (দেখুন- কিতাবুল মুগনী ও শরহে কবির)।

২৭. মুগনী : ৭ খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

২৮. আল মাজমু শরহে মুহাযযাব : ১৬ খণ্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

২৯. আল মাজমু শরহে মুহাযযাব : ৩ খণ্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা।

৩০. সহী বুখারী নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : (স্বামী-স্ত্রীর) একই দ্বীনভুক্ত হওয়া, ১১ খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায় অনুচ্ছেদ : অসুস্থতা ও অন্যান্য অসুবিধায় মুহরিমের সাথে হজ্জ পালন জায়েয, ৪ খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

৩১. মিশকাতুল মাসাবীহ ২ : আলবানীর পরীক্ষণকৃত ২০৭৯ নম্বর হাদীস, ১ খণ্ড, ৬৪২ পৃষ্ঠা। তিনি বলেন, এর সনদ উত্তম।

www.pathagar.com

৩২. মাজমুয়া আয যাওয়ায়েদ, মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দুররা বিনতে আবু লাহাবের মর্যাদা, হাফেজ হাইছামী বলেন, তাবারানী তা বর্ণনা করেছেন এবং তা মুরসাল ও তার বর্ণনাকারীর বর্ণনা সহী।

৩৩. সহী মুসলিম, রেযায়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : একবার দু'বার দুধ চুষে পান করা, ৪ খণ্ড, ১৬৬, ১৬৭ পৃষ্ঠা।

৩৪. সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ফুঁক দেওয়া, চোখ ওঠা, পিপীলিকা, সাপের কামড় ও বদ দৃষ্টির ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক দেওয়া বৈধ, ৭ খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

৩৫. সহী বুখারী, কিতাবুল ফাযায়েলে আনসার, অনুচ্ছেদ : খাদীজার সাথে রসূল স.-এর বিবাহ, ৮ খণ্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েলুস সাহাবা, অনুচ্ছেদ : উম্মুল মুমিনীন হিসেবে খাদীজার মর্যাদা, ৭ খণ্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

৩৬. ইবনে বাদীস, তার জীবনী ও কর্ম, ২ খণ্ড, ২০৬, ২০৭ পৃষ্ঠা।

৩৭. ইবনে তাইমিয়া, মাজমুয়া ফাতওয়া : ৩২ খণ্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা।

৩৮, ৩৯. সহী জামে সগীর : ৬৫৮০ নং হাদীস।

৪০. ইবনে তাইমিয়ার মাজমুয়া ফাতওয়া : ১১ খণ্ড, ৫৪৩ পৃষ্ঠা।

৪১. মুগনী : ১ খণ্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা।

৪২. মাজমুয়া ফাতওয়া : ২২ খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।

৪৩. তাফসীরে কুরতুবী, সূরা নূর, আয়াত ৩১, ১২ খণ্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

নারীর চেহারা খোলা রাখার বৈধতার ক্ষেত্রে অতীতের ফকীহদের ঐকমত্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নারীর চেহারা খোলা রাখার বৈধতার ক্ষেত্রে অতীতের ফকীহদের ঐকমত্য

প্রথমত : বিভিন্ন মাযহাবের কিতাবগুলো থেকে উল্লেখ করা হলো

হানাফী মাযহাব

সারাখসীর আল মাবসুত গ্রন্থে (৪৯০ হি.) রয়েছে, নারীর মাথা সতরের অংশ। রসূল স. বলেন, ওড়না ছাড়া বালেগা মেয়ের নামায আল্লাহ্ গ্রহণ করবেন না।[১]

আল মাবসুত গ্রন্থে আরো আছে, সকলের ঐকমত্যে ইহরাম পরিহিতা নারী তার চেহারা ঢেকে রাখবে না, তবে মাথা ঢেকে রাখা সতর। কেননা মাথা খোলা রাখলে ফিতনার ভয় থাকে এবং ইবাদতের সময় মাথা বেশি পরিমাণ ঢেকে রাখার নির্দেশও রয়েছে, যেভাবে নামাযে ঢেকে রাখা হয়। যে কারণে সে সেলাই করা কাপড় ও মোজা পরে, সেই একই কারণে সে তার মাথা ঢেকে রাখবে। কিন্তু চেহারা ঢেকে রাখবে না।[২]

আল মারগীনানীর (৫৯৩ হিঃ) আল হিদায়া গ্রন্থে রয়েছে, রসূল স.-এর কথা অনুযায়ী স্বাধীন মহিলার চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া বাকি সবটুকুই সতরের অংশ। নারীর সব কিছু সতর, তবে আপনা-আপনি প্রকাশিত হওয়ার কারণে দু'টো অঙ্গ বাদ রাখা হয়েছে।[৩]

পুনরায় হিদায়া গ্রন্থে এসেছে, চেহারা খোলা রাখার দরুন ফিতনার ভয় থাকা সত্ত্বেও ইহরাম পরিহিতা নারী চেহারা আবৃত রাখবে না।[৪]

আল বাবরতী (৭৮৬ হি.) প্রণীত আল হিদায়ার শরাহ্ গ্রন্থ 'আল ইনায়াতে' উল্লিখিত আছে, পা সতরের অংশ নয়। কেননা খালি পা অথবা জুতা পরিহিতা উভয় অবস্থাতেই আপনাতেই পা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।[৫]

কামাল ইবনে হুমাম (৬৮১ হি.) ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, মাথা ঢেকে রাখার ব্যাপারে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান অর্থাৎ ইহরামের সময় পুরুষ মাথা খোলা রাখবে আর নারী চেহারা খোলা রাখবে।[৬]

মালেকী মাযহাব

ইমাম মালেক র.-এর (মৃ. ১৭৯ হি.) মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ইমাম মালেককে প্রশ্ন করা হয় : নারীরা কি মুহরিম ছাড়া অন্য লোকদের অথবা তাদের দাসদের সাথে একত্রে আহার করতে পারে? তিনি উত্তর দেন, যদি মহিলাদের সাথে পুরুষদের খাওয়ার প্রচলন থাকে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই অর্থাৎ যদি তাদের পরস্পরের মধ্যে পরিচিতি থাকে। ইমাম মালেক র. বলেন, নারী তার স্বামীর সাথে এবং ঐ সমস্ত লোক যাদের সাথে একত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা স্বামী করে থাকে, তাদের সাথে খেতে পারে।[৭]

www.pathagar.com

মুয়াত্তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ আল মুনতাকার গ্রন্থকার আবুল ওয়ালীদ আল বাজী (মৃ. ৪৭৪ হি.) বলেন, মহিলারা স্বামী ও স্বামীর আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সাথে কোন কোন সময় একত্রে খেতো। এতে প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের চেহারা ও হাতের কব্জির প্রতি পুরুষের দৃষ্টি দেওয়া জায়েয। কেননা খাওয়ার সময় স্বভাবতই তা প্রকাশ হওয়ার কথা। এ সম্পর্কে অনেকের মতভেদ রয়েছে। এর মূলে হলো আল্লাহর বাণী,

"ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها"

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, সাজসজ্জা দু'ভাগে বিভক্ত: ১. প্রকাশ্য আর তা হলো পোশাক। সাঈদ ইবনে যুবায়ের আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, স্বতঃই যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে অর্থ চেহারা ও কব্জিদ্বয়। এটা আতার মত। ইবনে বুকাইর বলেন, এটা মালেকেরও মত।[৮]

আত তাজ আল ইকলীল গ্রন্থের প্রণেতা আবুল কাসেম আল আবদারী মালেকের কথার পর্যালোচনা করে বলেন, খাওয়ার অবস্থা ব্যতিরেকেই অপরিচিত লোকদের সামনে চেহারা ও হাত প্রকাশ করা জায়েয।[৯]

পুনরায় মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, মালেক থেকে বর্ণিত, তিনি জ্ঞানীদের বলতে শুনেছেন, যখন কোন মহিলা মারা যায় আর তাকে গোসল দেওয়ার মত কেউ না থাকে এবং তার নিজের পক্ষ থেকে বা স্বামীর পক্ষ থেকে যদি কোন মুহরিম পাওয়া না যায়, তখন তার চেহারা ও হাতের কব্জিতে তায়াম্মুম করে তাকে দাফন করবে।[১০]

ইবনে রুশদ (মৃ. ৫৯৫ হি.)-এর (তিনি মালেকী মাযহাবের লোক ছিলেন) বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে তায়াম্মুমের কথা উল্লেখ আছে। তিনি নারী-পুরুষ উভয়েরই তায়াম্মুমের স্থানের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলেছেন; তবে মৃত্যুর পরে মহিলার শুধু হাত ও চেহারায় তায়াম্মুম করতে হবে। কেননা এটা সতরের অংশ নয়।[১১]

আল মুদাওয়ানা গ্রন্থে উল্লেখ আছে : মালেক বলেন, নামাযের সময় নারীর চুল অথবা বুক অথবা পায়ের উপরিভাগ অথবা পায়ের পৃষ্ঠদেশ ও গোছা খুলে গেলে ওয়াক্ত থাকাকালীন পুনরায় নামায আদায় করে নেবে।[১২]

ইমাম মালেক র. নারীদের যে সমস্ত অঙ্গ নামাযে খুলে গেলে নামায পুনরায় পড়ার কথা বলেছেন, সেখানে তিনি চেহারার কথা উল্লেখ করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, চেহারা খোলা রাখা জায়েয ছিল। কেননা এটা সতরের অংশ নয়।

মুয়াত্তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ আল মুনতাকায় উল্লেখ আছে : স্বাধীন মহিলার চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া শরীরের সবটুকুই সতর। হানাফীগণ আল্লাহর এই বাণী : 'স্বতঃই যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাছাড়া আর কোন সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না' এটাকে দলিল হিসেবে পেশ করে বলেন, মহিলাদের যা প্রকাশিত হতে পারবে তা হলো তার চেহারা ও দু'হাত। এটা অধিকাংশ তাফসীরকারের মত। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ অঙ্গগুলো ইহরাম অবস্থায় খোলা রাখা ওয়াজিব। এটা পুরুষের মতো সতর হিসেবে গণ্য নয়।[১৩]

www.pathagar.com

ইবনে আবদুল বার (মৃ. ৪৬৬ হি.) তার গ্রন্থ কাফীতে উল্লেখ করেন, স্বাধীন নারীদের চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সব কিছু ঢেকে রাখবে এবং ইহরাম বাঁধা অবস্থায় হজ্জে ও উমরাতে এগুলো ছাড়া সবই সতর।[১৪]

ইবনে আবদুল বার তার তামহীদ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, মহিলাদের হাতের কব্জি ও চেহারা ছাড়া বাকি সারা শরীর নামাযে খোলা রাখা জায়েয নয়— এরই ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, এই দু'টি অংগ ছাড়া বাকি সবই সতর।[১৫]

পুনরায় এসেছে হাতের কব্জি ও চেহারা ছাড়া মহিলাদের সমস্ত অঙ্গ সতর। এ ব্যাপারে সকলে একমত।[১৬]

রসূল স.-এর এতেকাফের অবস্থায় আয়েশা রা. চুল আঁচড়িয়ে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের দু'হাত সতরের অংশ নয়। যদি সতরের অংশ হতো তাহলে আয়েশা রা. রসূল স.-এর এতেকাফের সময় তা প্রকাশ করতেন না। এতে আবারো প্রমাণিত হয় যে, ইহরাম অবস্থায় মোজা পরা নিষিদ্ধ এবং চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ ঢেকে রাখা ও নামাযে হাতের কব্জি ও চেহারা খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এই অংশ সতর নয়, এটাই আমাদের নিকট সঠিক মত।[১৭]

আমরা বলবো মহিলাদের সতরের ক্ষেত্রে ইমাম মালেকের মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সহী হাদীসের ওপর ভিত্তি ছাড়াও মদীনাবাসীদের আমলের ওপরও নির্ভর করা যায়।

মদীনাবাসীদের আমলের ওপর নির্ভর করে ইবনে রুশদ বলেন, আমার সন্দেহ এই যে, [এর উদ্দেশ্য শরীয়তের দলিলের ভিত্তিতে আমল করতে হবে] এটা عموم البلوى তথা সর্বসাধারণের প্রয়োজন। এর সাথে ইমাম আবু হানীফাও একমত।[১৮]

এ ধরনের প্রচলন পুনঃপুনঃ হওয়া এবং এর কারণ রহিত না হয়ে পুনরাবৃত্তি ঘটা বৈধ নয়। ইমাম আবু হানিফা মদীনাবাসীদের আমলকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যারা পূর্ববর্তীদের পরেই হাদীসের ওপর বেশি আমল করেছেন, এটা সাধারণ মতের চেয়ে বেশি শক্তিশালী যা আবু হানীফা গ্রহণ করেছেন। কেননা মদীনাবাসীগণ অধিক গ্রহণযোগ্য। তাদের পাশ কাটিয়ে অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়া যায় না, এ কারণে বর্ণনার ক্ষেত্রে আবু হানিফা তাদের মত গ্রহণ করেছেন। মোট কথা, কোন আমল নিঃশব্দে যখন তার কোন দলিলের সাথে সম্পৃক্ত হয়, আর সে কাজটি যদি সপক্ষে হয় তাহলে তা সে ধারণাকে প্রাধান্য দেয়, আর যদি তা বিপক্ষে হয় তাহলে সে ধারণাকে দুর্বল করে দেয়। এখন দেখতে হবে যোগসূত্রটি খবরে ওয়াহেদের বিপক্ষে কি না। এমনও হতে পারে খবরে ওয়াহেদ কারও কাছে পৌঁছেছে আবার অন্যের কাছে পৌঁছেনি। এটা সর্বসাধারণের প্রয়োজনে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। এটা এজন্য যে, যখন কোন প্রচলনের দিকে মানুষের মুখাপেক্ষী এবং যার অধিক পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে কথা অথবা কাজের একক

www.pathagar.com

মাধ্যমে, সেটি হয় খুবই দুর্বল বর্ণনা। কেননা এটা দু'টির যে কোন একটি কাজকে বাধ্য করে।

১. হয় এটা মানসুখ বা রহিত অথবা ২. বর্ণনার মধ্যে ত্রুটি আছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, যখন কোন মাসআলার দু'টি দলিলের মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন দু'টি হাদীস অথবা দু'টি কিয়াসের কোন্‌টি প্রাধান্য পাবে তা অজ্ঞাত থাকে এবং দু'টির একটি মদীনাবাসীরা গ্রহণ করেছেন তখন এ ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে যে, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফীর মতে মদীনাবাসীর আমলকে প্রধান্য দিতে হবে। আর ইমাম আবু হানিফার মতে মদীনাবাসীদের আমলকে প্রাধান্য দিতে হবে না। ইমাম আহমদের অনুসারীদেরও এক্ষেত্রে দু'টি মত রয়েছে। এক. কাজী আবু ইয়া'লা ও ইবনে আকীলের মতে প্রাধান্য দেওয়া হবে না। দুই. আবু খাত্তাব ও অন্যদের মতে প্রাধান্য দেওয়া হবে। কারো মতে এটা আহমদের দলিল। তার কথা হলো যখন মদীনাবাসীরা কোন হাদীসের ওপর আমল করে তখন সেটা চূড়ান্ত হয়ে যায়। তিনি মদীনাবাসীদের মত অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন।[১৯]

শাফেয়ী মাযহাব

ইমাম শাফেয়ী র.-এর (মৃ. ২০৪ হি.) উম্মু নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, পুরুষ ও নারী সতর ঢাকা ছাড়া নামায পড়বে না। আর পবিত্র যে জিনিস দ্বারাই সতর ঢাকা হয় তাতে নামায পূর্ণ হবে। পুরুষের সতর নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর নারীর সতর চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত দেহ। পুরুষ ও নারী প্রত্যেকেই সতর ঢেকে নামায সম্পন্ন করবে পুরুষ ও নারীর সতর যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে।[২০]

শিরাজীর আল-মুহাযযাব গ্রন্থে (মৃ. ৪৭৬ হি.) বর্ণিত হয়েছে, স্বাধীন নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত দেহই সতর।

মহান আল্লাহর বাণী : ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এর অর্থ চেহারা ও হাতের কব্জি। কেননা নবী করিম স. ইহরাম পরিহিতা নারীকে মোজা ও নিকাব পরতে নিষেধ করেছেন। যদি চেহারা ও হাতের কব্জি সতর হতো তাহলে তা খোলা রাখা হারাম হতো। তাছাড়া ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের প্রয়োজন চেহারা খোলা রাখতে ও হাতের কব্জি প্রকাশ করতে বাধ্য করে, যে কারণে তা সতর নয়।[২১]

অন্যত্র এসেছে যখন কেউ কোন মহিলাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করে, তখন সে তার চেহারা ও হাতের কব্জির দিকে তাকাবে। চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া অন্যত্র তাকাবে না। কেননা তা সতর।[২২]

ইমাম নববী র.-এর (মৃ. ৬৭৬ হি.) মাজমু নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া স্বাধীন নারীর সমস্ত দেহই সতর।[২৩]

www.pathagar.com

হাম্বলী মাযহাব

খারকী র.-এর (মৃ. ৩৪৪ হি.) মুখতাসার গ্রন্থে বলা হয়েছে, নামাযরত স্বাধীন মহিলার চেহারা ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ হয়ে পড়লে নামায পুনরায় পড়তে হবে।[২৪]

কালুযানী র.-এর (মৃ. ৬১০ হি.) আল হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, স্বাধীন নারীর চেহারা ছাড়া সমস্ত দেহই সতর, তবে হাঁতের কব্জি সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা রয়েছে।[২৪ক]

ইবনে হুবায়রা র.-এর (মৃ. ৫৬০ হি.) আল ইফসাহ আন মায়ানী আস সিহাহ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, ইমাম আহমদ র.-এর তার এক বর্ণনায় বলেন, চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত দেহই সতর। অন্য বর্ণনায় বিশেষভাবে বর্ণিত আছে, চেহারা ছাড়া সমস্ত দেহই সতর। এটাই প্রসিদ্ধ। খারকী এটা গ্রহণ করেছেন।[২৪খ]

এ ব্যাপারে সকলে একমত, যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করতে চায় সে যেন তার সতর ছাড়া বাকিটা দেখে নেয়। আমরা ইতিপূর্বে সতরের সীমা ও ফকীহদের মতভেদ (চার ইমামসহ) নামায অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

ইবনে কুদামা র. [মৃ. ৬২০ হি.] মুগনী গ্রন্থে উল্লেখ করেন, কোন মাযহাবেই নামাযে নারীর চেহারা খোলা রাখা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ নেই। তবে নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া অন্য কিছু খোলা রাখা উচিত নয়। অবশ্য হাতের কব্জি খোলা রাখার ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা রয়েছে।[২৫]

০ ইহরামের নিষেধ থেকে চেহারা ছাড়া নারীগণ প্রয়োজনে সতর ঢাকার জন্য যে পোশাক পরিধান করে সেগুলোকে পৃথক রাখা হয়েছে। কেননা তা সতর।[২৬]

০ আলেমগণের মতে নারীর (বিবাহের প্রস্তাবপ্রাপ্তা) চেহারার প্রতি তাকানো জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কারণ চেহারা সতর নয়, এটা হলো সমস্ত সৌন্দর্য ও দৃষ্টির স্থান।[২৭]

০ ইবনে কুদামা র. বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, নারী প্রাপ্তবয়স্কা হলে তার অমুক অমুক অঙ্গ ছাড়া অন্য অঙ্গ উন্মুক্ত থাকা জায়েয নয়। তিনি হাতের কব্জি ও চেহারার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম আহমদ এ হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন।[২৮] (ইমাম আহমদ ২৪১ হি. সনে মৃত্যুবরণ করেন।)

মাজদুদ্দীন ইবনে তাইমিয়া (মৃ. ৬৫২ হি.) আল মুহাররার ফিল ফিকহ্ গ্রন্থে আছে, স্বাধীন মহিলার চেহারা ছাড়া সমস্ত দেহই সতর। তবে হাতের কব্জির ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা রয়েছে।[২৮ক]

যাহেরী মাযহাব

ইবনে হাযম র-এর (মৃ. ৪৫৬ হি.) আল মুহাল্লা গ্রন্থে আছে : এখানে আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে বুকের ওপর ওড়না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ আয়াত দ্বারা ঘাড় ও বুক ঢেকে রাখা এবং চেহারা খোলা রাখা ছাড়া অন্য কিছু বুঝানো সম্ভব নয়।[২৯]

www.pathagar.com

ইবনে হাযম ঈদের নামায সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন। 'আমরা দেখতে পেলাম নারীরা হাত বের করে তাদের অলঙ্কার বেলালের চাদরে নিক্ষেপ করছে।' ইবনে হাযম বলেন, ইবনে আব্বাস রা. রসূল স.-এর উপস্থিতিতে নারীদের হাত দেখতে পেয়েছেন। এতে বোঝা যায়, চেহারা ও হাত সতর নয়। এ দু'টো ছাড়া সমস্ত দেহ ঢেকে রাখা ফরয।[৩০]

তিনি খাছ আমিয়ার হাদীস উল্লেখ করে বলেন, যদি চেহারা সতর হতো, তাহলে তা ঢেকে রাখা আবশ্যকীয় হতো এবং পুরুষের সম্মুখে তা খোলা রাখার অনুমতি দিতেন না, বরং ওড়না মাথার ওপর থেকে সামনে ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দিতেন। আর যদি চেহারা ঢাকা থাকতো, তাহলে ইবনে আব্বাস রা. উম্মে শাওহার বদান্যতা জানতে পারতেন না।[৩১]

দ্বিতীয়ত : বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহদের বক্তব্য

ইবনে আবদুল বার র. তার তামহীদ গ্রন্থে বলেন, ইমাম মালেক, আবু হানীফা, শাফেয়ী র. ও তাদের সঙ্গীগণ বলেন, আওযায়ী র. ও আবু ছওর র.-এর একই মত। নারী চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সব কিছু ঢেকে রাখবে।

আলেমগণ একমত যে, নারী ফরয নামাযের সময় তার হাত ও চেহারা সম্পূর্ণ অনাবৃত রাখবে এবং এগুলো খোলা রেখে চলাফেরা করবে। এ কথার ওপর সকলে একমত যে, তারা নিকাব পরে নামায পড়বে না এবং মোজা পরবে না। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, এগুলো সতর নয়।[৩২]

বাগাবী র. [মৃ. ৫১৬ হি.] শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বলেন, স্বাধীন নারী নামাযে চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত দেহ ঢেকে রাখবে। ইবনে আব্বাস রা. থেকে এ কথা বর্ণিত এবং আওযায়ী ও শাফেয়ীর একই মত।[৩৩]

পুনরায় বাগাবী বিবাহের প্রস্তাবপ্রাপ্তা মহিলার দিকে দৃষ্টি দেওয়া অধ্যায়ে বলেন, কোন কোন আলেম এ কথার ওপর আমল করতেন। যখন কোন পুরুষ কোন নারীকে বিবাহ করার ইচ্ছে করে তখন তার কর্তব্য হলো নারীকে দেখা। এটা ইমাম ছাওরী, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক র.-এর মত, নারীর অনুমতি থাকুক আর না-ই থাকুক, অবশ্য দেখার সময় শুধু তার চেহারা ও হাতের কব্জির দিকে তাকাবে। অনাবৃত করে তার সতরের দিকে তাকানো জায়েয নয়। আওযায়ী র. বলেন, চেহারা ছাড়া অন্য কিছু দেখবে না।[৩৪]

ইবনে রুশদ তার বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে বলেন, অধিকাংশ আলেমের নিকট চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া নারীর সমস্ত দেহই সতরের অন্তর্ভুক্ত। আবু হানিফার নিকট নারীর পা সতরের অংশ নয়। আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ও আহমদ র.-এর মতে নারীর সমস্ত দেহই সতর।[৩৫]

www.pathagar.com

ইবনে কুদামা র. তার মুগনী গ্রন্থে বলেন, আবু হানিফা র. বলেছেন, নারীর দু'পা সতরের অংশ নয়। কেননা চেহারার মতো দু'পা সর্বদা খোলা রাখতে হয়। মালেক, আওযায়ী ও শাফেয়ী র. বলেন, চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া নারীর সকল অঙ্গ সতর। [৩৬,৩৭]

তৃতীয়ত : কোন কোন ফকীহের মত

ইবনে বাত্তাল র. [মৃ. ৪৪৯ হি.] খাসআমিয়ার হাদীস সম্পর্কে বলেন, এখানে চক্ষু সংযত রাখার নির্দেশ ছিল ফিতনার ভয়ের কারণে। এখানে দলিল হলো, রসূল স.-এর স্ত্রীদের জন্য যেভাবে হিজাব অত্যাবশ্যকীয় ছিল, সেভাবে মুমিন নারীদের জন্য ছিল না। যদি সকল নারীর জন্য হিজাব অত্যাবশ্যকীয় হতো, তাহলে অবশ্যই রসূল স. খাসআমিয়াকে সতরের বিধান পালন করার নির্দেশ দিতেন এবং ফযলের মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতেন না। ইবনে বাত্তাল বলেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, নারীর চেহারা ঢেকে রাখা ফরয ছিল না।[৩৮]

মহান আল্লাহর বাণী : قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم -মুমিনদের বলো তাদের দৃষ্টি যেন অবনত করে। চেহারা ছাড়া বাকী সব অংগ ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

মুতাওয়াল্লী র. [মৃ. ৪৭৮ হি.] বলেন, নারী যদি অপরিচিতা ও সুন্দরী হয় আর ফিতনার ভয় থাকে, তাহলে সালাম দেওয়া ও জবাব দেওয়া বিধিসম্মত নয়। দু'জনের কেউ সালাম দিলে অন্যজনের উত্তর দেওয়া মাকরূহ। আর যদি নারী বৃদ্ধা হয় এবং ফিতনার ভয় না থাকে, তবে সালাম দেওয়া জায়েয।[৩৯]

হাফেজ ইবনে হাজার আল মুতাওয়াল্লী আশ শাফেয়ী র.-এর মতের পর্যালোচনা করে বলেন, (এখানে মালেকীদের মধ্যে পার্থক্যের মূল হলো তারা পার্থক্য করেছেন যুবতী ও বৃদ্ধার মাঝে।) যুবতীর মধ্যে পার্থক্য হলো তার সৌন্দর্য থাকা না থাকার ক্ষেত্রে। কেননা সৌন্দর্য হলো ফিতনার স্থান যা সাধারণ যুবতীর মধ্যে নেই।[৪০]

আমি বলবো, চেহারা খোলা থাকা ছাড়া বৃদ্ধা ও যুবতীকে অর্থাৎ বৃদ্ধা ও সুন্দরী যুবতীকে আলাদা করে চেনার কোন পথ আছে কি?

বাগাবী র. বলেন, অপরিচিত পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে যদি নারী স্বাধীন অপরিচিতা হয়, তাহলে পুরুষের জন্য তার সমস্ত দেহই সতর। হাতের কব্জি ও চেহারা ছাড়া তার অন্য কোন অঙ্গের দিকে দৃষ্টি দেওয়া জায়েয হবে না।

মহান আল্লাহর বাণী : ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়, এর অর্থ চেহারা ও হাতের কব্জি। ফিতনার ভয়ের সময় নারীর হাত ও মুখমণ্ডল দেখা থেকে চক্ষু সংযত রাখবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظو فروجهم [৪১]

www.pathagar.com

আইয়ায র. [মৃ. ৫৪৪ হি.] বলেন, নবী করিম স.-এর স্ত্রীদের জন্য চেহারা ও হাতের কব্জি ঢেকে রাখা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং পর্দা অবস্থায় তাঁদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা জায়েয নয়। তবে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হওয়ার সময় তা খোলা যাবে।[৪২]

পুনরায় তিনি বলেন, হিজাব নির্দিষ্টভাবে তাঁদের জন্য ফরয করা হয়েছে। [অর্থাৎ রসূল স.-এর স্ত্রীগণ] চেহারা ও হাতের কব্জির মতভেদ ছাড়াই তাঁদের জন্য হিজাব ফরয। যে কারণে সাক্ষী দেওয়া ও অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও তাঁদের জন্য মুখ খোলা রাখা বৈধ নয়।[৪৩]

ইবনে রুশদ র. বলেন, শোক পালনকারিণী মহিলার ক্ষেত্রে ফকীহদের মতে সাজসজ্জা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ অর্থাৎ যা পুরুষকে মহিলার দিকে আকর্ষণ করে। যেমন অলঙ্কার ও সুরমা। কিন্তু যদি সাজসজ্জা না করে থাকে এবং কালো কাপড় ছাড়া রঙিন পোশাক না পরে, তাহলে তা নিষিদ্ধ নয়। ফকীহদের কথা হলো শোক পালনকারিণী মহিলা পুরুষদের চলাফেরার স্থান থেকে দূরে থাকবে। তিনি পুনরায় বলেন, পুরুষ শোক পালনকারিণী ও বিধবার (যার স্বামী নেই) দিকে ইদ্দতের সময় আকৃষ্ট হবে না। সেও পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হবে না। ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য এটা একটা প্রতিবন্ধকতা।[৪৪,৪৫]

আমি বলবো, নিশ্চয় ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার দিকে পুরুষের আকর্ষণ তখনই হয় যখন তার চেহারা ও হাত খোলা থাকে, যখন তারা তার চেহারায় সুরমা, হাতে রং ও অলঙ্কার দেখতে পায়।

ইবনে দাকীক আল ঈদ র. [মৃ. ৭০২ হি.] বলেন, এ হাদীসে তাদের কাউকে নির্দিষ্ট করা হয়নি, দাসীদেরকেও মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়নি; তবে প্রসিদ্ধ সুন্দরী নারীদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে।[৪৬]

আমি বলবো, চেহারা খোলা রাখা না হলে কিভাবে তাদের সৌন্দর্য দেখা যাবে? প্রতিটি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে চার মাযহাবের বক্তব্য ও মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ফকীহদের বর্ণনা এবং কতিপয় সম্মানিত আলেমের মত উপস্থাপন করার পর আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি যে, প্রতিটি মাযহাবের শ্রেষ্ঠ কিতাবসমূহ এ কথার স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, চেহারা সতর নয়।

০ হানাফী ফিকহের কিতাব-আল মাবসুত, আল হিদায়া ও ফাতহুল কাদীর।

০ মালেকী মাযহাবের কিতাব-আল মুয়াত্তা, আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, আল মুনতাকা শরহে মুয়াত্তা, আত তামহীদ, আল কাফী।

০ শাফেয়ী মাযহাবের কিতাব-কিতাবুল উম্মু, আল মুহাযযাব, আল মাজমু।

০ হাম্বলী মাযহাবের কিতাব-কিতাবুল মুখতাসার আল খারকী, আল হিদায়া, আল ইফসাহ আন মায়ানী আস সিহাহ, আল মুগনী, আল মুহাররার ফিল ফিকহ।

০ জাহেরী মাযহাবের ফকীহদের কিতাব-কিতাবুল মুহাল্লা।

www.pathagar.com

মুখমণ্ডল সতর না হওয়ার ব্যাপারে পূর্বতন ফকীহগণ একমত

চার ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, নারীদের চেহারা সতরের অংশ নয়। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য মাযহাবের কিতাবসমূহ থেকে আমরা দলিল উপস্থাপন করেছি এবং তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের শ্রেষ্ঠ ইমামদের এ বিষয়ে একমত হওয়ার দরুন আমরা নিশ্চিত হলাম যে, এ ঐকমত্য সর্বসম্মতিক্রমে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছে যে কারণে কোন কোন ইমাম এ ঐকমত্যকে ইজমা হিসেবে গণ্য করেছেন।

তাফসীরের ইমামগণের মত

ইমাম তাবারী বলেন, সমস্ত কথার মধ্যে সঠিক কথা হলো, যে ব্যক্তি বলেছে আল্লাহর বাণী হচ্ছে, ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها এর অর্থ চেহারা ও হাতের কব্জি আমরা এখানে তার এ কথাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলেছি। কেননা এ বিষয়ে সকলের ইজমা হয়েছে যে, প্রত্যেক নামাযী তার সতর ঢেকে রাখবে এবং নারী তার চেহারা ও হাতের কব্জি নামাযে খোলা রাখবে। নারীর জন্য এ দু'টো ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা কর্তব্য। যদি এ ব্যাপারে সকলে একমত হয়, তাহলে একথা স্পষ্ট যে, নারী তার দেহের এমন অংশ খোলা রাখবে যা তার সতর নয় যেমনিভাবে পুরুষগণ করে থাকে। কেননা যেটা সতর নয় তা খোলা রাখা বা প্রকাশ করা হারাম নয়।[৪৭,৪৮]

হাদীসের শ্রেষ্ঠ আলেমগণের মত

ইবনে বাত্তাল র. বলেন, সকলের ঐকমত্যে নারীর চেহারা ঢেকে রাখা ফরয নয়। নারী নামাযে চেহারা খোলা রাখতে পারে যদিও এ অবস্থায় কোন অপরিচিত জন বা কোন গায়ের মাহরাম তাকে দেখে।[৪৯]

হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মত

সারাখসী র. বলেন, ইহরাম পরিহিতা নারী সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে চেহারা ঢেকে রাখবে না। কারণ চেহারা সতরের অংশ নয়, বরং ইবাদতের সময় মুখমণ্ডল ঢেকে না রাখার জন্য সে নির্দেশপ্রাপ্তা, যেমন নামাযের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে।[৫০]

মালেকী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা বলেন

ইবনে আবদুল বার র. বলেন, সকলের ঐকমত্যে স্বাধীন নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সবটুকুই সতর এবং ইহরামে ও নামাযে নারীর চেহারা খোলা রাখার ব্যাপারে সকলে একমত।[৫১,৫২]

কাজী আইয়ায র. বলেন

বিশেষভাবে রসূল স.-এর স্ত্রীদের চেহারা ঢেকে রাখা ফরয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।[৫৩] অন্য নারীদের ব্যাপারে মুস্তাহাব হওয়ার মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে।[৫৪]

www.pathagar.com

শাফেয়ী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ বলেন

কাফফাল র. বলেন, যখন চেহারা ও হাতের কব্জি প্রকাশ করা অত্যাবশ্যকীয় তখন তাতে কোন গুনাহ্ না হওয়ার ব্যাপারেও সকলে একমত যেহেতু এ দু'টো সতরের অংশ নয়। অন্যদিকে পা প্রকাশ করা কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। সুতরাং তা সতর হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ করাতে কোন দোষ নেই।[৫৫]

ইমাম নববী র. বলেন, আমাদের মাযহাবে সর্বজনবিদিত বিষয় হলো, চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া স্বাধীন মহিলার সমস্ত শরীরই সতর। এভাবে মালেক ও অন্য সবাই সমস্ত দেহ সতর হওয়ার কথা বলেন। এটা ইমাম আহমদেরও মত। অন্যদের মধ্যে আওযায়ী র. ও আবু ছাওর র. বলেন, স্বাধীন নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত দেহই সতর। ইমাম আবু হানীফা, ছাওরী ও মুযনী র. বলেন, নারীদের পা সতরের অংশ নয়। ইমাম আহমদ বলেন, চেহারা ছাড়া সমস্ত দেহই সতর।

নববী র. চার ইমামের সাথে আওযায়ী ও ছাওরী র.-কে একমত বলেছেন।

হাম্বলী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা বলেন

ইবনে হুবায়রা র. বলেন, ইমাম আবু হানীফা র. বলেছেন, নারীর চেহারা, হাতের কব্জি ও পা ছাড়া সবই সতর। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া বাকি সবই সতর। ইমাম আহমদ র. তার এক বর্ণনায় বলেন, চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সবই সতর। যেমনিভাবে মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবে বলা হয়েছে , ঠিক তেমনি ইমাম আহমদেরও অপর এক বর্ণনায় চেহারা ছাড়া বাকী সবই সতর বলা হয়েছে। এটাই প্রসিদ্ধ মত।[৫৫ক]

মহিলাদের সতরের সীমার ব্যাপারে চার ইমামের অভিমতের ঐক্যের সাথে ইবনে হুবায়রা র.ও একমত।

ইবনে কুদামা র. বলেন, চেহারার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই (অর্থাৎ বিবাহের জন্য প্রস্তাবকৃত মহিলার)। কেননা চেহারা সতরের অংশ নয়।[৫৬]

তিনি বলেন, অধিকাংশ আলেম এ কথার ওপর একমত যে, নারী চেহারা খোলা রেখে নামায পড়বে।[৫৭]

তেমনিভাবে যারা 'চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত দেহই সতর হওয়ার কথা' বলেন, তারা হলেন ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম আওযায়ী ও ইমাম শাফেয়ী। এছাড়া ইমাম আহমদও রয়েছেন।[৫৭ক]

সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ইমামগণের এমন ঐকমত্য এ কথাকে নিশ্চিত করে না যে, তাদের ইজতিহাদ সঠিক এবং ভুলের আশংকা রাখে। ফলে এ ধরনের ঐকমত্যের পেছনে সনদযুক্ত ইলমে একিনের শর্ত থাকতে হবে। আর সেটা মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল্লাহর করুণা।

www.pathagar.com

পূর্বতন ইমামদের এ ধরনের মতৈক্য সম্পর্কে ইবনুল কাইয়েম র. তার ইলামুল মুকেয়ীন গ্রন্থে বলেন, 'তৃতীয় প্রকার হলো প্রশংসিত মত, যার ওপরে সকলে একমত হয়েছেন এবং পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণ থেকে সরাসরি তা গ্রহণ করেছেন। কারণ এ ধরনের মতের ক্ষেত্রে তাদের ঐকমত্য ভুল হওয়ার কোন আশংকা নেই।'[৫৭খ]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ঐকমত্যকে স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি বলেন, নামাযে চেহারা ও হাত ঢেকে রাখা ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানগণ একমত।[৫৮]

মুসলমানদের ঐকমত্যে যখন সর্বদা সতর ঢাকা ওয়াজিব নয়, সেক্ষেত্রে এর অর্থ, চেহারা খোলা রাখাতে কোন দোষ নেই। আর এ কথা পূর্বতন ফকীহদের মতের কাছাকাছি। এটা একটা সাধারণ নির্দেশ যার ওপর ইজমা হয়েছে। কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়া নামাযের অবস্থার চেহারা খোলা রাখার বিধানকে সংকুচিত করেছেন। তার এ দাবীর ব্যাখ্যা পরে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হবে। মূল কথা হলো, নামাযের মধ্যে চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখার বিষয়টি শুধু নামাযের জন্য নির্দিষ্ট। নামাযের বাইরে পুরুষের সম্মুখে সতর খোলা রাখা প্রযোজ্য নয়। আমাদের ধারণা আমরা চেষ্টা শুরু করেছি। তেমনিভাবে এ দাবীর প্রতিউত্তরে পরে তা বর্ণনা করা হবে। আমরা এ সম্পর্কে তাফসীর, হাদীস ও ফিকহে'র সম্মানিত ইমামগণের বক্তব্য উপস্থাপন করেছি যে, সতর একটাই, আর তা হচ্ছে চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া বাকি সমস্ত দেহ ঢেকে রাখা। অন্যদিকে যা নামাযে খোলা রাখা বৈধ তা নামাযের বাইরেও খোলা রাখা বৈধ। এ কথার আলোকে আমরা বলবো, চেহারা খোলা রাখার বিধানের ওপর ইমাম ইবনে তাইমিয়ার স্বীকৃতি রয়েছে। কিন্তু এ বিধান নামাযের সাথে সীমিত হওয়ায় আমাদের বিশ্বাস পরিত্যাজ্য ও মতৈক্যের পরিপন্থী, যার প্রমাণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

সামান্য ব্যতিক্রমী কথা দ্বারা কি পূর্বতন ফকীহদের মতৈক্য বাতিল হতে পারে?

বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহগণ যা বলেছেন, সম্মানিত পাঠকদের উদ্দেশে আমরা তা বর্ণনা করেছি। তাদের মধ্যে হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ চেহারা খোলা রাখার বিধানের পক্ষে। তেমনিভাবে সম্মানিত আলেমদের ঐকমত্য ও পূর্বতন ফকীহদের ইজমা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এসব প্রমাণ করে যে, চেহারা সতর নয়। কিন্তু এতো কিছু বর্ণনা করার পরও আমরা কোন কোন লোকের সামান্য কথাও বর্ণনা করার ব্যাপারে উদাসীন নই। যারা বলেন, নারীর চোখসহ সমস্ত দেহই সতর, কিছু সংখ্যক ফকীহ এ সামান্য কথার প্রতিও ইঙ্গিত করেন।

ইবনে আবদুল বার র. উল্লেখ করেন, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান বলেন, নারীর সমস্ত দেহই সতর, এমন কি নখও।[৫৯]

আবুল ওয়ালিদ আল বাজী র. বলেন, কোন কোন লোকের মতে নারীর সমস্ত দেহই ঢেকে রাখা কর্তব্য।[৬০]

www.pathagar.com

ইবনে রুশদ র. বলেন, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ও আহমদ নারীর সমস্ত শরীরই সতর মনে করেন।[৬১]

ইবনে কুদামা র. বলেন, আমাদের কোন কোন সাথী বলেন, নারীর সমস্ত দেহই সতর। কারণ রসূল স. থেকে বর্ণিত হাদীস, নারী সতরস্বরূপ। এ বর্ণনাটি তিরমিযীর। তিনি বলেন, (হাদীসটি হাসান ও সহী) এটা আবু বকর ইবনে হারিস ইবনে হিশামের কথা। তিনি বলেন, নারীর সমস্ত দেহই সতর, এমন কি নখও।[৬২,৬৩]

ইমাম নববী বলেন, মাওয়ারদী ও মুতাওয়াল্লী আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান আত তাবেয়ী থেকে বর্ণনা করেন যে, নারীর সমস্ত দেহই সতর।[৬৪,৬৫]

এ কথাগুলো থেকে আমরা কয়েকটি নির্দেশিকা পাই :

এক. পরে উল্লিখিত ব্যক্তিদের সকলের মত হলো, নারীর সমস্ত দেহই সতর। এটা আবু বকর ইবনে আবদুর রহমানের মত। আবু ওয়ালিদ এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলেননি, বরং বলেছেন, এটা কিছু লোকের কথা।

দুই. কাজী ইবনে রুশদ, আহমদ ও আবু বকর ইবনে আবদুর রহমানের সাথে একমত। ইবনে কুদামা আল হাম্বলীর মত গ্রহণ করার পরে আমাদের ধারণা নামাযে নারীর চেহারা খোলা রাখা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মাযহাবগুলোর মধ্যে কোন মতভেদ নেই। আমাদের ধারণা, ইবনে রুশদ ও অন্যদের এ কথাকে ইমাম মালেকের সাথে সম্পৃক্ত করাতে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে যা তার বর্ণনা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, পুরুষের সামনে নারীর সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা ওয়াজিব। একটু পরে আমরা এ বিভ্রান্তি ও মতপার্থক্যের আওতায় ফকীহদের ঐকমত্যের ব্যাখ্যা করবো।

তিন. অধিকাংশ ফকীহ যাদের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তারা বিরল মত ও কথার দিকে ইংগিত করেছেন যে, নারীর সমস্ত দেহই সতর, এমন কি তার নখও। অতঃপর আবু ওয়ালীদ বাজী র. বলেন, কতক লোকের মতে এ কথার প্রবক্তাদের অজ্ঞতা, যা একদিক থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতা এবং অপর দিক থেকে দুর্বলতা প্রমাণ করে।

ইমাম নববী এমন লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা স্বাধীন নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত দেহ সতর মনে করেন। তাঁরা হলেন চার ইমাম, এমন কি তাঁদের বাইরে আওযায়ী, আবু সুফিয়ান ছাওরী, নববী ও মুযনী। তারপর বলেন, মাওয়ারদী র. ও মুতাওয়ালী র. আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান তাবেয়ী র. থেকে বর্ণনা করেন যে, নারীর সমস্ত দেহই সতর।

ইবনে কুদামা র. উল্লেখ করেন যে, নামাযে নারীর চেহারা খোলা রাখার বৈধতা সম্পর্কে হাম্বলী মাযহাবে কোন মতভেদ নেই। যাঁরা বলেন, চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া নারীর সমস্ত দেহই সতর, তাঁরা হলেন ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবু হানিফা ও আওযায়ী। আমাদের মাযহাবের কোন কোন লোক বলেন, নারীর সমস্ত দেহই সতর আর এটা আবু বকর ইবনে হারিসের কথা।

www.pathagar.com

ইবনে আবদুল বার র. সরাসরি বলেন, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারিসের কথা আহলুল ইলমদের কথা থেকে পৃথক।

চার. ইবনে কুদামা র.-এর এ কথা বলার পর কোন কোন সহযোগী বলেন, নারীর সমস্ত দেহই সতর। কিন্তু তিনি হাতের কব্জি ও চেহারা খোলা রাখার অবকাশ দিয়েছেন ঢেকে রাখার কষ্টের কারণে। এর অর্থ নারীর সমস্ত দেহই সতর এ কথা যিনি বলেন, তিনি আসলে কষ্ট থেকে রক্ষার জন্য হাতের কব্জি ও চেহারা খোলা রাখার অনুমতি দিয়েছেন। এ কথা হানাফীদের কথার কাছাকাছি। স্বাধীন নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সবটুকুই সতর। রসূল স.-এর বাণী: নারী সতর দ্বারা আবৃত; তবে এ থেকে দু'টি অঙ্গ পৃথক রাখা হয়েছে যা আপনাতেই প্রকাশ পায়। কেননা নারী চোখ খোলা রাখা ছাড়া সে তার হাত দ্বারা কোন কাজ করতে সক্ষম হয় না।[৬৬]

এ কথার ভিত্তিতে চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখার অবস্থা অনুমতিপ্রাপ্ত ও বৈধ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত, হালাল ও হারামের সাথে নয়।

পূর্বতন ফকীহদের ঐকমত্য সম্পর্কে হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের দৃষ্টিভঙ্গি

হাম্বলী মাযহাবের পরিচিতি

হাম্বলী মাযহাবের পরিচিতির জন্য তিনটি সূত্র থেকে কিছু কথা উল্লেখ করবো।

এক. ইবনে বাদরানের র. [মৃ. ১৩৪৬ হি.] আল মাদখাল ইলা মাযহাবিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল।

দুই. মারদাওয়ীর র. [৮৮৫ হি.] কিতাবুল ইনসাফ ফী মারিফাতির রাজিহ্ মিনাল খিলাফ।

তিন. মুহাম্মদ রশীদ রিযা র. [১৩৫৪] লিখিত গ্রন্থ মাসয়েলুল ইমাম আহমদ লি আবু দাউদ।

এক. 'আল মাদখাল' গ্রন্থ থেকে

ইমাম আহমদ তাঁর মাযহাব প্রতিষ্ঠিত করেননি

এ কথা সকলেই অবগত যে, ইমাম আহমদ তাফরী অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড রায়ের ওপর ভিত্তি করে কোন কিতাব লিখতে অপছন্দ করতেন যে কারণে তিনি কোন কিছু বর্ণনা করতে গিয়ে বেশি বেশি হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দিতেন, যাতে অন্তরে সুন্নাত শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে তিনি তার কোন মত ও ফতোয়া লিখতেও অপছন্দ করতেন এবং তার কথা লিখতে অন্যকে নিষেধ করতেন। তিনি ফিকহের কোন কিতাব প্রকাশ করেননি। অধিকন্তু তিনি নামায সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি ইমামের পেছনে নামায ও তার ভুলসমূহ তুলে ধরেছেন। সেই প্রবন্ধ বর্তমানে প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহই তাঁর সৎ নিয়ত ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভালো জানেন। আমাদের সঙ্গীরা তার পক্ষ থেকে তার কথা ও ফতোয়ার ত্রিশটিরও বেশি কিতাব লিখেছেন যেগুলো বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত হয়েছে।[৬৭]

www.pathagar.com

তার ফতোয়া ও বর্ণনাসমূহ একত্র করার ব্যাপারে তার সঙ্গীদের ভূমিকা

আবু বকর আল খিলাল-এর সহযোগিতায় আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হারুন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ইলমসমূহ ও তার বর্ণনাসমূহ লেখার ব্যবস্থা করেন। এজন্য বিভিন্ন দেশে ইমাম আহমদের অনুসারীদের সাথে বৈঠকের জন্য ভ্রমণ করেন এবং তার বর্ণনাসমূহ সনদসহ লিপিবদ্ধ করেন এবং তার সনদের ছোট-বড় সমস্ত কিছু অনুসরণ করেন। এ নিয়ে যে সমস্ত কিতাব লেখেন, তা দু' শত খণ্ডে বিভক্ত। এ ব্যাপারে অন্য সঙ্গীগণ ইমাম আহমদের নিকটবর্তী হতে পারেননি। তার মৃত্যু হয় ৩১১ হি.।[৬৮,৬৯]

মাযহাব প্রতিষ্ঠায় অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে হাম্বলী ফকীহদের প্রচেষ্টা

যে ব্যক্তি তার মাযহাব অনুসরণ করেছে সে সম্পূর্ণভাবে তার উদ্ধৃত বর্ণনাসমূহে একটার ওপর অন্যটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে ইজতিহাদের পথ অনুসরণ করেছে। উমর ইবনুল হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আবুল কাসিম আল খারকী, ইমাম আহমদের মাযহাবের ওপর মুখতাসার নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। কাজী আবু ইয়ালা ও তার শেখ ইবনে হামেদ ও মুওয়াফ্ফিক উদ্দিন আল মুকাদ্দেসী তার গ্রন্থ মুগনীতে এর ব্যাখ্যা করেছেন।[৭০]

হাম্বলী ফকীহগণ বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ করেছেন

খারকীর মাসায়েলের সংখ্যা দুই হাজার তিন শত। আবু বকর আবদুল আজিজ খারকীর মুখতাসার গ্রন্থের ওপর লিখেছেন : খারকী তার মুখতাসার গ্রন্থে ষাটটি মাসয়ালায় দ্বিমত পোষণ করেছেন। কাজী আবুল হোসাইন বলেন, আমি পর্যালোচনা করে তাতে এ ধরনের আটানব্বইটি মাসয়ালা পাই। ৩৩৪ হিজরী সনে তিনি দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন।[৭১]

ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহে অগ্রাধিকার দেওয়ার পদ্ধতিতে হাম্বলী ফকীহদের মতভেদ

আহমদের অনুসারীগণ তার কথা, কাজ, বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব ইত্যাদি বিভিন্ন সূত্র থেকে তার মাযহাব গ্রহণ করেছেন। তারা যখন ইমাম আহমদের কোন মাসয়ালায় দু'টি বক্তব্য পেতেন, তখন প্রথমত উসূলের পন্থায় উভয়ের মাঝে ঐক্যসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করতেন এবং আমকে খাস-এর ওপর অথবা মুকাইয়াদকে মুতলাক-এর ওপর স্থাপন করতেন। যখন এটা সম্ভব হতো, তখন উভয় বক্তব্যই তার মাযহাব বলে ধরা হতো। আর যদি উভয়টিকে একত্র করতে অপারগ হতেন এবং তারিখ জানা যেতো না তখন অনুসারীগণ মতভেদ করতেন। বলা হতো দ্বিতীয় ও প্রথম উভয়টাই তাঁর মাযহাব এবং একদল বলতেন, প্রথমটি। যদিও তিনি সে মত প্রত্যাহার করেছেন।[৭২]

'এটা অত্যাবশ্যকীয় নয়' তাঁর এ ধরনের উক্তিতে তাঁর সকল অনুসারী বিষয়টি হারাম হয়ে যাওয়া অর্থে গ্রহণ করেননি, বরং এ ব্যাপারে তাঁদের বিভিন্ন মত রয়েছে। তাদের

www.pathagar.com

কেউ একে মাকরূহ অর্থেও নিয়েছেন।...ইমাম যখন বলেন, আমি এটা ভালোবাসি বা এটা আমাকে চমৎকৃত করেছে অথবা এটা আমার পছন্দ হয়েছে তখন অধিকাংশের মতে এটা জায়েয। কেউ কেউ ওয়াজিব অর্থেও নিয়েছেন।[৭৩]

শেখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার পিতা শেখ আবদুল হালিম উসূলের পাণ্ডুলিপিতে বলেন, ইমাম আহমদকে যখন কোন মাসয়ালার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হতো, তখন তিনি তা নিষিদ্ধ বা বৈধ হওয়ার কথা বলতেন। অতঃপর অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, এটা অধিক সহজ অথবা অধিক কঠিন অথবা এ থেকে সঠিক ও সহজ, এতে করে কি হুকুমের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করা যায় অথবা যায় না। তার অনুসারীগণ এখানে মতভেদ করেছেন, আবু বকর গোলামসহ উভয়ের মাঝে হুকুমের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। আবু আবদুল্লাহ ইবনে হামেদ এ মতপার্থক্য স্বীকার করেন।[৭৪]

দুই . 'আল ইনসাফ ফী মা রিফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ' গ্রন্থ থেকে

এটা গ্রহণযোগ্য কিতাব কিন্তু তিনি তার কোন কোন মাসয়ালা অগ্রাধিকার ছাড়াই বিরোধিতা করেছেন। অতঃপর সন্দেহের কারণে তার দৃষ্টিভঙ্গির সঠিকতা থেকে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, আল্লাহ সাহায্য করলে আমি তার মাযহাবের সঠিক কথা মশহুর এবং অধিকাংশ অনুসারী যার ওপর নির্ভর করেন সেগুলো উল্লেখ করবো যদিও এ অগ্রাধিকার মাসয়ালা গ্রহণের ক্ষেত্রে সঙ্গীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।[৭৫]

তিন . ইমাম আহমদের মাসায়েল কিতাব সম্পর্কে মুহম্মদ রশীদ রিযার মতামত

ইমাম আহমদের বড় চেষ্টা ছিল হাদীসের বর্ণনা ও বর্ণনাকারীর যাচাই-বাছাইয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং তা মুখে মুখে অথবা লিখিতভাবে এবং ইলম ও আমলের আয়াতের অনুকরণে হাদীস হেফজ করা সাহাবী, তাবেয়ী ও সৎ লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। তিনি ফিকহের ক্ষেত্রে কোন মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হতে আগ্রহী ছিলেন না, যা লিপিবদ্ধ থাকবে বা যার ভিত্তিতে তার মতামত অনুসরণ করা হবে। কারণ তিনি কারো জন্যই তাকলীদ বৈধ মনে করতেন না, বরং তিনি মানুষকে অনুসরণ করার প্রতি আহ্বান করতেন এবং নতুন কিছু সৃষ্টি করতে নিষেধ করতেন। এ কারণে তিনি হাদীস, আছার, সুন্নাহ, নামাযের নিয়ম ও বিদআতের বিরুদ্ধে লিখেছেন। তিনি প্রশ্নকারীকে উত্তর দিতেন। কিন্তু তার ফিকহে হাদীস ও সুন্নাহ ছাড়া অন্যদের নিকট থেকে কিছু উদ্ধৃত করা পছন্দ করতেন না, বরং সন্দেহমূলক নতুন নতুন সৃষ্টিকে পরিহার করতেন। তার সহকর্মী মায়মুনী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহকে মাসয়ালা সম্পর্কে প্রশ্ন করি, তারপর লিখি, তারপর তিনি বলেন, কি লিখছ, হে আবুল হাসান?...বরং তাঁরা হাদীস মুখস্থ করতেন এবং লিখতেন। ...তার এসব মাসায়েল কিতাবে লেখা হচ্ছে এবং সংকলন করা হচ্ছে, অথচ তার কোন জিনিসই আমি অবগত নই, বরং এটা একটা মত যা আগামীতে হয়তো পরিহার করা হবে।

www.pathagar.com

এটা তার থেকে অন্যের কাছে বর্ণনা করা হবে। সুফিয়ান ও মালেকের প্রতি লক্ষ্য করুন, তারা যখন কিতাব ও মাসয়ালা লিখেছেন সেখানে কত ভুল ছিল? এ সবই ছিল মত। একটির পর আর একটি মত প্রকাশ করা হতো আর মত সব সময় সঠিক হয় না। তার ও আমার মধ্যে একাধিকবার কথা হয়েছে।[৭৫ক]

(এখানে মায়মুনীর বক্তব্য শেষ) আহমদ তার চিন্তাধারাকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে তা অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন।

তেমনিভাবে ইমাম মুযনী শাফেয়ীর প্রথম মুখতাসার গ্রন্থে উল্লেখ করেন, তিনি এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য লিখেছেন অর্থাৎ বুঝতে সহযোগিতার জন্যই লিখেছেন কিন্তু তার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, বরং জ্ঞানীগণ তার ইলমের ক্ষেত্রে সঠিক দলিল গ্রহণ করেন। ইমাম মালেক তাঁর মৃত্যুর সময় কেঁদেছিলেন যখন জানতে পারলেন মানুষ তাঁর কথার ওপর আমল করছে, অথচ তিনি তাঁর নিজের কথা থেকে ফিরে এসেছেন।[৭৫খ]

এরপর আমি উদাহরণ পেশ করবো বর্ণনাসমূহের মাঝে হাম্বলী ফকীহদের মতপার্থক্যের অগ্রাধিকার পদ্ধতির মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টির ব্যাপারে। সম্ভবত মতভেদের কারণ হলো বিভিন্ন বর্ণনাসমূহের ক্ষেত্রে অবগতি সংক্রান্ত অথবা তার বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে তাদের আস্থা সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং কোনটি সর্বশেষ সে সম্পর্কে ইমাম থেকে বর্ণিত বিষয়ে।[৭৬]

ইবনে কুদামা র. বলেন, ফরয অথবা নফল নামাযে পুরুষের নারীর ইকতেদা করা উচিত নয়। এটা সকল ফকীহর মত। আমাদের কোন কোন সাথী বলেন, তারাবীর নামাযে পুরুষদের ইকতেদা করা বৈধ। তবে নারীরা পুরুষদের পেছনে থাকবে।[৭৭]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, নিরক্ষর পুরুষের ইকতেদার চেয়ে শিক্ষিতা নারীর ইকতেদা তারাবীর ক্ষেত্রে বৈধ। এটা আহমদের মশহুর মত।

কিভাবে ইবনে কুদামা তারাবীর নামাযে পুরুষের সাথে নারীর ইকতেদা করা জায়েয মনে করেন? এটা কোন কোন সাথীর কথা যা সাধারণ ফকীহদের কথার বিপরীত। আমার ধারণা ইমাম আহমদ সাধারণ ফকীহদের দলে প্রবেশ করেন, অথচ ইমাম ইবনে তাইমিয়া নিজেই ঘোষণা করেন যে, তিনি ইমাম আহমদ থেকেই প্রসিদ্ধ।

হাম্বলী মাযহাবের এ ব্যাখ্যা থেকে আমরা ইমাম আহমদের অধিক বর্ণনাসমূহ ও অধিক মতপার্থক্যের কারণ— যা অধিকাংশ মাসয়ালাতে এ মাযহাবের মতের স্বীকৃতি দিয়েছে, তা উল্লেখ করবো। অবশ্যই ইমাম আহমদের অধিকাংশ বর্ণনা ও মতপার্থক্য সমস্ত মাযহাবে যা ঘটে থাকে তার মাযহাবের স্বীকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যদিও অন্যান্য মাযহাবের মাঝে পার্থক্য থাকে। ইমাম আহমদকে আল্লাহ রহম করুন! তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ ধরনের অবশ্যই ঘটবে। তিনি এ থেকে অত্যন্ত শক্তভাবে সতর্ক করেছেন যা আমরা একটু পূর্বে বলে এসেছি। নিশ্চয়ই তারা হাদীস মুখস্থ করতো এবং লিখে রাখতো। অতঃপর এসব মাসায়েল পাণ্ডুলিপিতে সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করা হতো, অথচ আমি তার কিছুই জানতাম না, বরং এটা ছিল তার মত যা পরবর্তীতে ত্যাগ করার ও অন্য মতে ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল।

www.pathagar.com

আল্লাহ ইমাম মালেক ও শাফেয়ীকে রহম করুন! তারা উভয়ই ইমাম আহমদের অগ্রভাগে ছিলেন। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি তারা তাদের কথা ও চিন্তাকে দ্বীন হিসেবে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম মালেক মৃত্যুর সময় কেঁদেছিলেন যখন তিনি জানতে পারলেন মানুষ তাঁর কথার ওপর আমল করছে, অথচ তিনি তাঁর সে কথা থেকে ফিরে এসেছেন।

পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ইমাম আহমদের অধিকাংশ মাসয়ালাতে তার মাযহাবের মত আমরা উল্লেখ করেছি। ইসলামী ফিকহের ক্ষেত্রে আমরা হাম্বলী মাযহাবের অবদান বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবো না। এর অতিরিক্ত শেখ আবু যাহরা বলেন, ইবাদতের ক্ষেত্রে হাদীস গ্রহণ করা অবশ্যই আলেমে দ্বীন হিসেবে সহজ ছিল। কিন্তু দুনিয়ার মোয়ামেলাতের ক্ষেত্রে যেখানে হারাম ও গুনাহের অবকাশ রয়েছে সে ক্ষেত্রে নস'সমূহ ও পূর্ববর্তীদের কর্মকাণ্ডকে শক্তভাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে আল্লাহ কর্তৃক হালাল কাজকে যেন হারাম করা না হয়।

অতঃপর এমন নির্দেশসমূহ বর্জন করা হয় যা হারাম অথবা ক্ষমার স্থানে পৌঁছার স্পষ্ট কোন দলিল নেই। ইবনুল কাইয়েম এর হাকিকত স্বীকার করে বলেন, নির্দেশটির ওপর যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দলিল প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ প্রকৃত ইবাদতের ক্ষেত্রেও তা অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তেমনিভাবে প্রকৃত চুক্তিসমূহ ও সঠিক মোয়ামেলাত গ্রহণযোগ্য হবে যতক্ষণ না তা বাতিল ও হারাম হওয়ার দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা ছিল প্রকৃতভাবে দীর্ঘ নীতিমালা আর তা হলো মানুষের মোয়ামেলাতের ক্ষেত্রে ক্ষমা অথবা বৈধতা এবং যতক্ষণ না শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে হারাম হওয়ার কোন দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ হাম্বলী মাযহাব হলো স্বাধীন চুক্তির ক্ষেত্রে বড় মাযহাব এবং পারস্পরিক চুক্তি ও চুক্তিকারীদের মাঝে শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে অধিক প্রসারিত। মানুষের নিকট ফিকহী হুকুমসমূহের প্রসারের কারণে এ মাযহাব (যা হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) এতটা বিস্তৃতি লাভ করেছে যা অন্য মাযহাবে রায় (মত) ও কিয়াস দ্বারা ততটা বিস্তৃতি লাভ করেনি।[৭৭ক]

পূর্বতন ফকীহদের ঐকমত্য থেকে হাম্বলী মাযহাবের অবস্থানে প্রবেশ করার পূর্বে আমরা ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়েমের কথা উল্লেখ করবো যাতে বিভিন্ন মাযহাব ও ইমামদের ক্ষেত্রে পাঠকের সম্মুখে আমাদের দলিল সুস্পষ্ট হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, প্রথম ও পরবর্তী ইমামদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার কথা ও কাজ সুন্নাহে অস্পষ্ট রয়ে গিয়েছে। এ অধ্যায় এত দীর্ঘ যে, যার গণনা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও এটা তাদের মর্যাদাকে খাটো করে না এবং তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করে না।[৭৭খ]

ইবনুল কাইয়েম বলেন, আল্লাহ ও রসূল স.-এর কথার সমকক্ষ কোন কথা নেই। অবশ্যই এখানে দু'টি বিষয় রয়েছে যার একটি অপরটি থেকে বড়। আর তা হলো আল্লাহ, তাঁর রসূল, তাঁর কিতাব ও তাঁর দ্বীনের কল্যাণ কামনা করা। বাতিল কথা

www.pathagar.com

থেকে বিরত থাকা, যেজন্য আল্লাহ তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও প্রকাশ্য দলিল দিয়ে পাঠিয়েছেন। আর তা হিকমত, সমতা, রহমত ও ন্যায় বিচারের বিপরীত। এ সমস্ত জিনিস দ্বীনের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ এবং দ্বীন থেকে বের হওয়ার বর্ণনা, যদিও কেউ কেউ তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

মুসলিম ইমাম এবং তাদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা

তাদের মর্যাদা, জ্ঞান ও কল্যাণ কামনা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য। তবে তাদের সবটুকু গ্রহণ করা কর্তব্য নয় এবং মাসায়েলের ক্ষেত্রে যা কিছু অস্পষ্ট রয়েছে রসূল স.-এর বলার পর সে ব্যাপারে তাদের ফাতওয়া গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। তারা তাদের জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী বলেছেন, অথচ সত্য তার বিপরীতে— এ কথা দ্বারা তাদের সম্পূর্ণ কথা বাতিল করা জরুরী নয়। উভয় দলই মধ্য পথ থেকে বিচ্যুত। সঠিক পথ ছিল এ দু'টির মাঝামাঝি। আমরা তাদেরকে গুনাহগার বা নাফরমান বলবো না এবং আলী রা.-এর ব্যাপারে রাফেযীদের গৃহীত পথ অনুসরণ করবো না, বরং তারা পূর্ববর্তী সাহাবাদের যে পথ অনুসরণ করেছেন সে পথই অনুসরণ করবো। তাঁরা তাদেরকে গুনাহগার কিংবা নিষ্পাপ বলেননি, তাদের সকল কথা গ্রহণ করেননি এবং বাতিলও করেননি। তাহলে কিভাবে তারা চার ইমামকে অস্বীকার করবে যারা চার খলিফা ও সমস্ত সাহাবাদের পথ অনুসরণ করেছিলেন?

আল্লাহ যার অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন তার জন্য এ দু'টি হুকুম গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই। তবে যে ব্যক্তি ইমামদের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা রসূল স. আনীত শরীয়তের জ্ঞান রাখে না সে এগুলো অস্বীকার করতে পারে। যে ব্যক্তির শরীয়ত ও বাস্তবতার জ্ঞান রয়েছে সে সম্মানিত ঐ ব্যক্তিকে জানতে পারে যিনি ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার স্থানে যোগ্য। তবে কোন কোন সময় তার ভুল-ত্রুটি হতে পারে। সেটা হলো ইজতিহাদী ভুল। সে সময় তার অনুসরণ করা জায়েয নয়। তবে তার সম্মান-মর্যাদার ব্যাপারে মুসলমানদের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করা উচিত নয়।[৭৭গ]

এখন আমরা হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের নারীর চেহারা সতর না হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্যের ব্যাপারে আলোচনা করবো।

প্রথম অবস্থান

পূর্বতন ফকীহদের সাথে হাম্বলী মাযহাবের ঐকমত্য

এখানে চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত পূর্বতন হাম্বলী ফকীহদের কিতাবসমূহে যা উল্লিখিত হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করবো যাতে সাধারণ ফকীহদের মতৈক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

খারকী র. [মৃ. ৩৪৪ হি.] বলেন, যদি চেহারা ছাড়া মহিলাদের অন্য কিছু প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাহলে নামায পুনরায় পড়তে হবে।

কালুযানী র. [মৃ. ৫১০ হি.] বলেন, চেহারা ছাড়া স্বাধীন নারীর সমস্ত দেহই সতর। তবে হাতের কব্জি সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে।

ইবনে হুবায়রা [মৃ. ৫৬০ হি.] বলেন, আহমদ তার এক বর্ণনায় বলেন, চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া নারীর সমস্ত দেহই সতর। অন্য বর্ণনায় বিশেষভাবে চেহারা ছাড়া সমস্ত দেহই সতর এ বর্ণনা প্রসিদ্ধ। খারকী এ মত পোষণ করেন এবং পুনরায় বলেন, এ কথায় সকলে একমত। যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ে করতে চায় সে যেন সতর ছাড়া বাকীটুকু দেখে নেয়, এ সম্পর্কে নামাযের সতরের সীমা অধ্যায়ে আমরা বর্ণনা করেছি।

ইবনে কুদামা [মৃ. ৬২০ হি.] বলেন, নামাযে নারীর চেহারা খোলা রাখা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোন মাযহাবেই মতভেদ নেই এবং নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া কিছুই খোলা রাখা উচিত নয়। তবে হাতের কব্জির ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা রয়েছে।

পুনরায় ইবনে কুদামা র. বলেন, বিবাহের প্রস্তাবপ্রাপ্তা নারীর চেহারা দেখা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞানীদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। কেননা চেহারা সতরের অংশ নয়। ইবনে কুদামা র. হাদীসে উল্লেখ করেন নারী সাবালিকা হলে তার দেহের অমুক অমুক অংশ ছাড়া অন্য কিছু দেখা বৈধ নয়। তিনি চেহারা ও হাতের কব্জির প্রতি ইংগিত করেছেন। ইমাম আহমদও এ হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

মাজদুদ্দীন ইবনে তাইমিয়া র. [মৃ. ৬৫২ হি.] বলেন, চেহারা ছাড়া স্বাধীন নারীর সমস্ত দেহই সতর। হাতের কব্জির ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা রয়েছে।

এসব বর্ণনা উপস্থাপন করার পর আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের দিকে যেখানে হাম্বলী ফকীহগণ তাদের কিতাবসমূহে স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, নারীর চেহারা সতরের অংশ নয়। আর এখানে ইমাম আহমদ থেকে একটি বর্ণনা, তবে হাতের কব্জি সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। এভাবে হাম্বলী ফকীহদের এ স্বীকৃতি হাম্বলী মাযহাবে অগ্রাধিকার পায়, সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত পূর্বতন ফকীহগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে।

দ্বিতীয় অবস্থান

হাম্বলী ফকীহগণ পূর্বতন ফকীহদের ঐকমত্যের বিরোধিতা করে মত প্রকাশ করেন

মূল কথা এই যে, সপ্তম শতাব্দীর পর ফকীহদের এ মত সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে। ইমাম আহমদ থেকে ইবনে জাওযী র. প্রকাশ্য বর্ণনা উল্লেখ করে এ কথার স্বীকৃতি দেন যে, নারীর সমস্ত দেহই সতরের অংশ, এমন কি নখও। আর এ বর্ণনা ইমাম আহমদের

www.pathagar.com

প্রসিদ্ধ ও প্রকাশ্য বর্ণনা হিসেবে গ্রহণযোগ্য। অন্য বর্ণনা মতে চেহারা ও হাতের কব্জি প্রকাশ করা জায়েয। এটা আহমদের দ্বিতীয় বর্ণনার বাইরে।

তকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া র. [মৃ. ৭২৮ হি.] বলেন, সাজসজ্জার যে জিনিস প্রকাশ পায় তা হলো পোশাক। এটা ইবনে মাসউদের কথা এবং ইমাম আহমদের প্রসিদ্ধ মত। ইবনে আব্বাস বলেন, চেহারা ও হাতের কব্জি প্রকাশ্য সৌন্দর্য। এটা ইমাম আহমদের দ্বিতীয় বর্ণনা।[৭৭ঘ]

তিনি আরো বলেন, ইমাম আহমদের জাহেরী মাযহাবে এ সমস্ত অংশই সতর, এমন কি নখও![৭৭ঙ]

একটু পূর্বে আমরা সংশয়ের ফলাফল সংঘটিত হওয়ার আশংকা সংক্রান্ত আলোচনা করেছি। ঐ বর্ণনাসমূহের যেখানে কোন কোন ফকীহ নারীর চেহারাকে তার বাকী দেহের মতো সতর হিসেবে গণ্য করে। আমরা ঐ বর্ণনার ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দেবো, যদি তা সঠিক হয়। এখানে সতর ওয়াজিব ফিতনার পথ বন্ধ করার জন্য এ অর্থে নয় যে, চেহারা সতর। যদিও এখানে বর্ণনায় সরাসরি উল্লেখ নেই, তবুও যখন এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়, তখন ঐ বর্ণনার অর্থই গ্রহণ করা হয় যা ঐ বর্ণনার বিপরীত নয়, যার ওপর কালুযানী র., ইবনে হুবায়রাহ র. ইবনে কুদামা র. ও ইবনে তাইমিয়া র. নির্ভরশীল ছিলেন যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন তাঁদের স্বীকারোক্তি মতো নারীর মুখমণ্ডল সতর না হওয়া সম্পর্কে এখানে ইমাম আহমদের একটি মাত্র বর্ণনা রয়েছে, বিশেষভাবে এ নির্দেশের স্বীকৃতির মাঝে মাযহাবী মতপার্থক্য না হওয়ার মধ্যে তাদের কথা পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট। কারণ এখানে চেহারার সাথে সম্পৃক্ত মাযহাবের মধ্যে দ্বিতীয় কোন বর্ণনা নেই। কিন্তু হাতের কব্জির সাথে সম্পৃক্ত দ্বিতীয় বর্ণনা রয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা দু'টি নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে অগ্রাধিকার দেবো, তার মধ্যে একটি এ আশায় যেন বর্ণনাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত-সংঘর্ষ না ঘটে। দ্বিতীয় অসতর্কতাবশত যেন তিনজন ফকীহ-এর মর্যাদার ওপর অভিযোগ না আসে। এ সব বর্ণনা জনসাধারণের প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট আর তাতে সমস্ত পুরুষ ও নারী জড়িত। আর তা তখনই হবে, যখন সমস্ত পুরুষ মহিলাদের পাশাপাশি বসবাস করে— হতে পারে সে মা অথবা বোন অথবা স্ত্রী কিংবা মেয়ে। এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দুর্বল নয়, মারদাবীর কথা উল্লেখ করেছি তিনি হাম্বলী মাযহাবের সর্বজনপরিচিত ব্যক্তিত্ব [মৃ. ৮৮৫ হি.]। এ বর্ণনার সাথে আমরা যারকাশীর বর্ণনা উল্লেখ করেছি। কিন্তু তা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। যারকাশী বলেন, আহমদের কথায় নামাযের বাইরে মুখমণ্ডল ছাড়া সমস্ত দেহই সতর।[৭৮]

তৃতীয় অবস্থান

হাম্বলী ফকীহদের উল্লিখিত ফিকহী ভুল পূর্বতন ফকীহদের ঐকমত্যের বিপরীত

অর্থাৎ ফকীহদের এ ভুল হলো, নামাযের সতর দৃষ্টির সতরের মতো নয়। কোন কোন হাম্বলী ফকীহ এ ভুল তাদের এ মত গ্রহণ করার ফলে হয়েছে এবং ইতিপূর্বে আমরা তা

www.pathagar.com

উল্লেখ করেছি। ইমাম আহমদের বর্ণনায় নারীর সমস্ত অংগই সতর, এমন কি নখও! এটা তাদের বর্ণনার ব্যাখ্যা যা ইতিপূর্বে আমরা মারদাবী থেকে উল্লেখ করেছিলাম। উপরন্তু তাদের এসব বর্ণনার ভিত্তিতে বলা যায়, নারীর সমস্ত দেহই সতর, এমন কি নখও! এতে বোঝা যায় যে, তাদের মাযহাবে এ কথা ও এ মত ছাড়া অন্য কোন কথা নেই। তারা তাদের মতকে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করেছেন এবং সে লক্ষ্যে ও পূর্বতন মাযহাবের ফকীহদের বক্তব্য উপস্থাপন করে নামাযে সতর ঢাকার শর্ত আরোপ করেছেন, যখন তারা বলেন, নারীর চেহারা খোলা রাখা জায়েয; তা হলে বুঝতে হবে এটা তাদের ইজতিহাদী বক্তব্য। ফকীহদের কথায় বিশেষভাবে নামাযে সতরের সীমা নির্ধারিত করে। আর খোলা রাখা বৈধ হওয়ার নির্দেশটি বিশেষভাবে নামাযের সময়, অন্য সময় নয়, যে কারণে তারা একটি সতরের পরিবর্তে দু'টি সতরের সন্দেহে পড়ে যায় এবং প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারীর জন্য দু'টি সতর নির্ধারণ করে, একটি বিশেষভাবে নামাযে, অন্যটি মানুষের সম্মুখে বের হওয়ার সময়। এভাবে নামাযের সতর ও দৃষ্টির সতরের ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি করে। আমরা যখন ইবনে হুবায়রা র.-এর আল ইফসাহ, ইবনে কুদামা র.-এর মুগনী ও ইবনে তাইমিয়া র.-এর মুহাররার গ্রন্থের পরে হাম্বলী মাযহাবের কিতাবসমূহের কোন কোন অংশ উল্লেখ করি, তখন আমরা দেখি, পরবর্তী হাম্বলী ফকীহগণ এ কথার প্রতি উৎসাহিত হয়েছেন যে, নারীর চেহারা সতরের অংশ নয়, কিন্তু তা নামাযের বাইরে সতরের অংশ, এটা অসংখ্যবার তাদের কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে তাইমিয়ার [মৃ. ৭২৮ হি.] ফাতওয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, নামাযের সতর দৃষ্টির সতরের সাথে কোনভাবেই সম্পৃক্ত নয়।[৭৯]

শামসুদ্দীন ইবনে মুফলেহ আল মুকাদ্দেসী র.-এর [মৃ. ৭৬৩] কিতাবুল ফুরু গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জাফর বর্ণনা করেন যার তত্ত্বাবধানে বিধবা ও ইয়াতিম ছিল, সে তাদের প্রতি তাকায় না, অথচ যৌন আকর্ষণ ছাড়া মুখমণ্ডল দেখাতে কোন অসুবিধা ছিল না। আমাদের শেখ উল্লেখ করেন, পুরুষের স্বাধীন মহিলার চেহারার প্রতি তাকানো শুধু নামাযের ক্ষেত্রেই সতর নয়।[৮০]

বুরহানউদ্দীন ইবনে মুফলাহ র.-এর (মৃ. ৮৮৪) কিতাবুল মুফদা ফি শরহে আল মুকনায়া গ্রন্থে সতর অর্থ ক্ষতি ও অপছন্দনীয় জিনিস। অতঃপর সতর অর্থ নামাযে যে জিনিস দ্বারা সতর ঢাকা ওয়াজিব হয় এখানে সেটাই অর্থ। আর যে জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হারাম তা নিকাবের অধ্যায়ে আসবে।[৮১]

মারদাবী র.-এর (মৃ. ৮৮৫ হি.) তানকীহুল মুশবা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, নামাযে স্বাধীন বালেগা নারীর চেহারা ছাড়া সবটুকু সতর।[৮২] তেমনিভাবে মারদাবী র.-এর তাসহী আল ফুরুহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কিশোরীর নামাযে সতরের ক্ষেত্রে বালেগার সমতুল্য।[৮২ক]

www.pathagar.com

হিজাবী র.-এর (মৃ. ৯৬৮ হি.) কিতাবুল আকনায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, স্বাধীন বালেগার মুখমণ্ডল ছাড়া নামাযে সবটুকু সতর, এমন কি নখ, চুলও! একদল আলেম বলেন, হাতের কব্জিও। দৃষ্টির ক্ষেত্রে নখ, চুল ও মুখমণ্ডল দেহের বাকী অংশের মতো বাইরের সতর।[৮৩]

ফতুহীর (মৃ. ৯৭২) মুনতাহা গ্রন্থে বলা হয়েছে, স্বাধীন বালেগার মুখমণ্ডল ছাড়া নামাযে সমস্ত দেহই সতরের অংশ।[৮৩ক]

বাহুতী র.-এর (মৃ. ১০১৫ হি.) শরহে মুনতাহা গ্রন্থে বলা হয়েছে, নামাযের বাইরে নারীর সতরের তার বর্ণনা নিকাহ্ অধ্যায়ের প্রথম অংশের বর্ণনায় আসবে।[৮৪]

বলবানী র.-এর (মৃ. ১০৮৩ হি.) আখসর আল মুখতাসেরাত গ্রন্থে আছে, মুখমণ্ডল ছাড়া নামাযে স্বাধীন নারীর গোটা শরীরই সতর।[৮৫]

বায়ালী র.-এর (মৃ. ১১৯২ হি.) কাশফুল মুখদারাত গ্রন্থে বলা হয়েছে, স্বাধীন বালেগার নামাযে মুখমণ্ডল ছাড়া সমস্ত দেহই সতর, এমন কি তার নখ ও চুল এবং দেখার দৃষ্টিকোণ থেকে দেহের অন্য কোন অংশের মত তার মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি বাইরের সতর।[৮৬]

এভাবে হাম্বলী ফকীহগণ যুগ যুগ ধরে এ কথার ওপরে একমত ছিলেন যে, নামাযের সতর দৃষ্টির সতর থেকে ভিন্নতর এবং চেহারা ছাড়া নামাযে স্বাধীন বালেগার সবটুকুই সতরের অংশ। কিন্তু আমি জানি না, ইমাম আহমদের বর্ণনায় কোথায় প্রকাশ্যভাবে ঐকমত্য হয়েছে যে, নামাযে সমস্ত দেহই সতর, এমন কি নখও! এসব বর্ণনা প্রসংগে ইমাম আহমদের মাসায়েল গ্রন্থে হাফেজ আবু দাউদ সিজিসতানী সুনানের (মৃ. ২৭৫ হি.) বর্ণনা এই যে, আবু বকর থেকে বর্ণিত হয়েছে, আবু দাউদ বলেন, আমি ইমাম আহমদকে বলেছিলাম : নারী যখন নামায পড়ে তখন তার দেহের কোন্ অংশ দৃষ্টিগোচর হতে পারবে? জবাবে তিনি বলেন, না, তার দেহের কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হতে পারবে না, এমন কি নখও না! তার সমস্ত দেহই ঢেকে রাখতে হবে।[৮৬ক]

আমি মনে করি, হাম্বলী-অহাম্বলী নির্বিশেষে সকল মুমিনকেই আল্লাহর কিতাব ও রসূল স.-এর সুন্নাতের অনুসরণ করা উচিত যাতে প্রতিটি মাসয়ালার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান জানা যায় এবং ইমামদের মত ও তাঁদের ইজতিহাদকে দ্বীন মনে করে তার অনুকরণ না করা হয়। কিন্তু তার প্রতি দৃষ্টি দেবে, যেভাবে ইমাম শাফেয়ী বলেন অর্থাৎ তাদের ইজতিহাদ থেকে কিতাব ও সুন্নাহকে হৃদয়ঙ্গম করার পথ উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে সাহায্য নেবে।[৮৬খ] তেমনি আমি মনে করি, এ ব্যাপারে হাম্বলী মাযহাবের বিশেষ ব্যক্তিগণ ইমাম আহমদের বক্তব্যের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। নিশ্চয় তাঁরা সুন্নাহ সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করতেন, কিন্তু যেসব মাসায়েল খাতায় লেখা হতো, আমি জানি না তাতে কিছু আছে কিনা, বরং এটা একটা মত যা থেকে আগামী দিনে ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।[৮৬গ] একথা ইতিপূর্বে বহুবার উচ্চারণ করা হয়েছে যার মধ্যে সূক্ষ্ম হিকমত বিদ্যমান রয়েছে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অবস্থান

হাম্বলী ফকীহগণ পূর্বতন ফকীহদের ঐকমত্য খণ্ডন করার জন্য প্রকাশ্য অভিযোগ উত্থাপন করেছেন

হাম্বলী ফকীহগণ কোন কোন পূর্বতন ফকীহের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন নামাযের, সতর ও দৃষ্টির সতর একীভূত হওয়ার কারণে। এর কারণ চেহারা খোলা রাখার বৈধতার পক্ষের বক্তাদের অভিযোগ খণ্ডন করা। তাদের অভিযোগ হলো, পূর্বতন ফকীহদের অনেকেই নামাযে নারীর চেহারা খোলা রাখা জায়েয মনে করেন। যদি চেহারা সতর হতো, তাহলে তা ইবাদতের সময় খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হতো না। ইবাদতের দাবী হলো চেহারা পরিপূর্ণভাবে ও ভালো করে ঢেকে রাখা। এভাবে ফকীহগণ তাদের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যাতে চেহারা খোলা রাখার প্রশ্নে তাদের দলিলের প্রেক্ষিতে বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ খণ্ডিত হয়।

এ কথা ঠিক, যাঁরা এ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তাঁরা হাম্বলী মাযহাবের আলেম ও ফিকহের দু'জন শ্রেষ্ঠ ইমাম এবং মুসলমানদের কাছে তাঁদের স্থান সর্বোচ্চ। কিন্তু আল্লাহ ভুল করেন না। আমরা আল্লাহর সাহায্যের ওপর নির্ভর করি অভিযোগ উত্থাপনের ভুল থেকে অথবা যা আমরা ভুল মনে করি তা থেকে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, একদল ফকীহ ধারণা করে নিয়েছেন যে, নামাযে যে চেহারা ঢেকে রাখবে সে মানুষের দৃষ্টি থেকেও চেহারা ঢেকে রাখবে, আর সেটাই সতর।[৮৭]

তাই নামাযের সতর দৃষ্টির সতরের সাথে কোনভাবেই সম্পৃক্ত নয়।[৮৮]

ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন, কোন কোন ফকীহ তাদের কথায় একমত হয়েছেন যে, স্বাধীন নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সবই সতর। আর এটা নামাযের ক্ষেত্রে, দৃষ্টির ক্ষেত্রে নয়। কারণ সতর হলো দু'টি। একটি দৃষ্টির ক্ষেত্রে, অন্যটি নামাযের ক্ষেত্রে।[৮৯]

প্রথম ভুল

এ অভিযোগের মধ্যে দু'টি ভুল বিদ্যমান। প্রথম ভুল, দু'টি সতরের স্বীকৃতি দেওয়া। তা হলো নামাযের সতর ও দৃষ্টির সতর। এ স্বীকৃতি প্রকৃত আভিধানিক ও ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। প্রকৃত ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাভাবিকভাবে নামায সঠিক অথবা ওয়াজিব হওয়ার একটা অধ্যায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন নামাযের সময়, কিবলা, নামাযের স্থানের পবিত্রতা, সতর ঢাকা ইত্যাদি সম্পর্কে ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করা হয়েছে। এটা প্রসিদ্ধ ও নির্দিষ্ট সতর আর সেটা হলো দৃষ্টির সতর। এ ধরনের সতরের সীমা সম্পর্কে বর্ণনাসমূহের স্বীকৃতি রয়েছে এবং পুরুষের সতর নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আর স্বাধীন নারীর সতর যা প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত তা হলো চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত দেহ। তারপর ফকীহগণ ঐ সতরকে নামাযের সতর হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ভুল

পূর্বতন ফকীহদের নামাযের সতর ও দৃষ্টির সতর একীভূতকরণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বলা যায়, পূর্বতন ফকীহগণ উভয় সতরের ক্ষেত্রে কোন সংমিশ্রণের ভুল করেননি, বরং এ বিষয়ে তাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সতর একটি এবং তা হলো দৃষ্টির সতর। যেটা প্রয়োজন ব্যতিরেকে অন্যের দৃষ্টি এড়ানো থেকে ওয়াজিব মনে করে মানুষ ঢেকে রাখে এবং জিন ও ফেরেস্তাদের দৃষ্টি এড়ানো থেকে মুসতাহাব মনে করে এবং আল্লাহ থেকে লজ্জাবশত ঢেকে রাখে। এ ব্যাপারে রসূল স. যথার্থই বলেছেন, যখন মুয়াবিয়া ইবনে হায়দাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'স্বামী ও ক্রীতদাস ছাড়া তোমার সতর সংরক্ষণ কর।'

মুয়াবিয়া রা. বলেন, হে আল্লাহর রসূল, যদি আমাদের কেউ নির্জনে থাকে? তিনি বললেন, আল্লাহ মানুষের চেয়ে অধিক হকদার তাই মানুষ তাঁকে লজ্জা করবে। (তিরমিযী)[৯০]

আমাদের পিতা আদম আ. ও মা হাওয়া যেদিন বৃক্ষের ফল খেয়ে আল্লাহর নাফরমানি করেছিলেন সেদিন এ সতরই প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة –

আল্লাহ বলেন, 'যখন তারা সে বৃক্ষ ফলের আস্বাদ গ্রহণ করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা বেহেশতের পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো।' (সূরা আ'রাফ ঃ ২২)

তা হলো এ ধরনের সতর যা আল্লাহ ঢেকে রাখার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার এবং বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি।' (সূরা আ'রাফ ঃ ২৬)

এ ধরনের সতর যা আল্লাহ ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ বলেন, خذوا زينتكم عنه كل مسجد 'হে বনী আদম, প্রতিটি সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে।' (আ'রাফ ঃ ৩১)

আমরা এখানে উল্লেখ করবো যে, সর্বাবস্থায় পুরুষের সতর একই রকম কিন্তু নারীর সতর ইসলামী শরীয়তে দু'টি পর্যায়ে। একটি পর্যায় হলো অপরিচিত পুরুষের সামনে পালনীয় সতর— তা একই সময় নামাযেরও সতর, অন্যটি মুহরিম ব্যক্তিদের সামনে পালনীয় সতর।

ভুলের দলিলের মধ্যে প্রবেশের পূর্বে আমরা দু'টি সতরের ব্যাপারে পুনরায় কোন কোন আলেমের কথা উপস্থাপন করবো যারা নামাযের সতর ও দৃষ্টির সতরকে সতর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন যাতে পাঠকের সম্মুখে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঐ সমস্ত আলেম যারা মনে করেন যেভাবে ইবনুল কাইয়েম ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, নামাযের সতরই দৃষ্টির সতর। তাঁরা তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

www.pathagar.com

সম্মানিত মুফাস্সিরীন হলেন তাবারী, জাস্সাস, বাগাবী, আবু বকর ইবনুল আরাবী, কুরতুবী ও খাযেন র.।

তাবারী র. (মৃ. ৩১০ হি.) বলেন, সর্বোৎকৃষ্ট কথা অধিক সত্য।

অর্থাৎ إلا ما ظهر منها-এর অর্থ মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি। সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য কথা হলো প্রত্যেক নামাযী নামাযে তার সতর ঢেকে রাখবে এবং নারী নামাযে তার চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাখবে।[৯১]

জাস্সাস র. (মৃ. ৩৭০ হি.) বলেন, পুনরায় প্রমাণিত হয় যে, চেহারা ও হাতের কব্জি সতরের অংশ নয়।

নারী তার চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রেখে নামায পড়বে। যদি এ দু'টি সতরের অংশ হতো তাহলে তা ঢেকে রাখা হতো, যেমনিভাবে সতর ঢাকা তার জন্য কর্তব্য।[৯১ক]

বাগাবী র. (মৃ. ৫১৬ হি.) বলেন, নিশ্চয় নারীর দেহের এ পরিমাণ অংশ প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কেননা তা সতরের অংশ নয় এবং নামাযে তা খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[৯১খ]

কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী র. (মৃ. ৫৪৩ হি.) বলেন, প্রকাশ্য সৌন্দর্য প্রতিটি দিক থেকে সেটা চেহারা ও হাতের কব্জি যা নামাযে ও ইহরামে প্রকাশ পায়।[৯১গ]

কুরতুবী র. (মৃ. ৬৭১ হি.) বলেন, যখন অধিকাংশ সময় হজ্জ, নামায ও ইবাদতের ক্ষেত্রে চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখা অভ্যাস তখন এ আয়াতে এ দু'টি অংগকেই বুঝানো হয়েছে।[৯১ঘ]

খাযেন র. (মৃ. ৭২৫ হি.) বলেন, মহিলাদের দেহের এ পরিমাণ অংশ প্রকাশ করার অবকাশ রয়েছে। কেননা এটা সতরের অংশ নয়। আর তা নামাযে খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৯১ঙ]

হাদীসের ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তিগণ

ইবনে বাত্তাল র. (মৃ. ৪৪৯ হি.) বলেন, খাস আমীয়ার হাদীস প্রমাণ করে যে, নারীর মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ফরয নয়। সকলের ঐকমত্যে নারী তার মুখমণ্ডল নামাযে প্রকাশ করবে যদিও তা অপরিচিত লোকেরা দেখতে পায়।[৯২,৯৩]

হানাফী মাযহাবের ব্যক্তিগণ

সারাখসী র. (মৃ. ৪৯০ হি.) বলেন, ইহরাম পরিহিতা নারী তার চেহারা ঢেকে রাখবে না, এ ব্যাপারে সকলে একমত, অথচ তা ঢেকে রাখা সতর এবং নারী ইবাদতের সময় পরিপূর্ণভাবে চেহারা ঢেকে রাখার জন্য নির্দেশিত, যেভাবে নামাযে বর্ণনা করা হয়েছে।[৯৪,৯৫]

মালেকী মাযহাবের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ

ইবনে আবদুল বার র. (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেন, নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সবটুকু সতর নামাযে তা খোলা রাখা জায়েয নেই।[৯৬]

www.pathagar.com

পুনরায় তিনি বলেন, চেহারা ও হাতের কব্জি নামাযে খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তার এ দু'টি অংগ সতর নয়।[৯৭]

এ জ্ঞানী ব্যক্তিদের উচ্চ মর্যাদা দলিল নয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়েম নিজেরাই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী দলিল হলো প্রমাণের যা আমরা উল্লেখ করতে যাচ্ছি, আর তাদের ঐকমত্য হলো শক্তিশালী দলিল।

সতর একটাই হওয়ার দলিল

আমরা সমস্ত মাযহাবের পূর্বতন ইমামদের কথা থেকে সতর একটি হওয়ার দলিল উপস্থাপন করবো। ইতিপূর্বে আমরা ঐসব ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছি, সেখান থেকে কিছু সংখ্যক বর্ণনা করবো। পূর্বতন ফকীহগণ নামাযে সতর ঢাকা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা ছিল নামাযের শর্তসমূহ অথবা ওয়াজিবসমূহের একটি। কিন্তু তাদের বক্তব্য সর্বদাই দৃষ্টির সতরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তারা যে সব দলিল উপস্থাপন করেছেন তা নামাযে সতর ঢাকার সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট ছিল। আর এটাই কুরআন ও হাদীসের আলোকে দৃষ্টির সতরের দলিল। এটা তাদের কথার একটা দৃষ্টান্ত। এ অধ্যায়ে তার কিছু অংশ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা এখানে এর পুনরাবৃত্তি করবো যাতে এটা প্রমাণিত হয় যে, সতর একটিই। সারাখসী র. মাবসূত গ্রন্থে বলেন, দাসী ওড়না ছাড়া নামায পড়বে অর্থাৎ 'মাথা উন্মুক্ত রেখে'। উমর রা.-এর কথা 'তিনি যখন জনৈকা দাসীকে ওড়না পরিহিতা দেখতে পেলেন, তখন বেত উঠিয়ে তাকে সাবধান করলেন এবং বললেন, 'হে দাফার, ওড়না পরেছো? তুমি কি স্বাধীন নারীর সদৃশ হতে চাও?'[৯৮]

এখানে বক্তব্য হলো নামাযে দাসী নারীর সতর ঢাকা সম্পর্কে। আর এ দলিল দৃষ্টির সতরের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা দাসীর প্রতি উমর রা.-এর দৃষ্টি মসজিদেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সকল অবস্থায় তাদের বোরকা পরিধান নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল। সারাখসী র.-এর বক্তব্য হলো, দাসীর মাথা ঢেকে রাখা নামাযে সতরের অংশ নয়। এর আলোকে তা দৃষ্টির সতরের মধ্যে পড়ে না।

মারগীনানী র. তার হিদায়া গ্রন্থে বলেন, রসূল স.-এর কথার আলোকে মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ছাড়া স্বাধীন নারীর সমস্ত দেহই সতর। المرأة عورة مستورة 'নারীর সমস্ত দেহ ঢেকে রাখা সতর للابتلاء بالرائهما প্রয়োজনে দু'টি অংগ পৃথক রাখা হয়েছে'।[৯৯]

এখানে নামাযে সতর ঢাকার কথা বলা হয়েছে এবং পৃথক রাখার দলিল নামায ছাড়া যখন মহিলাগণ সাধারণ অবস্থায় পুরুষের সাথে মিলিত হয় তখন প্রযোজ্য অর্থাৎ এ দলিল দৃষ্টির সতরের সাথে সম্পৃক্ত। ইবনে আবদুল বার আল মালেকী র. তার কাফী গ্রন্থে বলেন, স্বাধীন মহিলার চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া নামায, হজ্জ, ইহরাম ও উমরা পালনের সময় সবটুকু ঢেকে রাখতে হবে। এ দু'টি অংগ ছাড়া তার সবই সতর।[১০০]

www.pathagar.com

এখানে ইবনে আবদুল বার র. নারীর নামাযের সতর ও ইহরামের সতর একত্র করেন এবং উভয়টিকে একই সতর মনে করেন। আর এটাই হলো দৃষ্টির সতর। কেননা ইহরামের সতর দৃষ্টির সতরের মতোই।

আবুল ওয়ালীদ আল বাজী আল মালেকী র. তাঁর 'আল মুনতাফী' গ্রন্থে বলেন, স্বাধীন নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সবটুকুই সতর। আমাদের ইমামগণ এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণীকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন।

তারা বলেন, নারীর নিকট থেকে যে জিনিস প্রকাশ পায় তা চেহারা ও হাতের কব্জি। এটা অধিকাংশ তাফসীরকারের মত। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ অংগ ইহরামের সময় খোলা রাখা ওয়াজিব এবং তা সতরের অংশ নয়, বরং তা পুরুষের চেহারার মতোই।[১০১]

কাজী ইবনে রুশদ মালেকী র. তার বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে বলেন, নারীর সতরের সীমা, অধিকাংশ আলেমের মতে, চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া নারীর সমস্ত দেহই সতর। যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্বাভাবিকভাবে যে জিনিস ঢেকে রাখা হয় না তা হলো চেহারা ও হাতের কব্জি। কেউ কেউ বলেন, এ দু'টি সতর নয়। তাদের দলিল হলো, নারীকে হজ্জের সময় তাদের চেহারা ঢেকে রাখতে হয় না।[১০২]

এখানে বক্তব্য হলো নামাযে সতর ঢাকা ও তার সীমা সম্পর্কে। আর এ দলিল দৃষ্টির সতরের সাথে সম্পৃক্ত। আর সেটা পবিত্র আয়াত ঃ ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها অনুসারে অথবা তার ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থাৎ স্বভাবতই ঢেকে রাখা হয় না।

এখানে স্বভাবতই নারীর সমস্ত অবস্থাকে বুঝায়। শুধু নামাযের বিশেষ অবস্থাকে বুঝায় না। তেমনিভাবে দলিল পেশ করা হয়, যে নারী হজ্জের সময় তার চেহারা ঢেকে রাখবে না একথা বলে দৃষ্টির সতরের দিকে ইংগিত করা হয়। কেননা ইহরামের সতর দৃষ্টির সতরের মতোই।

০ শিরাজী আশ-শাফেয়ী র. তাঁর মুহাযযাব গ্রন্থে বলেন, সতর ঢাকা ওয়াজিব। আল্লাহর এ বাণী অনুসারে (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا)

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কাফেরগণ উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করতো, আর এটা ছিল অশ্লীল কাজ।[১০৩]

০ আন নববী আশ-শাফেয়ী র. তাঁর মাজমু গ্রন্থে বলেন, মাসয়ালার হুকুম হলো দৃষ্টি থেকে সতর ঢেকে রাখা। এটি ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। এর দলিল পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সঠিক মত হলো একাকীত্বের সময় মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব। যদি খোলার প্রয়োজন হয়, তাহলে শুধু প্রয়োজন পরিমাণ খোলা জায়েয।[১০৪]

এভাবে শিরাজী ও নববী র. আলোচনা শুরু করেছেন। স্বাভাবিক অবস্থায় নারীর চেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশ সম্পর্কে অর্থাৎ দৃষ্টির সতর সম্পর্কে। তারপর নামায পড়া অবস্থায় সতর ঢাকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শিরাজী র. বলেন, নামাযে সতর ঢাকা

www.pathagar.com

ওয়াজিব। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত নবী করিম স. বলেন, ওড়না ছাড়া নারীর নামায কবুল হবে না। তাই সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সতরের কোন অংশ খোলা রাখলে নামায শুদ্ধ হবে না।[১০৫]

ইমাম নববী বলেন, মাসআলার প্রতিপাদ্য হলো নামায সঠিক হওয়ার জন্য সতর ঢাকা শর্ত। নামাযীর সতরের কোন অংশ খুলে গেলে নামায কবুল হবে না। সে পুরুষ হোক অথবা মহিলা কিংবা মানুষের উপস্থিতিতে হোক অথবা একাকী হোক।[১০৬]

শিরাজী র. বলেন, আল্লাহর বাণী ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها অনুসারে স্বাধীন নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত দেহই সতর।

ইবনে আব্বাস বলেন, চেহারা ও হাতের কব্জি সতর নয়। কেননা নবী করিম স. ইহরাম অবস্থায় নিকাব ও বাজু পরতে নিষেধ করেছেন। যদি হাতের কব্জি ও চেহারা সতরের অংশ হতো তাহলে রসূল স. এ দু'টি ঢেকে রাখা হারাম করতেন না। কেননা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য চেহারা খোলা রাখার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং লেনদেনের সময় হাতের কব্জি অনাবৃত করতে বাধ্য হতে হয়, আর এ কারণে এসব সতর বলে গণ্য হয় না।[১০৭]

এখানে বক্তব্য হলো নামাযের সতর সম্পর্কে। কিন্তু দলিল দৃষ্টির সতরের সাথে সম্পৃক্ত। এর কারণ পবিত্র আয়াত ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها। তেমনিভাবে ইহরাম পরিহিতা নারীকে নিকাব পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। পরিশেষে লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য চেহারা খোলা রাখার প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকে। শিরাজী র. বলেন, পুরুষের চাদর মুড়ি দিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. নামাযে পুরুষকে মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন এবং নারীর নামাযে নিকাব পরা মাকরূহ মনে করতেন। কেননা নারীর চেহারা সতর নয়, সে পুরুষের মতোই।[১০৮]

এখানে শিরাজী র. প্রকাশ্য বর্ণনার সাহায্যে স্বীকার করেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় নারীর চেহারা সতরের অংশ নয়।

ইমাম নববী রাওদাতুত তালেবীন ও উমদাতুল মুফতীন গ্রন্থে বলেন, পঞ্চম শর্ত সতর ঢাকা, নামায ও নির্জন স্থান ছাড়া ওয়াজিব।[১০৯]

এখানে আলোচনার বিষয় সতর ঢাকা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহের একটি। তাই ইমাম নববী নামাযের বাইরেও এ সতর ওয়াজিব মনে করেন। যখন এটা একটি মাত্র সতর, তখন নামায ও নামাযের বাইরে তা ঢেকে রাখতে হবে। ইবনে হুবায়রা হাম্বলী র. তাঁর আল ইফসাহ গ্রন্থে বলেন, নামায অধ্যায় সতরের সীমা অনুচ্ছেদে ইমাম আহমদ তাঁর এক বর্ণনায় বলেন, চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত দেহই সতর। দ্বিতীয় বর্ণনায় বিশেষভাবে চেহারা ছাড়া সমস্ত দেহকেই সতর বলা হয়েছে। এটাই প্রসিদ্ধ। খারকী র. এ মত গ্রহণ করেছেন।[১১০]

www.pathagar.com

নিকাহ্ প্রসঙ্গে

এ বিষয়ে সকলেই একমত, যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করতে চায় সে যেন সতর ছাড়া তাকে দেখে নেয়। দেখুন, কিভাবে ইবনে হুবায়রা র. দৃষ্টির সতরের সীমানা নামাযের সীমার সাথে নির্দিষ্ট করেছেন।

ইবনে কুদামা হাম্বলী র. তাঁর মুগনী গ্রন্থে বলেন, দৃষ্টি থেকে সতর ঢেকে রাখা ওয়াজিব যেন শরীরের ত্বক দৃষ্টিগোচর না হয়। এটা নামায শুদ্ধ হওয়ার পূর্ব শর্ত। মালেকী মাযহাবের কেউ কেউ বলেন, নারীর সতর ঢাকা ওয়াজিব, নামায সঠিক হওয়ার শর্ত হিসেবে নয়। তারা মতভেদ করেন, এটা নামাযের সময় নির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব হওয়া শর্ত নয়।[১১০ক]

এখানে দু'টি বক্তব্য : এক. দৃষ্টি থেকে সতর ঢাকা। এটা প্রসিদ্ধ এবং সর্বাবস্থায় ওয়াজিব। দুই. কারো কারো নিকট নামায সঠিক হওয়ার জন্য সতর ঢাকা শর্ত। আর অন্যদের নিকট ওয়াজিব। যে ব্যক্তি নামাযে সতরের শর্ত অগ্রাহ্য মনে করে সে নামাযে সতর ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে।

পরবর্তী বাক্যের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি, সতর ঢাকা ওয়াজিব শুধু নামাযের জন্য নির্দিষ্ট নয়। এটা অকাট্য ও স্পষ্ট যে, নামাযে যে সতর তা দৃষ্টির সতর, এ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এ ছাড়াও ইমাম ইবনে তাইমিয়া বিবাহের প্রস্তাবকের চেহারা দেখার ব্যাপারে স্পষ্ট স্বীকার করেন যে, চেহারা সতরের অংশ নয়।[১১০খ]

ইবনে কুদামা র. বলেন, পুরুষের সতরের সীমা হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। এ সম্পর্কে একটি দলের বর্ণনার সাথে আহমদের বর্ণনা রয়েছে। অন্য বর্ণনায় এর অর্থ লজ্জাস্থান। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, খায়বরের দিন রসূল স.-এর রান থেকে পায়জামা খুলে গেলে আমি রসূল স.-এর শুভ্র রান দেখতে পাই। ইমাম আহমদ তার মসনদে জারহাদ থেকে বর্ণনা করেন, রসূল স. জারহাদের রান খোলা অবস্থায় দেখতে পেয়ে বলেন, 'তুমি রান ঢেকে রাখ, নিশ্চয়ই রান সতরের অংশ।' রসূল স. আলী রা-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমার রান খোলা রাখবে না এবং মৃত ও জীবিত ব্যক্তির রানের দিকে তাকাবে না।'[১১০গ]

এখানে বক্তব্য হলো নামাযের সতর ঢাকার সীমা নির্ধারণ প্রসঙ্গে। লক্ষণীয়, এখানে আমরা যেসব দলিল উপস্থাপন করেছি আর যা করিনি সবই দৃষ্টির সতরের সাথে সম্পৃক্ত। খারকী, হাম্বলী র. তার মুখতাসার গ্রন্থে বলেন, যে ব্যক্তির সতর ঢাকার সামর্থ্য নেই, সে বসে নামায পড়বে এবং ইশারা-ইংগিতে সব কিছু আদায় করবে।[১১১]

ইবনে কুদামা র. মুগনীতে বলেন, 'সতর ঢাকতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য উত্তম হলো বসে নামায পড়া।' কেননা নামাযে দাঁড়ানোর চেয়ে সতর ঢাকা অতীব প্রয়োজন। এতে প্রমাণিত হয় দাঁড়ানো নামাযের জন্য নির্দিষ্ট। আর সতর নামাযে ও নামাযের বাইরে

www.pathagar.com

ওয়াজিব।[১১২] এখানে নিশ্চিত, সতর নামাযে ও নামাযের বাইরে ঢেকে রাখতে হবে। তা একটাই।

খারকী র. বলেন, চেহারা ছাড়া স্বাধীন মহিলার কোন অঙ্গ খুলে গেলে নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।[১১৩] ইবনে কুদামা র. বলেন, নামাযে নারীর চেহারা খোলা রাখা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন মাযহাবে মতভেদ নেই।

আবু হানীফা বলেন, পা সতরের অংশ নয়। কেননা অধিকাংশ সময় তা খোলা রাখতে হয় চেহারার মতোই। ইমাম মালেক, আওযায়ী ও শাফেয়ী র. বলেন, নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সবই সতর। এ অংশ ছাড়া নামাযে সব কিছুই ঢেকে রাখা ওয়াজিব। ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহর বাণী : ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ চেহারা ও হাতের কব্জি যে কারণে নবী করিম স. ইহরাম পরিহিতা নারীকে চাদর ও নিকাব পরতে নিষেধ করেছেন। যদি চেহারা ও হাতের কব্জি সতরের অংশ হতো, তাহলে তা ঢেকে রাখা হারাম হিসেবে গণ্য করতেন না। কারণ ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের প্রয়োজনে চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখতে বাধ্য হতে হয়। আমাদের কেউ কেউ বলেন, নারীর সমস্ত দেহই সতর। কারণ রসূল স. থেকে বর্ণিত, 'নারী সতরস্বরূপ।' তিরমিযী বর্ণনা করেন, হাদীসটি হাসান ও সহী। কিন্তু নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি ঢেকে রাখা কষ্টকর। তাই খোলা রাখার অবকাশ দেওয়া হয়েছে এবং উক্ত অঙ্গের প্রতি বিবাহের প্রস্তাবের সময় দৃষ্টি দেওয়া বৈধ রাখা হয়েছে।[১১৪]

খারকী ও ইবনে কুদামা র.-এর বক্তব্য থেকে আমাদের নিকট স্পষ্ট যে, সতর একটি। মূল বিষয় নামাযে নারীর সতর ঢাকা। কিন্তু ইবনে কুদামা নামাযে চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখার পক্ষে যে দলিল পেশ করেন সেটা দৃষ্টির সতরের সাথে সংযুক্ত। এ দলিলসমূহ হলো :

০ পবিত্র আয়াত : ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها

০ হাদীস ঃ ইহরাম পরিহিতা নারী নিকাব ও চাদর পরিধান করবে না।

০ হাদীস ঃ ইহরাম পরিহিতা নারী নিকাব পরবে কিন্তু চাদর পরবে না।

হাদীস পর্যালোচনা করলে আমরা অনুধাবন করতে পারি, যদি চেহারা ও হাতের কব্জি সতর হতো, তাহলে তা ঢেকে রাখা হারাম করা হতো না। কেননা, প্রয়োজনে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় চেহারা ও লেনদেনের সময় হাতের কব্জি খোলা রাখতে বাধ্য করে।

০ হাদীস ঃ 'নারী সতর সমতুল্য।' যখন সে বের হয়, শয়তান চোখ উঁচু করে তার প্রতি তাকায়। হাদীসের পর্যালোচনায় আমরা চিন্তা করতে পারি। কিন্তু চেহারা ও হাতের কব্জি ঢেকে রাখার কষ্ট থেকে পরিত্রাণের জন্য তা খোলা রাখার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। তার কথা হলো, এই অঙ্গের প্রতি বিবাহের প্রস্তাবের সময় দৃষ্টি দেওয়া বৈধ রাখা হয়েছে।

www.pathagar.com

ইবনে কুদামা র. বলেন, দাসীর মাথা খোলা রেখে নামায পড়া জায়েয। হাসান ছাড়া কেউ এর বিরোধিতা করেননি। উমর রা. আনাস রা.-এর পরিবারের একজন দাসীকে মাথা ঢেকে রাখা অবস্থায় দেখে মারলেন এবং বললেন, 'তোমার মাথা খোলা রাখো, স্বাধীন নারীর মতো হয়ো না।'

কাজী আয়াদ র. তাঁর আল-মুজাররাদ গ্রন্থে বলেন, নামাযে দাসী নাভি থেকে হাঁটুর কোন অংশ খোলা রাখলে নামায বাতিল বলে গণ্য হবে। এর বাইরে কোন অংশ খোলা গেলেও নামায সঠিক হবে। আল জামে গ্রন্থে বলা হয়েছে, মাথা ও দু'হাত থেকে কনুই পর্যন্ত ও দু'পা থেকে হাঁটুর নীচ ছাড়া দাসীর সবই সতর, তবে কাপড়ের ওপর দিয়ে কোন পরিবর্তন ও পায়ের টাকনু খোলা রাখাতে কোন দোষ নেই। কেননা খিদমতের সময় স্বাভাবিকভাবে তা প্রকাশ পায়। তা সতরের অংশ নয়। তা ছাড়া স্বাভাবিকভাবে কিছু প্রকাশ পায় না এবং খোলা রাখার প্রয়োজনও হয় না।[১১৫]

এখানে বক্তব্য হলো নামাযে দাসীর সতর ঢাকা সম্পর্কে, অথচ দলিল হলো এ সতরের সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে যার সবটুকুই দৃষ্টির সতরের সাথে সম্পৃক্ত।

ইবনে কুদামা র. বলেন, নামাযী সাধ্যমত তার কাঁধে পোশাকের কিয়দংশ রেখে দেবে। এটা ইবনে মুনযির র.-এর বক্তব্য। ইবনে জাফর থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি তার কাঁধ ঢেকে রাখবে না তার নামায পূর্ণ হবে না। অধিকাংশ ফকীহ বলেন, এটা ওয়াজিব নয় এবং নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আসহাবুর এর সাথে একমত। কেননা এ দু'টো সতর নয়, বরং এটা দেহের অন্য অংশের সমতুল্য। আবু হুরায়রা রা. রসূল স. থেকে বর্ণনা করেন, পুরুষ তার কাঁধের ওপর কাপড়ের কিছু অংশ না রেখে এবং একটি মাত্র কাপড় পরিধান করে যেন নামায না পড়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

শর্ত আরোপের কারণ কাঁধ খোলা রেখে নামায পড়া থেকে নিষেধ করা। কেননা নামাযে সতর ঢাকা ওয়াজিব। অনেক সময় মতপার্থক্য ফাসাদ সৃষ্টি করে, যেমন সতর ঢাকা।[১১৬]

যখন সতর ঢাকা ছাড়া কাঁধ ঢাকার জন্য কোন জিনিস পাওয়া না যায়, তখন সতর ঢাকবে। কেননা সতর ঢাকা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। কাঁধ ঢাকার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে এবং এটাকে কিছুটা হালকা করে দেখা হয়েছে যে কারণে অগ্রাধিকার দেওয়া জায়েয হবে না।[১১৭]

কালুযানী র. তাঁর হিদায়া গ্রন্থে বলেন, যে ব্যক্তি কাঁধ ঢাকার জন্য কিছু না পায় সে যেন সতর ঢেকে নেয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, কাঁধ ঢাকবে এবং বসে নামায পড়বে।[১১৭ক]

মহিউদ্দীন ইবনে জাওযী র. বলেন, পুরুষের জন্য মুসতাহাব হলো সে কামিজ ও চাদর পরিধান করে নামায পড়বে। যদি অন্য অংশ ছাড়া সতর ঢাকা হয় এবং পোশাকের কিয়দংশ কাঁধের ওপর থাকে।[১১৭খ]

www.pathagar.com

ইবনে তাইমিয়া র. তাঁর মুহাররার গ্রন্থে বলেন, ফরয নামাযে পুরুষের সতর ঢাকা পূর্ণ হবে না যদি সে পোশাকের কিয়দংশ কাঁধের ওপর ফেলে না রাখে। নফলের ক্ষেত্রে দু'টি বর্ণনা রয়েছে।[১১৭গ]

ইবনে কুদামা র. তাঁর শরহে কবীরে বলেন, নামাযী সতর ঢাকা ছাড়া কোন কাপড় না পেলে এটাই যথেষ্ট। তা দিয়ে সতর ঢাকবে এবং কাঁধ ঢাকা পরিত্যাগ করবে। কেননা সতর ঢাকা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। কিন্তু কাঁধ ঢেকে রাখার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে এবং নামাযের বাইরেও সতর ঢাকা ওয়াজিব। তাই সতর ঢাকাই উত্তম।[১১৮]

ইবনে কুদামা র., কালুযানী র., ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. ও শামসুদ্দীন ইবনে কুদামা র. স্বীকার করেন যে, নামাযে কাঁধ ঢেকে রাখার নির্দেশ সতর ঢাকার সাথে সম্পৃক্ত। নিকট অথবা দূর থেকে তা সতরের অংশ নয়। সতর ঢাকা সর্বদা ওয়াজিব। তা নামায ও নামাযের বাইরে ফরয ও নফল নামাযে সর্বদাই ওয়াজিব।

নামাযে কাঁধ ঢেকে রাখা সম্পর্কে উল্লিখিত পাঁচজন ফকীহ্‌র বক্তব্য হলো— এ নির্দেশটি সতর ঢাকার সাথে সংযুক্ত। ইবনে তাইমিয়া র. দৃষ্টির ও নামাযের সতরের মাঝে যে পার্থক্যের দলিল উপস্থাপন করেছেন তা সমালোচনার জন্য যথেষ্ট নয়। ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, নামাযের সতর দৃষ্টির সতরের সাথে কোনভাবেই সংযুক্ত নয়। নামাযী নামাযে যা ঢেকে রাখে নামাযের বাইরে তা অনাবৃত রাখা জায়েয নয়। আর নামাযে যা অনাবৃত রাখা হয় তা পুরুষদের সামনে ঢেকে রাখা উচিত নয়। প্রথম : যেমন কাঁধ। নবী করিম স. কাঁধে কিছু না রেখে একটি মাত্র কাপড় দ্বারা পুরুষকে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। এটা নামাযের ক্ষেত্রে; তবে নামাযের বাইরে পুরুষের জন্য কাঁধ খোলা রাখা বৈধ। পক্ষান্তরে মুখমণ্ডল, দু'হাত ও দু'পা নারীদের ক্ষেত্রে অপরিচিত পুরুষদের সম্মুখে প্রকাশ করা বৈধ নয়, বরং সে পোশাক ছাড়া কিছুই প্রকাশ করবে না। কিন্তু নামাযে সতর ঢাকার ব্যাপারে মুসলমানদের ঐকমত্য হওয়া ওয়াজিব নয়, বরং অধিকাংশ উলামার নিকট তা আবৃত করা জায়েয।[১১৯]

এটা নিশ্চিত যে, নামাযের সতর ও দৃষ্টির সতরের পার্থক্যের ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার দলিল দুর্বল। এটা শরহে উমদাতুল আহকামে ইবনে দাকীক র.-এর (মৃ. ৭০২ হি.) বক্তব্য।

রসূল স. বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন কাঁধে কিছু না দিয়ে নামায না পড়ে।' এ নিষেধটি দু'টি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

এক. এতে দেহের ওপরের অংশ খোলা থেকে যায়। আর এটা নামাযে বিধিসম্মত সাজসজ্জার পরিপন্থী।

দুই. যে ব্যক্তি এ কাজ করে সে হাতের সাহায্যে কাপড় ধরে রাখার কাজে ব্যস্ত থাকে। যদি সে এ কাজ না করে, তাহলে কাপড় পড়ে গিয়ে সতর খুলে যাওয়ার ভয় থাকে।

www.pathagar.com

আর যদি সে এ কাজ করে, তাহলে দু'টি খারাপ কাজ করে। ফকীহদের নিকট এ মাযহাবের বিপরীত কথা প্রসিদ্ধ। যে জিনিস দ্বারাই সতর ঢাকা হবে তাতে নামায জায়েয হবে।[১২০]

আমরা পূর্বতন ইমামদের বক্তব্যের পর ইমাম ইবনে তাইমিয়ার দলিল খণ্ডন করার জন্য ইমামদের এমন একজনের কথা উল্লেখ করবো, যিনি যয়েদী মাযহাবের বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মুজতাহিদ। তিনি হলেন ইমাম শাওকানী র. (মৃ. ১২৫০ হি.)। তিনি তার নাইলুল আওতার গ্রন্থে বলেন, রসূল স.-এর বাণী, তোমাদের কেউ যেন কাপড়ের কিছু অংশ কাঁধের ওপর থেকে না লটকিয়ে এক কাপড়ে নামায না পড়ে। (বুখারী ও মুসলিম।)

অর্থাৎ সে যেন মাঝখানে ইজার না পরে এবং কাপড়ের আঁচল কোমরে বেঁধে না রাখে, বরং তা কাঁধের ওপর রেখে দেয় যাতে সমস্ত দেহে সতর সংরক্ষিত হয় যদিও তা সতর নয়; তবে সতর ঢাকার কাছাকাছি হবে।[১২১]

নারীর চেহারা খোলা রাখার বিধান সম্পর্কে পরবর্তীকালের ফকীহদের ঐকমত্য

ইসলামী দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে প্রচলিত রয়েছে যে, গ্রাম্য মেয়েরা ক্ষেতে-খামারে ও বাজারে অধিকাংশ সময় চেহারা খোলা রাখে। এটা কোন কোন দেশের মরুচারী মেয়েদেরও অবস্থা। যেমন আলজেরিয়া। আবার এটাও প্রচলিত রয়েছে যে, শহরের আধুনিক মহিলাগণ অধিকাংশ সময় হিজাব পালন করে এবং কম সময়েই খোলা রাখে। এ প্রচলন দীর্ঘ যুগ থেকে চলে আসছে, বিশেষভাবে পরবর্তী যুগেও আলেমদের নিষেধ ব্যতিরেকেই। এর কারণ মুখমণ্ডল খোলা রাখার বিধানের ক্ষেত্রে তাদের স্বীকৃতি। আর এটা ছিল নীরব ঐকমত্য। কিন্তু কি করে চেহারা ঢেকে রাখা ও খোলা রাখার নির্দেশের মাঝে গ্রাম্য ও আধুনিক নারীদের মাঝে প্রচলনের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে? এটা হলো একটা স্বভাবজাত জিনিস। আর অভ্যাসের ক্ষেত্রে প্রচলন সর্বদাই ভিন্নতর হয়ে থাকে। এখানে পার্থক্যটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা অনুগ্রহ। কেননা তিনি দ্বীনকে সহজ করতে চান। তেমনিভাবে জ্ঞানীদের জন্য এর পেছনে হিকমত বিদ্যমান। যারা মতপার্থক্যের প্রয়োজন অনুভব করে, তাদের ধারণা ও ইজতিহাদের আলোকে পরবর্তী যুগে কঠোরতা ও সাধারণভাবে প্রয়োজনে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার আকাঙ্ক্ষায় গ্রাম্য নারীদেরকে প্রয়োজনে চেহারা খোলা রাখার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। একই সময় শহরের বসবাসকারী নারীদের প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং বের হওয়ার সময় সতর ঢাকা আবশ্যকীয় করেছে। কঠোরতা সত্ত্বেও তারা ব্যাপারটিকে সামান্য বাড়াবাড়ি ও দোষ মনে করেন, অথচ একই সময় দাসী, বিধবা ও খাদেমগণ তাদের প্রয়োজন পূরণে বিশেষ রুমে সাজসজ্জা করছিল। তারা যিয়ারত অথবা শোক পালন অথবা অন্যান্য কাজে মুখমণ্ডল ঢেকে বের হতো, তা ছিল সামান্য সময়ের জন্য এবং দীর্ঘ বিরতির পর।

www.pathagar.com

অধিকাংশ মুসলিম দেশে শহুরে ও গ্রাম্য মহিলাদের মাঝে পার্থক্য করার প্রচলন চলে আসছে। ইবনে বাদীস র. বলেন, বর্তমানে মুসলিম জাতির অনেক লোক আছেন যারা শহরের ও গ্রামের অধিবাসী নন। তারা তাদের নারীদের চেহারা খোলা রেখে বের হতে পছন্দ করেন এবং বিষয়টির প্রতি তেমন দৃষ্টি দেননি, এমন কি তারা চক্ষু সংযত রাখা ও দৃষ্টি হারাম সত্ত্বেও চেহারা ঢাকার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেননি এবং মুসলমানদের কোন কোন দল যাদের অধিকাংশ শহর-গ্রামে বসবাস করে, তারা নারীর চেহারা ঢেকে রাখা পছন্দ করেন। তাদের মধ্যে নারীর চেহারা খোলা রাখা তার প্রতি দৃষ্টিপাতে বাধ্য করে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে ধোঁকায় ফেলে দেয় এবং তার, তার পরিবারের ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে সমালোচনার পথ খুলে দেয়। এই জাতীয় নারীর কর্তব্য হলো অকল্যাণ, অশ্লীলতা ও ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য চেহারা ঢেকে রাখা।[১২২]

কাজী আয়াদ র. পূর্ব থেকে নিশ্চিত যে, নারীদের চেহারা ঢেকে রাখার প্রবণতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল সামাজিক প্রথা হিসেবে। ফকীহগণ প্রয়োজনে এটাকে উত্তম মনে করেছেন।

আলেমগণ বলেন, হঠাৎ দৃষ্টি পড়ার হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাস্তায় চলার পথে নারীর চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। পুরুষদের কর্তব্য হলো সকল অবস্থায় চক্ষু সংযত রাখা (শরীয়তের প্রয়োজন ভিন্ন কথা)। ইমাম নববী র. কাজী আয়াদ র.-এর এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, তিনি তা যথাযথ মনে করে তার স্বীকৃতিও দিয়েছেন এবং সহী মুসলিমের ব্যাখ্যাতে উল্লিখিত হয়েছে।[১২৩]

যে কারণে চেহারা সতর না হওয়ার বিষয় ও কোন কোন লোকের মতে চেহারা সতর হওয়ার বিষয় প্রথম যুগেই ঐকমত্যে পৌঁছার মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত কেউ কেউ ইজতিহাদ করেছেন এবং ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য সতরকে ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ ইজতিহাদ করে ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য এটাকে মুসতাহাব মনে করেছেন। আর অন্যরা উত্তম প্রচলন হিসেবে জায়েয মনে করেছেন। এ সবই ইজতিহাদ যা সঠিক বা ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে। তবে যে বিষয়ে দলিল পাওয়া যাবে সেটিই হবে গ্রহণযোগ্য মত। তার অতিরিক্ত এখানে প্রয়োজনে যুগোপযোগী ইজতিহাদ হতে হবে এবং অনেক সময় যুগের পার্থক্যের কারণে ইজতিহাদী হুকুমে মতপার্থক্য হয়ে থাকে। কিন্তু কালের প্রবাহে কোন কোন লোকের চেহারা ঢেকে রাখার ব্যাপারে কঠোরতার কারণে এ ধারণা জন্মেছে যে, চেহারা সতরের অংশ। শেষ পর্যন্ত ঐসব কঠোরতা অবলম্বনকারীগণ যে কোন ইজতিহাদের মোকাবিলায় সতর ঢেকে রাখার মত গ্রহণ করেননি এবং চেহারা খোলা রাখাকে বৈধ মনে করেন।

যা-ই হোক, একটু পূর্বে আমরা যা বলেছিলাম, অধিকাংশ ইসলামী দেশে গ্রাম্য নারীদের চেহারা খোলা রেখে বের হওয়া সম্পর্কে সুদীর্ঘকাল থেকে আজ পর্যন্ত আলেমদের পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না, বরং তাদের কেউ কেউ তার স্বীকৃতি দিয়েছেন, বরং চেহারা খোলা রাখার বিধান সম্পর্কে তাদের স্বীকারোক্তি ছিল নীরব ইজমার মতো।

www.pathagar.com

সারকথা

পবিত্র আয়াতে চেহারা ঢেকে রাখা ও খোলা রাখার ব্যাপারে প্রকাশ্য কোন নির্দেশনা নেই। সাহাবা ও তাবেয়ীগণ কিতাবের আয়াতের ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। (দ্বিতীয় অধ্যায়) সাহাবাদের তাকলীদ সম্পর্কে ইবনে কাইয়েম র. উল্লেখ করেছেন। তাকলীদকারী যদি বলেন, আমি কোন কোন সাহাবীর তাকলীদ করি। যেমন কেউ ইবনে মাসুদ রা.-এর এ কথার অনুসরণ করেন। প্রকাশ্য সৌন্দর্য হলো পোশাক।[১২৪]

অধিকাংশ হাদীস দ্বারা চেহারা খোলা রাখার বৈধতার স্বীকৃতি পাওযা যায়। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে দলিলগুলো সম্ভাবনার পর্যায়ে পড়ে। আমরা দেখি এ বর্ণনাসমূহের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা সত্য থেকে দূরে সরে গিয়েছেন (তৃতীয় অধ্যায় লক্ষ্য করুন), এখানে আয়েশা রা.-এর একটি বর্ণনা : নারী যখন হায়েয অবস্থায় পৌছে, তখন তার অমুক অমুক অঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত নয়। এ কথা বলে তিনি চেহারা ও হাতের কব্জির প্রতি ইংগিত করেন। এটা হাদীসে মুরসাল। কিন্তু কোন কোন ইমাম এ হাদীসকে সাহাবীদের কথা দ্বারা শক্তিশালী করেন। বায়হাকী র. বলেন, এ হাদীসে মুরসালের সাথে সাহাবীদের কথা যারা প্রকাশ্য সৌন্দর্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বৈধ হওয়ার পক্ষে বলেছেন, তাহলে তার কথা শক্তিশালী হয়ে গেল। শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানী এ কথার ব্যাখ্যায় বলেন, যাহাবী তার তাহযীব গ্রন্থে এ কথার সাথে একমত পোষণ করেছেন। আর যে সব সাহাবী এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তাঁরা হলেন, আয়েশা রা., ইবনে আব্বাস রা. ও ইবনে ওমর রা.। তাঁরা বলেন, প্রকাশিত সৌন্দর্য হলো চেহারা ও হাতের কব্জি। শেখ আলবানী বিভিন্ন পন্থায় এ হাদীসকে শক্তিশালী মনে করেন।[১২৫]

চেহারা সতর না হওয়ার ব্যাপারে পূর্বতন ফকীহগণ একমত। এর সাথে একজন তাবেয়ীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যিনি বলেছেন নারীর নখসহ সমস্ত দেহই সতরের অংশ। তা সত্ত্বেও যিনি এ কথা গ্রহণ করেছেন তিনি ঢেকে রাখার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখার অবকাশ দিয়েছেন। এ ধরনের বর্ণনা ইমাম আহমদও উল্লেখ করেছেন।

এ মাসআলার ক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাবের নিজস্ব বক্তব্য রয়েছে। এখানে ইমাম আহমদের জন্য হাম্বলী মাযহাবের অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে যা হাম্বলী ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন।

প্রথম বর্ণনা, নারীর চেহারা সতরের অংশ নয়। দ্বিতীয় বর্ণনা, তার সমস্ত দেহই সতর। কেউ কেউ চেহারা ছাড়া অথবা নামাযের বাইরের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তৃতীয়ত, নামাযে তার কিছুই দেখা যাবে না, এমন কি নখও না, বরং তার সব কিছু ঢেকে রাখতে হবে। চতুর্থত, ইমাম আহমদ আয়েশার র. হাদীস গ্রহণ করে বলেন, নারী যখন হায়েয অবস্থায় পৌছে, তখন তার অমুক অমুক অঙ্গ ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হওয়া ঠিক নয়। তিনি চেহারা ও হাতের কব্জির প্রতি ইঙ্গিত করেন।

www.pathagar.com

আমাদের কি এ অধিকার আছে যে, আমরা হাম্বলীদেরকে আয়েশা রা.-এর হাদীস গ্রহণ করার অনুরোধ করবো যা ইমাম আহমদ দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তেমনি বায়হাকী ও নাসিরুদ্দীন আলবানী তা শক্তিশালী মনে করেছেন। এছাড়াও এর পক্ষে আমরা অধিক সংখ্যক হাদীসে তাকরিরী তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। এরপরও আমরা পূর্বতন ফকীহদের ঐকমত্যের মূল্যায়ন করবো। তাদের ঐকমত্যের ক্ষেত্রে তারা কিতাব, সুন্নাহ অথবা প্রথম যুগের উত্তম ব্যক্তিদের আমলের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। এসব কিছুর পরও কি আমরা হাম্বলীদেরকে আহ্বান করবো নারীর চেহারা সতর না হওয়ার ব্যাপারটি স্বীকার করে নিতে এবং অন্যান্য বর্ণনা ছেড়ে দিতে যার সাথে কিতাব অথবা সুন্নাহের কোন সনদ নেই, বরং তারা কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথার ওপর ভরসা করেছেন, অথচ অন্যরা এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করেছেন।

পরিশেষে ইবনুল কাইয়েম র. ইমামদের তাকলীদ সম্পর্কে যা বলেছেন তা নিয়ে আমরা চিন্তা করবো। একজন আলেম অবশ্যই ভুল করতে পারেন। তিনি ভুলের উর্ধ্বে নন। তাই তিনি যা বলবেন সব কিছু গ্রহণ করা বৈধ নয় এবং তার কথাকে ভুলের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া ঠিক নয়। এটা পৃথিবীর সব আলেমের নিকট নিন্দনীয়। তারা এটাকে হারাম মনে করেন এবং এ ধরনের অনুসরণকারীদের নিন্দা করেন। আর তা প্রকৃতপক্ষে অনুসরণকারীদের জন্য বিপদ ও ফিতনা, তারা সর্বদাই ভুল-নির্ভুল নির্বিশেষে সব কাজেই আলেমদের অনুকরণ করেন এবং এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য করেন না। তারা দ্বীনকে ভুল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহপ্রদত্ত হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল এবং শরীয়তের বিধান নয় এমন জিনিসকে শরীয়তের বিধান মনে করেন যে কারণে যাদের অনুসরণ করা হয় তাদেরকে ভুলের উর্ধ্বে মনে করা হয়। তাদের অবশ্যই ভুল হবে এটা স্বাভাবিক।[১২৬]

যদি বলা হয়, তোমরা ইমামদের তাকলীদ এভাবে কর যে, তারা দ্বীনের সঠিক হেদায়েতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই তাদের অনুসরণকারীগণও হেদায়েতের ওপর অবস্থিত। কেননা তারা তাদের পথ অনুসরণ করেছেন। বলা হয়, তাদের অনুসরণ ও তাকলীদ বৈধ নয়, বরং তাদের কাজ ছিল দলিলের অনুসরণ করা এবং তাকলীদ করা থেকে নিষেধ করা। যে ব্যক্তি দলিল ছেড়ে আল্লাহ ও রসূলের নিষেধকৃত জিনিস গ্রহণ করলো, তারা তাদের পথে নেই, বরং তাদের বিরোধী। তারা তখনই তাদের পথে থাকতো যখন তারা দলিলের অনুসরণ করতো এবং রসূল স. ছাড়া আর কাউকেই কুরআন ও সুন্নাহর ওপর নির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করতো না।[১২৭]

বায়হাকী ইবনে আব্বাস থেকে বলেন, সে অনুসরণকারীদের জন্য ধ্বংস, যারা আলেমদের পদস্খলনের অনুসরণ করেন। বলা হলো, হে আবুল আব্বাস, এটা কিভাবে? তিনি বলেন, আলেম নিজের মত প্রকাশ করবে, তারপর রসূল স.-এর হাদীস শুনে তার নিজের পথ পরিহার করবে।[১২৮]

www.pathagar.com

পঞ্চম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[সহী আল বুখারী থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশগুলো কায়রোর মোস্তফা আল হালাবী ছাপাখানায় মুদ্রিত সহী আল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত। সহী মুসলিম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশ ও পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুল থেকে মুদ্রিত ইমাম মুসলিমের আল জামেউস সহী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।]

১. আল মাবসুত : ১ খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।
২. আল মাবসুত : ১ খণ্ড, ৭ ও ৩৩ পৃষ্ঠা।
৩,৪. কামাল ইবনে হুমামের হিদায়ার শরহে ফাতহুল কাদীর : ১ খণ্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা, ২ খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা।
৫. হিদায়ার শরহে ফাতহুল কাদীর ও হিদায়ার টীকা শরহে ইনায়া : ১ খণ্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা।
৬. হিদায়ার শরহে ফাতহুল কাদীর : ২ খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা।
৭. আল মুয়াত্তা : ২ খণ্ড, ৯৩৫ পৃষ্ঠা।
৮. আবুল ওয়ালীদ আল বাজী আল আন্দালুসীর আল মুনতাকা, শরহে মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৭ খণ্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা। দারুল কিতাব, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ- ১৯৮৩ সাল।
৯. আত্‌তাজ আল ইকলীল : আবদারী [তিনি মুয়াক হিসেবে প্রসিদ্ধ] ১ খণ্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা। হাত্তাবের মাযাহেবুল জালীল, লে শরহে মুখতাসার খলিল গ্রন্থের টীকার ওপর লেখা : দারুল ফিকহর, বৈরুত]।
১০. মুয়াত্তা মালেক : জানাযা অধ্যায়, মৃত ব্যক্তির গোসল অনুচ্ছেদ, ১ খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা।
১১. বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ১ খণ্ড, ১৫৬, ১৬৬ পৃষ্ঠা।
১২. আল মুদাওয়ানা : ১ খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা।
১৩. আবুল ওয়ালীদ আল বাজী আল আন্দালুসীর আল মুনতাকা গ্রন্থ : ১ খণ্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা।
১৪. আহলে মদীনা আল মালেকীর কিতাবুল কাফী ফী ফিকহ : ১ খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা।
১৫. আত তামহীদ : ১ খণ্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা।
১৬. আত তামহীদ : ৮ খণ্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা।
১৭. আত তামহীদ : ৮ খণ্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা।
১৮. বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ১ খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা।
১৯. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মাজমুয়া ফাতওয়া : ২০ খণ্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা।
২০. আল উম্মু, ইমাম শাফেয়ী : ১ খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা।
২১. আল মাজমু শরহে মুহাযযাব : ৩ খণ্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা।
২২. আল মাজমু শরহে মুহাযযাব : ১৬ খণ্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।
২৩. আল মাজমু শরহে মুহাযযাব : ৩ খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা।
২৪. আল মুগনী, ইবনে কুদামা : ১ খণ্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা।
২৪ক. কিতাবুল হিদায়া, কালুযানী : ১ খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা। [প্রথম সংস্করণ : ১৩৯০ হি:, আল কাসিম, সউদী আরাবিয়া থেকে প্রকাশিত]।
২৪খ. আল ইফসাহ মিন মায়ানী আস-সিহা : ১ খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা। [মকতবা হালবিয়া থেকে প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৬ হি:, ১৯৪৭ সাল]।
২৪গ. পূর্বোক্ত : ২ খণ্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা।
২৫. আল মুগনী : ১ খণ্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা।
২৬. আল মুগনী : ৩ খণ্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

২৭. আল মুগনী : ৭ খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা।

২৮. আল মুগনী : ৭ খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা।

২৮ক. কিতাবুল মুহাররার ফিল ফিকহ : ১ খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা।

২৯,৩০,৩১. আল মহল্লী : ৩ খণ্ড, ২১৬, ২১৭, ২১৮ পৃষ্ঠা।

৩২. আত তামহীদ : ইবনে আবদুল বার : ৬ খণ্ড, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬ পৃষ্ঠা।

৩৩. শরহে সুন্নাহ : ২ খণ্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা।

৩৪. শরহে সুন্নাহ : ৯ খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা।

৩৫. বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ১ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।

৩৬,৩৭. আল মুগনী : ১ খণ্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা।

৩৮. ফাতহুল বারী : ১৩ খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা।

৩৯,৪০. ফাতহুল বারী : ১৩ খণ্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা।

৪১. শরহে সুন্নাহ : ৯ খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা।

৪২. ফাতহুল বারী : ১৩ খণ্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা।

৪৩. ফাতহুল বারী : ১০ খণ্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা।

৪৪,৪৫. বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ১ খণ্ড, ১৬৫, ১৬৬ পৃষ্ঠা।

৪৬. কাওয়ায়েদুল আহকাম : ১ খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা।

৪৭,৪৮. তাফসীরে তাবারী : সূরা নূর, আয়াত ৩১।

৪৯. ফাতহুল বারী : ১৩ খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা।

৫০. আল মাবসুত : সারাখসী : ৪ খণ্ড, ৭, ৩৩ পৃষ্ঠা।

৫১. কিতাবুত তামহীদ : ৮ খণ্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা।

৫২. কিতাবুত তামহীদ : ৬ খণ্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা।

৫৩. আত্‌তাজ আল ইকলীল : আবদারী [তিনি মুয়াক হিসেবে প্রসিদ্ধ] ১ খণ্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা। হাত্তাবের মাযাহেবুল জালীল, লে শরহে মুখতাসার খলিল গ্রন্থের টীকার ওপর লেখা : দারুল ফিকহর, বৈরুত]।

৫৪. ফাতহুল বারী : ১৩ খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

৫৪ক. তাফসীরুল কবীর : ফখরুর রাজী : সূরা নূর, তাফসীরুল আয়াত ৩১।

৫৫. আল মাজমু : ৩ খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

৫৫ক. আল ইফসাহ আন মায়ানী আসসেহা : ১ খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা।

৫৬. আল মুগনী : ৭ খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা।

৫৭. আল মুগনী : ১ খণ্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা।

৫৭ক. আল মুগনী : ১ খণ্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা।

৫৭খ. ইলামুল মুকেয়ীন : ১ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।

৫৮. মাজমুয়া ফাতওয়া : ইমাম ইবনে তাইমিয়া : ২২৩ খণ্ড, ১১৪, ১১৫ পৃষ্ঠা।

৫৯. আত তামহীদ : ইবনে আবদুল বার : ৬ খণ্ড, ৩৬৪, ৩৬৫ পৃষ্ঠা।

৬০. আল মুনতাকা শরহে মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ১ খণ্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা।

৬১. বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ১ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।

৬২,৬৩. আল মুগনী : ১ খণ্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা।

৬৪,৬৫. আল মাজমু : ৩ খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

৬৬. কামাল ইবনে হুমামের হিদায়ার শরহে ফাতহুল কাদীর : ১ খণ্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা, ২ খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৬৭,৬৮,৬৯,৭০,৭১. আল মাদখাল : মাযহাব ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : লেখক আবদুল কাদের ইবনে আহমদ আল হাজারী আল হাম্বলী, [তিনি ইবনে বাদরান দামেশ্‌কী হিসেবে পরিচিত] ৪৬, ৪৭ পৃষ্ঠা। [এটি ইদারাতুত তাবিয়া আল মুনিরা মিসর থেকে প্রকাশিত।]

৭২,৭৩,৭৪. পূর্বোক্ত : ৪৮, ৪৯, ৫১ পৃষ্ঠা।

৭৫. আল ইনসাফ ফী মায়ারেফাতুর রাজেহ মিন খেলাফ : মারদারী : ১ খণ্ড, ৩ পৃষ্ঠা।

৭৫ক. পূর্বোক্ত : ১৭ পৃষ্ঠা।

৭৫খ. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আসয়াছ, মাসায়েলে ইমাম আহমদ : রশীদ রেযা কর্তৃক প্রকাশিত।

৭৫গ. পূর্ব সূত্র : রশীদ রেযা বলেন, [মায়মুনীর এ কথা] কাজী আবু ইয়ালা, আল কবীর ফী মুখতাসার তাবাকাতুল হানাবেলা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৭৫ঘ. পূর্ব সূত্র : পৃষ্ঠা লাম।

৭৬. আল মুগনী : ২ খণ্ড, ১৬৪, ১৬৫ পৃষ্ঠা।

৭৭. ইবনে হাযম : মারাতেবুল ইজমা ও ইবনে তাইমিয়া রদ [illegible] মারাতেবুল ইজমা ২০৮ পৃষ্ঠা। দারুল আফাক আল জাদীদা, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০০ হি:, ১৯৮০ সন।

৭৭ক. ইবনে হাম্বল : তাঁর জীবনী, যুগ, তাঁর মত ও ফিকহ্ গ্রন্থ ২৩৪, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

৭৭খ. ইলামুল মুকেয়ীন : ৩ খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা।

৭৭গ. ইলামুল মুকেয়ীন : ৩ খণ্ড, ২৮২, ২৮৩ পৃষ্ঠা।

৭৭ঘ. ইমাম ইবনে তাইমিয়া : মাজমুয়া ফাতওয়া : ১৫ খণ্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা।

৭৭ঙ. ইমাম ইবনে তাইমিয়া : মাজমুয়া ফাতওয়া : ২২ খণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা।

৭৮. আল ইনসাফ ফী মারেফাতুর রাজেহ মিনাল খিলাফ : ১ খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা।

৭৯. ইমাম ইবনে তাইমিয়া : মাজমুয়া ফাতওয়া : ২২ খণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা।

৮০. ঐ, ৫ খণ্ড, ১৫৩, ১৫৪ পৃষ্ঠা।

৮১. ঐ, ১ খণ্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা।

৮২. ঐ, ৪২ পৃষ্ঠা।

৮২ক. ঐ, ৩২৮ পৃষ্ঠা।

৮৩. ঐ, ১ খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা।

৮৩ক. ঐ, ১ খণ্ড, ৬১ পৃষ্ঠা।

৮৪. ঐ, ১ খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

৮৫. ঐ, ১ খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠা।

৮৬. কাশফুল মুখদেরাত : ১ খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠা।

৮৬ক. আবু দাউদ সিজিসতানী : মাসায়েলে ইমাম আহমদ : ৪০ পৃষ্ঠা।

৮৬খ. দেখুন, টীকা ৭৫গ।

৮৬গ. দেখুন, টীকা ৭৫খ।

৮৭. ইমাম ইবনে তাইমিয়া : মাজমুয়া ফাতওয়া : ২২ খণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা।

৮৮. ইমাম ইবনে তাইমিয়া : মাজমুয়া ফাতওয়া : ২২ খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।

৮৯. ইলামুল মুকেয়ীন : ২ খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

৯০. সহী সুনানে তিরমিযী : এসতিযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : সতর সংরক্ষণ, হাদীস নং ২২৪৪। নাসিরুদ্দীন আলবানীর দৃষ্টিতে হাদীসটি সহী, যা রিয়াদস্থ উপসাগরীয় দেশসমূহের লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত। প্রকাশক : তারবিয়াতুল আল মকতুবুল ইসলামী, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ।

www.pathagar.com

৯১,৯১ক,খ,গ,ঘ,ঙ. উল্লিখিত তাফসীর গ্রন্থের সূরা নূরের তাফসীর, আয়াত ৩১।
৯২,৯৩. ফাতহুল বারী : ১৩ খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা।
৯৪,৯৫. আল মাবসূত : ৪ খণ্ড, ৭ ও ৩৩ পৃষ্ঠা।
৯৬. আত তামহীদ : ১ খণ্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা।
৯৭. আত তামহীদ : ৮ খণ্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা।
৯৮. সারাখসী : আল মাবসূত : ১ খণ্ড, ২১২ পৃষ্ঠা।
৯৯. কামাল ইবনে হুমাম শরহে ফাতহুল কাদীর, আল হিদায়া।
১০০. আল কাফী ফী ফিকহে আহলে মদীনা আল মালেকী : ১ খণ্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা। [প্রকাশক : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল হাদীসা, রিয়াদ, প্রথম সংস্করণ ১৩৯৮ হি., ১৯৭৮ সাল]।
১০১. আবী ওয়ালীদ আল বাজী আল আন্দালুসীর আল মুনতাকা গ্রন্থ : ১ খণ্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা।
১০২. বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ১ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।
১০৩,১০৪,১০৫. আল মাজমু শরহে মুহায্যাব: ৩ খণ্ড, ১৭০, ১৭১, ১৭২ পৃষ্ঠা।
১০৬,১০৭,১০৮. আল মাজমু শরহে মুহায্যাব: ৩ খণ্ড, ১৮২, ১৮৩, ১৮৫ পৃষ্ঠা।
১০৯. নববী : রাওদাতুত তালেবীন ও উমদাতুল মুফতীন : ১ খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা।
১১০. পূর্ব সূত্র : ২ খণ্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা।
১১০ক. আল মুগনী : ১ খণ্ড, ৫০১, ৫০২ পৃষ্ঠা।
১১০খ. ঐ : ৭ খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা।
১১০গ. ঐ : ১ খণ্ড, ৫০২, ৫০৩ পৃষ্ঠা।
১১১,১১২. ঐ : ১ খণ্ড, ৫১৪, ৫১৫ পৃষ্ঠা।
১১৩,১১৪. ঐ : ১ খণ্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা।
১১৫. ঐ : ১ খণ্ড, ৫২৪, ৫২৫ পৃষ্ঠা।
১১৬. ঐ : ১ খণ্ড, ৫০৪, ৫০৫ পৃষ্ঠা।
১১৭. ঐ : ১ খণ্ড, ৫১৭ পৃষ্ঠা।
১১৭ক. আল হিদায়া : ১ খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।
১১৭খ. আল মাযহাব আল আহমদ : ১৬ পৃষ্ঠা।
১১৭গ. আল মুহাররার ফিল ফিকহ : ১ খণ্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা।
১১৮. আশ শরহে কবীর : ১ খণ্ড, ৪৬৯ পৃষ্ঠা।
১১৯. ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মাজমুয়া ফাতওয়া : ২২ খণ্ড, ১১৪, ১১৫ পৃষ্ঠা।
১২০. আহকামুল আহকাম, শরহে উমদাতুল আহকাম : ১ খণ্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা।
১২১. নাইলুল আওতার : ২ খণ্ড, ১৪৭, ১৪৮ পৃষ্ঠা।
১২২. ইবনে বাদীসের জীবনী ও কর্ম : ২ খণ্ড, ২০৬, ২০৭ পৃষ্ঠা।
১২৩. নববী : সহী মুসলিম : ১৪ খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।
১২৪. ইলমুল মুকেয়ীন : ২ খণ্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা।
১২৫. নাসিরুদ্দীন আলবানী, হিজাবুল মারয়াতুল মুসলিমা : ২৫ পৃষ্ঠা।
১২৬. ইলমুল মুকেয়ীন : ২ খণ্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা।
১২৭. পূর্বোক্ত : ১৯০ পৃষ্ঠা।
১২৮. পূর্বোক্ত : ১৯৩ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

জাহেলী ও ইসলামী যুগে নিকাহ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জাহেলী ও ইসলামী যুগে নিকাব

জাহেলী যুগে নিকাব

কবি উম্মে আমর বিনতে বিকদানের কবিতা :
তুমি যদি তোমার ভাইয়ের প্রতিশোধ না চাও
তোমার হাতিয়ার কাদা-মাটিতে ফেলে দাও
যাতে তা নষ্ট হয়ে যায়।
তুমি চোখে সুরমা লাগাও এবং
গাঢ় লাল-হলদে রংয়ের পোশাক পরো
নারীদের মত নিকাব পরো,
জেনে রেখো পরাজিত দল কতই না নিকৃষ্ট।[১]

অন্য একজন কবি বলেন :
আইলান গোত্রের কায়েসকে তোমরা কি দেখোনি
সে তার সৌন্দর্য বোরকা দিয়ে ঢেকে রেখেছে
এবং তার তীর সে ভালোবাসার বিনিময়ে
বিক্রি করে দিয়েছে।[২]

কবি হাতিয়া'র কবিতা :
উসামা ঘোড়ায় চড়ে
বারবার ভ্রমণ করেছে
নিকাব পরা অবস্থায়
তার গঠন প্রকৃতি কতই না সুন্দর।[৩]

কবি নাবেগা জুযাদী'র কবিতা :
হরিণীর গাল
যুবতীর নিকাবের মতো সৌন্দর্যমণ্ডিত
চলন্ত অবস্থায় তার দু'টি শিং
খোসা ছাড়ানো ফলের ন্যায় উজ্জ্বল।[৪]

জাহেলী যুগের কবিতার এসব পংক্তি এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলামের পূর্বে অনেক আরববাসীর নিকট নিকাব শব্দটি পরিচিত ছিল এবং তা মহিলাদের সাজসজ্জার এক ধরনের পোশাকের মডেল হিসেবে গণ্য ছিল। ইসলাম আসার পর নিকাব পরিধানের আদেশ বা নিষেধ কোন কিছুই হয়নি, বরং তাকে মানুষের প্রচলনের ওপর ছেড়ে দেওয়া

www.pathagar.com

হয়। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, শরীয়ত প্রণেতা সাধারণ পোশাকের ধরন বা মডেল গ্রহণের ভার মুসলমানদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তারা তাদের সামাজিক ও স্থানীয় আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা গ্রহণ করবে। মোট কথা তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী যে কোন ধরনের পোশাক ব্যবহার করার অধিকার ছিল।

কেউ কেউ বলেন, নিকাব জাহেলী যুগের পোশাক হওয়া সত্ত্বেও একে খাটো করে দেখার কোন কারণ নেই। কেননা خمار ও جلباب উভয়টাই জাহেলী যুগের পোশাক ছিল। আমরা এটা ভালো করে জানি এবং জাহেলী যুগের কবিতাই এর প্রমাণ। এ ধরনের কিছু পোশাকের উদাহরণ আমরা উপস্থাপন করছি।

আমর যুল কালব-এর বোন জানুব শোকগাথায় বলেন :
বাজ পাখি ঘুরছে, অথচ সে আসছে,
তার পাশ দিয়ে চাদর পরিহিতা যুবতীগণ
চলাফেরা করছে।[৫]

কবি আ'শা বলেন :
ঘন মসৃণ বালুকণার ন্যায় তার গঠন-প্রকৃতি
চলাফেরা অতি আকর্ষণীয়,
তবে তার পেছনের অংশ ছেঁড়া
অথচ সে চাদর পরে সৌন্দর্য প্রকাশ করে চলছে।[৬]

কবি কায়েস ইবনে হাতীম বলেন :
মনে হয় লবঙ্গ ও আদার ন্যায় জিলবাব পরিহিতা নারী
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে পথিকের।[৭]

কবি সখর ইবনে আমর তার বোন খানসা সম্পর্কে বলেন :
আল্লাহর শপথ আমি তাকে নিকৃষ্টতম উটটিও দেবো না,
যদি আমি ধ্বংসও হয়ে যাই,
আর সে তার ওড়না টুকরো টুকরো করে ফেলে
এবং চুল দিয়ে ওড়না তৈরি করে।[৮]

কবি বশর ইবনে আবি খাযেম তার ঘোড়ার শুভ্রতার প্রশংসা করে বলেন :
দ্রুত গতিতে চলার প্রতিযোগিতায়
অন্যান্য ঘোড়ার সাথে এমনভাবে চলে যেন
তার এ শুভ্রতা ওড়নার মত মনে হয়।[৯]

www.pathagar.com

কবি খানসা বলেন :
এমনভাবে সে ভর্ৎসনা করতে থাকে,
চলতে থাকে অনবরত যন্ত্রণাকারীর যন্ত্রণার মতো এবং
বন্ধ হয় না ওড়না দিয়ে মুখ বেঁধে ফেললেও।[১০,১১]

নিকাবের মতো ওড়না ও চাদর জাহেলি যুগের পোশাক হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ ছিল না। কিন্তু এখানে বড় পার্থক্য হলো, জাহেলিয়াতের সময়ে যে পোশাক ছিল, ইসলাম এসে তা ব্যবহার ও পরিধানের জন্য মুমিন নারীদেরকে পবিত্র কুরআন সুন্নাহর প্রকাশ্য নির্দেশনার মাধ্যমে নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ হলো ওড়না ও চাদরের অবস্থা। এটা জাহেলিয়াতের পোশাক হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী শরীয়ত তার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেনি। তবে শুধু ইহরামের অবস্থায় নিকাব পরিধান নিষিদ্ধ করেছে। এ হলো নিকাবের অবস্থা। তখন অধিকাংশ মহিলা সাহাবী নিকাব পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন না যা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি।
আল কুরআন স্বাধীন নারীদেরকে চাদর ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছে যাতে তৎকালীন সমাজে দাসীদের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে।
মহান আল্লাহ বলেন :
ياايها النبى قل لازاجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلايؤذين وكان الله غفورا رحيما-
হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন নারীগণকে বলো, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর লটকিয়ে নেয়, এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (আহযাব ঃ ৫৯)
অতঃপর সুন্নাহ এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেছে,
عن ام عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تخرجهن فى الفطر والاضحى -
উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে যুবতী মেয়ে ও পর্দানশীন নারী বের হবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো কারো তো চাদর নেই। (বুখারী)[১২]
অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমাদের কারোর নিকট জিলবাব না থাকলে সে কি তা ছাড়া বাইরে যেতে পারবে? জবাবে তিনি বললেন, তার কোন বান্ধবীর জিলবাব তাকে পরিয়ে দেওয়া উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)[১৩]
অতঃপর ওড়না পরিধানের ব্যাপারে কুরআন নতুন পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী : وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن

www.pathagar.com

فروجهن ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن –

মুমিনদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবহিত। (সূরা নূর, আয়াত ৩১)

ওড়না পরিধান করা সম্পর্কে ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলা হয়েছে, ওড়না মাথার ওপর রেখে ডান দিক থেকে বাম কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে দেবে।

ফাররা বলেন, জাহেলী যুগে নারীরা ওড়না পেছন দিক থেকে ঝুলিয়ে রাখতো এবং সামনের দিক খোলা রাখতো, পরে আবৃত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১৪] অতঃপর সুন্নাহের নির্দেশক্রমে পুরুষের সাথে সাক্ষাত ও নামাযের মধ্যে ওড়না পরিধান করা ওয়াজিব হিসেবে গণ্য হয়।[১৫]

আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ প্রাথমিক যুগের মুহাজির মহিলাদের প্রতি রহম করুন! যখন আল্লাহ্ এ আয়াতটি নাযিল করেন তখন মহিলাগণ তাদের বস্ত্র খণ্ড ছিঁড়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলে। অন্য বর্ণনায় আছে, মহিলারা তাদের কোমরবন্ধের কাপড়ের প্রান্তদেশ কেটে সেই টুকরো দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখে। (বুখারী)[১৬]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. বলেছেন, ওড়না পরিধান ছাড়া প্রাপ্তবয়স্কা নারীর সালাত গ্রহণযোগ্য নয়। (তিরিমিযী)[১৭]

এভাবে আমরা দেখি কিভাবে ইসলামী শরীয়ত চাদর ও ওড়না পরিধান ফরয করেছে। আর নিকাবের কথা রসূল স. মাত্র একবার উল্লেখ করেছেন এবং ইহরামের সময় নারীদেরকে তা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। রসূল স. বলেন, ইহরাম অবস্থায় নারী যেন নিকাব পরিধান না করে।

অতঃপর ফকীহ্গণ নামাযের সময় নিকাব পরিধান অপছন্দ করতেন অর্থাৎ দৈনিক পাঁচবার মুমিন নারীদের নামাযের সময়। আমাদের চিন্তার বিষয় কিভাবে নারীগণ ফরয ও নফল নামাযে নিকাব খুলে ফেলার ইচ্ছে পোষণ করতেন!

ইবনে কুদামা র. (হাম্বলী) নামাযে নারীদের নিকাব পরিধান অপছন্দ করতেন।[১৮]

শিরাজী র. (শাফেয়ী) নারীদের নামাযে নিকাব পরিধান করা অপছন্দ করতেন। কেননা নারীর চেহারা সতরের অংশ নয়।[১৯]

ইবনে আবদুল বার র. (মালেকী) বলেন, এ বিষয়ে সকলে একমত যে, নারী নিকাব পরিধান করে নামায পড়বে না।[২০]

একথা সত্য যে, ইসলাম সর্বাবস্থায় নিকাব পরিধান নিষিদ্ধ করেনি। যদি নিষিদ্ধ করা হতো তাহলে যে সব মহিলা নিকাব পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন তাদের কষ্ট হতো। যদিও মুসলিম সমাজে তাদের সংখ্যা নগণ্য ছিল, যা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। মহান আল্লাহ্ বলেন :- وما جعل عليكم فى الدين من حرج অর্থ : দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। (সূরা হাজ্জ, ৭৮)

www.pathagar.com

অর্থাৎ ইসলাম (নিকাব) পরিধানের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং একদল মুমিন নারীর পোশাকের একটি অংশ হিসেবে তা বৈধ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, নিকাব মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র অংশের কল্যাণে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি, তবে নিকাবের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আধুনিক পোশাকের ধরন থেকে পৃথক ও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত যখন তা সংকীর্ণ ও অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। এখানে নিকাবের কিছু উত্তম বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত হলো :

০ নিকাবে নারীর চেহারা পূর্ণাঙ্গরূপে আবৃত হয় না এবং তার ব্যক্তিত্বও ঢাকা পড়ে না, বরং এভাবে তার পরিচয় জানার অবকাশ থেকে যায়। প্রাচীন গ্রাম্য সমাজের মতো সীমিত গণ্ডির সমাজে যেখানে জনসংখ্যা কম কিন্তু পরস্পর খোলামেলা বেশি, এ কারণে সে সমাজে নিকাব পরিধান করা সত্ত্বেও নারীর পরিচয় জানা সহজ হতো।

০ নিকাব পরিধান করে পারস্পরিক পরিচিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে যার ফলে নারী সমাজ জীবনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত হয়ে থাকে এবং মুহরিম ছাড়া অন্য পুরুষদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এর বিপরীতে চেহারা পূর্ণরূপে ঢেকে রাখলে তা নারীকে সমাজ জীবনে অংশগ্রহণ করা থেকে দূরে থাকতে উৎসাহিত করে।

০ নিকাবের সাহায্যে দু'চোখ ও চোখের ভ্রূ প্রকাশিত থাকার দরুন বাক্যালাপকারী তার অনুভূতি, যেমন-আনন্দ, দুঃখ, চিন্তা, সন্তুষ্টি অথবা অসন্তুষ্টি, গ্রহণ ও বর্জন সহজে বুঝতে পারে।

০ নিকাবের মাধ্যমে দু'চোখ প্রকাশ করার ফলে লজ্জাবশত দুর্বল নারী তার দুর্বলতার সময় বারবার দৃষ্টি দেওয়া থেকে নিজেকে হেফাজত করতে পারে। দু'চোখ প্রকাশিত থাকার দরুন সে ইচ্ছে করে চোখ খুলে ফেলতে উৎসাহবোধ করবে। ফলে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখার সুযোগ থাকবে। এর বিপরীতে সমস্ত চেহারা ঢেকে রাখার সময় সে সুযোগ থাকবে না।

ইসলামী শরীয়তে নিকাব

ইহরামের সময় নিকাব নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! মুহরিম ব্যক্তি কিরূপ কাপড় পরিধান করবে? জবাবে রসূল স. বললেন, মুহরিম ব্যক্তি কামিজ বা জামা, পাগড়ী, পাজামা, টুপি পরিধান করবে না এবং যার জুতা নেই সে মোজা পরিধান করতে পারবে। এমতাবস্থায় মোজা দু'টি টাখনুর নীচে থেকে (ওপরের অংশটুকু) কেটে ফেলতে হবে। সে সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করবে। আর জাফরান বা ওয়ারস সুগন্ধি লাগানো কোন কাপড় পরিধান করবে না। (বুখারী)[২১]

হাদীসে পুরুষ অথবা নারীর ইহরামের সময় নিষিদ্ধ বস্তু হলো বিলাসিতা, রূপ চর্চা ও চুল আঁচড়ানো— যে কারণে আল মুনতাকা শরহে মুয়াত্তার লেখক আল বাজী র.

www.pathagar.com

বলেন, ইহরামের সময় বিলাসিতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং চুল এলোমেলো রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, নিকাব কোন কোন নারীর নিকট এক প্রকার বিলাসিতা ও রূপ চর্চার বিষয় ছিল, যেমনভাবে পুরুষের পাগড়ী, টুপি, পায়জামা ও মোজা সৌন্দর্যের বস্তু ছিল। এ সব পোশাকের বর্ণনা একটি হাদীসে এসেছে।

পোশাকের এ ধরন স্বাভাবিকভাবে ইবাদতের অর্থ বহন করে না, বরং তা ব্যক্তির ইচ্ছা ও সাধারণ পরিচিতির নির্দেশ বহন করে। বিদায় হজ্জে ইহরামের নিষিদ্ধ বস্তু ও নিকাবের হাদীস আমাদের জানা আছে। আর তা একমাত্র হাদীস যেখানে রসূল স. নিকাব সম্পর্কে কথা বলেছেন অর্থাৎ এ হাদীস ছাড়া নিকাব সম্পর্কে রসূল স.-এর নিকট থেকে আর কোন হাদীসের উল্লেখ নেই। এটি হাদীসের গ্রন্থ থেকে আমাদের নিকট উপস্থাপিত হয়েছে।

এ কথা নিশ্চিত যে, কয়েকটি কারণে নিকাব বিলাসিতা ও সৌন্দর্যের পোশাক ছিল। তার কিছু দিক আমরা উল্লেখ করবো।

ক. যখন নিকাবের সাহায্যে চেহারার কিছু অংশ ঢেকে রাখা হয়, তখন চেহারার কিছু অংশ স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়, বিশেষ করে দু'চোখ। এতে যে অংশ ঢেকে রাখা হয় তার চেয়ে প্রকাশিত অংশ অধিক সৌন্দর্য প্রকাশ করে, বিশেষ করে যখন দু'চোখে কাজল বা সুরমা দ্বারা সাজসজ্জা করা হয়। আর এ ধরনের কাজল ব্যবহার করে সাজসজ্জা করা রসূল স.-এর যুগে নারীদের নিকট খুবই প্রিয় ছিল।[২২]

সাবীয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি যখন নেফাস থেকে পবিত্রতা অর্জন করেন, তখন বিবাহের জন্য সাজসজ্জা করেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২৩]

ইমাম আহমদের বর্ণনায় আছে, তিনি সুরমা ও রং লাগিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করেন।[২৪]

জাবের রা. থেকে বর্ণিত। ইয়ামেন থেকে আলী রা. রসূল স.-এর কাছে উটে চড়ে ফিরে এলেন, তখন ফাতেমাকে ইহরামবিহীন অবস্থায় দেখা গেল। তিনি রঙিন পোশাক পরিধান করেছেন এবং সুরমা লাগিয়েছেন। (মুসলিম)[২৫]

খ. সৌন্দর্য চর্চা কোন অংগ খোলা রেখে হতে পারে, আবার তা ঢেকে রেখেও হতে পারে। যেমন- পুরুষের মাথা খোলা রাখা ও চুল আঁচড়ানোর মধ্যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তেমনি মাথায় পাগড়ী দিয়ে ঢেকে রাখা তরবুশ, সাদা রুমাল ও কালো কাপড় দ্বারাও সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। তেমনিভাবে নারীদের চেহারা খোলা রাখার মধ্যে সৌন্দর্যের কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। আবার চোখের সুরমা ও চেহারার কিছু অংশ নিকাব দ্বারা ঢেকে রাখার মধ্যে সৌন্দর্য রয়েছে। আর নিকাব নিজেই এক ধরনের সৌন্দর্য যা সৌন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি করে।

গ. আবহাওয়া ও সামাজিক শ্রেণী বিভাগের কারণে এক এক জাতির পোশাক এক এক রকম হয়ে থাকে। সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকেরা এক ধরনের পোশাক পরে। সাধারণ মানুষ আর এক ধরনের পোশাক পরে। তৃতীয় এক ধরনের পোশাক দাস-দাসীরা পরে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন হলো, জাহেলিয়াতের সময় আরবদের কি অবস্থা ছিল? উঁচু শ্রেণীর পুরুষগণ পায়জামার সাথে উর্দি পরিধান করতো অথবা চাদর পরিধান করতো এবং সাধারণ গরীব মানুষরা পায়জামা পরেই সন্তুষ্ট থাকতো। তেমনিভাবে সম্ভ্রান্ত নারীগণ পোশাকের সাথে নিকাব পরিধান করে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতো। যেমন- বড় চাদর। আর গরীব নারী অথবা দাসীগণ খাটো পোশাক পরে চেহারা ও মাথা খোলা রাখতো। তা ছিল নিকাবের পরিবর্তে সৌন্দর্য ও বিলাসিতা প্রকাশ করা। এটা মুসলিম সমাজে দাসী থেকে স্বাধীন নারীদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার কথা কি স্মরণ করিয়ে দেয় না? অতঃপর স্বাধীন নারী চাদর ঝুলিয়ে রাখবে এবং ওড়না পরিধান করবে। দাসীরা মাথা অনাবৃত রাখবে। পোশাকের এ পার্থক্য মাথা ঢেকে রাখা অথবা খোলা রাখার সাথে জড়িত এবং সতর অবলম্বনে বিলাসিতা ও গর্ব প্রদর্শন করার জন্য এবং খোলা রাখা ছিল নিচুতা ও অসৌন্দর্যের জন্য। এটা জাহেলিয়াত ও ইসলামের প্রথম যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং যুগ যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে আসছে।

এ সম্পর্কে মুহাম্মদ ফরীদ ওয়াজদী চতুর্দশ হিজরীর প্রথম দিকে যা লিখেছেন (বিংশ শতাব্দী) তা উল্লেখ করবো। তিনি বলেন, নারীদের বদ্ধমূল ধারাণা যে, পর্দা নিভৃত গৃহকোণে অবস্থানকারী নারীদের প্রতীক এবং চেহারা খোলা রাখা সাধারণ নিচু স্তরের নারীদের অভ্যাস। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ যদি মনে করে যে, সে তার অর্জিত সম্পদের মাধ্যমে নিচু স্তর থেকে উঁচু স্তরে পৌঁছেছে, তাহলে বোরকা পরা শুরু করে যাতে সে স্বাধীন অভিজাত মহিলাদের কাতারে উন্নীত হতে পারে।[২৬]

এটা নিশ্চিত যে, নিকাব সৌন্দর্যের পোশাক ছিল। এ সম্পর্কে হাম্বলী মাযহাবের কোন কোন ফিকাহবিদের বক্তব্য আমরা উল্লেখ করবো।

আবুল কাসিম খারকী র. বলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী সুগন্ধি, সাজসজ্জা, রং, সুরমা ও নিকাব পরিধান পরিহার করবে।[২৭]

তিনি পুনরায় বলেন, শোক পালনকারিণী নিকাব পরিহার করবে। কেননা ইহরাম পরিহিতাকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। সেটি সুগন্ধির মতোই।[২৮]

কাজী আবু ইয়ালা র. বলেন, বিধবা নারীর নিকাব পরা ইমাম আহমদ অপছন্দ করতেন।[২৯]

ইবনে কুদামা র. বলেন, যে ধরনের নিকাব থেকে শোক পালনকারিণীকে নিষেধ করা হয়েছে, তা বোরকার মতোই। কেননা ইদ্দত পালনকারিণী মুহরিম নারীর মতোই, যে কারণে তাকে নিকাব পরতে নিষেধ করা হয়েছে।[৩০]

কিন্তু ইবনুল কাইয়েম র. যাদুল মাআদ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ইবরাহীম ইবনে হানী নিশাপুরী তার মাসাইল গ্রন্থে বলেন, আবু আবদুল্লাহ (অর্থাৎ ইমাম আহমদ)-কে ইদ্দতের সময় নিকাব পরিধানকারী নারী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই।[৩১]

www.pathagar.com

শোক পালনকারিণীর নিকাব পরিধান সম্পর্কে ইমাম আহমদের দু'টি বর্ণনা রয়েছে। এসব কথা দ্বারা মাসয়ালার অকাট্য নির্দেশ গ্রহণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হলো নিকাব পরিধানকারিণী মহিলার সাজসজ্জার কোন জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করা। যদিও এ ধরনের সাজসজ্জায় মতপার্থক্য বিরাজমান। আমরা যদি বর্ণনার প্রতি গভীরভাবে শোক পালনকারিণীর নিকাব পরিধানের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দু'টি বিষয় উপলব্ধি করতে পারি :

এক. নিকাব সাজসজ্জা সদৃশ, তবে এখানে মতপার্থক্য রয়েছে। সেজন্য প্রশ্নকারী সে প্রশ্নের দিকে আহ্বান করেছেন এবং নিকাব যদি শুধু সতর ও লজ্জার জন্য হতো, তাহলে সতর ঢাকার অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হতো, যে কারণে এখানে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে।

তার দ্বিতীয় কথা হলো, 'নিকাব পরাতে কোন দোষ নেই।' এতে নিকাব পরিধান জায়েয হওয়ার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব হওয়ার স্বীকৃতি পাওয়া যায় না, বরং ফকীহদের কথা কোন কোন সময় ওড়না পরিধান না করাই উত্তম এবং এ কাজ হারাম নয়।

এসব কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সংক্ষেপে বলবো, নিকাব এক ধরনের পোশাক যার সাহায্যে জাহেলিয়াতের সময় কোন কোন স্বাধীন নারী সাজসজ্জা করতো। ইসলামের আগমনের পরও এভাবে তা চলে আসছে। রসূল স.ও এর স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এর প্রতি আগ্রহ দেখাননি অথবা মুস্তাহাবও বলেননি। কিছু কিছু লোকের দাবীর প্রেক্ষিতে যদি নিকাব সম্মান, হেফাজত ও নারীদের লজ্জা সংবরণের বস্তু হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই রসূল স. তাঁর স্ত্রীদের জন্য তা গ্রহণ করতেন। তাঁরা লজ্জা, শালীনতা ও সম্মানের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ছিলেন এবং সম্মানিতা সাহাবীগণও নিজেদের জন্য তা গ্রহণ করতেন। তাঁরাও লজ্জা, শালীনতা ও সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। কিন্তু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে (যা তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে), রসূল স. তাঁর স্ত্রীদেরকে তা গ্রহণ করতে বলেননি এবং সম্মানিত সাহাবাগণ নিজেরাও তা গ্রহণ করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম আসার পরও নিকাবের এক ধরনের পরিচিতি ছিল। অতঃপর রসূল স.-এর স্ত্রীদের জন্য ঘরের ভেতরে নির্দিষ্ট হিজাব ফরয করার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। আর তা ছিল চেহারাসহ সমস্ত দেহ ঢেকে রাখা। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে রসূল স.-এর স্ত্রীদের হিজাবের বিশেষত্ব বর্ণনা করেছি।

মুসলমানদের ইতিহাসে নিকাবের প্রচলন

আমাদের এ আলোচনার একটি নতুন নামকরণের প্রয়োজন আমরা অনুভব করছি। তা হলো মুসলমানদের ইতিহাসে নিকাবের প্রচলন এবং এ বিষয়টিকে পূর্বের আলোচনা 'ইসলামী শরীয়তে নিকাব' থেকে আলাদা মনে করতে হবে। আমরা শরীয়তের নির্ভরযোগ্য নস'সমূহের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি যাতে কোন আহকাম

www.pathagar.com

স্বীকার করা ও ইসলামের সাথে তার সংযুক্ত করার জন্য তার ওপর নির্ভরশীলতা অর্জন করার আহ্বান করা হয়েছে যাতে সনদের দিক থেকে দুর্বল প্রমাণ অথবা যার সঠিক সনদ জানতে অক্ষম এবং যে সব 'নস' আমরা সহজে জানতে পারি। কেননা এ ধরনের দুর্বল 'নস'সমূহ শরীয়তের নির্দেশনার জন্য দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইসলামের পূর্বে ও পরে নিকাব কোন কোন নারীর নিকট এক ধরনের পোশাক হিসেবে পরিচিত ছিল। শরীয়তের পক্ষ থেকে ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব হওয়ার কোন নির্দেশ ছিল না। শুধু ইহরামের সময় নিকাব পরা নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীস থেকে তা বৈধ হওয়ার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। রসূল স. বলেন, ইহরাম পরিহিতা নারী যেন নিকাব না পরে। নিকাবের বিষয়টিই যেহেতু এরূপ, আর এ আলোচনায় আমাদের উদ্দেশ্য হলো ইতিহাসের কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা অর্থাৎ এ ধরনের পোশাকের সামাজিক অবস্থা তুলে ধরা। এখানে আমরা নিকাবের ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক তুলে ধরবো। নিকাব কারা পরিধান করতো? এদের সংখ্যা কম ছিল, না বেশি? কেন নিকাব পরতো এবং কখন তা খুলে ফেলতো? এসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা প্রমাণাদির সাহায্যে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। যদিও তাতে দুর্বল সনদ ও বর্ণনাকারীদের অপরিচিতি রয়েছে, তা সত্ত্বেও আমরা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে এ প্রমাণাদি উপস্থাপন করবো, যার মাধ্যমে নিকাবের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, সময় ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অভ্যাসসমূহ বিভিন্ন প্রমাণ সাপেক্ষে নির্ধারণ করা যায়। হ্যাঁ, এ কাজে আমাদের পরিতৃপ্তি রয়েছে যে, ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের জন্য শক্তিশালী সনদের প্রয়োজন নেই যা শরীয়তের দলিল হিসেবে কাম্য।

প্রথমত : হিজাব ফরয হওয়ার পর রসূল স.-এর স্ত্রীগণের নিকাব পরিধান ও তার প্রমাণ

০ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. যখন আয়েশা রা.-এর দিকে তাকালেন এবং আয়েশা রা.-কে মানুষের মাঝে নিকাব পরা অবস্থায় দেখে চিনতে পারলেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ)[৩২]

০ আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. সফিয়া বিনতে হাইয়ের সাথে বিয়ের পর মদীনাতে উপস্থিত হলে আনসার মহিলাগণ এসে আমাকে তার সম্পর্কে সংবাদ দিলেন। আয়েশা রা. বলেন, তখন আমি নিকাব পরিধান করে ছদ্মবেশ ধারণ করলাম এবং রসূল স.-এর নিকট গেলাম। তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনতে পারলেন। আয়েশা রা. বলেন, রসূল স. আমার দিকে তাকালে আমি তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু তিনি আমার কাছে পৌঁছে গেলেন। (ইবনে মাজা)[৩৩]

০ উম্মে সানান আসলামিয়া রাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনায় এলাম তখন সফিয়া রা.-এর সাথে তাঁর বাড়িতে প্রবেশ না করে আমাদের বাড়ি গেলাম না। আনসার মহিলাগণ এ খবর শুনে ছদ্মবেশে সেখানে প্রবেশ করে। তখন আমি রসূল

www.pathagar.com

স.-এর চারজন স্ত্রীকে নিকাব পরা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তাঁরা হলেন, যয়নব বিনতে জাহ্শ রা. হাফসা রা. আয়েশা রা. ও জুয়াইরিয়াহ রা.। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ)[৩৪]
০ সফিয়া বিনতে শাইবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রা.-কে নিকাব পরিহিতা অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে দেখেছি। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ)[৩৫]
উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে তিনটি প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথম প্রমাণ ঃ হিজাব ফরয হওয়ার পর রসূল স.-এর স্ত্রীগণ বাইরে বের হওয়ার সময় চেহারা ঢেকে বের হতেন। এসব নস ছাড়াই এ বিধান স্বীকৃত ছিল যার সনদ সহী হওয়ার ব্যাপারটি আমরা অবগত নই।

দ্বিতীয় প্রমাণ : রসূল স.-এর যুগে মক্কা ও মদীনার মুসলিম সমাজে নিকাব পরিধানের প্রচলন খুবই নগণ্য দেখা যেতো। এর অর্থ রসূল স.-এর স্ত্রীগণ নিকাব ছাড়া অন্য কাপড় দিয়ে সর্বাবস্থায় চেহারা ঢেকে রাখতেন। যেমন- চাদরের আঁচল কিন্তু তাঁরা যখন ছদ্মবেশে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে করতেন তখন স্বাভাবিক পোশাক ছাড়াও অন্য ধরনের পোশাক পরিধান করতেন। আর নিকাব পরিধান ছিল তাঁদের ছদ্মবেশ ধারণের একটি মাধ্যম। এ ধরনের পোশাক বিশেষভাবে মক্কা ও মদীনার বাইরে থেকে আগত স্বল্প সংখ্যক আরবীয় নারীরা পরিধান করতো, সকলে নয়।

তৃতীয় প্রমাণ : নিকাব যদিও অপরিচিত পুরুষদের থেকে নারীদের দৈহিক আকৃতি লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করে, কিন্তু দু'চোখ খোলা থাকার দরুন যারা তাদেরকে চিনতে পারে তাদের সাথে সর্বদা মেলামেশা করা সহজ করে দেয়। এতে যদিও অপরিচিত লোকদের থেকে নারীদের দৈহিক অবয়ব লুকানো থাকে এবং পুরুষের সংখ্যা নগণ্য হওয়ার দরুন ছোট সমাজে ক্ষতির সম্মুখীন হয় না, কিন্তু একটি বড় সমাজে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির আশংকা থাকে, যে সমাজে প্রত্যেক পুরুষ অথবা নারীর সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রকাশ অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত : কোন কোন নারীর নিকাব পরার প্রমাণ

এছাড়া কোন কোন নারীর নিকাব পরিধানের প্রমাণ সহী বুখারীর নিম্নে উল্লিখিত বর্ণনাসমূহে মুয়াল্লাক হাদীস হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।

সামরাহ ইবনে জুনদুব নিকাব পরিহিতা নারীর সাক্ষ্য প্রদান বৈধ মনে করেন।[৩৬,৩৭] এ খবরটি নারীর নিকাব পরিধানের প্রকৃত ঘটনার চাক্ষুষ প্রমাণ। এটি এ ইঙ্গিত বহন করে যে, সে যুগে স্বল্প পরিসরে হলেও নিকাবের সাহায্যে সতর ঢাকার ব্যাপারটা সকলের জানা ছিল, যে কারণে বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেছেন। যদি সতরের ব্যাপক প্রচলন থাকতো, তাহলে বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন না। এখানে প্রত্যেক মহিলাই মুখ ঢাকা অবস্থায় ছিল। তেমনিভাবে সাধারণ নারীরা যদি নিকাব পরিধান করতেন তাহলে বর্ণনাটি এভাবে হতো না।

www.pathagar.com

তৃতীয়ত : কোন কোন সময় নিকাব খুলে ফেলার প্রমাণ

০ বিপদকালে নিকাব খুলে ফেলা নারীর প্রয়োজন হয়

কায়েস ইবনে শাম্মাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে খাল্লাদ নাম্নী একজন মহিলা নিকাব পরে রসূল স.-এর নিকট তাঁর সন্তানের মৃত্যু সংবাদ জানতে আসলেন। তখন রসূল স. তাঁকে বললেন, তুমি নিকাব পরে তোমার সন্তানের খবর জানতে এসেছো? সে বললো, আমি আমার সন্তান হারালেও আমার সম্ভ্রম হারাইনি। তারপর রসূল স. বললেন, তোমার সন্তানের জন্য দু'জন শহীদের সমান পুরস্কার। সে বললো, আল্লাহর রসূল, সেটা কি? তিনি বললেন, তার কারণ তাকে আহলে কিতাব হত্যা করেছে।[৩৮]

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, নিকাব শুধু পোশাকেরই একটা ধরন বা মডেল যা কোন কোন নারী অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তা শরীয়ত নির্দেশিত ওয়াজিব সতর ছিল না। এ অর্থ থেকে এটা নিশ্চিত যে, পারস্পরিক পরিচিতির জন্য অবস্থা বিশেষে তা খুলে ফেলা হতো। যেমন 'প্রিয় সন্তানের মৃত্যুর চিন্তায়' যা উক্ত হাদীস থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, সাহাবীগণ সন্তানহারা নারীর নিকাব পরা অবস্থায় উপস্থিত হওয়াতে আশ্চর্যন্বিত হলেন। এ ধরনের প্রচলন পূর্ব থেকে মুসলিম সমাজে চলে আসছে যা কোন কোন হাম্বলী ইমামের নিকট থেকে আমরা জানতে পেরেছি। তারা বলেন, শোক পালনকারিণী মহিলা শোক পালনের সময় দীর্ঘক্ষণ নিকাব পরিধান থেকে দূরে থাকতেন। তারপর ঐ নারীর এ উক্তি 'আমি সন্তান হারিয়েছি তাই বলে সম্ভ্রম হারাইনি' এ কথা দ্বারা নিকাব না পরার কারণে নারীর সম্ভ্রম থাকে না তা প্রমাণিত হয় না, বরং এটা দ্বারা নিকাবের গুরুত্ব সম্পর্কে নারীর অনুভূতির বহিঃপ্রকাশই প্রমাণিত হয়। যেমন- নারী নিকাব খুলে রাখতে স্বাভাবিকভাবে লজ্জাবোধ করে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি সর্বদা মাথা ঢেকে রাখায় অভ্যস্ত সে হঠাৎ করে মাথার কাপড় খুলে ফেললে লজ্জাবোধ করে। কিন্তু অস্থিরতার সময় সে তা খুলে ফেলতে দ্বিধাবোধ করে না। এ হাদীসের সনদের দুর্বলতা ও শরীয়তের নির্দেশের প্রমাণ না থাকার দরুন আমরা এটাকে শরীয়তের দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। তবে এটাকে ইসলামের পূর্বে ও পরে কোন কোন আরব মহিলার অভ্যাসের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। আর শরীয়তের হুকুম যা দাবী করে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য সনদের দিক থেকে তা পূর্ণ করে না।

০ নিজের পরিচয় দেওয়ার সময় নিকাব খুলে ফেলা

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন হিন্দা বিনতে উতবাহ ও তাঁর সাথে কিছু মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা আবতাহ নামক স্থানে রসূল স.-এর নিকট এসে বায়আত হন। হিন্দা রসূলের স. সাথে কথা বলেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রসূল স.! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর মনোনীত দ্বীনকে বিজয়ী করেছেন। হে মুহাম্মদ, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূল স.-এর প্রতি বিশ্বাসী একজন নারী। এ কথা বলে তিনি তাঁর নিকাব খুলে ফেললেন এবং বললেন, আমি হিন্দাহ বিনতে উতবাহ। এ কথা শুনে রসূল স. বললেন, তোমাকে স্বাগতম! (তাবাকাতে ইবনে সা'দ)[৩৯]

www.pathagar.com

আবু দাউদের হাদীস ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করলে দেখা যায়, সেখানে চিন্তিত ও অস্থির অবস্থায় নিকাব খুলে ফেলা উত্তম মনে করা হয়েছে এবং নারী নিজের পরিচিতি প্রমাণ করতে চাইলে বিনা দ্বিধায় নিকাব খুলে ফেলার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য তা বহন করে। আর একথা নিশ্চিন্তে বলা যায় যে, নিকাব হলো পোশাকের একটি মডেল যা অতিরিক্ত সৌন্দর্য ও আভিজাত্য থেকে নারীর দৈহিক অবয়ব লুকিয়ে রাখে। তবে তা শরীয়তের নির্দেশকৃত ওয়াজিব সতর নয়। যদি এটা ওয়াজিব হতো, তাহলে রসূল স. হিন্দাহ্ বিনতে উতবাকে নিকাব খুলে ফেলতে নিষেধ করতেন।

০ বিপদের সময় নিকাব খুলে ফেলা এবং অন্যায় থেকে বাঁচার জন্য নিকাব পরা

ইসলামের যুগে সংঘটিত দু'টি ঘটনা থেকে কোন কোন সময় নিকাব খুলে ফেলার দু'টি প্রমাণ আমরা উল্লেখ করেছি। এখন তৃতীয় প্রমাণ উল্লেখ করবো এবং এ তিনটি সাক্ষ্য এক হওয়াতে আমি তা উল্লেখ করতে উৎসাহিত হয়েছি। তা হলো কোন কোন সময় নিকাব খুলে ফেলা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল যার সাক্ষ্য তুরাইফার ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি বিপদকালে নিকাব খুলে ফেলা অথবা অন্যায় কাজ থেকে বাঁচার জন্য নিকাব পরিধানের ইচ্ছে পোষণ করার প্রতি ইঙ্গিত করেন। এ ঘটনার মূল বক্তব্য সম্পর্কে তাওবাতুল খাফাজী বলেন,

وكنت اذا مازرت ليلى تبرقعت فقد رابنى منها الغداة سفورها وقد رابنى منها صدود رأية واعراضها عن حاجتى وسورها -

আমি যখন রাতে লাইলার নিকট গিয়েছি তখন তাকে দেখেছি বোরকা পরা অবস্থায়। কিন্তু সকাল বেলা তার বোরকা খুলে রাখা আমাকে সন্দেহে ফেলেছে। ঐ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আমাকে সন্দেহে ফেলেছে যা আমি তার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছি আমার প্রয়োজন ও দুঃসময়ে তার মুখ ফিরিয়ে নেওয়া তা প্রমাণ করে।

লাইলাকে বলা হলো, তোমার চেহারা উন্মুক্ত করার ফলে তাকে কোন জিনিস সন্দেহে ফেলেছে? লাইলা বললো, আমাকে সে অনেক ভর্ৎসনা করতো, তারপর সে একদিন আমার কাছে সংবাদ পাঠালো, আমি আসছি এবং গোত্রের লোকেরা তা জেনে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। যখন সে আমার নিকট এলো তখন আমি চেহারা উন্মুক্ত করে ফেললাম। ফলে সে বুঝতে পারলো, এখানে কোন বিপদ রয়েছে। তারপর সে আমার মঙ্গল কামনা ও ফিরে যাওয়া ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই করলো না।[৪০] কোন কোন অবস্থায় নিকাব খুলে ফেলার সাক্ষ্য-প্রমাণ এ ছাড়াও আরো অনেক রয়েছে।

এখানে পূর্ববর্তী হাদীসে তার প্রমাণ রয়েছে যে, নিকাব এক ধরনের পোশাকের মডেল যার মধ্যে সৌন্দর্য ও আভিজাত্য বিদ্যমান। উল্লিখিত ঘটনাটি এ কথা আরো বেশি প্রমাণ করে যে, নিকাব দ্বারা যদি চেহারা ঢেকে রাখা উদ্দেশ্য হতো যা আজকাল কোন

www.pathagar.com

কোন মুসলিম দেশে ব্যাপক প্রচলিত, সমস্ত চেহারা ঢেকে রাখার অর্থই পর্দা যার ফলে কোন কিছুই দেখা যাবে না। নিকাবের অর্থ যদি এটাই হতো, তাহলে এ কাল্পনিক লাইলা কামনা করতেন, বরং নির্জনে বন্ধুর সাথে দেখা করার ক্ষেত্রে আরো নমনীয় হতেন। নিকাব যদি এমনই হতো, তাহলে তিনি বিপদ ও কষ্টের সময়ে ঢেকে রাখা এবং লজ্জা অবলম্বনে অধিক উৎসাহী হতেন। কিন্তু আমরা দেখি ব্যাপারটি সম্পূর্ণ এর বিপরীত। লাইলা আনন্দ, খুশী ও উত্তম সময়ে নিকাব পরিধানের আশা করেছিল কেন? কারণ তাতে আভিজাত্য ও সৌন্দর্যের প্রকাশ হতো। তারপর আমরা দেখতে পাই, বিপদ ও অসুবিধার কারণে নিকাব খুলে ফেলেছেন কেন? কারণ পরিবেশ আভিজাত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশের অনুকূলে ছিল না। এটা বন্ধুর সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজন ছিল।

আমরা এ ঘটনাকে সামনে রেখে দীর্ঘ অপেক্ষা করবো না। যদি নিকাব নিত্যকার অভ্যাস হতো এবং কোন কোন সময় তা খোলা হতো তাহলে ইসলামের পরে এটা চালু থাকতো। আমরা দেখি কিভাবে সাহাবীগণ নিকাব পরিহিতা নারীকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন, যখন সে নিকাব পরিধান করে তার সন্তানের হত্যার কারণ জানতে এসেছিলেন! আমরা দেখি কিভাবে কোন কোন হাম্বলী ফকীহ শোক পালনকারিণীর নিকাব পরিধানের ক্ষেত্রে সতর্ক করেছেন।

নিকাবের পর্যালোচনা

প্রথম পর্যালোচনা : নিকাব পোশাকের একটা ধরন বা মডেল

নিকাব পোশাকের একটা ধরন বা মডেল যার বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো :

০ এখানে নারীদের প্রতি দয়ার বিষয় রয়েছে যাতে কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই আল্লাহ যেভাবে সৃষ্টি করেছেন সেভাবে দৃষ্টিপাত করতে পারে এবং মানুষ চোখের সাহায্যে আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখবে।

মহান আল্লাহ বলেন : قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده

০ চেহারার কিছু অংশ ঢেকে রাখা ও কিছু অংশ প্রকাশ করা। এভাবে কিছু অংশ ঢেকে রাখবে এবং কিছু অংশ খুলে রাখবে যাতে চেহারার আংশিক সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এবং তার সঙ্গী যখন বারবার তাকে দেখবে তখন সে চিনতে পারে।

০ যদিও এখানে চেহারার কিছু অংশ হালকাভাবে ঢেকে রাখা হয়, অপরদিকে কিছু অংশ হালকাভাবে প্রকাশও করা হয়। হালকাভাবে ঢেকে রাখার ভেতর যেমনভাবে শালীনতা রয়েছে তেমনিভাবে খুলে রাখার ভেতরও সৌন্দর্য রয়েছে। আবার কখনও কখনও খোলা রাখা অংশ ঢেকে রাখা অংশের চেয়ে অধিক সুন্দর হয়ে থাকে অর্থাৎ চেহারার অধিক সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এবং কম সৌন্দর্য লুকানো থাকে। এছাড়া প্রকাশিত অংশের চেয়ে গোপন অংশ দেখার প্রতি পুরুষদেরকে উদ্বুদ্ধ করে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পর্যালোচনা : শরীয়ত নারীদের প্রতি অতি দয়া করেছে

পুরুষের সতর তার শরীরের নির্দিষ্ট পরিসরে সীমাবদ্ধ। সেজন্য সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, ঠাণ্ডা ও গরম থেকে শরীরকে হেফাজতের জন্য সতরের অতিরিক্ত পোশাক পরিধানেরও তার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু নারীর চেহারা, হাতের কব্জি ও দু'পা ছাড়া সমস্ত দেহই সতর। সুতরাং তার পূর্ণ অবয়ব প্রদর্শন ও শরীরের হেফাজতের জন্য এর অধিক ঢেকে রাখার প্রয়োজন নেই, তাহলে অসুবিধা হবে।

মহান আল্লাহ বলেন : وما جعل عليكم فى الدين من حرج-

যদিও চেহারা, হাতের কব্জি ও দু'পা ছাড়া সমস্ত দেহ নারীর জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে সতর হয় এবং গরম আবহাওয়ার দরুন নারীদের কিছু কষ্ট হয়, তা সত্ত্বেও এ নির্দেশটি আল্লাহ বনি আদমের ওপর ফরয করেছেন। এ অবস্থায় তার ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে এবং তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এ পরিমাণ কষ্ট নারীদের শরীরের জন্য প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ তায়ালা বাধ্য করেছেন এবং দেহের সৌন্দর্য ও ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তা পছন্দ করেন। এতদসত্ত্বেও শরীয়ত তার পথ খুলে দিয়েছে, যাতে সে পৃথিবী দেখতে পারে, বাতাস গ্রহণ করতে পারে এবং মানুষের সাথে তার চলার পথে পারস্পরিক পরিচয় লাভ করতে পারে। তারপর আমরা কি সে পথ বন্ধ করে দেবো? এ কথা শরীয়ত প্রণেতা যখন কোন কোন নারীকে নিকাব পরা অবস্থায় পেয়েছেন এবং সেটা তার অভ্যাসের অংশ ছিল তখন তিনি তা নিষেধ করেননি। কিন্তু শরীয়ত এটাকে ইসতিহসান ও মুস্তাহাব হওয়ার কথা বলেনি এবং তার প্রতি উৎসাহও দেখায়নি, বরং তা মানুষের পারস্পরিক পরিচিতি, প্রচলন ও প্রকৃতির ওপর ছেড়ে দিয়েছে। যদি রসূল স. নিকাব পরা নিষেধ করতেন এবং তা খুলে ফেলতে বাধ্য করতেন তাহলে এটা তাদের জন্য কষ্টকর হতো। আমরা ঐ নিকাবের কথা উল্লেখ করবো যে সম্পর্কে রসূলের স. যুগের লোকেরা আমাদের তুর্কী ও মিসরীয় পূর্বপুরুষগণ, সউদী ও মিসরীয় মরুবাসী উপসাগরীয় অঞ্চলের মহিলাদের নিকট পরিচিত ছিল। এ ধরনের নিকাব নারীর জন্য অনুগ্রহস্বরূপ যা তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে দেখার অনুমতি দিয়ে থাকে। আর সেটা হলো চেহারার কিছু অংশ ঢেকে রাখা, যার ফলে দু'চোখ ও চোখের ভ্রূ খোলা থাকবে যাতে ছোট সমাজে পারস্পরিক পরিচয় লাভে সহায়ক হয়। কিন্তু বর্তমানে কোন কোন ইসলামী সমাজে চেহারা ঢেকে রাখার অর্থ সমস্ত চেহারা ঢেকে রাখা যাতে কিছুই প্রকাশ না পায়। এতে নারীর দৃষ্টিপাত ও শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং তাদের এ কষ্ট ও অসহায়তার কারণে এটা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। তবে একথা বলা সম্ভব নয় যে, রসূল স. এ ধরনের পোশাক নারীদের পোশাক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন,

www.pathagar.com

অথচ রসূল স. তাঁর যুগে নিকাবকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তা কোন কোন নারীর নিকট সৌন্দর্য ও বিলাসিতার পোশাক ছিল। আর রসূল স. যদি বর্তমানে যুগে চেহারা ঢেকে রাখা এবং নারীদের পোশাকে এ কষ্ট দেখতেন, তাহলে অবশ্যই এ থেকে নিষেধ করতেন। আমার মনে হয় তিনি সহজটাই গ্রহণ করতেন। এ ব্যাপারে আয়েশা রা. সত্য বলেছেন, দু'টি জিনিসের মধ্যে যেটা সহজ রসূল স. সহজটি গ্রহণ করতেন। (মুসলিম)[৪১]

তৃতীয় পর্যালোচনা : অন্ধ অনুকরণ থেকে আমাদের কি মুক্তির সময় এসেছে?

দীর্ঘ অভ্যাস ও প্রচলনের কারণে নিকাব ব্যবহারের যে প্রথা চলে আসছে যদিও শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ ও মুস্তাহাব হওয়ার কথা বলা হয়নি তা সত্ত্বেও চতুর্দশ হিজরীর কবিতা থেকে তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মিসরীয় সমাজে নারীদের নিকাব পরার অভ্যাস ছিল।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[সহী আল বুখারী থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশগুলো কায়রোর মোস্তফা আল হালাবী ছাপাখানায় মুদ্রিত সহী আল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত। সহী মুসলিম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশ ও পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুল থেকে মুদ্রিত ইমাম মুসলিমের আল জামেউস সহী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।]

১. আবি তামাম : হেমাসা : ২৪১ পৃষ্ঠা।

২. লেসানুল আরব : বোরকা (برقع) শব্দ।

৩. দেওয়ান হাতীয়া : ১১ পৃষ্ঠা।

৪. লেসানুল আরব : বোরকা শব্দ ও সাফরুন নাবেগা, ৪০ পৃষ্ঠা।

৫. লেসানুল আরব : জালব (جلب) শব্দ, আল মুখাসসাস, ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা। তাহযীবুল আলফায, ৬৬৫ পৃষ্ঠা।

৬. দেওয়ান আল-আশা, ৪১১ পৃষ্ঠা।

৭. দেওয়ান কায়েস ইবনে হাতীম, ৬৬৫ পৃষ্ঠা।

৮. আশ-শি'র ওয়াশ শুআরা : ২০০ পৃষ্ঠা, লীদন সংস্করণ।

৯. আল মুফাদদালীয়ত : ৩৪৪ পৃষ্ঠা

১০,১১. দিওয়ানুল খানসা: ৬১ পৃষ্ঠা।

১২. সহী বুখারী : কিতাবুল হায়েয, অনুচ্ছেদ : ঋতুবতী নারীর ঈদগাহে ও মুসলমানদের দোয়ায় উপস্থিত হওয়া, ১ খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

১৩. সহী বুখারী : কিতাবুল হায়েয, ঋতুবতী নারীর ঈদগাহে ও মুসলমানদের দোয়ায় উপস্থিত হওয়া ও ঈদগাহ থেকে দূরে থাকা, ১ খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : কিতাবুস সালাতুল ঈদাইন : অনুচ্ছেদ নারীদের ঈদগাহে অংশগ্রহণের জন্য বের হওয়া এবং খুতবা শ্রবণ করা জায়েয, ৩ খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

১৪. ফাতহুল বারী : ১০ খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা।

১৫,১৬. সহী বুখারী : কিতাবুত তাফসীর : সূরা নূর, অনুচ্ছেদ : وليضربن بخمرهن على جيوبهن ১০ খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা।

১৭. সহী সুনানে তিরমিযী : সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ওড়না ছাড়া ঋতুবতী (প্রাপ্তবয়স্কা) নারীর নামায কবুল হবে না। হাদীস নং ৩১১। [শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানী। প্রকাশক-মাকতাবুল ইসলাম, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ।]

১৮. আল মুগনী : ১ খণ্ড, ৫২৪ পৃষ্ঠা।

১৯. নববী, আল মাজমুয়া : ৩ খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা।

২০. আত তামহীদ : ৬ খণ্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা।

২১. সহী বুখারী : কিতাবুল হজ্জ, অনুচ্ছেদ : মুহরিম পুরুষ ও মুহরিমা নারীর যেসব সুগন্ধি নিষিদ্ধ, ৪ খণ্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা।

২২. আল মুনতাকা : কাজী আবুল ওয়ালীদ আল বাযী আল আন্দালুসী : শরহে মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২ খণ্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা। দারুল কিতাবুল আরাবী, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩ সন।

www.pathagar.com

২৩. সহী বুখারী: কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদ : (حدثنى عبد الله بن محمد الجعفى), ৮ খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পূরণ করবে, ৪ খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

২৪. নাসিরুদ্দীন আলবানী হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা থেকে গৃহীত। তিনি বলেন, ইমাম আহমদ দু'ভাবে ৬/৪৩২ তা উল্লেখ করেন। একবার সহী বলেছেন, দ্বিতীয়বার হাসান বলেছেন।

২৫. সহী মুসলিম : কিতাবুল হজ্জ, অনুচ্ছেদ : রসূল স.-এর হজ্জ, ৪ খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা।

২৬. দায়েরাতুল মাআরেফ : বিংশ শতক– বোরকা শব্দ।

২৭. ইবনে কুদামার মুগনী : ৮ খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা। [মাতবায়া ইমাম, মিসর, ড. মুহাম্মদ খলিল হারাসের সহীকৃত।]

২৮,২৯. আল কাফী ফী ফিকহে ইমাম মুবজাল আহমদ ইবনে হাম্বল লি ইবনে কুদামা মুকাদ্দেসী : ৩ খণ্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা। [প্রকাশিত আল মাকতাবুল ইসলামী বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ।]

৩০. আল মুগনী : ৮ খণ্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা।

৩১. যাদুল মাআদ : অনুচ্ছেদ : শোক পালনকারিণীর ইদ্দত পালনে রসূল স.-এর হুকুম, ৪ খণ্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা। [প্রকাশিত দারুল কাইয়েমা, প্রথম সংস্করণ, কায়রো।]

৩২. ইবনে সা'দ, তাবাকুতুল কুবরা : ৮ খণ্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা।

৩৩. সুনানে ইবনে মাজা : কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ : নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, ১ খণ্ড, ৬৩৭ পৃষ্ঠা। [সুনানে ইবনে মাজা সহী'র মধ্যে এটা উল্লেখ করেননি।]

৩৪. ইবনে সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা : ৮ খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা।

৩৫. ইবনে সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা : ৮ খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠা।

৩৬,৩৭. সহী বুখারী : কিতাবুশ শাহাদাত, এ খবরটি অন্ধের সাক্ষ্য ও তার বিবাহ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন, ৬ খণ্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা।

৩৮. সুনানে আবু দাউদ : কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ : রোমানদের সাথে যুদ্ধের ফযিলত, ৩ খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা। [সহী সুনানে আবু দাউদে তা উল্লেখ করা হয়নি।]

৩৯. ইবনে সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা : ৮ খণ্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা।

৪০. লেসানুল আরব (برقع) বোরকা শব্দ দেখুন গান জায়েয ও নিষিদ্ধ অংশে, ৫০, ৯১ পৃষ্ঠা। [লেখক শেখ আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আলে মাহমুদ : কাতারের শরীয়া ও দ্বীনী বিভাগের প্রধান কর্তৃক প্রকাশিত আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরী, ১৯৫৬ ঈসায়ী।]

৪১. সহী মুসলিম : কিতাবুল ফাদায়েল, অনুচ্ছেদ : রসূল স.-এর গুনাহের কাজ থেকে অনেক দূরে থাকা এবং মুবাহ কাজের মধ্যে সবচেয়ে সহজতম কাজ বেছে নেওয়া, ৭ খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সপ্তম অনুচ্ছেদ
ইহরামে নারীর চেহারা খোলা রাখা ওয়াজিব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইহরামে নারীর চেহারা খোলা রাখা ওয়াজিব

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল স.! মুহরিম ব্যক্তি কিরূপ কাপড় পরিধান করবে? রসূল স. বললেন, মুহরিম ব্যক্তি কামিজ, জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি, মোজা পরিধান করবে না। সে সেলাই বিহীন কাপড় পরিধান করবে। তবে যার জুতা নেই সে মোজা পরিধান করবে। কিন্তু মোজা দু'টি পায়ের গোছার নীচে থেকে (ওপরের অংশটুকু) কেটে ফেলতে হবে। আর জাফরান বা ওয়ারস সুগন্ধি লাগানো কোন কাপড় পরিধান করবে না এবং মুহরিমা নারী নিকাব ও মোজা পরিধান করবে না। (সহী বুখারী)[১]

এ হাদীসে পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রে ইহরামে নিষিদ্ধ জিনিসগুলো নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ পোশাক হলো পাগড়ী অথবা বুরনুস (যা দ্বারা কোন কোন পুরুষ তার মাথা ঢেকে রাখে)। তেমনিভাবে নারীর নিষিদ্ধ পোশাক হলো নিকাব (যা দিয়ে কোন কোন নারী তার চেহারা ঢেকে রাখে)।

ফকীহগণ এ থেকে প্রমাণ করেন যে, ইহরামে পুরুষের মাথা খোলা রাখা এবং নারীর চেহারা খোলা রাখা ওয়াজিব। তারা ইবনে উমরের সাথে একযোগে বলেন, পুরুষ ইহরামে মাথা খোলা রাখবে, আর নারী তার চেহারা খোলা রাখবে।[২] চার মাযহাবের অভিমত এটাই।

চার মাযহাবের বক্তব্য

হানাফী মাযহাব

সারাখসীর আল মাবসুত গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে, ইহরাম পরিহিতা নারীর চেহারা সতর হওয়া সত্ত্বেও সকলের ঐকমত্যে তা ঢেকে রাখবে না যদিও চেহারা খোলা রাখাতে ফিতনার ভয় থাকে।[৩]

কামাল ইবনে হুমামের শরহে ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, মুখ খোলা রাখার মধ্যে ফিতনার ভয় থাকা সত্ত্বেও মুহরিমা যেন তার চেহারা ঢেকে না রাখে। নারীর ইহরাম হলো তার চেহারা। সুতরাং তা খোলা রাখতে হবে।[৪]

মালেকী মাযহাব

মুদাওয়ানা গ্রন্থে আছে, আমি ইবনে কাসিমের উদ্দেশে বললাম, মুহরিমা যদি চেহারা ঢেকে রাখে তাহলে কি তাকে ফিদিয়া দিতে হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৫]

আত-তাজ আল ইকলীল গ্রন্থে আছে, ইহরাম পরিহিতা নারী নিকাব, বোরকা ও মোজা ছাড়া যে পোশাক ইচ্ছে পরিধান করবে। তবে চেহারা ঢেকে রাখবে না।[৬]

শাফেয়ী মাযহাব

ইমাম শাফেয়ীর উম্মু গ্রন্থে আছে, ইহরামের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মাঝে পার্থক্য হলো পুরুষ প্রয়োজন ব্যতিরেকেই তার চেহারা ঢেখে রাখতে পারবে কিন্তু নারী তা পারবে না।[৭]

www.pathagar.com

ইমাম নববীর আল-মাজমু গ্রন্থে উল্লেখ আছে, নারীর চেহারা পুরুষের মাথার মতোই অর্থাৎ যে কোন ধরনের বস্তু দিয়ে তা ঢেকে রাখা হারাম যেভাবে পুরুষের মাথা ঢেকে রাখা হারাম।[৮]

হাম্বলী মাযহাব

ইবনে কুদামার আল-মুগনী গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে, ইহরাম অবস্থায় নারীর চেহারা ঢেকে রাখা হারাম যেভাবে পুরুষের মাথা ঢেকে রাখা হারাম।[৯]

চার মাযহাবের নস'সমূহের সাথে আমরা অন্য ফকীহদের কিছু বক্তব্য সংযোজন করবো।

ফাতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কাজী আয়াদ বলেন, উল্লিখিত হাদীসে মুহরিম ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ বস্তু সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সে ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত। সেখানে সেলাইযুক্ত কামিজ, পায়জামা, সেলাই ও সেলাইবিহীন কাপড়, পাগড়ী ও টুপি দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা এবং মোজা দিয়ে পা ঢেকে রাখার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

খাত্তাবী বলেন, পাগড়ী ও টুপির কথা এক সঙ্গে উল্লেখ করে এ কথাই প্রমাণ করা হয়েছে যে, সাধারণ ও অসাধারণ কোন অবস্থায়ই মাথা আবৃত রাখা বৈধ নয়।[১০]

'কুফফাজ' এমন এক ধরনের পোশাক যা দিয়ে নারী তার হাতের আঙ্গুল ও কব্জি ঢেকে রাখে। নারীর হাতের ঐ পোশাক পুরুষের পায়ের মোজার মতোই। নিকাব এমন ধরনের চাদর যা নাকের ওপর দিয়ে চোখের নীচে বেঁধে রাখা হয়। বাহ্যত এটাই নারীর স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে হাতের মোজা পায়ের মোজার মতোই— যদিও উভয়টাই দেহের কিছু অংশ আবৃত রাখে। কিন্তু নিকাব পুরুষের ক্ষেত্রে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ করা হয়নি। কেননা সকলের মতে তার জন্য চেহারা ঢেকে রাখা হারাম নয়।[১১]

ইবনে মুনযির বলেন, নারীর সব ধরনের সেলাইযুক্ত পোশাক ও মোজা পরিধানের ব্যাপারে সকলে একমত। সে তার চেহারা ছাড়া মাথা ও চুল ঢেকে রাখবে এবং পুরুষের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য হালকাভাবে কাপড় ঝুলিয়ে দেবে; তবে চেহারা ঢেকে রাখবে না।[১২]

ফাতেমা বিনতে মুনযির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আসমা বিনতে আবু বকরের সাথে ইহরামে থাকাকালীন চেহারা ঢেকে রাখতাম। তিনি বলেন, সম্ভবত এ ধরনের ঢেকে রাখার অর্থ ঝুলিয়ে দেওয়া।

এ মর্মেই আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। যখন আমাদের পাশ দিয়ে কোন কাফেলা যেতো তখন আমরা চেহারার ওপর কাপড় ঝুলিয়ে দিতাম, তারা চলে গেলে আমরা তা উঠিয়ে নিতাম। এ হাদীস মুজাহিদ থেকে বর্ণিত এবং সনদের দিক থেকে দুর্বল।[১৩]

এ স্বীকৃতির আলোকে আমরা ফকীহগণকে দেখতে পাই, তারা সাধারণ ও অসাধারণ যে কোন বস্তু দিয়ে পুরুষের মাথা ঢেকে রাখা নিষেধ করেন। সেটা সেলাইযুক্ত বস্তু, যেমন টুপি অথবা সেলাইবিহীন, যেমন পাগড়ী, চাদর ও কাপড়ের টুকরো।[১৪]

বরং তাদের কেউ কেউ পুরুষের মাথা ঢেকে রাখার নির্দেশের ক্ষেত্রে আরো কঠোরতা অবলম্বন করেন। তারা সূর্যের আলো থেকে রক্ষার জন্য কোন বস্তু অথবা মাথা ও চেহারার আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধতে নিষেধ করেছেন।[১৫]

www.pathagar.com

কেউ কেউ পট্টি বাঁধা, মেহেদীর রঙ লাগানো ও মাটির প্রলেপ দেওয়াও নিষেধ করেন।[১৬] কেউ কেউ ছাতা ব্যবহার ও তাঁবুতে অবস্থানও নিষেধ করেন।[১৭]

ঠিক একই সময় ফকীহগণ পুরুষের মাথা ও নারীর চেহারা ইহরামের স্থান হওয়ার কথা স্বীকার করেন। আবার পুরুষের মাথা খোলা রাখা ও নারীর চেহারা খোলা রাখা ওয়াজিব হওয়ার স্বীকারোক্তিও করেছেন। তারাই আবার পুরুষের দৃষ্টি এড়াবার জন্য নারীর চেহারায় কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়ে থাকেন। তাহলে কিভাবে নারীর চেহারা খোলা রাখা ওয়াজিব ও চেহারায় কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া জায়েয হওয়ার মাঝে সমন্বয় করবো? আমাদের ধারণা উভয়ের মাঝে সমন্বয় আনা সম্ভব ও গ্রহণযোগ্য হবে যদি আমরা দু'টি নির্দেশ অনুসরণ করি।

প্রথম কথা, কাপড়ের এক অংশ মাথার ওপর দিয়ে অথবা তার হাতের কোন জিনিস দিয়ে ঢেকে রাখা। যেমন- পাখা ও অনুরূপ অন্য কোন জিনিস দিয়ে, তবে মুখে নিকাব দিয়ে নয়। সে কাপড় হবে সুতার তৈরি সেলাইবিহীন পাতলা ওড়না যাতে সে পথ দেখতে পায় এবং তা মাথার সাথে বেঁধে সর্বদা ঝুলিয়ে রাখবে যাতে প্রয়োজনে তা উঠিয়ে ফেলতে পারে। আমাদের ধারণা কাপড়ের অংশ ঝুলিয়ে রাখা অথবা হাতের কোন জিনিসের সাহায্যে চেহারা ঢেকে রাখা ফকীহগণ বৈধ মনে করেন। তবে মুখে ঘোমটা দিয়ে নয়। তাদের কথা হলো নারীর ইহরাম হলো চেহারা। সুতরাং তা ঢেকে রাখা যাবে না। এভাবে পুরুষের দৃষ্টি এড়ানো থেকে তাদের চেহারায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। ঠিক একই সময় সমস্ত চেহারা খোলা থাকবে অর্থাৎ ঝুলিয়ে রাখার অর্থ চেহারা ঢেকে রাখা নয় বরং তার অর্থ পুরুষের দৃষ্টি পড়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। অর্থাৎ নারীর চেহারার ও পুরুষের দৃষ্টির মাঝে আড়াল সৃষ্টি করা। যেমন- কোন কোন সময় পুরুষগণ সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাথার ওপর কিছু রাখে। সে সময় এ কথা বলা হয় না যে, সে মাথা ঢেকে রেখেছে। আর সূর্যের তাপ ও মাথার মাঝে যে সতর, তা এক হাত বা কয়েক হাত অথবা দু'আঙ্গুল অথবা তিন আঙ্গুল পরিমাণ দূরত্ব হবে। উভয় অবস্থাতে পুরুষের জন্য তা দোষের নয়। তেমনিভাবে নারীর জন্য কাপড়ের অথবা ওড়নার এক অংশ অথবা পাখা ও অন্য যে কোন জিনিস দিয়ে পুরুষের দৃষ্টি এড়াবার জন্য ঢেকে রাখাতে কোন দোষ নেই। তবে তা যেন চেহারা থেকে দু'ই আঙ্গুল অথবা তিন আঙ্গুলের বেশি না হয়। হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহগণ কাপড়ের অংশ চেহারা থেকে আলগা থাকার শর্ত যুক্ত করেন। এ সম্পর্কে আমরা কোন কোন ফকীহর কথা উল্লেখ করবো।

মালেকী মাযহাবের একজন খ্যাতনামা ফকীহ। খলীল তার 'মুখতাসার' গ্রন্থে বলেন, ইহরামের সময় নারীর হাতে মোজা পরিধান ও চেহারা ঢেকে রাখা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু সতরের জন্য অর্থাৎ পুরুষদের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সেটা বৈধ। তবে সেটা একেবারে চেহারায় লেগে থাকবে না।[১৮] তার এ কথার জবাবে আমরা বলবো, চেহারার ওপর যে সতর ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তা মাথার সাথে বেঁধে রাখা হয় না। তা হয় কাপড়, ওড়না বা ঘোমটার একটা আঁচল, প্রয়োজনে যা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তা আবার উঠিয়ে ফেলা হয়। এ কথাই সাধারণ ফকীহগণ তাদের এ কথা ব্যক্ত

www.pathagar.com

করেছেন যে, - تسدل ثوبها من فوق راسها على وجهها - অর্থাৎ 'মাথার ওপর থেকে চেহারায় কাপড় ঝুলিয়ে দাও।'[১৯]

মুখতাসার খলীলের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মাওয়াহিবুল জালীলের গ্রন্থকার বলেন, নারী তার হাতের পাখা ও পাখার মতো কোন জিনিসের সাহায্যে পুরুষদের দৃষ্টি থেকে তার চেহারা ঢেকে রাখবে। যদি তাতে সম্ভব না হয়, তবে সে তার চাদর ঝুলিয়ে দেবে। যদি চাদর দ্বারা সম্ভব না হয়, তাহলে কাপড়ের কিয়দংশ দিয়ে হাত দ্বারা চেহারা ঢেকে দেবে এবং ওড়না মাথার ওপর দিয়ে তার কিছু অংশ চেহারায় ঝুলিয়ে দেবে। আর যদি কিছু না পায়, তাহলে ওড়না মাথার ওপর দেবে, যদি অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় তাহলে মাথার ওপর দিয়ে তা চেহারায় লম্বা করে ছেড়ে দেবে, আর যদি মুখের ওপর থেকে উঠিয়ে মাথার ওপর দেওয়া হয় তাতে কোন দোষ নেই।[২০]

শাফেয়ী তার 'উম্মু' গ্রন্থে বলেন, নারী যদি সুপরিচিত কোন ব্যক্তিত্ব হন আর তিনি যদি সাধারণ মানুষ থেকে নিজেকে হেফাজত রাখতে চান, তাহলে তিনি চাদর অথবা ওড়নার কিয়দংশ অথবা অন্য যে কোন কাপড় তার মাথার ওপর ঝুলিয়ে দেবেন এবং চেহারা থেকে তা আলগা করে রাখবেন। তবে কপাল ও চেহারার কোন অংশ ঢেকে রাখবে না অর্থাৎ মাথা ঢেকে রাখবে না।[২০ক]

হাফেয ইবনে হাজার ইবনে মুনযিরের বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, নারী পুরুষের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য চেহারার ওপর পাতলা কাপড় ঝুলিয়ে দেবে।[২০খ]

দ্বিতীয় কথা, এ আড়ালকরণ হবে প্রয়োজনে অল্প সময়ের জন্য। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবে নারীর চেহারা সে সময় খোলা থাকবে– এ কথা ইবনে কুদামারও।[২১] তিনি হাম্বলী মাযহাবের একজন মশহুর ব্যক্তিত্ব।

নারীর নিকট দিয়ে পুরুষদের অতিক্রম করার সময় সে যদি চেহারা ঢেকে রাখা প্রয়োজন বোধ করে তাহলে মাথার ওপর থেকে চেহারায় কাপড় ঝুলিয়ে দেবে। তিনি পুনরায় বলেন, আমরা সম্পূর্ণ সতর বৈধ রেখেছি অর্থাৎ নারীর সম্পূর্ণ চেহারা প্রয়োজনে ঢেকে রাখা বৈধ করেছি। এখানে ইবনে কুদামার কথায় 'প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তা বৈধ', যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আয়েশা রা. বলেন, নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম, সে সময় যখন কাফেলা আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতো আমরা চেহারার ওপর কাপড় ঝুলিয়ে দিতাম। তারা চলে গেলে আমরা তা উঠিয়ে নিতাম।[২২]

মূল কথা

মুহরিমা নারী যখন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইহরাম অবস্থায় তার চাদর ঝুলিয়ে দেয় তখন কাপড়ের একটি অংশ চেহারা থেকে আলগাভাবে তার হাতে থাকে। এটা চেহারা ঢেকে রাখার অংশ থেকে ভিন্নতর যা সাধারণত নারী মাথার সাথে বেঁধে রাখে এবং তা সর্বদা চেহারা ঢেকে রাখে যদি না সে তা উঠিয়ে ফেলে। এতে ঝুলিয়ে রাখা শরীয়তসম্মত হয়

www.pathagar.com

এবং সমস্ত চেহারা খোলা রাখা থেকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা যায়। কিন্তু ঝুলিয়ে রাখা যদি পুরুষের দৃষ্টি এড়ানোর উদ্দেশে না হয়ে সমস্ত চেহারা ঢেকে রাখার উদ্দেশে হয় তাহলে ঝুলিয়ে রাখা নিষিদ্ধ।

ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি একজন মহিলাকে দেখলেন সে ইহরাম অবস্থায় চেহারার ওপর কাপড় ঝুলিয়ে রেখেছিল। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি চেহারা খোলা রাখো, ইহরামে নারীর চেহারা ঢেকে রাখা হারাম।[২৩]

এভাবে হজ্জের সময় ইহরাম অবস্থায় নারী চেহারা খোলা রেখে তালবিয়া পড়বে, আল্লাহু আকবর বলবে এবং আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ পালন করবে। তার অবস্থা ইহরাম পরিহিত পুরুষের মতোই অর্থাৎ পুরুষ যেভাবে তালবিয়া ও আল্লাহু আকবর পড়ে এবং মাথা খোলা রেখে আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ পালন করে। কিন্তু ইহরাম পরিহিতা নারী, যে সর্বদা নিকাব দ্বারা সতর ঢেকে রাখতে অভ্যস্ত যা ইহরামের সময় ছাড়া সে স্বাভাবিকভাবে করে থাকে। এসব মহিলা যদি সমস্ত সময় পর্দা দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখে অর্থাৎ তওয়াফ, সায়ী ও রমী আল জিমারের (শয়তানকে পাথর মারা) দীর্ঘ সময় পুরুষদের থেকে চেহারা ঢেকে রাখতে সমর্থ না হয়, তাহলে ইহরামে নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ করার দরুন তাদেরকে ফিদিয়া দিতে হবে।

এ ধরনের মহিলাদের ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কতিপয় ফকীহর বক্তব্য তুলে ধরা হলো।

ইমাম মালেকের কথা মুদাওয়ানাতুল কুবরা গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। আমি তাকে বললাম, ইহরাম পরিহিতা নারীর মুখ অথবা মাথা ঢেকে রাখার বিষয়ে মালেকের মত সম্পর্কে তুমি কি জানো? সে বললো, মালেক বলেন, যদি তা তার স্থান থেকে উঠে যায় তাহলে তার ফিদিয়া দিতে হবে না। যদি সে তা পরিত্যাগ করে এবং উপকৃত হওয়া পর্যন্ত তার স্থান থেকে খুলে না ফেলে, তাহলে ফিদিয়া দিতে হবে। আমি বললাম, একইভাবে নারী যখন তার চেহারা ঢেকে রাখে তখন তাদের কি ফিদিয়া দিতে হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[২৪]

ইমাম নববী তার আল মাজমু গ্রন্থে বলেন, মুহরিম পুরুষ ও মুহরিমা নারীর প্রয়োজনে মাথা ও চেহারা ঢেকে রাখা বৈধ, তবে তাদের ফিদিয়া দিতে হবে।[২৫]

আনসারী নেহায়াতুল মুহতাজ গ্রন্থে বলেন, খারাপ দৃষ্টিকে এড়ানোর জন্য ফিদিয়ার মাধ্যমে সতর বৈধ হওয়া দূষণীয় নয়।[২৬]

ঐ মহিলা যে পর্দা দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখতে অভ্যস্ত তার দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করলে চলবে না, বরং যে মহান একটি উদ্দেশ্য তাদেরকে এ কাজে বাধ্য করেছে তা হলো আল্লাহর নির্দেশের অনুসরণের অভ্যাস। এ দিকে ইংগিত করে ইবনে দাকীক বলেন, নারীর নিকাব ও মোজা পরিধান নিষিদ্ধ করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীর ইহরামের নির্দেশটি চেহারা ও হাতের কব্জির সাথে সম্পৃক্ত। সেলাই ও অন্যান্য বস্তু হারাম করার রহস্য হলো স্বাভাবিক অভ্যাসের বিপরীত সাধারণ নিয়ম ও হৃদয়ের অনুভূতি থেকে বের হয়ে আসা। তার দু'টি কারণ রয়েছে :

www.pathagar.com

এক. দুনিয়ার চিন্তা থেকে বের হয়ে আসা এবং সেলাইবিহীন কাফনের কাপড় পরিধান করে আল্লাহকে স্মরণ করা।

দুই. হজ্জের এসব ইবাদতের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বের হয়ে এসে অন্তরকে সতর্ক করা যাতে মন হজ্জের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং হজ্জের নিয়ম-কানুন, আরকান, শর্ত ও আদবসমূহ হেফাজত করতে সক্ষম হয়।[২৭]

ইবনে হাযমের বক্তব্য

ইবনে হাযম বলেন, মুহরিম পুরুষ তার কাপড় খুলে ফেলবে এবং কামিজ, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি ও মোজা পরবে না। সে চাদর পরে মাথা খোলা রাখবে। আর নারী তার ইচ্ছে মতো পোশাক পরিধান করবে এবং মাথা ঢেকে রাখবে, কিন্তু সে নিকাব পরবে না। সে চেহারা খোলা রাখবে অথবা ইচ্ছে করলে মাথার ওপর থেকে কাপড় ঝুলিয়ে দেবে। তার দলিল ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূল স.-কে প্রশ্ন করলো, মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে? রসূল স. বললেন, সে কামিজ, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি, বুরনুস ও মোজা পরবে না। আবু মুহাম্মদ বলেন, সেলাইযুক্ত অথবা উভয় দিকে ঝুলানো বস্ত্র যা মাথার সাথে আঁকড়ে থাকে তাকে 'বুরনুস' বলে। ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তিনি ইহরামের সময় নারীদের মোজা ও নিকাব পরিধান করা থেকে নিষেধ করতে শুনেছেন, তবে নারীর মাথার ওপর থেকে চেহারায় কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা রসূল স. নিকাব পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। আর ঝুলিয়ে রাখা অর্থ নিকাব পরিধান নয়। তিনি বলেন, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে এ কথাও ঠিক। হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল থেকে বর্ণিত, ইবনে উমর একজন নারীকে ইহরাম অবস্থায় মুখের ওপর কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে দেখতে পান। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি চেহারা খোলা রাখো। কেননা নারীর চেহারা ইহরামের অংশ। এর বিপরীত কথাও সত্য। হাম্মাদ ইবনে আলামা রা. থেকে বর্ণিত, আসমা বিনতে আবু বকর রা. ইহরাম অবস্থায় চেহারা ঢেকে রেখেছেন। মুআযা আদাবিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-কে প্রশ্ন করা হলো, ইহরাম পরিহিতা নারী কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে? তিনি বললেন, নিকাব ও ঘোমটা না দিয়ে চেহারার ওপর কাপড় ঝুলিয়ে দেবে। উসমান রা. থেকেও এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে রসূল স. কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীর ইহরাম তার চেহারায়, পুরুষের ইহরাম তার মাথায়। এ হাদীসে পুরুষ ও নারীর ইহরামের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। পুরুষের জন্য ইহরাম অবস্থায় মাথা খোলা রাখা ওয়াজিব। নারীকে চেহারা ঢেকে রাখতে নিষেধ করা হয়নি, বরং ইহরামে তা মুবাহ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। শুধু নিকাব পরিধানে নিষেধ করা হয়েছে।[২৮]

সার কথা হলো

মুহরিমা নারীকে নিকাব পরতে নিষেধ করা হয়েছে এবং নিকাব ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখা মুবাহ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আমাদের জবাব

এক. ইবনে হাযম তার কথার সপক্ষে যে প্রমাণ উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন তা হলো ইবনে উমর বর্ণিত হাদীস– যেখানে পুরুষের মাথা ও নারীর চেহারা ঢেকে রাখতে নিষেধ করা হয়নি, বরং সেখানে পুরুষের পরিচিত পোশাকের একটা ধরন, যা দিয়ে তারা মাথা ঢেকে রাখে, তা নিষেধ করা হয়েছে। তা হলো পাগড়ী ও টুপি। নারীদের ক্ষেত্রে তাদের পরিচিত পোশাক যা দিয়ে তারা চেহারা ঢেকে রাখে তা নিষেধ করা হয়েছে। যেমন নিকাব। হাসীসে সর্বদাই পুরুষ অথবা নারীর ক্ষেত্রে একই ধরনের পোশাক সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে তাহলে আমরা নিজেদের জন্য অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা গ্রহণ করে পুরুষের সমস্ত মাথা ঢেকে রাখাকে কেন অন্তর্ভুক্ত করবো? আর স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষের মাথা খোলা রাখা কেন ওয়াজিব করবো এবং রুমাল অথবা কাপড়ের টুকরো দিয়ে মাথা ঢেকে রাখাই বা কেন হারাম করে দেবো? ঠিক একই সময় নারীদের জন্য নিষেধাজ্ঞাকে কেন সংকোচন করে একে শুধু নিকাবের মাঝে সীমাবদ্ধ করে রাখবো? আমাদের উচিত শরীরের সমস্ত অঙ্গ ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে বাড়াবাড়ি পরিহার করা।

দুই. ইবনে হাযম বলেন, হাদীসে পুরুষ ও নারীর ইহরামের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে। পুরুষের জন্য মাথা খোলা রাখা ওয়াজিব করা হয়েছে। কিন্তু নারীর চেহারা ঢেকে রাখা নিষিদ্ধ করা হয়নি। শুধু নিকাব পরতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে হাদীসে কি সঠিকভাবে পুরুষ ও নারীর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে? অথবা হাদীস মানুষের পরিচিত পোশাকের প্রকারের মধ্যে নিষেধাজ্ঞার সমতা প্রদান করেছে যা আমরা প্রথমে ব্যাখ্যা করেছি?

তিন. ইবনে হাযম ইহরামের ক্ষেত্রে পুরুষের মাথা খোলা রাখা এবং নারীর চেহারা খোলা রাখার কথা স্বীকার করেন। এ কথা ইবনে উমর থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আমরা বলবো, 'নারীর ইহরাম তার চেহারায়'– এ কথার উদ্দেশ্য শুধু নিকাব দ্বারা চেহারা ঢেকে রাখা বুঝানো হয়েছে, নিকাব ছাড়া অন্য কোনভাবে চেহারা ঢেকে রাখা দূষণীয়। এখানে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ পোশাক দ্বারা সতর ঢাকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সাধারণ সতরের কথা বলা হয়নি। যদি নির্দেশটি এভাবে হয় তাহলে এ কথা বলা উত্তম হবে যে, পুরুষের ইহরাম তার শরীরে এবং নারীর ইহরাম তার চেহারা ও হাতের কব্জিতে। কেননা সেলাই করা কাপড় পরিধান করে পুরুষকে শরীর ঢাকতে নিষেধ করা হয়েছে এবং নারীদেরকে নিকাবের সাহায্যে চেহারা ঢেকে রাখতে এবং হাতের কব্জিতে মোজা পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। নিকাব ও মোজা সেলাই করা বস্ত্রের মতোই। কিন্তু ইবনে উমরের কথা, পুরুষের ইহরাম তার মাথায় এবং নারীর ইহরাম তার চেহারায়। এ কথার অর্থ ইহরামে পুরুষের মাথা ও নারীর চেহারার মাঝে একটা সমতা রয়েছে, বিশেষভাবে দু'টি অঙ্গ সর্বদা খোলা রাখতে হয়, যে কারণে এ দু'টি অঙ্গ ঢেকে রেখে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

www.pathagar.com

চার. পাগড়ী ও টুপি পুরুষ মাথায় পরিধান করে। তেমনি নারী তার চেহারায় নিকাব পরিধান করে থাকে। শরীরে ব্যবহারের দিক থেকে টুপি, পাগড়ী ও নিকাব একই পর্যায়ভুক্ত। তাহলে পুরুষের মাথা ও নারীর চেহারার মাঝে কেন পার্থক্য করা হবে?

পাঁচ. যদি মুহরিমা নারীর চেহারা ঢেকে রাখা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সাহাবাদের মাঝে মতপার্থক্য হওয়া সঠিক হয় এবং ইবনে হাযমের কথায় রসূল স. যে জিনিস নিষেধ করেছেন সেদিকে ফিরে যেতে হয়। রসূল স. পুরুষের জন্য পাগড়ী ও টুপি নিষেধ করেছেন, তেমনিভাবে নারীর জন্য নিকাব পরা নিষেধ করেছেন। এ অবস্থায় আমরা যদি পাগড়ী ও টুপি রাখার অর্থ গ্রহণ করি, তাহলে নিকাব দ্বারা চেহারা ঢেকে রাখা গ্রহণ করতে হবে যাতে আমাদের সামনে একটা মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের ধারণা ইবনে উমর যে নারীকে নিষেধ করেছেন সম্ভবত সে তার চেহারায় কাপড় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তা আলগা করে না রেখে পূর্ণাঙ্গভাবে চেহারা ঢেকে রেখেছিল। কারণ 'সদল' হলো আলগা করে কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া যাতে পুরুষের দৃষ্টি ও নারীর চেহারার মাঝে একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এটাকে চেহারা ঢেকে রাখা গণ্য করা হয় না। কেউ একে অস্বীকারও করে না। আসমা বিনতে আবু বকরের বর্ণনায় ইহরাম অবস্থায় নারীর চেহারা ঢেকে রাখার উদ্দেশ্য হলো পুরুষের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য চেহারায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। ইতিপূর্বে আমরা শরীয়তসম্মতভাবে কাপড় ঝুলিয়ে রাখার ব্যাখ্যা করেছি যার সাথে চেহারা ঢেকে রাখার নিষেধাজ্ঞার মাঝে কোন মতবিরোধ নেই।

ছয়. পরিশেষে আমরা ইবনে হাযমের উদ্দেশে বলবো. ইহরামের দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে তার উল্লেখ করা হলো :

ক. সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং হালকা কাপড় ও হাতে-পায়ের সেলাইযুক্ত পোশাক পরে আনন্দ উপভোগ করা নিষিদ্ধ।'[২৯]

খ. মুহরিম ব্যক্তি পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আনন্দ উপভোগ করা থেকে দূরে থাকবে। আর সে পোশাক মাথায় অথবা চেহারায় হোক না কেন, যে কারণে সারাখসী বলেন, আনন্দ উপভোগের জন্য মাথার কিছু অংশ ঢেকে রাখা তুর্কী ও অন্য জাতির অভ্যাস ছিল।[৩০]

মূল কথা হলো, পুরুষ ও নারী এ ব্যাপারে সমান অর্থাৎ শরীরের কিছু অংশ ঢেকে রাখার মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করার ক্ষেত্রে সকলে সমান। আর তা এ দৃষ্টিভঙ্গিতে যে, ইহরামে তার পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, যদিও নারীদের জন্য কোন স্বতন্ত্র বোধ থেকে থাকে তাহলে সেটা পুরুষ ও নারীর সতরের পার্থক্যের কারণে। মুহরিম পুরুষের জন্য শরীয়ত প্রণেতা যে ধরনের পোশাক নির্দিষ্ট করেছেন নারীদের সতরের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। ফলে নারীর জন্য সেলাই করা কাপড় পরা বৈধ হলেও পুরুষের জন্য তা বৈধ নয়। কেননা সেলাইবিহীন কাপড় নারীর সতর সংরক্ষণে যথেষ্ট নয় এবং নারীর মাথা ঢেকে রাখা বৈধ, পুরুষের জন্য তা বৈধ নয় কেননা তা নারীর সতরের অংশ, কিন্তু চেহারা ও হাতের কব্জি সতরের বাইরের অংশ হওয়ার দরুন নিকাব পরতে নিষেধ করা হয়েছে। আর তা পুরুষের মাথার পাগড়ীর সদৃশ, তেমনিভাবে হাতে-পায়ে মোজা পরা নিষেধ করা হয়েছে। উভয়টাই পুরুষের দেহে সেলাই করা কাপড় সদৃশ।

www.pathagar.com

সপ্তম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[সহী আল বুখারী থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশগুলো কায়রোর মোস্তফা আল হালাবী ছাপাখানায় মুদ্রিত সহী আল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত। সহী মুসলিম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশ ও পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুল থেকে মুদ্রিত ইমাম মুসলিমের আল জামেউস সহী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।]

১. সহী বুখারী : হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ইহরাম পরিহিত পুরুষ ও ইহরাম পরিহিতা নারীর নিষিদ্ধ সুগন্ধি ব্যবহার, ৪ খণ্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা।

২. চার মাযহাবের বক্তব্যে বলা হয়েছে, পুরুষের ইহরাম মাথায় এবং নারীর ইহরাম চেহারায়। নিম্নলিখিত সূত্র : আল মাযহাবুল হানাফী : আল মুদাওয়ানা আল মাবসূত, ৪ খণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা। আল মাযহাবুল মালেকী : আল মুদাওয়ানা আল কুবরা, ১ খণ্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা। আল মাযহাবুশ শাফেয়ী : শাফেয়ীর উম্মু গ্রন্থ, ২ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা। আল মাজমু, ৭ খণ্ড, ২২২, ২৫৩ পৃষ্ঠা। আল মাযহাবুল হাম্বলী : আল মুগনী, ৩ খণ্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা।

৩. আল মাবসুত : ৪ খণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

৪. শরহে ফাতহুল কাদীর : ২ খণ্ড, ৪৪১, ৪৪২ পৃষ্ঠা।

৫. আল মুদাওয়ানা : ১ খণ্ড, ৪৬১ পৃষ্ঠা।

৬. আত তাজ আল ইকীলল লি শরহে মুখতাসার খলীল : ৩ খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

৭. শাফেয়ীর উম্মু গ্রন্থ : ২ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

৮. আল মাজমু : ৭ খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা।

৯. আল মুগনী : ৩ খণ্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা।

১০. ফাতহুল বারী : ৪ খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

১১. ঐ, ৪২৪ পৃষ্ঠা।

১২. ঐ, ৪২৫ পৃষ্ঠা।

১৩. ঐ, ১৪৯ পৃষ্ঠা।

১৪. নববীর আল মাজমু : ৭ খণ্ড, ২৫৭, ২৫৯ পৃষ্ঠা।

১৫. নববীর আল মাজমু : ৭ খণ্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা।

১৬. ইবনে কুদামার আল মুগনী : ৩ খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা।

১৭. সারাখসীর আল মাবসুত গ্রন্থ : ৪ খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা। ইমাম মালেক ইহরাম পরিধানকারীর তাঁবু বানিয়ে সেখানে অবস্থান করা অপছন্দ করেন। তেমনিভাবে মাওয়াহেবুল জালীল শরহে মুখতাসার খলীল গ্রন্থ : ৩ খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা। লাঠির মধ্যে কাপড় বেঁধে ছায়ার নীচে বসার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। প্রকাশ্য মাযহাবে এ ধরনের বসা বৈধ নয়, বরং এজন্য ফিদিয়া দিতে হবে।

১৮. আল মাবসুত : ৪ খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা। আল মাজমু : ৭ খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা।

১৯. মাওয়াহেবুল জালীল লি শরহে মুখতাসার খলীল : ৩ খণ্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা।

২০. পূর্বোক্ত : ৩ খণ্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা।

২০ক. আল উম্মু : ২ খণ্ড, ১৪৮, ১৪৯ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

২০খ. ফাতহুল বারী : ৪ খণ্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা।

২১. আল মুগনী : ৩ খণ্ড, ২৯৪, ২৯৫ পৃষ্ঠা।

২২. দেখুন, টীকা নং ১৩।

২৩. ইবনে হাযম বলেন, কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। এ হাদীসটি হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল থেকে বর্ণনা করেছি। তিনি ইবনে উমরের হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, এ হাদীসে মতভেদ হওয়ার ব্যাপারে অন্যদের থেকে বক্তব্য রয়েছে। আল-মহল্লী, ৭ খণ্ড, ৯১ পৃষ্ঠা।

২৪. ঐ ১ খণ্ড, ৪৬১ পৃষ্ঠা।

২৫. ঐ ৭ খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা।

২৬. ঐ ২ খণ্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা।

২৭. শরহে উমদাতুল আহকাম : ২ খণ্ড, ৬৩, ৬৪ পৃষ্ঠা।

২৮. আল মহল্লী : ৭ খণ্ড, ৭৮, ৯১, ৯২ পৃষ্ঠা।

২৯,৩০. আল মাবসূত : ৪ খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

অষ্টম অনুচ্ছেদ

দ্বিতীয় শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও সৌন্দর্য

এ ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি, পা ও পোশাকের সৌন্দর্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও সৌন্দর্য

এ ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি, পা ও পোশাকের সৌন্দর্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা

ভূমিকা

ভারসাম্য রক্ষা করা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ভারসাম্য সৌন্দর্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ততা ও অপব্যয়ের বিপরীত জিনিস। সৌন্দর্য চর্চার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিটি সমাজে মুমিন মহিলাদের প্রচলিত অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে সৌন্দর্য চর্চা এক প্রকার প্রদর্শনী না হয়ে পড়ে যার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তবে এক দেশ থেকে অন্য দেশের প্রচলনের পার্থক্যের মধ্যে কোন দোষ নেই। কিন্তু ভারসাম্যের শর্তের নির্দেশ সকল প্রচলনের ওপরই বর্তাবে।

মুসলিম নারীরা জীবনভর প্রকাশ্য সৌন্দর্যের জন্য নির্ধারিত সীমা মেনে চলবে। সেটা ঘরে বসে হোক অথবা সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণের জন্য বের হওয়ার সময় হোক।

প্রকাশ্য সৌন্দর্যে রং, চোখে সুরমা ও গালে সুগন্ধি লাগানো, এ পরিমাণ সৌন্দর্য চর্চা করা থেকে বিধানদাতা নিষেধ করেননি। তবে মৃত ব্যক্তির জন্য শোক পালনকারিণী মহিলাকে সৌন্দর্য চর্চা থেকে তিন দিন পর্যন্ত বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তার বেশি নয়। স্বামীর মৃত্যুর পর সে চার মাস দশ দিন অথবা গর্ভধারিণী সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত সৌন্দর্য চর্চা করতে পারবে না। আর এটা নারীর শোক পালন থেকে বের হওয়ার সময় পর্যন্ত। এ ব্যাপারে উদাহরণ হলো উম্মে হাবীবাহ, যয়নব বিনতে জাহশ ও উম্মে আতিয়া।

فعن زينب بنت ابى سلمة قالت ...... لما جاء نعى ابى سفيان الشام دعت ام حبيبة رضى الله عنه بصفره فى اليوم الثالث -

যয়নব বিনতে আবু সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়া হতে আবু সুফিয়ানের মৃত্যু সংবাদ পৌছলে [আবু সুফিয়ানের কন্যা ও নবী স.-এর পত্নী] উম্মে হাবীবাহ তৃতীয় দিবসে কিছু সুগন্ধি চেয়ে নিলেন। অতঃপর তা নিজের গায়ে ও উভয় বাহুতে মেখে বললেন, আমার এতটুকুও করার প্রয়োজন হতো না, যদি না আমি রসূল স.-কে বলতে শুনতাম, যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর বিশ্বাস রাখে তার জন্য স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। তবে সে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)[১]

বর্ণনাকারিণী যয়নব বিনতে আবু সালামাহ বলেন, অতঃপর আমি যয়নব বিনতে জাহশের কাছে গেলাম যখন তার ভ্রাতার মৃত্যু হয়। তখন তিনি কিছু সুগন্ধি চেয়ে নিলেন এবং নিজের গায়ে মেখে বললেন, আমার খোশবু ব্যবহার করার আদৌ প্রয়োজন

www.pathagar.com

হতো না, যদি আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে না শুনতাম যে, কোন নারীর স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন এবং অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। (বুখারী ও মুসলিম)[২]

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে আতিয়্যার এক পুত্রের মৃত্যু হয়েছিল। তৃতীয় দিবসে তিনি কিছু সুগন্ধি চেয়ে নিলেন। অতঃপর তা গায়ে মেখে বললেন, আমাদের (মেয়েদেরকে) মৃত স্বামী ছাড়া কারো জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারী)[৩]

ভারসাম্য রক্ষা করা অর্থাৎ নারী সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে এবং সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ভারসাম্য রক্ষা করবে। এটা করা সকল অবস্থায় তার উচিত। পুরুষদের সাথে সাক্ষাতের সময় তারা সৌন্দর্য চর্চা করা অথবা পুরুষরা তাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসলে সৌন্দর্য চর্চা করার চেষ্টা করবে না। এটা করা মুমিন নারীদের জন্য অর্থাৎ যারা ফিতনার পথ থেকে বেঁচে থাকতে চায় তাদের জন্য উচিত নয়। নিশ্চয় এটা প্রকাশ্য সৌন্দর্য আর সেটা ঘরে থাকা অবস্থায় অথবা বাইরে থাকা অবস্থায় অথবা সেটা মহিলাদের সাথে সাক্ষাতের সময় বা পুরুষদের সাথে সাক্ষাতের সময় হোক।

পুরুষ অনেক ধরনের পোশাকের সাহায্যে সাজগোজ করে থাকে। পুরুষের গোপন জিনিস হলো লজ্জাস্থান অথবা নাভি থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত। কিন্তু নারীর পা, মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত দেহই সতর। এটা আল্লাহ তার ওপর অতিরিক্ত করেছেন এবং মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জিতে সাজসজ্জা করা বিধিসম্মত করেছেন, যে কারণে তার জন্য চোখে সুরমা ও হাতে রং লাগানো জায়েয।

বাহ্যিক সৌন্দর্য স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। যেমন মেহেদীর রং যা কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী থাকে অথবা সুরমা যা কয়েক দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি ও রং যা অস্থায়ী যেমন- জাফরান ও জাফরানমিশ্রিত সুগন্ধি। জাফরানমিশ্রিত সুগন্ধি মুখে ব্যবহার করলে তা অল্প সময়েই দূরীভূত হয়ে যায়, বিশেষভাবে এটা হলো মহিলাদের সুগন্ধি যার রং প্রকাশ পেলেও সুগন্ধি গোপন থাকে। এর অর্থ নারী এ ধরনের সাজসজ্জা ঘরে তার স্বামী, সন্তান ও মুহরিমদের সম্মুখে করতে পারে। অতঃপর পরিবারে মুহরিম নয় এমন পুরুষগণ প্রবেশ করা অথবা নারী তার প্রয়োজনীয় কোন কাজে বাইরে গেলে, তখন ঘরে থাকার জিনিস দ্বারা সে যে সাজসজ্জা করেছিল এবং যে সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছিল পুরুষগণ তা দেখতে পারবে। আল্লাহ কতই না দয়ালু ও মেহেরবান! এ ধরনের কাজ ঐ মহিলার জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি। পুরুষদের সাথে সাক্ষাত করতেও তাকে নিষেধ করেননি অথবা এ ধরনের সাজসজ্জা মুছে ফেলাও তার ওপর ফরয করেননি, বরং আল্লাহ ঐ সৌন্দর্যকে গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها মুসলিম নারী প্রকাশ্য সৌন্দর্যের যে পরিমাণ সাজসজ্জা সর্বাবস্থায় করে থাকে তাই

www.pathagar.com

স্বভাবগত যা নারীর জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রথম থেকেই আল্লাহ্ নারীকে সাজসজ্জার প্রতি আকর্ষণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, তারা কি আল্লাহর প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলঙ্কারমণ্ডিত হয়ে লালিত-পালিত হয়? (সূরা যুখরুফ ঃ ১৮)

ইসলাম স্বভাবজাত জীবন ব্যবস্থা যে কারণে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর জন্য স্বভাবজাতের অনুসরণ করা কর্তব্য।

প্রকৃতি মূলগতভাবে সৌন্দর্য চর্চাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। একজন সম্মানিত সাহাবী তাঁর বন্ধুর স্ত্রীকে সাজসজ্জা পরিহার করতে নিষেধ করেছেন।

আউস ইবনে আবি জুহাইফা থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, রসূল স. সালমান রা. ও আবু দারদা রা.-কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। অতঃপর সুলাইমান রা. আবু দারদা রা.-এর সাথে দেখা করতে এসে উম্মে দারদা রা.-কে সাধারণ নগণ্য পোশাকে দেখে বললেন, তোমার কি হলো? তিনি বললেন, তোমার ভাইয়ের দুনিয়ার কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী)[৪]

প্রকাশ্য সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে নারীর সাজসজ্জা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান গুরুত্ব প্রদান করেছে, যখন উম্মাহাতুল মুমিনীন একজন মুমিন নারীর খারাপ অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। বিষয়টির গুরুত্ব আরো বেড়ে যায় এ কারণে, রসূল স. তার এ অবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

فعن ابى موسى الا شعرى قال : دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبى صلى الله عليه وسلم فراينها سيئة الهيئة ....

আবু মুসা আল আশআরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইবনে মাযউন রা.-এর স্ত্রী রসূল স.-এর স্ত্রীদের নিকট আগমন করলে তাঁরা তাঁকে খারাপ অবস্থায় দেখতে পান। অতঃপর নবী করিম স. ঘরে প্রবেশ করেন। তখন এ অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা রসূল স.-এর নিকট উল্লেখ করেন। তারপর উসমান রা. রসূল স.-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তখন রসূল স. বলেন, হে উসমান, আমার মধ্যে কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নেই? এরপর ঐ মহিলা তাঁদের নিকট সুগন্ধি লাগিয়ে এলেন। তাঁকে মনে হলো যেন বিয়ের কনে! তাঁরা তাঁকে বললেন, মজার ব্যাপার তো! তিনি বললেন, মানুষ যা ব্যবহার করে আমি তা ব্যবহার করেছি। (তাবারী)[৫]

وعن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت دخلت على خولة بنت حكيم وكانت عند عثمان بن مظعون فرأى بذاذة -

রসূল স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট খাওলা বিনতে হাকিম প্রবেশ করেন। তিনি উসমান ইবনে মাযউন রা.-এর স্ত্রী ছিলেন। তখন তাঁকে খারাপ অবস্থায় দেখা গেলে তিনি আমাকে বললেন, হে আয়েশা! খাওলা কতই না খারাপ অবস্থায় আছে![৬]

www.pathagar.com

এ থেকে প্রমাণিত হয় শরীয়তের ওয়াজিব হিসেবে সাধারণ অবস্থায় মুসলিম নারীরা প্রকাশ্য সাজসজ্জা দ্বারা সৌন্দর্য পরিচর্যা করতেন।

প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ পাওয়া যায়। রসূল স. জনৈকা মহিলাকে রং ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেননি।

فعن ابن عباس ان امرأة اتت النبى صلى الله عليه وسلم تبايعه ولم تكن.......

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা রসূল স.-এর নিকট বায়য়াত গ্রহণ করার জন্য আসেন। তবে তিনি রং ব্যবহার করে আসেননি। অতঃপর রং ব্যবহার না করা পর্যন্ত রসূল স. তাঁর বায়য়াত গ্রহণ করেননি। (আবু দাউদ)[৭]

وعن عائشة قالت : ان امرأة مدت يدها الى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده .... بالحناء -

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা কিতাবসহ তাঁর হাত নবী করিম স.-এর দিকে প্রসারিত করেন। তখন নবী করিম স. নিজের হাত গুটিয়ে নিলেন। মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রসূল স. আমি কিতাবসহ আপনার দিকে হাত বাড়ালাম, কিন্তু আপনি কিতাব গ্রহণ করলেন না! রসূল স. বললেন, আমি জানতে পারিনি এ হাত নারীর না পুরুষের? তুমি যদি মহিলা হতে, তাহলে তোমার নখ মেহেদি দিয়ে রাঙিয়ে নিতে। (নাসাঈ)[৮]

যেভাবে সৌন্দর্য চর্চা নারীদের স্বভাবকে পূর্ণতা দান করে তেমনি তা প্রকৃতির মূল সৌন্দর্য চর্চাকেও পছন্দ করে যা আল্লাহ নারীদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। তাই পুরুষ চাদর ও পাগড়ীর সাহায্যে সাজসজ্জা করে থাকে এবং নারী রং ও সুরমার সাহায্যে সাজসজ্জা করে থাকে। কোন কোন সময় নিকাবের সাথে রং ও সুরমা ব্যবহার করে থাকে। এসব হাদীস এ কথাই প্রমাণ করে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূল স.-কে বললেন, পুরুষ সুন্দর কাপড় ও সুন্দর জুতা পছন্দ করে। রসূল স. বললেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। (নাসাঈ)[৯]

এখানে ভেবে দেখার বিষয় কিভাবে আল্লাহ পুরুষ ও নারীর সৌন্দর্য ভালোবাসেন, এমন কি ইহরামের অবস্থায়ও। সেটা এমন অবস্থা যেখানে চুল চিরুনি করার প্রতি যত্ন নেওয়া হয় না এবং সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু নির্দেশটি এমন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে না পৌঁছে যাতে সব কিছু থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে যে কারণে বিধানদাতার পক্ষ থেকে ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. রসূল স.-এর সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আর রসূল স. হলেন পুরুষদের জন্য আদর্শ। অতঃপর আয়েশা রা. বলেন, রসূল স. যখন ইহরাম বাঁধতেন আমরা তাঁর ইহরামের সময় সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।[১০]

www.pathagar.com

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, উত্তম সুগন্ধি ও ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কাবার তওয়াফের পূর্বে সুগন্ধি মাখতাম।[১১]

পুনরায় আয়েশা রা. বলেন, আমি যেন তাঁর সুগন্ধির প্রকাশ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মাথার সিঁথির মধ্যে দেখতে পেতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[১১ক]

আয়েশা রা. মহিলাদের সুগন্ধি লাগানো সম্পর্কে বলেন, আমরা রসূল স.-এর সাথে মক্কাতে বের হতাম। আর ইহরামের সময় সুক নামক এক প্রকার সুগন্ধিমাখা কাপড় আমাদের কপালে ঘসতাম, তখন আমাদের একজনের ঘাম বের হতো এবং মুখমণ্ডল থেকে তা গড়িয়ে পড়তো, রসূল স. তা দেখেন কিন্তু নিষেধ করেননি। (আবু দাউদ)[১২]

তেমনিভাবে জনৈকা সাহাবী এ সম্পর্কে বলেছেন, উমাইমা বিনতে রুকাইকা থেকে বর্ণিত। রসূল স.-এর স্ত্রীগণ শাল জড়ানো অবস্থায় ছিলেন। তার মধ্যে গোলাপী ও জাফরানমাখা কাপড় দ্বারা কপাল থেকে চুলের গোড়া পর্যন্ত আর তা রুমাল দ্বারা ইহরামের পূর্বে আবৃত রাখতেন এবং এভাবে ইহরাম বাঁধতেন। (তাবারী)[১৩]

আল্লাহ্ ইমাম শাফেয়ী র.-কে রহম করুন! তিনি ইহরামের সময় নারীর রং ব্যবহারকে মুস্তাহাব মনে করতেন। তিনি বলেন, আমি ইহরাম বাঁধার পূর্বে নারীর রং লাগানোকে অধিক পছন্দ করি। আবদুল্লাহ ইবনে উবায়েদ ও আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, ইহরামের পূর্বে নারীর হাতে মেহেদি লাগানো সুন্নত এবং রং লাগানো ছাড়া নারী ইহরাম বাঁধবে না।[১৪]

পরিশেষে বলবো, সৌন্দর্য চর্চা মৌলিক স্বভাবগত বিষয় যা পুরুষ ও নারীর মাঝে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন।

যদি সে নাবালেগা হয় তাহলে বিবাহের সময় সাজসজ্জা করবে। রসূল স. সত্যই বলেছেন, لوكان اسامة جارية لكسوته وحليته حتى انفقه -

উসামা যদি মেয়ে হতো তাহলে তাকে আমি অলংকার ও পোশাক পরাতাম এবং তাকে বিয়ে দিতাম। (আহমদ)[১৫]

আর বিধবা হলে বিয়ের উদ্দেশে সাজসজ্জা করতে পারে। আল্লাহ্ সুবাইয়া আসলামীয়ার ওপর রহমত বর্ষণ করুন! গর্ভ অবস্থায় তার স্বামী মারা যায়। স্বামীর মৃত্যুর পরই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তিনি নেফাস থেকে পবিত্র হলে বিয়ের জন্য সাজসজ্জা করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১৬]

নারী যদি বিবাহিতা হয়, সে তার স্বামীর জন্য স্বাভাবিকভাবে রূপ চর্চা করবে। তার সাথে গোপন সৌন্দর্যও চর্চা করবে। রসূল স.-এর কথা থেকে এর সত্যতা পাওয়া যায়, যখন তিনি এই বলে উত্তম মহিলার গুণ বর্ণনা করেছেন, যখন তুমি তার দিকে তাকাবে তখন সে তোমাকে আনন্দিত করবে। (নাসাঈ)[১৭]

দ্বিতীয় শর্তের জন্য সাধারণ দলিল

আল্লাহ্ বলেন, ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها

www.pathagar.com

তাবারী তার তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সর্বোৎকৃষ্ট ও সঠিক কথা হলো যে, এর অর্থ মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি। এমনিভাবে এর সাথে সুরমা, আংটি, বাজু ও রং অন্তর্ভুক্ত।

ফখরুদ্দীন রাযী তার তাফসীর গ্রন্থে বলেন, যারা সাজসজ্জাকে শুধু সৃষ্টিগত সৌন্দর্য ছাড়া অন্য কিছু বুঝে তারা এটাকে ৩টি জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে। এর মধ্যে একটি হলো রং লাগানো, যেমন- সুরমা ও এক প্রকার ঘাসের সাহায্যে চোখের ভ্রূতে কালো রং লাগানো এবং গালে জাফরান ও হাতে-পায়ে মেহেদি লাগানো।

পবিত্র হাদীস থেকে প্রতি প্রকার সাজসজ্জা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত দলিল উল্লেখ করবো।

প্রথমত : মুখমণ্ডলের সাজসজ্জা

ক. অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর সুগন্ধি ব্যবহারের অবস্থা বা গুণাগুণ

আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. বলেন, পুরুষদের প্রসাধনী যার সুবাস থাকবে কিন্তু রং থাকবে না, আর নারীর প্রসাধনীর রং প্রকাশ পাবে, তবে সুবাস থাকবে না। (তিরমিযি)[১৮]

ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত। নবী করীম স. বলেন, সাবধান! পুরুষের সুগন্ধিতে সুবাস থাকবে, কোন রং থাকবে না। নারীর সুগন্ধিতে রং থাকবে, কোন সুবাস থাকবে না। সাঈদ (একজন বর্ণনাকারী) বলেন, আমি মনে করি, রসূল স. এ কথাই বলতে চেয়েছেন অর্থাৎ মহিলাদের এ ধরনের সুবাসহীন সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে বের হওয়ার অবস্থা বলা হয়েছে। তবে নারী যখন ঘরে তার স্বামীর সাথে অবস্থান করবে তখন সে তার ইচ্ছে মত সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে। (আবু দাউদ)[১৯]

খ. বিভিন্ন রকমের প্রসাধনীর সাহায্যে মুখমণ্ডলে সাজসজ্জা করা

ফাতহুল বারী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, পুরুষ মুখমণ্ডলে প্রসাধনী ব্যবহার করবে না। পক্ষান্তরে নারীরা মুখমণ্ডলে সুগন্ধি ব্যবহার করে রূপ চর্চা করবে না।[২০]

মু'জাম আল ওয়াসীতে উল্লেখ রয়েছে, খুমরাহ হচ্ছে সুগন্ধিমিশ্রিত এক প্রকার জিনিস যা নারী তার মুখমণ্ডলে লাগিয়ে থাকে যাতে তার রং সুন্দর দেখায়।

عن انس بن مالك رضى الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وله اثرة صفرة ......

আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। একদা আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. হলদে রংয়ের সুগন্ধি মেখে রসূল স.-এর নিকট এলেন। রসূল স. তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে আবদুর রহমান রসূল স.-কে জানালেন যে, তিনি জনৈকা আনসার মহিলাকে বিয়ে করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২১]

এখানে আবদুর রহমান জাফরানমিশ্রিত রং দ্বারা অংগসজ্জা করেছিলেন, এজন্য তাঁর দেহে চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছিল। আবু উসাইদ আসসায়েদীর স্ত্রী ও রুবাই বিনতে

www.pathagar.com

মুআব্বাযের (যাদের সম্পর্কে পরে আলোচনা আসবে) বাসরে ব্যবহৃত সুগন্ধির অবশিষ্টাংশ পুরুষদের সাথে সাক্ষাত করার সময়ও বিদ্যমান ছিল।

সাহল রা. বর্ণনা করেছেন, যখন আবু উসাইদ আস সায়েদী বিয়ে করলেন তখন তিনি নবী স. ও তাঁর সাহাবাদেরকে (ওলীমার) দাওয়াত দিলেন। সে সময় তার নবপরিণীতা স্ত্রী ছাড়া আর কেউ খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করেননি। অন্য বর্ণনায় আছে,[২২] তার স্ত্রী সেদিন নবী স.-কে খাবার পরিবেশন করেছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন নববধূ। (বুখারী ও মুসলিম)[২৩]

খালিদ ইবনে যাকওয়ান রুবাই বিনতে মুআব্বায থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার বাসর রাতের পরদিন সকালে নবী স. আমার কাছে এলেন এবং বললেন, তুমি (খালিদ ইবনে যাকওয়ান) যেভাবে বসে আছ, ঠিক সেভাবে আমার পাশে বিছানায় বস। সে সময় কয়েকটি ছোট বালিকা দফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে নিহত তাদের পিতাদের গুণগাথা গানের মাধ্যমে প্রকাশ করছিল। একটি বালিকা শেষ পর্যন্ত বলে উঠলো, আমাদের মাঝে একজন নবী আছেন, যিনি জানেন, কি হবে আগামীকাল। এ কথা শুনে নবী স. বললেন, এরূপ কথা বলো না, বরং আগে যা বলছিলে তাই বলো। (বুখারী)[২৪]

উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স.-এর যুগে সন্তান প্রসবকারিণী নারীরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। আমরা এক প্রকার ঘাস চেহারায় মাখতাম যাতে মুখমণ্ডল স্বাভাবিক থাকে। (তিরমিযি)[২৫]

عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت كانت امراة عثمان بن مظعون تختضب وتطيب فتركته .....

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইবনে মাযউন রা.-এর স্ত্রী রং ও সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। কিন্তু তা পরিত্যাগ করলেন। তিনি একদিন আমার নিকট আসলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার স্বামী কি উপস্থিত না অনুপস্থিত? তিনি বললেন, উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিত। আমি বললাম, কি হয়েছে? তিনি বললেন, উসমান দুনিয়াও চায় না, নারীও চায় না। (আহমদ)[২৬]

ইতিপূর্বে উম্মে হাবিবা রা.-এর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হলদে জাফরানের সুগন্ধি এনে তা ব্যবহার করেছেন। অতঃপর গালের দু'পাশে লাগিয়েছেন। আয়েশা রা.-এর হাদীস : আমরা মিশ্‌ক দ্বারা আমাদের চেহারায় ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি লাগাতাম। তারপর ইহরামের নিয়ত করতাম।

গ. রসূল স. পুরুষকে নারীদের মতো সাজসজ্জা করতে নিষেধ করেছেন

সাজসজ্জার ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে নারীদেরকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে, যে কারণে আমরা দেখি রসূল স. পুরুষদেরকে নারীদের মতো সাজসজ্জা করতে নিষেধ করেছেন। এখানে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

www.pathagar.com

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স.-এর নিকট বায়য়াত হবার জন্য এক দল লোক এলো। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির হাতে জাফরানের অংশ অবশিষ্ট ছিল। রসূল স. সবার বায়য়াত গ্রহণ করলেন কিন্তু তার বায়য়াত গ্রহণ করতে দেরী করলেন। তারপর বললেন, পুরুষের প্রসাধনী হবে এমন যার সুবাস থাকবে, রং থাকবে না আর নারীর প্রসাধনীর রং থাকবে, সুবাস থাকবে না। (বাযযার)[২৭]

عن على بن ابى طالب قال مرا النبى صلى الله عليه وسلم بقوم فيهم رجل متخلق فسلم عليهم واعرض عن الرجل

আলী ইবনে আবি তালিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. কোন এক গোত্রের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি জাফরানমিশ্রিত সুগন্ধি ব্যবহার করেছিল। অতঃপর তিনি গোত্রের লোকদেরকে সালাম দিলেন এবং ঐ ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! তাদেরকে সালাম দিলেন এবং আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন? রসূল স. বললেন, নিশ্চয় তোমার চোখের সামনে লাল রং! (তাবারানী)[২৮]

আম্মার ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাতের বেলা আমার স্ত্রীর নিকট গেলাম এবং সে আমার দু'হাতে ফুল আঁকলো। তারপর জাফরানমিশ্রিত রং লাগালো। অতঃপর আমি রসূল স.-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দেননি এবং স্বাগতও জানাননি, বরং বললেন, যাও, তোমার এসব পরিষ্কার করে ফেলো। (আবু দাউদ)[২৯]

ঘ. চোখে সুরমা ব্যবহার করা

উম্মে আতিয়া বলেন, মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হতো। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালন চার মাস দশ দিন। এ সময়ে আমরা সুরমা ও সুগন্ধি লাগাতাম না এবং রঙিন কাপড় পরিধান করতাম না। (বুখারী ও মুসলিম)[২৯ক]

সুবাইয়া রা. থেকে বর্ণিত, খাওলার স্ত্রী তার ইন্তিকালের অল্পদিন পরেই সন্তান প্রসব করেন এবং নেফাস থেকে পবিত্র হয়েই বিয়ের পয়গামের আশায় খুব পরিপাটিভাবে সাজগোজ করতে শুরু করেন। সে সময় আবদুদ্দার গোত্রের আবুস সানাবেল নামক এক ব্যক্তি গিয়ে তাকে বললেন, কি ব্যাপার! আমি দেখছি তুমি বিয়ের প্রস্তাবের আশায় সাজসজ্জা করছো? (বুখারী ও মুসলিম)[৩০]

আহমদের এক বর্ণনায় আছে, আবুস সানাবেল তার সাথে এমন অবস্থায় দেখা করলেন যখন সে সুরমা ও রং লাগাচ্ছিল এবং বিবাহের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।[৩১]

عن جابر ... وقدم على من اليمن ببدن النبى صلعم فوجد فاطمة رضى الله عنها ممن حل ولبت ان ابى امرنى بهذا –

www.pathagar.com

জাবের রা. থেকে বর্ণিত। আলী রা. রসূল স.-এর উটে করে ইয়ামন থেকে আগমন করলেন, তখন ফাতেমা রা.-কে ইহরাম খুলে লাল রংয়ের পোশাক ও সুরমা পরিহিতা অবস্থায় দেখতে পেলেন। অতঃপর তাঁকে এ ধরনের কাজ থেকে নিষেধ করলেন। ফাতেমা বললেন, আমার পিতা আমাকে এ ধরনের কাজ করার আদেশ দিয়েছেন। (মুসলিম)[৩২]

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সালামার মৃত্যুর পর রসূল স. আমার কাছে আসলেন। আমি চোখে 'সবরা' নামক এক প্রকার রং লাগিয়েছিলাম। রসূল স. তা দেখে বললেন, হে উম্মে সালামা, এটা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এটা 'সবরা'। এতে কোন সুবাস নেই। তিনি বললেন, এটা তোমার চেহারাকে উজ্জ্বল করবে। সুতরাং রাতে ছাড়া তা ব্যবহার করবে না। (নাসাঈ)[৩৩]

সিন্দী তার ব্যাখ্যায় বলেন, রসূল স.-এর বাণী, 'এটা মুখকে উজ্জ্বল করবে। যেমন আগুন প্রজ্বলিত করে আর তা থেকে আলো প্রকাশ পায় অর্থাৎ রং মেখে চেহারাকে সুন্দর করা হয়।'[৩৪]

আমরা এ দলিলকে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করতে চাই, শরীয়তের দলিল হিসেবে নয়। কেননা এর সনদ দুর্বল।

দ্বিতীয়ত : হাতের কব্জির সাজসজ্জা

ক. রং

পূর্বে সুবাইয়ার হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ...সে সুরমা লাগালো, খিযাব লাগালো এবং বিয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করলো।[৩৫]

একইভাবে পূর্বে ইবনে আব্বাসের হাদীসেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক মহিলা রসূল স.-এর নিকট বায়য়াতের জন্য এলেন। তিনি খেযাব লাগানো অবস্থায় ছিলেন না। সে কারণে রসূল স. খিযাব লাগানো ছাড়া তার বায়য়াত গ্রহণ করেননি।[৩৬] আয়েশা রা.-এর হাদীসেও উল্লেখ রয়েছে, তুমি যদি নারী হতে, তাহলে অবশ্যই তুমি মেহেদি দিয়ে তোমার নখ পরিবর্তন করতে।[৩৭]

মুআযাহ থেকে বর্ণিত, জনৈকা মহিলা আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, মাসিকের সময় মেয়েরা কি খিযাব ব্যবহার করবে? তিনি বললেন, আমরা রসূল স.-এর নিকট ছিলাম তখন আমরা খিযাব ব্যবহার করতাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে নিষেধ করতেন না। (ইবনে মাজা)[৩৮]

এটাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায়। শরীয়তের দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কেননা এর সনদ দুর্বল।

খ. আংটি

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বেলাল রা.-কে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। কারণ তিনি ভাবলেন যে, মহিলাদেরকে তিনি তাঁর বাণী শোনাতে পারেননি।

www.pathagar.com

তাই তিনি তাদেরকে উপদেশ দিলেন এবং সাদকা করতে হুকুম দিলেন। মহিলারা এতে তাদের কানের অলংকার ও হাতের আংটি খুলে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন আর বেলাল রা. সেগুলো তার কাপড়ের আঁচলে জমা করতে লাগলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৯,৪০]

গ. হাতের বাজু

عن اسماء بنت يزيد قالت : دخلت انا وخالتى زكاته -

আসমা বিনতে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার খালা রসূল স.-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমার খালা স্বর্ণের চুড়ি পরিহিতা ছিলেন। রসূল স. আমাদেরকে বললেন, তোমরা কি এ চুড়ির যাকাত দাও? আমরা উত্তর দিলাম, না। রসূল স. বললেন, তোমরা কি ভয় করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে আগুনের তৈরি চুড়ি পরাবেন? তোমরা এর যাকাত আদায় করবে। (আহমদ)[৪১]

তৃতীয়ত : পায়ের সাজসজ্জা

পায়ের সাজসজ্জা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

আয়েশা রা.-এর কথা। তিনি বলেন, রৌপ্যের আংটি যা পায়ের আঙ্গুলে লাগানো হয়। (ইবনে আবি হাতিম)[৪১ক]

ফখরুদ্দীন রাজী বলেন, যারা সাজসজ্জাকে সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের বাইরে মনে করেন, তারা একে তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেন। হাতের কব্জি ও পায়ে মেহেদী পরা।[৪১খ]

শাওকানী ও সিদ্দীক হাসান খানের বক্তব্য হলো : এ কথা কারো অজানা নয় যে, কুরআনের প্রকাশ্য আয়াত সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছে, তবে আপনাতেই যা প্রকাশিত হয় তাছাড়া। যেমন- চাদর, আংটি, হাতের কব্জি, পায়ের অলংকারাদি।[৪১গ]

চতুর্থত : পোশাকের সৌন্দর্য

নিম্নের হাদীসসমূহ পোশাকের সাজসজ্জা প্রমাণ করে :

عن انس بن مالك انه راى ام كلثوم بنت رسول صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء -

আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেছেন। তিনি রসূল স.-এর কন্যা উম্মে কুলসুম রা.-এর গায়ে লাল রেশমী চাদর দেখেছেন। (বুখারী)[৪২]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স.-এর নিকট রেশমের কতকগুলো কাপড় নিয়ে আসা হলো। তিনি উমর রা.-এর নিকট একটি ও উসামা ইবনে যায়েদ রা.-এর নিকট একটি পাঠালেন এবং আলী ইবনে আবু তালিবকে একটি দিলেন এবং বললেন, এটা দিয়ে তোমার স্ত্রীদের ওড়না বানাও। তাবারীর বর্ণনায়

www.pathagar.com

এসেছে, ফাতেমাদেরকে ওড়না বানিয়ে দাও।[৪৩] তিনি বলেন, তারপর উমর রা. তাঁকে দেয়া কাপড়টি নিয়ে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল স.! আপনি এটা আমার নিকট পাঠালেন, অথচ গতকাল এ সম্পর্কে যা বলার বলেছেন। তারপর রসূল স. বললেন, আমি তোমার নিকট এটা পরিধান করার জন্য পাঠাইনি, শুধু তোমার নিকট পৌঁছানোর জন্য পাঠিয়েছি। কিন্তু উসামা তার কাপড় নিয়ে চলে গেলেন। রসূল স. গভীর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন তখন তিনি মনে করলেন রসূল স. তা পছন্দ করেননি। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল স., আপনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন, অথচ আপনিই এটা পাঠিয়েছেন! রসূল স. বললেন, আমি তা পরিধান করার জন্য পাঠাইনি, বরং এটা তোমার স্ত্রীর ওড়না বানাবার জন্য পাঠিয়েছি। (মুসলিম)[৪৪]

'ফাওয়াতেম' বলতে নবী স. তাঁর কন্যা ফাতেমা, হযরত আলীর মা ফাতেমা বিনতে আসাদ ও ফাতেমা বিনতে হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে বুঝানো হয়েছে।

ইকরামা রা. হতে বর্ণিত। রিফায়া তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিলে আবদুর রহমান ইবনে যুবাইর কুরাযী তাকে বিয়ে করলেন। আয়েশা রা. বলেন, ঐ মহিলা সবুজ ওড়না পরিহিতা ছিলেন। তিনি এসে আয়েশা রা.-এর নিকট তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন এবং আপন দেহের সবুজ চামড়া দেখালেন (যা স্বামীর প্রহারের আঘাতে সবুজ হয়ে গিয়েছিল)। রসূল স. আগমন করলে নারীরা যেহেতু একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে, তাই আয়েশা রা. বললেন, আমি কোন ঈমানদার মহিলার সাথে এরূপ নিন্দনীয় আচরণ হতে দেখিনি। তার চামড়া প্রহারের আঘাতে তার কাপড়ের চেয়েও অধিক সবুজ হয়ে গেছে। (বুখারী)[৪৫]

শরীয়ত প্রণেতা পুরুষ ও মহিলাদের পোশাকের কোন নির্দিষ্ট রং নির্ধারণ করেননি। তাই রঙিন পোশাক পরিধান বৈধ। প্রতি দেশেই পোশাকের ভারসাম্যপূর্ণ সৌন্দর্যের পরিমাপ নির্ভর করে সে দেশের মুসলমানদের প্রচলিত নিয়মের ওপর, এমন কি আমাদের যুগে ও প্রতি যুগে সকলের নিকট একথা জানা ও প্রচলিত। সাজসজ্জা অথবা রং সাধারণ মুমিনদের স্ত্রীদের নিকট যা প্রচলিত এবং আলেমদের নিকট যা স্বীকৃত, তা অন্য এলাকার মুসলমানদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং কখনও কখনও নিষিদ্ধও হতে পারে, যেমনিভাবে পোশাকের রং ও ধরনে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের মধ্যে ভিন্নতা থাকতে পারে। এটা যুগের পরিবর্তনের কারণে একই এলাকাতেও হতে পারে।

ইমাম তাবারী যথার্থই বলেছেন, যুগের চাহিদা অনুযায়ী পোশাকের সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে যদি তা গুনাহের কাজ না হয় এবং পোশাকের সামঞ্জস্যহীনতা প্রদর্শনীর কারণ না হয়।[৪৬]

পোশাকের সাজসজ্জার ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের পরিমাপের মধ্যে ভারসাম্য পুরুষের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে না এবং যে কারণে এটাকে উলংগপনা হিসেবে গণ্য করা সম্ভব হয় না। কেননা তাবাররুজ হচ্ছে নারী তার সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রকাশ এমনভাবে করবে, যাতে পুরুষদেরকে যৌন সুড়সুড়ি দান করা না হয়। তবে পোশাকের সুন্দর রং হতে

www.pathagar.com

পারে কিন্তু পোশাক যেন মিহি না হয়। পোশাকের ধরন সুন্দর হতে পারে, কিন্তু দৃষ্টির জন্য আকর্ষণীয় যেন না হয়। এ রকম রং ও এ ধরনের পোশাক নারীদের নিকট পরিচিত এবং মুসলিম নারীদের মধ্যে প্রচলিত। এসব কিছু পুরুষদেরকে যৌন সুড়সুড়ি দেয় না অর্থাৎ পুরুষের যৌন সুড়সুড়ি দানকারী পোশাক নিষিদ্ধ। সেটা মহিলাদের নিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে হোক অথবা এ সমস্ত পোশাকের দিক থেকে হোক অথবা এ সমস্ত পোশাকের রং ও বিভিন্ন ডিজাইনের ব্যবহারের বাস্তব দৃষ্টিভংগি থেকেই হোক। আর এটা কোন কোন ইসলামী দেশেও দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে এবং একই ধরনের কাপড়ের সাথে বিভিন্ন রং দেখা যায়। যেমন সুদানী পোশাক ও সিরিয়ার গ্রাম্য মহিলাদের পোশাকে পাওয়া যায়। তেমনি বিভিন্ন রং ও বিভিন্ন মডেলের উদাহরণ মিসর ও কুয়েতের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পোশাকের মধ্যে দেখা যায়। তাদের অধিকাংশই বিভিন্ন মডেল ও রংয়ের পোশাক পরিধান করে থাকে, লজ্জা, নিরাপত্তা ও সম্মানের সাথে তাদের মর্যাদা রক্ষা করে।

বিভিন্ন প্রকার 'নস'-এ বর্ণিত সৌন্দর্যের পর্যালোচনা

স্থান-কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাজসজ্জার অবস্থারও পরিবর্তন হয়ে থাকে। রসূল স.-এর যুগে আরবীয় সমাজে মহিলাদের সাজসজ্জার পূর্ণাঙ্গ রূপ ছিল। নারীরা উভয় হাতে রং, চোখে সুরমা ও চেহারায় সোনালী রং ব্যবহার করতেন। এ ব্যাপারে আমরা রসূল স.-এর সমর্থন উল্লেখ করেছি, বরং তিনি কোন কোন সময় এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, এ সব সাজসজ্জার বৈধতা সীমাবদ্ধ। এ হলো কয়েকটি উদাহরণ যা উল্লিখিত শর্তপ্রাপ্তি সাপেক্ষে এর ওপর অনুমান করে বৈধতা নিরূপণ করা যায়। এখন পূর্বের সে প্রচলনের পরিবর্তন হয়েছে এবং সোনালী রংয়ের পরিবর্তে লাল রং ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইবনে কুদামা বলেন, তার ওপর হারাম করা হয়েছে (অর্থাৎ শোক পালনকারিণী মহিলার জন্য) মুখমণ্ডলে 'লাল রং' ব্যবহার করা, সাদা রং দিয়ে সাজসজ্জা করা। কেননা এটা খিযাবের চেয়েও সাজসজ্জায় অধিকতর কার্যকরী।[৪৭ক]

ইবনুল কাইয়েম বলেন, শোক পালনকারিণী মহিলার জন্য রং, হাতের সাজসজ্জা লাল ও রং দ্বারা সাদা রং করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ রসূল স. রংয়ের কথা বলে এসব জিনিস সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কেননা এগুলো রংয়ের চেয়েও অধিক সৌন্দর্যবর্ধক।[৪৭খ]

নারীর সাজসজ্জা সম্পর্কিত বিভিন্ন জিজ্ঞাসা

পোশাক, পা, হাতের কব্জি ও মুখমণ্ডলের ভারসাম্যপূর্ণ সাজসজ্জার বিধানের ওপর কুরআন ও হাদীসের এ সমস্ত দলিল উপস্থাপন করার পর আমরা পুরুষদের সাথে নারীর সাক্ষাতের সময় যে কোন প্রকার সাজসজ্জা ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন কোন লোকের অভিযোগ ও জিজ্ঞাসার জবাব দেবো।

www.pathagar.com

এক. নারীর চেহারা সৌন্দর্যের আকর, তাতে বাড়তি উপকরণ লাগিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করা সম্পর্কে আমাদের জবাব

১. এটা কোন ইজতিহাদী নির্দেশ নয় যে, এখানে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছবো অথবা ভুল করবো, বরং এটা একটা 'নস' বা 'নস'সমূহ। যেখানে নস স্পষ্ট দলিল সেখানে ইজতিহাদের অবকাশ নেই যেভাবে তারা বলেন। শরীয়ত প্রণেতা যখন এ ধরনের সাজসজ্জা অনুমোদন করেছে তখন আমাদের তা অস্বীকার করার অধিকার নেই।

২. নারীদের সাজসজ্জা ফিতনার ক্ষেত্রে শরীয়তের যে দৃষ্টিভংগি তার অবস্থা সাধারণভাবে নারীদের ফিতনার মতোই। শরীয়ত একথা স্বীকার করে যে, নারীর মধ্যে ফিতনা রয়েছে, কঠিন ফিতনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরীয়ত সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে নারীর দেখা-সাক্ষাত ও চলাফেরা নিষিদ্ধ করেনি, বরং কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলার শর্তে তাদের চলাফেরাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কথা বলা, চলাফেরা ও বৈঠকের ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। যখন এসব আদব মেনে চলা হয়, তখন সর্বাবস্থায় ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকা যায়। তেমনি সাজসজ্জা করতেও শরীয়ত নিষেধ করেনি, বরং তার জন্য নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছে। নারীরা রং ব্যবহার করবে কিন্তু তাতে সুবাস থাকবে না।

طيب النساء ماظهرلونه وخفى ريحه

নারীর সুগন্ধি হলো যার রং প্রকাশ পাবে, সুবাস গোপন থাকবে আর তা হবে ভারসাম্যপূর্ণ ও তীব্রতামুক্ত। কারণ শরীয়তের বিধানদাতা আংটি ও রং হাতের সাজসজ্জার জন্য অনুমোদন করেছেন। সুরমা ও লাল রং মুখমণ্ডলের সাজসজ্জা এবং সেটা মহিলাদের পরিচিত জিনিস হতে হবে।

হাদীস : যে ব্যক্তি অহংকারের পোশাক পরিধান করবে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন। পরিশেষে মহিলাদের পোশাক যেন পুরুষের যৌন আকর্ষণের উদ্দেশে না হয়। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاهلية الاولى

যখন এ নিয়মসমূহ পালন করা হবে, তখন ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে ধারণা করে ভবিষ্যতের জন্য কোন জিনিস বর্ধিত করার প্রয়োজন নেই।

তারা বলেন, অনেক 'নস' রয়েছে যা সুগন্ধি মেখে নারীদের বের হওয়ায় সতর্ক করে।

দুই. সুগন্ধি মেখে নারীদের বের হওয়া সম্পর্কে আমাদের জবাব

১. প্রথমে আমরা ঐ সমস্ত বর্ণনা উল্লেখ করবো, যেগুলো নারীদেরকে সুগন্ধি মেখে বের হতে সাবধান করে থাকে। তারপর আমরা তা প্রমাণ করার জন্য পর্যালোচনা করবো। যয়নব ছাকাফিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূল স. থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। রসূল স. বলেন, তোমাদের কেউ যদি এশার নামাযে অংশগ্রহণ করে, তাহলে সে রাতে সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। (মুসলিম)[৪৭গ]

www.pathagar.com

আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. আমাদের বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে উপস্থিত হবে, তখন যেন সে সুগন্ধি না মাখে। (মসুলিম)[৪৮]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. বলেন, যে মহিলা সুগন্ধি মাখে সে যেন আমাদের সাথে এশার নামাযে অংশগ্রহণ না করে। (মুসলিম)[৪৯]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. বলেন, আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না, কিন্তু তারা যেন সুগন্ধি লাগিয়ে বের না হয়। (আবু দাউদ)[৫০]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলার সাথে তাঁর দেখা হলে তিনি তাঁর নিকট থেকে আতরের সুগন্ধি বের হতে দেখলেন। তারপর বললেন, হে মহাপ্রতাপশালীর দাসী! তুমি কি মসজিদ থেকে এসেছো? মহিলা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মসজিদে যেতেও কি সুগন্ধি লাগাতে হয়? মহিলা বললেন, হ্যাঁ। তারপর আবু হুরায়রা রা. বললেন, আমি আমার বন্ধু আবুল কাসেমকে বলতে শুনেছি, সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে আগমনকারিণী নারীর নামায কবুল হবে না, যতক্ষণ না ফিরে গিয়ে ফরয গোসলের মত গোসল করে। (আবু দাউদ)[৫১]

লক্ষ্য করা যায় যে, এসব হাদীসে মসজিদে যাওয়ার দলিল রয়েছে। মসজিদের একটা বিশেষত্ব রয়েছে যা অন্য স্থানসমূহে নেই। কেননা সেখানে অনেক নারী পরস্পর গা ঘেঁষে পুরুষদের পেছনে কাতারবন্দী হয়। তাদের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না। এতে নারীদের সুগন্ধি পুরুষদের নিকট ভেসে আসে। এজন্য ইবনে কুদামা যখন আয়েশা রা.-এর হাদীস উল্লেখ করেন, আমরা রসূল স.-এর সাথে বের হতাম এবং আমাদের কপালে ইহরামের সময় মিশকের সুগন্ধি মাখতাম। যখন আমাদের কারো ঘাম বের হতো তখন তার মুখমণ্ডল হতে তা বেয়ে পড়তো এবং নবী করীম স. তা দেখতেন কিন্তু নিষেধ করতেন না। ইবনে কুদামা বলেন, যুবতী ও বৃদ্ধা উভয়ই এ ক্ষেত্রে সমান। যদি বলা হয়, জুমার নামাযে কি এসব নিষেধ করা হয়নি?

আমরা বলবো, হ্যাঁ। কারণ জুমার নামাযে নারীরা পুরুষের নিকটবর্তী হয়ে থাকে। এতে ফিতনার আশংকা থাকে।[৫২]

অনেক মসজিদে মহিলাদের কাতার পুরুষদের পাশাপাশি হয়ে থাকে। তবে নামাযের অনুভূতির জন্য অন্তরকে যাবতীয় চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। যে কারণে নবী করীম স. মহিলাদের নামাযে উচ্চ স্বরে তাসবীহ পড়তে নিষেধ করেছেন, অথচ তাসবীহ দু'টি শব্দের চেয়ে বেশি নয়। এ সময় শরীয়ত প্রণেতা নারীদেরকে পুরুষের সাথে উত্তম কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন, যদি কথা দীর্ঘও হয় অর্থাৎ নামাযের বাইরে পুরুষ কোন অসুবিধা ছাড়াই নারীর আওয়াজ শুনতে পারে।

এ হলো মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে। আর যখন অন্য কোন স্থানে গমনের উদ্দেশ্য হয়, তখন সে এমন সুগন্ধি দ্বারা সাজসজ্জা করবে যার রং প্রকাশ পাবে এবং সুবাস গোপন

www.pathagar.com

থাকবে। এ শর্তগুলো নারীর সুগন্ধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এতে সাধারণ অবস্থায় তার সুগন্ধি দ্বারা ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার কোন সুযোগ থাকবে না।

এখানে আবু মুসা আশয়ারী থেকে রসূল স.-এর পবিত্র হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রসূল স. বলেন, যখন নারীরা সুগন্ধি মেখে কোন লোকজনের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে আর তারা তার সুবাস পায় সে অমুক অমুক। তিনি একটি শক্ত কথা বললেন। (আবু দাউদ)[৫৩]

লক্ষণীয় যে, এ হাদীস দু'টি এমন বিষয় উল্লেখ করেছে যা শরীয়ত প্রণেতা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু তারা তা ভঙ্গ করেছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তারা এমনভাবে আতর লাগিয়েছে যার সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় সে লোকজনের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলো আর তারা তার সুগন্ধি পেলো অর্থাৎ ফিতনা বিস্তারের উদ্দেশে— যে কারণে এখানে নিয়ন্ত্রণমূলক হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর আমরা দলিলের সাহায্যে যে জিনিস গ্রহণ করি তা শরীয়তের বিধানদাতার নির্ধারিত সীমার মধ্যে নারীর সাজসজ্জার বৈধ পন্থা।

সারকথা : নারীদের সুগন্ধি ব্যবহার ৩টি ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ

এক. সুগন্ধি মেখে মসজিদের জামায়াতে উপস্থিত হওয়া।

দুই. সুগন্ধি মেখে ঘর থেকে এমনভাবে বের হওয়া যাতে সুবাস ছড়িয়ে পড়ে।

তিন. প্রদর্শনী, যার উদ্দেশ্য পুরুষদের যৌনতায় উদ্বুদ্ধ করে।

যদি এ তিনটি নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করা যায়, তাহলে তা নারীদের জন্য দূষণীয় নয় যে, তারা এমন ধরনের সুগন্ধি মেখে সাজসজ্জা করবে যাতে তার রং প্রকাশ পায় এবং সুবাস লুকিয়ে থাকে।

তারা বলেন, আমরা জানি স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্কের কারণে নারী তার স্বামীর জন্য সাজসজ্জা করে। কেননা তারা উভয়েই একে অপরের পোশাক। কিন্তু সাধারণ পুরুষদের জন্য নারীর সাজসজ্জার মধ্যে কি যুক্তি থাকতে পারে?

তিন. স্বামী ছাড়া সাধারণ পুরুষদের জন্য নারীর সাজসজ্জা সম্পর্কে আমাদের জবাব

স্বামী ও মুহরিম ব্যক্তির জন্য সাজসজ্জা অর্থ অপ্রকাশ্য সৌন্দর্য ও তার স্থানসমূহ প্রকাশ করা যা আল্লাহর বাণীতে উল্লেখ রয়েছে :

ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوا نهن او بنى اخوا نهن اوبنى اخوا تهن او نسائهن او ماملكت ايمانهن او التابعين غير اولى الاربة من الرجال اوالطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء -

www.pathagar.com

তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগ্নে, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনারহিত পুরুষ ও নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ছাড়া আর কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে। (সূরা নূর : ৩১)

এখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও পোশাকের সৌন্দর্য সম্পর্কে অর্থাৎ প্রকাশ্য সৌন্দর্য যা আল্লাহর বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে :

ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها

অপ্রকাশ্য সৌন্দর্য সম্পর্কে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। স্বামীর উদ্দেশে নারীর সাজসজ্জা করা। এর অর্থ এটা নয় যে, বিধবার (অর্থাৎ যার স্বামী নেই) জন্য সাজসজ্জা পছন্দনীয় নয়, বরং নির্দেশটি স্বামীদের প্রতি অধিক জোর দেওয়া যাতে এটা মুস্তাহাব অথবা ওয়াজিব পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু বিধবাদের সাজসজ্জা তাদের কাঙ্ক্ষিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুস্তাহাব বা ওয়াজিব। মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী ভারসাম্যপূর্ণ সাজসজ্জা ও উত্তম অবস্থা প্রকাশ করবে। এটা মুসলিম সমাজে নারীদেরকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যার উদাহরণ রসূল স.-এর হাদীসে পাওয়া যায়। রসূল স.-এর বাণী : আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন।

ভূমিকায় আমরা স্বামীদের জন্য যা উল্লেখ করেছি সেখানে স্বামীদের জন্য সাজসজ্জাকে প্রথম অবস্থায় রাখা হয়েছে। বিধবা নারী বিবাহের প্রস্তাবকারীর জন্য সাজসজ্জা করবে। আল্লাহর বাণী তার প্রমাণ :

فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف - (سورة البقرة ٢٣٤)

তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থে এসেছে, বিবাহের প্রস্তাবকারীর জন্য সৌন্দর্য চর্চা করা বৈধ। ইতিপূর্বে রসূল স.-এর কথা ভূমিকায় আমরা উল্লেখ করেছি : যদি উসামা মেয়ে হতো তাহলে তাকে অলঙ্কার পরাতাম যাতে তার অধিক বিবাহের প্রস্তাব আসে। তেমনি সুবাইয়ার হাদীস আমরা উল্লেখ করছি, যখন সে নিফাস থেকে পবিত্র হলো, তখন সে বিয়ের প্রস্তাব লাভের জন্য প্রস্তুত হলো।

তবে প্রস্তাবকারীর জন্য সাজসজ্জা ও চরিত্রহীনদের জন্য নারীর সাজসজ্জার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। প্রস্তাবকারী যদিও সৌন্দর্যকে ভালোবাসে, তবে সাধারণত লজ্জা, সম্মান ও পবিত্রতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে তাদের জীবনসঙ্গিনী ও সন্তানের মা হিসেবে। এছাড়া আল্লাহভীতি তো আছেই! এ সমস্ত জিনিস প্রস্তাবকারীকে শরীয়ত প্রণেতার দেয়া সৌন্দর্য চর্চার নীতি অনুযায়ী সাজসজ্জা করতে উৎসাহিত করে। আর চরিত্রহীন লোকদের জন্য সাজসজ্জা করা নারীকে অতিরঞ্জিত সাজসজ্জার দিকে আহ্বান করে এবং মুসলিম নারীগণের প্রচলিত নীতি থেকে পৃথক করে ফেলে।

তারা বলেন, বিবাহের আশায় প্রস্তাবকারীর জন্য সাজসজ্জার যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে যে নারী বিয়ের ইচ্ছে রাখে না তার কি অবস্থা হবে?

www.pathagar.com

চার. বিবাহের প্রস্তাবকারিণী ও সাধারণ অবস্থায় নারীর সাজসজ্জা সম্পর্কে আমাদের জবাব

বিয়ের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না মুসলিম সমাজে এমন মেয়ের সংখ্যা একেবারেই বিরল। মুসলিম সমাজে নারীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণত বিবাহ কামনা করেন। এটা এজন্য যে, এটা একটা সমাজ যার গাঁথুনি হচ্ছে পবিত্রতা এবং বিশুদ্ধতা হচ্ছে বিবাহ বন্ধন। রসূল স.-এর স্বীকৃতি অনুযায়ী বিবাহ সুন্নাত। তিনি বলেন, যে আমার সুন্নাত থেকে বিরত থাকে সে আমার দলভুক্ত নয়।[৫৪,৫৫] বিবাহ সম্পর্কে পুনরায় তাঁর কথা হলো, বিবাহ চোখের সংরক্ষণ ও লজ্জাস্থানের হেফাজতের উত্তম পদ্ধতি।[৫৬]

এখানে আমরা ইতিপূর্বে যা বলেছি তা উল্লেখ করবো। মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী বিবাহের মাধ্যমে দৃষ্টি সংযত রাখবে অথবা বিবাহের ইচ্ছে করবে অথবা তা থেকে বিরত থাকবে। অবশ্যই সর্বাবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ সৌন্দর্য ও উত্তম অবস্থা প্রকাশ করবে। এটা হলো মুসলিম সমাজের উদাহরণ।

তাদের যুক্তি হলো, পাশ্চাত্যে মহিলাদের সাজসজ্জা অতি বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কারণে কোন কোন মুসলিম সমাজ পাশ্চাত্যের অনুকরণ করছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে তাদের অন্ধ অনুকরণ করছে। তন্মধ্যে নারীদের সাজসজ্জার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করছে। এ অবস্থায় আধুনিক মুসলিম নারীর মুক্তির কোন পথ আছে কি? অথচ সে সাজসজ্জার ক্ষেত্রে অন্ধ অনুকরণকে আঁকড়ে ধরার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

পাঁচ. মুসলিম সমাজে নারীর সাজসজ্জার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ সম্পর্কে আমাদের জবাব

মুসলিম নারীর জন্য প্রতি যুগে, প্রতি স্থানে উত্তম আদর্শ হলো রসূল স.-এর যুগের নারীগণ। সাধারণ পদ্ধতিতে আমাদের দৃষ্টিতে উত্তম আদর্শ হলো যা শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে নির্ধারিত করা হয়েছে। সেটা উত্তম আদর্শ নয় সামাজিক প্রয়োজনে যা নির্ধারণ করা হয়েছে। যদি মুসলিম নারী আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, তাহলে এটাই মডেল। এর আরেকটা দিক হলো উত্থান ও সফলতা।

অন্ধ অনুকরণ তা যে দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক না কেন, মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয়ের জন্য ক্ষতিকর। সত্যিকারের মানুষ এ ধরনের অনুকরণ থেকে তার মনকে মুক্ত রাখবে এবং এ ধরনের ঘটনাবলী থেকে দূরে থাকবে। সে প্রথমে কুরআন ও হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দেবে, পর্যবেক্ষণ করবে এবং চিন্তা করবে যাতে আল্লাহ সত্যিকারের পথ খুলে দেন। দ্বিতীয়ত, অতীত যুগসমূহের জাতির ইতিহাস ও বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি দেবে। তৃতীয়ত, চারপাশের জাতিগুলোর ইতিহাস দেখবে, বিশেষভাবে বর্তমান জাতিগুলোর বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ করবে। সেই সাথে সমাজের বাস্তব ঘটনাবলী থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করবে। সত্য ও সঠিক পথ পাওয়ার জন্য এ সব কিছু করবে, তারপর সত্য ও আলোর পথ গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

মুসলিম নারী যদি আল্লাহর আনুগত্য ও রসূল স. প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করতে চায়, তবে তাকে সে সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে। সেই সাথে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে গেলে সাজসজ্জার শর্ত দু'টি সম্পর্কে জানতে হবে এবং সে শর্ত দু'টি হচ্ছে ভারসাম্য ও মুমিন নারীদের প্রচলিত নিয়ম।

মহিলাদের স্বাভাবিক সাজসজ্জা সম্পর্কে ফকীহদের বক্তব্য

ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে বলেন, এতেকাফকারী পুরুষ ও নারী তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করবে।[৫৭,৫৮]

অর্থাৎ যে সুগন্ধির রং প্রকাশ পাবে এবং সুবাস গোপন থাকবে। এতেকাফের সময় সে ধরনের সুগন্ধি লাগানো হারাম করা হয়নি। এটাই শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি।

ইমাম শাফেয়ী উম্মু নামক গ্রন্থে সাঈদের বরাতে মুসা ইবনে উবায়দার মাধ্যমে তার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দা ও আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছেন, ইহরামের সময় নারীর হাতে লাল রং লাগানো সুন্নাত। হাতে রং ছাড়া যেন সে ইহরাম না বাঁধে।[৫৯,৬০]

শাফেয়ী বলেন, এটা আমি মহিলাদের জন্য পছন্দ করি। তিনি আরো বলেন, ইহরাম পরিহিতা যদি রং ব্যবহার করে এবং হাতেও রং লাগায় আমার দৃষ্টিতে তার ফিদিয়া দিতে হবে। আর যদি শুধু হাতে রং লাগায় তাহলে তাকে ফিদিয়া দিতে হবে না। আমি এ ধরনের সাজসজ্জা অপছন্দ করি। কেননা এতে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। তিনি আরো বলেন, সাঈদ ইবনে সালিম ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেন, লোকেরা তাকে ইহরাম পরিহিতা নারীর রংমিশ্রিত সুরমা যার কোন সুগন্ধি নেই ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তিনি উত্তর দেন, আমি তা পছন্দ করি না। কেননা তা হচ্ছে সাজসজ্জা আর ইহরামের উদ্দেশ্য, ইবাদত ও আল্লাহভীতি অর্জন।[৬১]

এখানে সাধারণ অবস্থায় রং ও সুরমা ব্যবহার নারীর জন্য দূষণীয় নয়, সে বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে, বরং দোষ হলো ইহরাম অবস্থায় তা করা। উপরন্তু এখানে ইহরামের পূর্বে নারীর রং ব্যবহারের প্রতিও জোর দেওয়া হয়েছে এবং রং ব্যবহার ছাড়া সে যেন ইহরাম না বাঁধে।

সারাখসী (হানাফী মাযহাবের ইমাম) বলেন, ইহরাম পরিহিতার জন্য ইহরামের অবস্থায় অলঙ্কার ও রেশমী পোশাক পরিধান করা বৈধ। সঠিক কথা হলো, এতে কোন অসুবিধা নেই। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি তার স্ত্রীকে ইহরাম অবস্থায় অলঙ্কার পরিয়েছেন এবং রসূল স. দু'জন নারীকে স্বর্ণের হার পরিহিতা অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে দেখেন...। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, অলংকার ও রেশমী কাপড় পরিধান করাতে কোন দোষ নেই।[৬২]

ইবনে কুদামা (হাম্বলী মাযহাবের ইমাম) বলেন, ইহরামের সময় সুগন্ধি ও পরিচ্ছন্নতা পুরুষদের জন্য যেভাবে, নারীদের জন্য সেভাবে মুস্তাহাব। আয়েশা রা.-এর বর্ণিত

www.pathagar.com

হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি, তিনি বলেন, আমরা রসূল স.-এর সাথে ইহ্রামের সময় কপালে মিশ্ক নামক সুগন্ধি মেখে বের হতাম। যখন আমাদের কেউ ঘেমে যেতো তখন তার চেহারার ওপর তা গড়িয়ে পড়তো। নবী করিম স. তা দেখতেন কিন্তু নিষেধ করতেন না। এক্ষেত্রে যুবতী ও বৃদ্ধা উভয়ই সমান।৬৩

মালেকী মাযহাবের আলেম খাত্তাবী তাঁর মাওয়াহেব আল-জালীল লি শরহে মুখতাসার খলীল গ্রন্থে বলেন, ইবনে হাজার মানাসিক গ্রন্থে বলেন, নারীর অলংকার পরিধান করে তওয়াফ করাতে কোন দোষ নেই। অলংকার পরিহিতা অবস্থায় রসূল স. একজন মহিলাকে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করতে দেখে বলেন, আল্লাহ তোমাকে আগুনের হার পরাক, তুমি কি তা পছন্দ কর? সে বললো, না। তখন রসূল স. বললেন, তুমি তার যাকাত আদায় করে দাও।৬৪

ইবনে বাত্তাল (সহী বুখারীর একজন বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার) বলেন, আয়েশা রা. বর্ণিত হাদীস, আমি যে সুগন্ধি পেতাম তা দিয়ে রসূল স.-কে সুগন্ধি লাগাতাম। শেষ পর্যন্ত তাঁর দাড়ি ও মাথায় সুগন্ধি ঝকমক করতো। মহিলাদের সুগন্ধির মতো পুরুষের সুগন্ধি মুখমণ্ডলে লাগানো হয় না। কেননা মহিলাগণ তাদের মুখমণ্ডলে সুগন্ধি ব্যবহার ও সাজসজ্জা করে তার বিপরীতে পুরুষগণ তা করে না। পুরুষের মুখমণ্ডলে সুগন্ধি ব্যবহার এবং মহিলাসদৃশ হওয়া শরীয়ত বৈধ মনে করে না।৬৫

এতে বোঝা যায় যে, মুসলিম নারীগণ রসূল স.-এর যুগে সুগন্ধিজনিত কোন জিনিস যখন ব্যবহার করতো, তখন তার রংয়ের চিহ্ন বাকী থেকে যেতো, তা মুহরিম ছাড়া অন্য পুরুষগণও তা দেখতে পেতো। এটা হলো প্রকাশ্য সৌন্দর্য। একই সাথে সুগন্ধি অপ্রকাশ্য থাকার কারণে ফিতনামুক্ত ছিল। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, নারী ও পুরুষের সুগন্ধির পার্থক্য হলো, নারীরা ঘর থেকে বের হওয়া অবস্থায় সুগন্ধি প্রকাশ না করার জন্য নির্দেশিত এবং যে সুগন্ধির সুবাস আছে এটা তার জন্য বৈধ হলেও তাতে অধিক ফিতনার ভয় রয়েছে।৬৬

কাজী ইবনে রুশদ বলেন, শোক পালনকারিণীর এমন সাজসজ্জা করা যা পুরুষদেরকে তার দিকে আকৃষ্ট করে, ফকীহ্গণের নিকট তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যেমন অলংকার ও সুরমা। ফকীহদের কথা হলো, শোক পালনকারিণীর নিকটবর্তী হওয়া থেকে দূরে থাক, পুরুষও যেন তার নিকট দিয়ে চলাফেরা করতে না পারে।

যারা বিধবা মহিলার ওপর শোক পালন বাধ্যতামূলক মনে করে, যা তালাকপ্রাপ্তার জন্য মনে করে না। এটার কারণ প্রকাশ্য দলিলের ভিত্তি এবং যারা তালাকপ্রাপ্তাদেরকেও বিধবাদের সাথে মিলিয়ে একই হুকুম দেয় তারা দলিলের অর্থের দিকে তাকিয়ে তা করে। কারণ শোক পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইদ্দতের সময় পুরুষ যেন তার দিকে আকৃষ্ট না হয় এবং মহিলাও যেন পুরুষের দিকে আকৃষ্ট না হয়, বরং এটা বংশ সংরক্ষণের স্বার্থেই করা হয়ে থাকে। কাজী ইবনে রুশদের এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, অপরিচিত

www.pathagar.com

পুরুষগণ স্বাভাবিকভাবে নারীদের প্রকাশ্য সৌন্দর্য দেখতে পারবে। যেমন সুরমা ও অলঙ্কার। তবে ইদ্দত পালনের সময় সাজসজ্জা থেকে নিষেধ করা হয়েছে যাতে পুরুষগণ সাজসজ্জাকৃত নারীকে দেখতে না পায়। অতঃপর পুরুষগণ নারীদের সাজসজ্জা দেখবে তেমনিভাবে নারীগণও পুরুষদের সৌন্দর্য দেখবে।[৬৭]

ইবনুল কাইয়েম যাদুল মায়াদ গ্রন্থে বলেন, হাদীস প্রমাণ করে যে, কোন মহিলার স্বামীর জন্য ছাড়া তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হালাল নয়। উভয় শোক পালনকারীর মধ্যে দু'দিক থেকে পার্থক্য।

প্রথমত, ওয়াজিব ও জায়েয হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামীর জন্য শোক পালন করা ওয়াজিব, অন্যের জন্য জায়েয।

দ্বিতীয়ত, শোক পালনের সময়ের পরিমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বলেন, স্বামীর জন্য শোক পালন মৌলিকত্বের ভিত্তিতে, অন্যদের জন্য অনুমতির ভিত্তিতে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, আবু ছওর, আবু হানীফা ও তাঁর সঙ্গীগণ ও ইমাম আহমদের একটি বর্ণনা যা খারকী গ্রহণ করেছন। তারা বলেন, তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য শোক পালন করা ওয়াজিব। কেননা সে নিকাহ থেকে তিন তালাকের ইদ্দত পালনকারী। মৃত ব্যক্তির মতো তার শোক পালন করা কর্তব্য। কেননা ইদ্দত বিবাহকে হারাম করে দেয়। কাজেই বিবাহের কারণগুলো হারাম।

তারা বলেন, ইদ্দতের যুক্তিসঙ্গত অর্থ হলো সাজসজ্জা প্রকাশ না করা। সুগন্ধি ও অলংকার ব্যবহার যা নারীকে পুরুষদের দিকে আকৃষ্ট করে এবং পুরুষকে নারীর দিকে আকৃষ্ট করে।[৬৮]

www.pathagar.com

অষ্টম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[সহী আল বুখারী থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশগুলো কায়রোর মোস্তফা আল হালাবী ছাপাখানায় মুদ্রিত সহী আল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত। সহী মুসলিম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশ ও পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুল থেকে মুদ্রিত, ইমাম মুসলিমের আল জামেউস সহী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।]

১. সহী বুখারী, জানায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মেয়েদের স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য শোক প্রকাশ করা, ৩ খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে শোক পালন করা ওয়াজেব; তবে তিন দিনের অতিরিক্ত হারাম, ৪ খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

২. সহী বুখারী, জানায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মেয়েদের স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য শোক পালন করা, ৩ খণ্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে শোক পালন করা ওয়াজিব; তবে তিন দিনের অতিরিক্ত হারাম, ৪ খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠা।

৩. সহী বুখারী, জানায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মেয়েদের স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য শোক পালন করা, ৩ খণ্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা।

৪. সহী বুখারী, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নফল রোযা ভঙ্গ করার জন্য এক মুসলমানের আরেক মুসলমানকে আল্লাহর দোহাই দেওয়া, ৫ খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা।

৫. মাজমুয়ায যাওয়ায়েদ : নিকাহ্ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামীর ওপর নারীর অধিকার, ৪ খণ্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা। হাফেয হাইছামী বলেন, আবু ইয়ালা ও তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং তাবারানীর কোন কোন সনদের বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

৬. পূর্বোক্ত : হাইছামী বলেন, আহমদ ও বাযযার বর্ণনা করেন এবং আহমদের বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

৭. হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা গ্রন্থ থেকে গৃহীত : ৩২, ৩৩ পৃষ্ঠা। শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, হাদীসটি হাসান অথবা সহী।

৮. সহী সুনানে নাসাঈ : যীনাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীদের রং ব্যবহার করা, ৪৭১২ নম্বর হাদীস। নাসিরুদ্দীন আলবানী, তার মকতুবুল আরবী লে দুয়ালিল খালিজ রিয়াদ লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধানে লিখিত গ্রন্থে হাদীসটি বিশুদ্ধ হওয়ার কথা বলেছেন।

৯. সহী মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : অহংকার হারাম ও তার বর্ণনা, ১ খণ্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা।

১০. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, ইহরামের সময় মুহরিম ব্যক্তির সুগন্ধি ব্যবহার করা, ৪ খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

১১. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ইহরামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা, ৪ খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ইহরাম পরিহিতা অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার, ৪ খণ্ড, ১০,১১ পৃষ্ঠা।

১১ক. ঐ।

১২. সহী সুনানে আবু দাউদ : মানাসেক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মুহরিম কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে, ১৬১৫ নম্বর হাদীস।

১৩. মাজমুয়ায যাওয়ায়েদ : হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মহিলাগণ কি পোশাক পরবে এবং কি পোশাক পরবে না, ৩ খণ্ড, ২২০ পৃষ্ঠা এবং হাইছামী বলেন, তাবারানী হাদীসটি তার কবীরে বর্ণনা করেছেন। বিনতে উমাইমা থেকে ইবনে জুরাইজ এটি বর্ণনা করেছেন, তার সম্পর্কে কেউ সমালোচনা করেননি এবং আবু দাউদ তার বর্ণনা দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, বাকী বর্ণনাকারিগণ বিশুদ্ধ।

www.pathagar.com

১৪. মুখতাসার আল মুযনী : ৬৫ পৃষ্ঠা।

১৫. সহী আল জামে আস সগীর : ৫১৫৫ নম্বর হাদীস।

১৬. সহী বুখারী, যুদ্ধবিগ্রহ অধ্যায় : ৮ খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুর পর নারী সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পুরা করবে, ৪ খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

১৭. সহী সুনানে নাসাঈ : নিকাহ্ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কি ধরনের নারী উত্তম, ৩০৩০ নম্বর হাদীস।

১৮. সহী সুনানে তিরিমিযী : কিতাব আবওয়াবুল ইসতিযান, অনুচ্ছেদ : পুরুষ ও নারীর সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কে, ২২৩৮ নম্বর হাদীস। নাসিরুদ্দীন আলবানী, রিয়াদস্থ আরব উপসাগরীয় দেশসমূহের আরবী শিক্ষা অফিসের তত্ত্বাবধানে হাদীসটি পরীক্ষা করেছেন। [প্রকাশক, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ]।

১৯. সহী সুনানে আবু দাউদ : পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : রেশমী পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে, ৩৪১৫ নম্বর হাদীস। রিয়াদস্থ আরব উপসাগরীয় দেশসমূহের আরবী শিক্ষা অফিসের তত্ত্বাবধানে হাদীসটি নাসিরুদ্দীন আলবানী পরীক্ষা করেছেন। [প্রকাশক, মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ।]

২০. ফাতহুল বারী : ১২ খণ্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা।

২১. সহী বুখারী, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বরের জন্য সুফরা (হলদে রংয়ের সুগন্ধি) ব্যবহার, ১১ খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কুরআন শিক্ষা, লোহার আংটি ইত্যাদির মাধ্যমে বিবাহের মোহরানা দেওয়া জায়েয, ৪ খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

২২. সহী বুখারী, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আন-নাকী (পাকা শুকনো খেজুর পানির মধ্যে ভিজিয়ে যে সিরা তৈরি করা হয়) এবং অন্যান্য শরবত, যা মাদক জাতীয় নয়, বিয়ে শাদীতে সরবরাহ করা, ১১ খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা।

২৩. সহী বুখারী, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নববধূ স্বয়ং যদি তার বিবাহের অনুষ্ঠানে পুরুষদের খেদমতে অংশ নেয়, ১১ খণ্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, আসরেবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মদ খাঁটি না হলে এবং তাতে নেশার প্রতিক্রিয়া না হলে তা ব্যবহার করা জায়েয, ৬ খণ্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা।

২৪. সহী বুখারী, যুদ্ধবিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বনি হুলাইফা, ৮ খণ্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা।

২৫. সহী সুনানে তিরমিযী : পাক-পবিত্রতা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নেফাস আসা নারীরা কতদিন অপেক্ষা করবে, ১২০ নম্বর হাদীস।

২৬. মাজমুয়ায যাওয়ায়েদ : নিকাহ্ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামীর ওপর নারীর অধিকার, ৪ খণ্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা। হাফেয হাইছামী বলেন, আহমদ সনদসহ এটা বর্ণনা করেন। এর বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

২৭. মাজমুয়ায যাওয়ায়েদ : পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : উত্তম চরিত্র, ৫ খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা। হাফেয হাইছামী বলেন, বাযযার হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং এর বর্ণনাকারীর বর্ণনা সহী।

২৮. পূর্বোক্ত : হাফেয হাইছামী বলেন, তাবারানী আওসাত গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং এর বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

২৯. সহী সুনানে আবু দাউদ : তারাজ্জুল অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পুরুষদের চরিত্র, ৩৫১৯ নম্বর হাদীস।

২৯ক. সহী বুখারী, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : শোক পালনকারিণীর সুরমা ব্যবহার, ১১ খণ্ড, ৪১৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, শোক পালনকারিণীর স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব, ৪ খণ্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা।

৩০. সহী বুখারী, যুদ্ধবিগ্রহ অধ্যায় : ৮ খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুর পর শোক পালনকারী সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে, ৪ খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৩১. শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানীর হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা গ্রন্থ থেকে গৃহীত। তিনি বলেন, ইমাম আহমদ (৬/৪৩১) দু'ভাবে গ্রহণ করেছেন। একবার সহী ও দ্বিতীয়বার হাসান।

৩২. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : রসূল স.-এর হজ্জ, ৪ খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা।

৩৩. সুনানে নাসাঈ, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : শোক পালনকারিণীর জন্য যীশু খৃষ্ট-এর নাম অংকিত পাথরের চিরুনি দ্বারা মাথা আঁচড়ানোর অনুমতি প্রসঙ্গে, ৬ খণ্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা। আমরা হাদীসটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া পছন্দ করি যে, হাদীসটি সহী সুনানে তিরমিযীতে উল্লেখ করা হয়নি। আমরা এখানে হাদীসটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছি, শরীয়তের হুকুম হিসেবে নয়।

৩৪. সহী সুনানে নাসাঈ, ৬ খণ্ড ২০৪ পৃষ্ঠা।

৩৫,৩৬,৩৭. হাশিয়া দেখুন।

৩৮. হায়েয অবস্থায় মেহেদি পরা, ১ খণ্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা। আমরা হাদীসটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া পছন্দ করি যে, হাদীসটি সহী সুনানে ইবনে মাজায় উল্লেখ করা হয়নি। আমরা এখানে হাদীসটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছি, শরীয়তের হুকুম হিসেবে নয়।

৩৯,৪০. সহী বুখারী, ইলম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নেতা কর্তৃক মহিলাদের উপদেশ ও শিক্ষা দান, ১ খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ঈদের নামায অধ্যায়, ৩ খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

৪১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ : যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : অলংকারের যাকাত, ৩ খণ্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা। হাফেয হাইছামী বলেন, এটি আহমদ বর্ণনা করেছেন, হাদীসটির সনদ হাসান।

৪১ক. ইবনে তাইমিয়ার মাজমুয়া ফাতওয়া : ২২ খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা।

৪১খ. ফখরুর রাযীর তাফসীরুল কবীর : তাফসীরের আয়াত নং ৩১, সূরা নূর।

৪১গ. শাওকানীর ফাতহুল কাদীর : বাইনা ফন্নি আর রোওয়ায়া আদ দেরায়া মিন ইলমে তাফসীর, তাফসীরের আয়াত নং ৩১ সূরা নূর। দেখুন, সিদ্দীক হাসান খানের নাইলুলমারাম মিন তাফসীরিল আহকাম, তাফসীরের আয়াত ৩১, সূরা নূর।

৪২. সহী বুখারী, পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মহিলাদের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা, ১২ খণ্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা।

৪৩. মাযমাউয যাওয়ায়েদ, কিতাবুল লিবাস, অনুচ্ছেদ : রেশম ও স্বর্ণের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, ৫ খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা। হাফেয হাইছামী বলেন, তাবারানী এটা বর্ণনা করেছেন এবং এখানে ইয়াযীদ ইবনে আবি যিয়াদ বলেন, মেয়েদের দুর্বলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

৪৪. সহী মুসলিম, মহিলাদের পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্বর্ণ ও রৌপ্যের থালা ব্যবহার হারাম, ৬ খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

৪৫. সহী বুখারী, পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : সবুজ পোশাক, ১২ খণ্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা।

৪৬. ফাতহুল বারী : ১২ খণ্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা।

৪৭ক. কাফী গ্রন্থ, ৩ খণ্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা।

৪৭খ. যাদুল মা'আদ : অধ্যায় : শোক পালনকারিণী যে সব অভ্যাস পরিহার করবে, ৪ খণ্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা। [দারুল কাইয়েমা, ১ম সংস্করণ, কায়রো]

৪৭গ. সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ফিতনার সন্দেহ না থাকলে নারীদের মসজিদে আগমন করা এবং সুগন্ধি লাগিয়ে বের না হওয়া, ২ খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা।

৪৮. সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীদের মসিজেদ গমন, ২ খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৪৯. সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীদের মসজিদে গমন, ২ খণ্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা।

৫০. সহী সুনানে আবু দাউদ : নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীদের মসজিদে গমন, ৫২৯ নম্বর হাদীস।

৫১. সহী সুনানে আবু দাউদ : তারাজ্জুল অধ্যায় অনুচ্ছেদ : বাইরে বের হওয়ার সময় নারীদের সুগন্ধি ব্যবহার করা, ৩৫১৭ নম্বর হাদীস।

৫২. কিতাবুল মুগনী : ৩ খণ্ড, ২৯৬, ২৯৭ পৃষ্ঠা।

৫৩. সহী সুনানে আবু দাউদ, তারাজ্জুল অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বাইরে বের হওয়ার সময় নারীদের সুগন্ধি ব্যবহার করা, ৩৫১৬ নম্বর হাদীস।

৫৪,৫৫. সহী বুখারী, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বিবাহের জন্য উৎসাহ প্রদান করা, ১১ খণ্ড, ৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায় : ৪ খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।

৫৬. সহী বুখারী, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তির বিবাহের সামর্থ নেই সে যেন রোযা রাখে, ১১ খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায় : ৪ খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।

৫৭,৫৮. মুয়াত্তা : ১ খণ্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠা।

৫৯,৬০. কিতাবুল উম্মের টীকায় উল্লিখিত বিষয় মুখতাসারুল মুযনী গ্রন্থে এসেছে যার অর্থ মেহেদী বা রংয়ের কোন নিদর্শন না থাকা। যেমন আরবগণ বলেন, যার কোন চিহ্ন নেই।

৬১. আল উম্ম : ২ খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

৬২. আল মাবসুত : ৪ খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।

৬৩. আল মুগনী : ৩ খণ্ড, ২৯৬, ২৯৭ পৃষ্ঠা।

৬৪. মাওয়াহেবুল জালীল শরহে মুখতাসার খলিল।

৬৫. ফাতহুল বারী : ১২ খণ্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা।

৬৬. ফাতহুল বারী : ১২ খণ্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা।

৬৭. বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ২ খণ্ড, ৯২, ৯৩ পৃষ্ঠা।

৬৮. কিতাবু যাদুল মা'আদ : অধ্যায় : শোক পালনকারিণীর ইদ্দত পালন সম্পর্কে রসূল স.-এর নির্দেশ, ৪ খণ্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা। [প্রকাশিত, দারুল কাইয়েমা, প্রথম সংস্করণ, মিসর।]

www.pathagar.com

নবম অনুচ্ছেদ

তৃতীয় শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও তার সাজসজ্জা মুসলিম সমাজের নিকট পরিচিত হতে হবে

চতুর্থ শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক সামগ্রিকভাবে পুরুষের পোশাকের বিপরীত হতে হবে

পঞ্চম শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও তার সৌন্দর্য সামগ্রিকভাবে কাফের নারীদের থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও তার সাজসজ্জা মুসলিম সমাজের নিকট পরিচিত হতে হবে

এ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি দলিল হিসেবে পেশ করা হলো :

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অহংকারের পোশাক পরিধান করে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট পোশাক পরিধান করাবেন। তারপর তার ওপর আগুন জ্বালিয়ে দেবেন। (আবু দাউদ)[১]

উল্লিখিত হাদীস ঐ ব্যক্তির পোশাক পরিধানের দিকে ইংগিত করে, যে মুসলিম সমাজের পোশাক থেকে ভিন্নতর পোশাক পরিধান করে এবং এ উদ্দেশে পোশাক পরিধান করে যাতে তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি পড়ে এবং মানুষের মাঝে সে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি সাধারণ্যে প্রচলিত পোশাকের বিপরীত পোশাক পরিধান করে এবং খ্যাতি লাভ করার উদ্দেশ্য না হয়ে প্রয়োজনের তাগিদে হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। সত্য কথা হলো সমাজের প্রচলিত পোশাকের অনুকরণ করা তার জন্য মুস্তাহাব। মুসলমানদের অবশ্যই তার প্রতি আগ্রহী হওয়া উচিত। কিন্তু যখন তাকে কোন সৎ উদ্দেশে অথবা প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের রুচির বিপরীত কোন পোশাক পরিধান করতে হয়, তখন তাতে কোন দোষ নেই। তাছাড়া প্রয়োজনের তাগিদে অথবা যুক্তিসংগত সৎ উদ্দেশে সাধারণ প্রচলনের বিপরীত পোশাক হলেও সেক্ষেত্রে সামান্য ক্ষতি হবে। আমরা এখানে পুনরায় ইমাম তাবারীর কথা উল্লেখ করবো, সময় অনুসারে পোশাকের অনুকরণ করাতে কোন গুনাহ হবে না। এর বিপরীত পোশাক হলে প্রদর্শনী মনে করা হবে।[২]

সমাজের প্রচলিত পোশাক তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন সেটা শরীয়তের বিপরীত হবে না। যদি এভাবে না হয় তাহলে সেটা তার জন্য হারাম হবে না, তবে গ্রহণযোগ্যও হবে না। সমাজ পোশাক ও অন্যান্য নির্দেশের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছে। আল্লাহর পথে আহ্বানকারী মুসলিম অর্থাৎ সংশোধনকারীর জন্য প্রয়োজনে সমাজে লোকদের পরিচিত পোশাকের বিপরীত পোশাক তখনই পরবে যখন তা তাদের দ্বীনের জন্য অধিক উপযোগী হয়।

চতুর্থ শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক সামগ্রিকভাবে পুরুষের পোশাকের বিপরীত হতে হবে

এ সম্পর্কে হাদীসের দলিল নিম্নে বর্ণিত হলো :

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. বলেছেন, কখনোই পুরুষ নারীর বেশ এবং নারী পুরুষের বেশ ধারণ করবে না। (সহী বুখারী)[৩]

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. বলেছন, পুরুষ নারীর পোশাক ও নারী পুরুষের পোশাক পরিধান করবে না। রসূল স. এমন পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন যে পুরুষ নারীর পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীকেও অভিশাপ দিয়েছেন যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে। (আবু দাউদ)[৪]

www.pathagar.com

হাদীস সাধারণভাবে পোশাক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সাদৃশ্য অস্বীকার করে। কিন্তু পোশাকের ক্ষেত্রে হাদীস মহিলাদের পোশাকের একখণ্ড পুরুষের পোশাকের সমতুল্য হওয়াকে অস্বীকার করে না যদি সাধারণ অবস্থায় একজন মুসলিম নারীকে দূর থেকে চেনা যায় এবং পুরুষের সাথে যদি তার সাদৃশ্য না থাকে, তবে উক্ত বস্ত্রখণ্ড যেন এমন না হয় যা সর্বজনীনভাবে পুরোপুরি পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট।

এ নিষেধের উদ্দেশ্য হলো সাধারণভাবে যেন পুরুষের সাথে সাদৃশ্য না হয়। তবে এক টুকরো কাপড় পুরুষের সমতুল্য হলে অসুবিধা নেই। আমরা এ সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করছি :

عن سهل بن سعدان امراة جاءت رسول الله صلى الله فقالت : يارسول الله جئت لاهب لك نفسى فنظر اليها رسول الله .... لم يكن عليك شيئ -

সাহল ইবনে সা'আদ রা. বর্ণনা করেছেন, জনৈকা মহিলা নবী করিম স.-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি নিজেকে আপনার নিকট সমর্পণ করছি, (অর্থাৎ কোন মোহর ছাড়াই আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই) নবী করিম স. তাঁর দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং তাঁর আপদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন, অতঃপর দৃষ্টি নীচু করলেন। মহিলা যখন দেখতে পেলেন নবী করীম স. কিছু বলছেন না, তখন মহিলা বসে পড়লেন। এ সময় নবী করিম স.-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনার যদি এ মহিলার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে আমার সাথে একে বিয়ে দিন। নবী স. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে (তাঁকে দেয়ার মত) কিছু আছে কি? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! না (কিছুই নেই)। কিন্তু আমার এ ইযারটি আছে। আল্লাহর নবী বললেন, সে তোমার ইযার দিয়ে কি করবে? যদি তুমি পরিধান কর তাহলে তাঁর পরিধেয় কিছুই থাকবে না। আর সে পরিধান করলে তোমার পরিধেয় কিছুই থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৫]

০ উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। রসূল স. আমাকে দাহিয়া কালবীর হাদিয়া দেয়া পাতলা কুবতিয়া পরালেন। অতঃপর আমি তা আমার স্ত্রীকে পরালাম। তিনি বললেন, তোমার কি হলো, কেন তুমি কুবতিয়া পরিধান করছো না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তা আমি আমার স্ত্রীকে পরিয়েছি। তখন রসূল স. বললেন, তার নিকট যাও এবং কুবতিয়ার নীচে পাতলা কাপড় লাগাতে বলো। আমার ভয় হচ্ছে এতে তার শরীরের হাড়ের পুরুত্ব দৃষ্টিগোচর হতে পারে। (আহমদ ও তাবারানী)[৬]

০ আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স.-এর সময়ে সূর্যগ্রহণ হলে মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হলে তারা বলতে লাগলেন, এটা আল্লাহর নিদর্শন। তখন আমি যুবায়েরের কাতিফা পরিধান করে বের হলাম। শেষ পর্যন্ত আয়েশা রা.-এর নিকট প্রবেশ করে দেখলাম রসূল স. মানুষের সাথে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। (আহমদ)[৭]

হাফেজ ইবনে হাজার ইবনে আব্বাসের হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, রসূল স. পুরুষ নারীর ও নারী পুরুষের পোশাক পরিধানকারীদের জন্য অভিশম্পাত করেছেন, কিন্তু পোশাকের ধরন প্রতিটি দেশের অভ্যাসের কারণে ভিন্নতর হয়ে থাকে। কোন জাতি পোশাকের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর পোশাকের কোন পার্থক্য করে না। কিন্তু নারীরা হিজাব ও সতর ঢাকার মাধ্যমে নারীর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।[৮] ওড়না অথবা চাদর দ্বারা হিজাব ও সতর ঢাকা সম্ভব হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, পোশাক যদি সার্বিক বিচারে পুরুষের পোশাক হয়, তাহলে সেটা নারীর জন্য নিষিদ্ধ, যদিও তা আচ্ছাদনকারী হয়। যেমন- ফরাজী, যা কোন কোন দেশে নারী ছাড়া পুরুষের পোশাক হিসেবে প্রচলিত। এ নিষেধাজ্ঞা অভ্যাস পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তনশীল।[৯]

পঞ্চম শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও তার সৌন্দর্য সামগ্রিকভাবে কাফের নারীদের থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে

এ সম্পর্কিত হাদীসের দলিল উল্লেখ করা হলো :

০ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. আমাকে হলদে রংয়ের দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে বলেন, এটা কাফেরদের পোশাক, এ রংয়ের পোশাক পরবে না (মুসলিম)[১০]

০ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের বিপরীত কাজ কর, দাড়ি বাড়াও, মোচ ছেঁটে ফেলো। (বুখারী ও মুসলিম)[১১]

০ আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. বলেন, মোচ কাটো, দাড়ি বাড়াও এবং অগ্নিপূজকদের বিপরীত কর। (মুসলিম)[১২]

০ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, যে ব্যাপারে কোন হুকুম নাযিল হতো না সে ব্যাপারে নবী করিম স. আহলে কিতাবদের অনুসরণে কাজ করতে পছন্দ করতেন। আহলে কিতাবরা তাদের মাথার চুল লম্বা হতে দিতো এবং মুশরিকগণ চুল সিঁথি কেটে দু'ভাগ করে রাখতো। তাই নবী করিম স. তাঁর সামনের চুল বড় রাখতেন এবং মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১৩]

এ শর্তে হাদীসের বর্ণনার মধ্যে সুস্পষ্ট হিকমত বিদ্যমান, আর তা হলো মুসলিম পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা। এ বৈশিষ্ট্যের ফলে নারী প্রকাশ্য সাদৃশ্য করা থেকে দূরে থাকবে এবং সাদৃশ্যের কোন কোন খারাপ চরিত্র বিকৃত আকীদা থেকে দুরে থাকবে।

অতঃপর পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য বিষয়ে আমরা যা বলেছিলাম তার সামঞ্জস্য হলো মুশরিক ও কাফের মহিলাদের সাথে সাদৃশ্য করা থেকে সাবধান থাকা। এর অর্থ এই নয় যে, মুসলিম নারীর এক টুকরো কাপড় অথবা তার সাজসজ্জার আংশিক সাদৃশ্য নিষিদ্ধ। শিক্ষা হলো সাধারণ অবস্থায় যখন মুসলিম মহিলাদেরকে দেখা যাবে তখন যেন কাফের মহিলাদের মতো মনে না হয় এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, এখানে শরীয়তের শর্তগুলো সাধারণভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে, যেমন ওড়না যা এ কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের রক্ষায় সহযোগিতা করে। তবে এমন সাদৃশ্য যাতে কাফের মহিলাদের সাথে মৌলিকত্ব রয়েছে, সেক্ষেত্রে যত ছোট হোক না কেন, তা থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

www.pathagar.com

নবম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[সহী আল বুখারী থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশগুলো কায়রোর মোস্তফা আল হালাবী ছাপাখানায় মুদ্রিত সহী আল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত। সহী মুসলিম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশ ও পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুল থেকে মুদ্রিত ইমাম মুসলিমের আল জামেউস সহী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।]

১. সহী সুনানে আবু দাউদ : পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : অহংকারের পোশাক পরিধান করা, ৩৩৯৯ নম্বর হাদীস।

২. ফাতহুল বারী : ১২ খণ্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা।

৩. সহী বুখারী : পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পুরুষের নারীর বেশ এবং নারীর পুরুষের বেশ ধারণ করা, ১২ খণ্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা।

৪. সহী সুনানে আবু দাউদ : পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীদের পোশাক, ৩৪৫৪ নম্বর হাদীস। নাসিরুদ্দীন আলবানী রিয়াদস্থ আরব উপসাগরীয় দেশসমূহের আরবী শিক্ষা অফিসের তত্ত্বাবধানে হাদীসটি পরীক্ষা করেছেন। [প্রকাশক, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ]

৫. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বিবাহ করার পূর্বে মেয়ে দেখে নেওয়া, ১১ খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কুরআন শিক্ষা ও লোহার আংটির বিনিময়ে বিবাহের বায়না করা জায়েয, ৪ খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা।

৬. মাজমাউয যাওয়ায়েদ : পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীদের পোশাক, ৫ খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা। হাইছামী বলেন, আহমদ ও তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এখানে আবদুল্লাহ ইবনে আকীলের হাদীস হাসান ও দুর্বল এবং অপর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

৭. মাজমাউয যাওয়ায়েদ : অধ্যায় আহলুল জান্নাত, অনুচ্ছেদ : এই উম্মাহর অধিকাংশ বেহেশতে প্রবেশ করবে, ১০ খণ্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা। হাফেয হাইছামী বলেন, আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তার বর্ণনাকারীর বর্ণনা সহী। তবে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য।

৮. ফাতহুল বারী : ১২ খণ্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা।

৯. এ কথা নাসিরুদ্দীন আলবানী তার হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ৭৭ পৃষ্ঠা। তিনি ইবনে উরওয়া হাম্বলীর কিতাবুল কাওয়াকেবুদ দারারী গ্রন্থ থেকে নকল করেছেন যা দামেশ্‌কের জাহেরী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত, ৫৭৯ নম্বর তাফসীরে বিদ্যমান রয়েছে।

১০. সহী মুসলিম : মহিলাদের পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পুরুষের হলদে কাপড় পরিধান নিষিদ্ধ, ৬ খণ্ড ১৪৪ পৃষ্ঠা।

১১. সহী বুখারী : পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নখ কাটা, ১২ খণ্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা।

১২. সহী মুসলিম : পাক-পবিত্রতা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ফিতরাতের স্বভাব, ১ খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

১৩. সহী বুখারী : পোশাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটা, ১২ খণ্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : ফাদায়েল অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : রসূল স.-এর মাথার লম্বা চুল ও মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটা, ৭ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

দশম অনুচ্ছেদ

মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার বিপক্ষের বক্তাদের সাথে আলোচনা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার বিপক্ষের বক্তাদের সাথে আলোচনা

মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার বিপক্ষের বক্তাদের বক্তব্যে তারা বলেন, আল্লাহর বাণী فاسئلوهن من وراء حجاب -এর নির্দেশ মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে এবং নির্দেশটি সাধারণভাবে মুসলিম মহিলাদের সবার জন্য, রসূল স.-এর স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট নয় এবং কার্যকারণের সাথে নয় বরং শিক্ষাটি সাধারণভাবে বক্তব্যের সাথে সম্পৃক্ত।

আমাদের জবাবের প্রথম কয়েকটি দিক

ক. আয়াতের এ নির্দেশ নির্বিশেষে সবার জন্য নয়

আয়াতের উল্লিখিত শব্দ নির্বিশেষে সবার জন্য নয়, বরং তা রসূল স.-এর স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট যা আয়াত ও পূর্বাপর অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

يايها الذين امنوا لاتدخلوا بيوت النبى الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين إناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولامستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لايستحى من الحق واذا سألتمو هن متاعا فاسلوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما ـ(سورة الا حزاب الاية : ٥٣)

হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা নবীগৃহে প্রবেশ করে খাবার প্রস্তুতের জন্য অপেক্ষা করো না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করা হলে প্রবেশ করবে এবং খাওয়া শেষে চলে যাবে, কথা-বার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কারণ তোমাদের এ আচরণ নবীকে পীড়া দেয়। তিনি সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিয়ে করা কখনও সংগত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ঘোরতর অপরাধ। (সূরা আহযাব : ৫৩)

খ. এভাবে 'হিজাব' শব্দটি অধিকাংশ হাদীসের বর্ণনার আলোকে রসূল স.-এর স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট

যেমন- আনাস ইবনে মালেকের কথা, রসূল স. বিয়ে করে তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন। আনাস বলেন, আমার মা উম্মে সুলায়েম পনির আর খেজুর সহযোগে হাইস প্রস্তুত করে

www.pathagar.com

তা পাথরের গ্লাসে রাখলেন। সে সময় একদল সাহাবী রসূল স.-এর ঘরে বসে কথাবার্তায় মশগুল ছিলেন। রসূল স. বসে ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন। তাদের এ বসা দীর্ঘায়িত হচ্ছিল। অতঃপর তিনি বের হলেন। তাঁর সাথে তাঁরা সকলে বের হলেন। তারপর রসূল স. পুনরায় ফিরে এলেন এবং পর্দা লটকিয়ে দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তখন ঘরে বসে ছিলাম। তিনি সামান্য অপেক্ষা করে আমার নিকট থেকে বের হয়ে গেলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রসূল স. বের হয়ে আয়াতগুলো সবাইকে পাঠ করে শুনালেন :

ياايها الذين امنوا لاتدخلوا بيوت النبى الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين إناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولامستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لايستحى من الحق واذا سألتمو هن متاعا فاسلؤهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكن وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما ۔(سورة الا حزاب الاية : ٥٣)

এ আয়াতগুলো শুনে রসূল স.-এর স্ত্রীগণ পর্দা করা শুরু করলেন। (মুসলিম)[১]

قول عائشة جاء عمى من الرضاعة فاستأذن على فابيت ان اذن له حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... وذلك بعد ان ضرب علينا الحجاب ۔(رواه البخارى)

আয়েশা রা. বলেন, আমার দুধ সম্পর্কের চাচা এসে আমার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে রসূল স.-এর নিকট জিজ্ঞেস করা ছাড়া অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। ঘটনাটি ঘটেছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। (বুখারী)[২]

উমর রা.-এর কথা, হিজাবের নির্দেশের পূর্বে নবী করিম স. স্ত্রীদের থেকে আলাদা ছিলেন। (মুসলিম)[৩]

গ. আয়াতে উল্লিখিত হিজাবের অর্থ বর্ণনার জন্য বিশেষ অনুচ্ছেদ রচনা করা হয়েছে

আমরা একদিকে পবিত্র আয়াতে উল্লিখিত হিজাবের অর্থ বর্ণনার জন্য তৃতীয় খণ্ডে বিশেষ অনুচ্ছেদ রচনা করেছি। অপরদিকে রসূল স.-এর পত্নীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করেছি।

তারা বলেন, আল্লাহর বাণী, فاسئلوهن من وراء حجاب

সম্ভবত চেহারা ঢেকে রাখা হিজাবের ওপর কিয়াস করা হয়েছে। কারণ চেহারা ঢেকে রাখা অন্তরের পবিত্রতা রক্ষায় সাহায্য করে এবং সর্বাবস্থায় হৃদয়ের পবিত্রতা সকল নারী পুরুষের জন্য কাঙ্ক্ষিত ও প্রশংসিত। এ কথার জবাব আমরা রসূল স.-এর স্ত্রীদের হিজাব ফরয হওয়ার কারণ বিষয়ে পূর্বে উপস্থাপন করেছি তৃতীয় খণ্ডে।

www.pathagar.com

তারা বলেন, সাধারণ মহিলাদের সাথে রসূল স.-এর স্ত্রীদেরকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন বের হওয়ার সময় চাদর জড়িয়ে নেয়।

নবীর স্ত্রীগণ فاسئلوهن من وراء حجاب আয়াত দ্বারা হিজাব পরিধানের জন্য নির্দেশিত। এতে অবশ্যই ঝুলিয়ে রাখার অর্থ চেহারার ওপর চাদর ঝুলিয়ে রাখা যাতে রসূল স.-এর স্ত্রীদের জন্য ফরযকৃত হিজাবের বাস্তবায়ন পরিপূর্ণতা লাভ করে।

আমাদের জবাবের দ্বিতীয় কয়েকটি দিক

ক. হিজাবের আয়াতে ঘরের ভেতরে পুরুষদের বৈঠক থেকে নবী স.-এর স্ত্রীদের পর্দা ফরয করা হয়েছে

হিজাবের আয়াতে ঘরের ভেতরে পুরুষদের বৈঠক থেকে রসূল স.-এর স্ত্রীদের পর্দা অবলম্বন ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তাদের চেহারা ঢেকে রাখা ফরয করা হয়েছিল। এটা ছিল পর্দার يدين عليهن من جلابيهن এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের অবস্থা।

খ. সকল স্বাধীন মহিলার জন্য সাধারণ নিয়ম

এ আয়াতে নতুন নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। তা হলো সকল স্বাধীন মহিলার জন্য সাধারণ নিয়ম। আর সাধারণ মহিলাদের মধ্যে রসূল স.-এর স্ত্রীগণও অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ কামিজ ও ওড়নার ওপর চাদর জড়ানো। পবিত্র কুরআনে এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ দাসীদের থেকে স্বাধীন মহিলাদের সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করা যাতে সন্দেহজনক স্থলে কেউ তাদেরকে উত্যক্ত করতে না পারে।

বিরুদ্ধ মত পোষণকারীরা বলেন, তাফসীরে তাবারী ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থাদিতে ইবনে আব্বাস ও উবায়দা সালমানীর বর্ণনায় এসেছে, এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তারা যেন তাদের চেহারা ঢেকে রাখে এবং একটি চোখ খোলা রাখে। তেমনিভাবে ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় নারীরা যেন পোশাক ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ না করে। এতে উভয় আয়াতে চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়। ইবনে কাছীর তার তাফসীরে এসব বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি তাবারী থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতসমূহ গ্রহণ করেছেন। তেমনিভাবে কোন কোন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস এসব বর্ণনা সঠিক হওয়ার কথা বলেছেন।

আমাদের জবাবের তৃতীয় কয়েকটি দিক

ক. তাবারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসের আরো কিছু বর্ণনা

তাবারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস থেকে আরো কিছু বর্ণনা এসেছে যা বিরুদ্ধবাদীদের বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহের বিপরীত। বলা হয় তারা যেন কপালের ওপর চাদর বেঁধে নেয় এবং আয়াতের ব্যাখ্যায় যে সব বর্ণনা এসেছে তাতে বলা হয়েছে, এর অর্থ চেহারা ও হাতের কব্জি।

www.pathagar.com

খ. সম্মানিত সাহাবা ও শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীদের বর্ণনা

এসব বর্ণনা সম্মানিত সাহাবা ও শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীদের আর সাহাবাদের কথা থেকে বিধান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উসূলবিদগণের দ্বিমত রয়েছে।

ইবনে কুতাইবা আদ দীনুরী তাবীল মুখতালেফুল হাদীস গ্রন্থে বলেন, তাফসীর ও আহকামের ক্ষেত্রে ইবনে হানফিয়া ইবনে আব্বাসের, আলী উমরের, যায়েদ ইবনে সাবেত ইবনে মাসুদের বিরোধিতা করা নিষিদ্ধ কাজ নয়। বরং নিষিদ্ধ কাজ হলো ব্যাখ্যা ছাড়াই রসূল স.-এর পরস্পরবিরোধী দুটি হাদীসের ক্ষেত্রে ফয়সালা করা, এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের কেউ শুনে আমল করেছেন, আর কেউ ধারণা করে গ্রহণ করেছেন। আবার কেউ তার মতো ইজতিহাদ করেছেন যে কারণে কুরআনের ব্যাখ্যা ও অধিকাংশ আহকামের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল।[৪]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর ফাতওয়া গ্রন্থে বলেন, সাহাবাদের কথায় যদি মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়, তাহলে যে বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে আল্লাহ ও রসূলের বাণীর দিকে ফিরে যেতে হবে। সে ক্ষেত্রে কারও বিরোধিতার সাথে কারও কথার দলিল গ্রহণ করা যাবে না। এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত।[৫]

ইবনে কুদামা তার মুগনী গ্রন্থে বলেন, (ইমাম আহমদ) রসূল স. থেকে বর্ণিত এ হাদীসের ওপর আমল করা থেকে বিরত রয়েছেন, যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেবে সে যেন গোসল করে নেয়। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে, হাদীসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে মওকুফ।[৬]

আবু বকর ইবনে আরাবী তার আহকামুল কুরআন গ্রন্থে চুক্তিবদ্ধ গোলামকে চুক্তি মোতাবেক সম্পদ প্রদান করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উমর ও আলী রা.-এর কথা পর্যালোচনা করে বলেন, যদি বলা হয় কিভাবে উমর ও আলী রা.-এর কথা গ্রহণ করা হবে। আমরা বলবো, আল্লাহ ও রসূল স.-এর কথা ছাড়া তাঁরা কোন কথাই দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন না।[৭]

গাযালী তঁর মুসতাসফা গ্রন্থে বলেন, যার ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে, (এখানে লক্ষ্য হলো সাহাবী) যার নিষ্পাপ ও নির্ভুল হওয়া প্রমাণিত নয় তার কথা কোন দলিল হতে পারে না। তাহলে ভুলের আশংকার উপস্থিতির সাথে তাদের কথা কিভাবে দলিল হতে পারে? কিভাবে মুতাওয়াতির দলিল ব্যতিরেকে তাদের ভুল না করার দাবী করা হবে? যাদের কথায় মতপার্থক্য করা বৈধ তাদেরকে ভুলের উর্ধ্বে কিভাবে স্বীকার করা হবে? তাদের বক্তব্য হলো, সাহাবীদের কোন কথা যদি কিয়াসের বিপরীত হয়, সেক্ষেত্রে হাদীসের বক্তব্য ছাড়া কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। আমরা বলবো, এতে প্রমাণিত হয় তার এ কথা নয়, বরং দলিল হলো হাদীস। তোমরা শুধু সন্দেহজনক স্থলের হাদীসকে স্বীকৃতি দিয়েছ। আমাদের দলিল খবরে ওয়াহেদ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাহাবীদের ইজমা। তাঁরা তাঁদের বর্ণনায় প্রকাশ্য হাদীসের ওপর আমল করেছেন। অনুমান ব্যতিরেকেই যার শব্দ ও সূত্র অবগত ছিল না। হাদীস শোনার ক্ষেত্রে তার প্রকাশ্য কোন বর্ণনা নেই বরং তিনি

www.pathagar.com

দুর্বল দলিল থেকে তার ধারণা মোতাবেক কথা বলেছেন এবং ভুল করেছেন, তার ভুল করা স্বাভাবিক ছিল। সম্ভবত তার প্রকাশ্য ধারণা ছিল বলে তিনি দুর্বল দলিল গ্রহণ করেছেন। আর যদি অকাট্য দলিল থেকে বলতেন, তাহলে সেটা প্রকাশ্য বলতেন এবং সাহাবীদের কথা রসূল স.-এর কথা ও তাঁর হাদীসের ন্যায় ওসূলের আহকামের ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে স্বীকৃত। কাজেই অকাট্য দলিল ছাড়া তা প্রতিষ্ঠিত হয় না। যেমন- তা অন্যান্য নীতিমালার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৮]

গ. উবায়দা সালমানীর বর্ণনা

উবায়দা সালমানীর কথা, তারা একটি চোখ খোলা রাখবে –'এ কথাটি নিকাবের ক্ষেত্রে রসূল স.-এর কথার বিপরীত।' রসূল স.-এর কথা হলো তারা চোখের ভ্রূসহ দু'টি চোখ খোলা রাখবে, এক চোখ নয়। এটা কি সম্ভব আমরা উবায়দার বর্ণনার মতকে সঠিকভাবে মেনে নেবো, যা রসূল স. কর্তৃক বৈধ জিনিসের বিপরীত নির্দেশটিকে ওয়াজিব বলে গণ্য করে? আর এ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে নারীর শরীরের সতরের সীমা আলোচনা প্রসঙ্গে এর বিরোধিতা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য উল্লেখ করেছি। এ অবস্থা জায়েয হিসেবে গ্রহণযোগ্য, ওয়াজিব হিসেবে নয়। এসব অবস্থাই গ্রহণযোগ্য হবে। এ অবস্থা চেহারা অথবা কপাল অথবা বুক যেখানেই হোক না কেন।

ঘ. ইবনে কাছীরের বর্ণনা

ইবনে কাছীর এসব বর্ণনার কিছু উল্লেখ করেছেন যার অকাট্য ভিত্তি নেই। অধিকাংশ সঠিক বর্ণনা গ্রহণ করার সৎ চেষ্টা সত্ত্বেও কখনও কখনও সূক্ষ্মদর্শিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। যে ভুল করে না তার নিকট এটা স্পষ্ট, তার উদাহরণ ইকরামা ও শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন, নারীর দায়িত্ব হলো সে চাচা ও খালু থেকে সতর পালন করবে। এ বর্ণনা আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত সহী সুন্নাতের বিপরীত। 'আমার দুধ সম্পর্কের চাচা এলেন, অতঃপর আমার নিকট অনুমতি চাইলেন। আমি রসূল স.কে জিজ্ঞেস করা ছাড়া তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। অতঃপর রসূল স. এলে আমি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন রসূল স. বললেন, এ তোমার চাচা। তাকে অনুমতি দাও।' (বুখারী ও মুসলিম)[৮ক]

অতঃপর ইবনে কাছীর উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যার অর্থসহ বর্ণনা উল্লেখ করেন। বর্ণনাটি এই, ইকরামা বলেন, চাদর আটকিয়ে ঘাড়ের উপরিভাগ ঢেকে রাখবে। ইবনে কাছীর দু'টি বর্ণনার একটিকে অন্যটির ওপর অগ্রাধিকার দেননি।

ঙ. কোন কোন মুহাদ্দিসের কথা

কোন কোন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস উবায়দা আস সালমানীর বর্ণনাটির সনদ সঠিক হওয়ার কথা বলেন। কিন্তু তারা একই সময় ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসের সনদ দুর্বল হওয়ার কথা বলেন।

চ. বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশে আমাদের কথা

পরিশেষে আমরা বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশে বলবো, সুয়ুতী তার দুররুল মনছুর গ্রন্থে বলেন, ইবনে জাবির, ইবনে মুনযির, ইবনে আবি হাতেম ও বায়হাকী তার সুনান গ্রন্থে

www.pathagar.com

ইবনে আব্বাস থেকে আল্লাহর এ لايبدين زينتهن الا ما ظهر منها বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন, চেহারায় প্রকাশ্য সাজসজ্জা, চোখে সুরমা, হাতের কব্জিতে রং ও আংটি ব্যবহার—ঘরে প্রবেশকারীদের সম্মুখে এগুলো প্রকাশ করা দোষের নয়। তারপর বলেন –ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن اوابائهن এখানে সৌন্দর্য অর্থ তাদের বালা, গলার হার ও কানের দুল। কিন্তু গলার হার ও হাতের বাজু, ঘাড় ও চুল স্বামী ছাড়া অন্য কারও সম্মুখে প্রকাশ করা উচিত নয়।

শেখ আবদুল কাদের ইবনে হাবিবুল্লাহ সিন্দী তার আল হিজাব ফিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ গ্রন্থে বলেন, এ সম্পর্কিত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা ইবনে জারীর তাবারী তার তাফসীর গ্রন্থে সনদসহ উল্লেখ করেন। বর্ণনাকারী সকলেই বিশ্বস্ত তবে বিচ্ছিন্ন; কেননা এখানে আলী ইবনে আবি তালহা ১৪৩ হি: সালে মৃত্যুবরণ করেন, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, অথচ তার সাক্ষাত পাননি। উভয়ের মাধ্যম হলো মুজাহিদ ইবনে জুবায়ের মক্কী। তিনি একজন প্রখ্যাত ইমাম তার বর্ণনার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। তিনি এ বর্ণনার সাথে মতভেদ করেছেন, অর্থাৎ ইবনে আব্বাস থেকে আলী ইবনে আবি তালহার বর্ণনা, বুখারী আল জামে আস সহী গ্রন্থে বুখারীর কিতাবুত তাফসীর অনুচ্ছেদের কয়েকটি স্থানে মুয়াললাক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ হাদীসটি শর্ত মোতাবেক ছিল না। হাকেম তার তাহযীব গ্রন্থে ও ইমাম মাযযী তার তাহযীবুল কামাল গ্রন্থে এ তাফসীরের বর্ণনার প্রতি ইংগিত করে বলেন, আলী ইবনে আবি তালহার তরজমার মধ্যে উল্লেখ করে এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে মুজাহিদও ছিলেন এবং আল্লামা শাহ মুহাম্মদ জামালউদ্দীন কাসেমী ও ইমাম কুরতুবী তার তাফসীর গ্রন্থে এর বর্ণনার ওপর নির্ভর করেন। তেমনিভাবে ইমাম ইবনে কাছীর তার তাফসীর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এর ওপর নির্ভর করেন। তাফসীরের আলেম ও অন্যদের নিকট বর্ণনাটি ছিল শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য। কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবা ও তাবেয়ীদের পক্ষ থেকে এর স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং বর্ণনাটি নির্ভরশীল ও গ্রহণযোগ্য।

একথা স্পষ্ট যে, ইবনে আব্বাসের বর্ণনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, অপরিচিত লোকদের, যারাই তাদের নিকট প্রবেশ করে তাদের সম্মুখে নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখা বৈধ। ইবনে আব্বাসের এ বর্ণনা যদি শেখ সিন্দী সঠিক হওয়ার কথা বলেন এবং যারা উবায়দা সালমানীর ويبدين عينا واحدة 'একটি চোখ খোলা রাখা' এ বর্ণনাটির সনদ সহী হওয়ার কথা বলেন[৮৭] তেমনিভাবে যারা চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেন, যদি ব্যাপারটি এমন হয় তাহলে বিরুদ্ধবাদীগণ কেন উবায়দার কথা গ্রহণ করবেন। তাদের ও ইবনে আব্বাসের এ বর্ণনা যারা ছেড়ে দিয়েছেন শেখ সিন্দী তাদের অন্যতম।

আমরা বলবো উত্তম ছিল দু'টি বর্ণনা সমন্বয় করা। কারণ বর্ণনা দু'টি মূল বিষয়ের পরস্পরবিরোধী নয়। যেমন অপরিচিত লোকেরা নারীর সামনে প্রবেশ করলে তার

www.pathagar.com

সম্মুখে চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখা বৈধ, আর ঘর থেকে বের হলে অবশ্যই পোশাকের ক্ষেত্রে দাসীদের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে, আর তা করতে হবে চাদর ঝুলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। এক চোখ খোলা রেখে চেহারার ওপর চাদর ঝুলিয়ে দেওয়া, যদিও উবায়দা আস সালমানী এ অবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কাতাদাহ, মুজাহিদ, আবু সালেহ অন্য বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কাতাদাহ বলেন, তারা যেন কপালের ওপর দিয়ে চাদর বেঁধে নেয়। মুজাহিদ বলেন, তারা যেন চাদর জড়িয়ে নেয়। আবু সালেহ বলেন, চাদর দ্বারা ঘোমটা দিয়ে নেয়।

তারা বলেন, রসূল স. বলেছেন, ইহরাম অবস্থায় যেন নিকাব পরিধান না করে। রসূল স. ইহরাম অবস্থায় নিকাব পরিধান থেকে সতর্ক করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় নিকাব হলো ইহরামের বাইরের অবস্থা আর তা ওয়াজিব।

আমাদের জবাবের চতুর্থ দিকসমূহ

ক. যে সব যুক্তি প্রমাণ দেওয়া হয়েছে তা উসূল বা মূলনীতিসমূহের পরিপন্থী

এ মত পোষণের পক্ষে যে সব যুক্তি প্রমাণ দেওয়া হয়েছে তা উসূল বা মূলনীতিসমূহের পরিপন্থী। সঠিক কথা হলো, ইহরামের মধ্যে সাবধানতার নির্দেশই একথা প্রমাণ করে যে, এটা ছিল প্রচলিত অর্থাৎ কোন কোন নারী তা ব্যবহার করতো। দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, ইহরামের অন্যান্য নিষিদ্ধ অবস্থার মতো। ইহরাম ছাড়া অন্য সময় তা মুবাহ ছিল, যেমন- পাগড়ী, চাদর, পায়জামা, মোজা ও কামিজ।

খ. ইহরামের মধ্যে অন্য সব ধরনের পোশাক নিষিদ্ধ করার অর্থ

ইহরামের মধ্যে এ ধরনের পোশাক নিষিদ্ধ করার অর্থ এই নয় যে, ইহরামের বাইরে সমস্ত মানুষের এ অভ্যাস ছিল। যেমন- কামিজ ও চাদর পরিধান করা। এটা হয়তো কিছু পুরুষের অভ্যাস ছিল, সকলের নয়। আমরা এটা অস্বীকার করবো না যে, নিকাবের সাহায্যে চেহারা ঢেকে রাখতে কোন কোন মুসলিম নারী ইসলাম পূর্বকাল থেকেই অভ্যস্ত ছিল এবং তা ইসলাম আসার পরও চালু ছিল। এ সম্পর্কে নিকাব বিষয়ে আলোচনার সময় আমরা তা প্রমাণ করেছি।

গ. ইহরাম পরিহিতা নারী যেন নিকাব না পরে

হাদীসের এ বক্তব্য যে, ইহরাম পরিহিতা নারী যেন নিকাব না পরে, অর্থাৎ আয়েশা রা.-এর 'ইহরাম পরিহিতা নারী যেন ঘোমটা না দেয়' এ বক্তব্যের মতো।[৯] ইহরামে ঘোমটা দেওয়া সম্পর্কে সাবধান করা থেকে কি বুঝা যায় না ইহরামের বাইরে এটাই ছিল মূল ওয়াজিব। যদি তাই হয় তাহলে ঘোমটার সাথে চেহারার অধিকাংশ খোলা রাখাই অর্থ হবে এবং ঠোঁট ও থুতনি ছাড়া কিছুই ঢাকা হবে না। বিরুদ্ধবাদীরা কি এ পরিমাণ সতর ঢাকার স্বীকৃতি দেবে?

তারা বলেন, আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা পুরুষদের দৃষ্টি থেকে আমাদের চেহারা ঢেকে রাখতাম এবং ইহরাম পরিধানের পূর্বে চুল

www.pathagar.com

আঁচড়াতাম।[১০] যখন সম্মানিতা সাহাবীগণ ইহরামের সময় পুরুষদের দৃষ্টি থেকে তাদের চেহারা ঢেকে রাখতেন, যেখানে খোলা রাখারই কথা, তাহলে ইহরামের বাইরে ঢাকাই উত্তম। পুনরায় তারা আসমার এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে অন্য হাদীসের আলোকে বলেন, যদি ইহরাম অবস্থায় নারীর চেহারা খোলা রাখা ওয়াজিব হয় যা অধিকাংশ আলেম মনে করেন, ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া যায় না, যদি না তার চেয়েও অগ্রগণ্য কোন ওয়াজিব দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি অপরিচিত লোকদের দৃষ্টি থেকে চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হতো, তাহলে ইহরামের অবস্থায় চেহারা খোলা রাখার ওয়াজিব ত্যাগ করার অনুমতি থাকতো না।

আমাদের জবাবের পঞ্চম কয়েকটি দিক

ক. ইহরাম অবস্থায় চেহারা ঢেকে রাখা

এখানে অবশ্যই চেহারা ঢেকে রাখতে হবে আর তা করতে হবে চেহারার ওপর কাপড়ের কিয়দংশ ঝুলিয়ে দিয়ে এবং যাতে এক বর্ণনার সাথে অন্য বর্ণনার সংঘাত না ঘটে। রসূল স. নিকাব পরিধান নিষেধ করেছেন আর এটা অসম্ভব যে, সম্মানিত সাহাবীগণ তার বিরোধিতা করে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তা করেছেন! পোশাকের আঁচল লটকিয়ে দেওয়া বৈধ হওয়া সম্পর্কে আয়েশা রা.-এর কথা ইহরাম পরিহিতা ইচ্ছে করলে তার চেহারার ওপর কাপড় ঝুলিয়ে দেবে।[১১]

আয়েশা রা.-এর কথা, কাফেলা আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতো, আমরা রসূল করিম স.-এর সাথে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলাম, তারা যখন আমাদের নিকটবর্তী হতো তখন আমাদের সবাই মাথার ওপর থেকে চেহরার ওপর চাদর ঝুলিয়ে দিতো। তারা চলে গেলে আমরা চেহারা উন্মুক্ত করতাম।[১২] একইভাবে ইবনে মুনযিরও বলেন, এ কথায় সকলে একমত যে, নারীগণ সব ধরনের সুতী বস্ত্র ও মোজা পরবে এবং চেহারা ছাড়া সমস্ত চুল ও মাথা ঢেকে রাখবে। অতঃপর চেহারার ওপর পাতলা কাপড় ঝুলিয়ে দেবে। যাতে পুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল থাকা যায়। কিন্তু ঢেকে রাখবে না।[১২ক]

খ. আসমা বিনতে আবু বকরের কথা

তিনি বলেন, আমরা আমাদের চেহারা ঢেকে নিতাম। সম্ভবত এ ধরনের ঢেকে রাখা পুরুষদের অতিক্রম করার সময় সংঘটিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ হয়তো দৃষ্টি দিয়েছিল আর সে দৃষ্টি দীর্ঘায়িত হয়েছিল। হয়তো বা হজ্জের মৌসুমে ভিড়ের কারণে তা হয়েছে যা তাদের অসুবিধার কারণ হয়েছে, যদিও এটা নারীর স্বাভাবিক জীবনের সতর ঢাকার সাথে সম্পর্কিত ছিল না। একথা স্পষ্ট যে, আসমার কথা অকাট্য দলিল ছিল না, যে তার চেহারা ঢেকে রাখা স্বাভাবিক জীবনের অভ্যাস ছিল অর্থাৎ ইহরাম ছাড়া।

www.pathagar.com

গ. ইহ্রামের সময় কাপড়ের আঁচল দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখা জায়েয

এখানে আসমা রা.-এর কথায় প্রমাণিত হয় যে, ইহরামের সময় কাপড়ের আঁচল দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখা নারীর জন্য জায়েয। এ দলিলের ভিত্তিতে সামান্য অথবা অধিক ঢেকে রাখার সম্ভাবনা থাকে। তর্কের খাতিরে আমরা যদি ধরে নিই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আসমা বিনতে আবু বকরের ইহরামের অবস্থা ছাড়া চেহারা ঢেকে রাখার অভ্যাস ছিল, এতে কি মহিলাদের সতর ঢাকা সাধারণভাবে ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে? শুধু এই একটি কাজ ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে না যেভাবে উসূল শাস্ত্রবিদগণ বলেন, বরং এটা অতিরিক্ত জায়েয হওয়াই প্রমাণ করে। আমরা হাদীসের আলোচনায় তার ব্যাখ্যা করেছি। ইহরাম পরিহিতা নারী যেন নিকাব পরিধান না করে। রসূল স.-এর যুগে যদিও কোন কোন নারী নিকাব পরিধান করতো, আবার সেখানে কেউ কেউ নিকাব পরিধান করতো না এবং এদের সংখ্যাই বেশি ছিল। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা তার ব্যাখ্যা করেছি।

ঘ. আঁচল লটকিয়ে রাখার অর্থ চেহারা ঢেকে রাখা নয়

এ ক্ষেত্রে যেহেতু আসমা রা. বর্ণিত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো হাদীস আছে এবং তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মেয়েরা তাদের কাপড়ের প্রান্ত ঝুলিয়ে চেহারা আড়াল করতো। এ দ্বারা এ বিষয় প্রমাণিত হয় না যে, এর চেয়ে অধিক নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা নিকাব ও অন্যান্য জিনিসের সাহায্যে তাদের চেহারা ঢেকে না রাখাই তাদের জন্য ওয়াজিব ছিল। এ ধরনের ওয়াজিব চাদর লটকিয়ে রাখার মাধ্যমে অর্জন করা যায়, আর লটকিয়ে রাখার অর্থ চেহারা ঢেকে রাখা নয়, বরং তার অর্থ হলো পুরুষের দৃষ্টি ও নারীর চেহারার মাঝে হিজাব বা প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করানো।

ঙ. ওস্তাদ আবুল আলা মওদুদী র. তার পর্দা ও ইসলাম গ্রন্থে উল্লেখ করেন

এখানে অন্য একটি প্রমাণ– ওস্তাদ আবুল আলা মওদুদী র. তার পর্দা ও ইসলাম গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তিনি কোন কোন ইহরাম পরিহিতার কাজ উল্লেখ করেছেন। আর এটা ছিল অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য। ফাতেমা বিনতে মুনযির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় পুরুষদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য চেহারা ঢেকে রাখতাম, অথচ আমরা আসমা বিনতে আবু বকরের সাথে ছিলাম। তিনি আমাদের এ কাজে নিষেধ করেননি।[১৩]

ফাতেমার কথা যদি সঠিক হয়, তাহলে বলা যায়, আসমা রা. নিজেই ইহরামের সময় তাঁর চেহারা ঢেকে রাখতেন না। যদি প্রয়োজনে তিনি এ কাজ করতেন, তাহলে তাকে নিষেধ করা হতো না। যদি বলা হয়, সম্ভবত আসমা ফাতেমা বিনতে মুনযের এ কথা বলার সময় বৃদ্ধা ছিলেন। তার জন্য চেহারা খোলা রাখা বৈধ ছিল। আসমার নিজের উপস্থাপিত দলিলের ভিত্তিতে 'ইহরাম অবস্থায় পুরুষদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য আমরা চেহারা ঢেকে রাখতাম'। আমরা বলবো, এটা সম্ভব এবং এতে আরো সম্ভাবনা রয়েছে

www.pathagar.com

যে, আসমা কখনও কখনও চেহারা ঢেকে রাখতেন, আবার কখনও খোলাও রাখতেন। যাই হোক নিষিদ্ধ না করার উল্লেখ থেকে বুঝা যায়, ইহরাম অবস্থায় চেহারা ঢেকে রাখার মাসয়ালা বৈধ হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তা ওয়াজিব হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। কারণ ওয়াজিবের সাথে নিষেধের কোন স্থান নেই, বরং আসমা যদি দেখতেন বৃদ্ধা নারীদের ছাড়া যুবতীদের জন্য চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব, তাহলে তিনি এটাকে উত্তম মনে করতেন এবং নিষিদ্ধ না হওয়ার সাথে জড়াতেন না।

তারা বলেন, রসূল স. বলেছেন, المراة عورة مستورة। 'নারী সর্বদাই সতর স্বরূপ'। কাজেই চেহারা ছাড়া তাদের সমস্ত দেহই ঢেকে রাখা কর্তব্য।

আমাদের জবাবের ষষ্ঠ কয়েকটি দিক

ক. রসূল স. বলেন, নারী সমস্ত দেহই আড়াল করে রাখবে

কেননা তাদের অধিকাংশ দেহই ঢেকে রাখা ওয়াজিব এবং চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সবই সতর। আর এটা শুধু নারীর দেহের ক্ষেত্রে। অপরদিকে পুরুষের অধিকাংশ দেহ ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয়। পুরুষের সতর হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। অথবা দুই রানের মাঝখান অর্থাৎ গুপ্তাংগ ঢেকে রাখাই যথেষ্ট এবং কোন শব্দকে সাধারণভাবে উল্লেখ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণ করা আরবী ভাষায় প্রচলিত। এখানে উদ্দেশ্য তাই যা অধিকাংশ দলিল দ্বারা প্রমাণিত। একথা নিশ্চিত যে, এখানে অধিকাংশের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে যা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে রসূলের যুগে মুমিন নারীদের চেহারা খোলা রাখা সম্পর্কে উল্লেখ করেছি।

খ. ইবনে কুদামার কথা

তিনি তার মুগনী গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আমাদের কোন কোন সাথী বলেন, নারীর সমস্ত দেহই সতর। কেননা ঢেকে রাখার কষ্টের দরুন তাদের জন্য চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখার অবকাশ রয়েছে।

ইবনে কুদামা তার শরহে কবীরে উল্লেখ করেন। নবী করিম স. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ নির্দেশ সমস্ত দেহের জন্যই। তবে প্রয়োজনে চেহারা বাদ রাখা হয়েছে আর চেহারা ছাড়া সর্বত্রই এটা প্রযোজ্য।[১৪]

রসূল স.-এর বাণী অনুযায়ী স্বাধীন নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত দেহই সতরের অংশ। তবে কষ্টের কারণে এ থেকে দু'টি অংগ পৃথক রাখা হয়েছে।[১৫] ইনায়ার শরহে হিদায়ায় অতিরিক্ত এতটুকু বলা হয়েছে। কেননা নারীর হাত সর্বদা কাজে ব্যস্ত রাখতে হয় এবং চেহারা খোলা রাখতে হয়, বিশেষভাবে সাক্ষ্য ও বিচারের ক্ষেত্রে।[১৬]

গ. বাবরতির শরহে ইনায়া আলাল হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে

বাবরতি তার শরহে ইনায়া আলাল হিদায়া গ্রন্থে বলেন, যদি বলা হয়, রসূল স.-এর বাণী المراة عورة مستورة। এখানে সাধারণভাবে সমস্ত দেহকে বুঝায়। এখানে কোন ব্যতিক্রম নেই, কিন্তু দু'টি অংঙ্গ অথবা তিনটি অঙ্গ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[১৭]

www.pathagar.com

আমরা তাদের উদ্দেশে বলবো, যাদের দৃষ্টিতে খবরে ওয়াহেদ যখন সঠিক হয় তখন মুতাওয়াতিরকে মানসুখ করা সম্ভব হয়। আমাদের মানসুখ করার স্বীকৃতির দিকে ফিরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আর হাদীসের জন্য আয়াত মানসুখ করা হোক অথবা আয়াতের জন্য হাদীস মানসুখ করা হোক। যখন উসূলের কায়দার ওপর ভিত্তি করে হাদীসকে নির্দিষ্ট করা হয়, যাকে সাধারণের প্রয়োজনে তাখসীস বলা হয়ে থাকে অথবা হানাফীদের ব্যাখ্যায় এ কথা বলা হয়ে থাকে। এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে কোন শব্দকে সাধারণভাবে উল্লেখ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা আরবী ভাষায় প্রচলিত। ইতিপূর্বে তা আমরা উল্লেখ করেছি।

তারা বলেন, উল্লিখিত বিভিন্ন বর্ণনায় রসূল স.-এর স্ত্রীদের এবং কোন কোন মহিলা সাহাবী ও তাবেয়ীর চেহারা ঢেকে রাখার প্রমাণ উল্লিখিত আছে; এর অর্থ সতর ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব হবে।

আমাদের জবাবের সপ্তম কয়েকটি দিক

ক. রসূল স.-এর স্ত্রীদের চেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশটি ছিল ওয়াজিব

রসূল স.-এর স্ত্রীদের চেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশটি ছিল ওয়াজিব আর তা ছিল হিজাবের দাবী যা আল্লাহর বাণী দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর বিশেষত্ব প্রমাণ করার জন্য পূর্বে একটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে (তৃতীয় খণ্ডে)।

খ. রসূলের যুগে কোন কোন মুমিন নারী নিকাবের সাহায্যে চেহারা ঢেকে রাখতেন

আমরা রসূল স.-এর যুগে কোন কোন মুমিন নারীর নিকাবের সাহায্যে চেহারা ঢেকে রাখার এবং তা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টা অস্বীকার করবো না। কিন্তু এ কাজই হিজাব ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব হওয়ার একমাত্র প্রমাণ নয়, বরং তা শুধু জায়েয হওয়ার দলিল হতে পারে যেমনিভাবে তা উসূলের ইলমে স্বীকৃত রয়েছে।

গ. কতিপয় 'নস' দ্বারা চেহারা ঢেকে রাখা প্রমাণিত হয়

যদিও সেখানে কতিপয় 'নস' দ্বারা চেহারা ঢেকে রাখা প্রমাণিত হয়, তার চেয়েও অধিক সংখ্যক ও অধিক শক্তিশালী সনদের ভিত্তিতে চেহারা খোলা রাখা প্রমাণিত হওয়ার বর্ণনাসমূহ আমরা উল্লেখ করেছি, বরং রসূল স.-এর যুগে মুসলিম সমাজে চেহারা খোলা রাখার প্রচলন ছিল। এতে প্রমাণিত হয় চেহারা খোলা রাখা ও ঢেকে রাখা উভয়টাই বৈধ ছিল। তেমনিভাবে বুঝা যায় যে, মানুষ নিজেদের সুবিধার জন্য যে জিনিস ভাল মনে করতো তা অনুসরণে কোন দোষ নেই। আর এটা স্থান কাল ভেদে পার্থক্য হতে পারে।

ঘ. 'নস' দ্বারা প্রমাণিত কোন কোন মহিলা সাহাবী ও তাবেয়ী চেহারা ঢেকে রাখতেন

বেশির ভাগ 'নস' দ্বারা কোন কোন মহিলা সাহাবী ও তাবেয়ীর চেহারা ঢেকে রাখা সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব বর্ণনাদৃষ্টে মনে হয়, এসব রসূল স.-এর যুগের পরবর্তী সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। এ কথা দ্বারা এ ইংগিত বহন করে যে, অধিকাংশ

www.pathagar.com

মুমিন নারীর অনেকে তাদের চেহারা ঢেকে রাখার এ বিধান চালু করেছেন দেরীতে। সম্ভবত কিছু কারণের প্রভাবে এটা ঘটেছিল। তার মধ্যে রসূল স.-এর যুগের পর চারিত্রিক দুর্বলতার আলামত প্রকাশিত হওয়া একটি কারণ। অতঃপর এ আলামত নারীদের ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রয়োগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এখানে তার কিছু প্রমাণ তুলে ধরা হলো:

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণত। তিনি বলেন, আমি রসূল স.-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের স্ত্রীরা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তোমরা তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিও না। এতে বেলাল ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, আল্লাহর কসম! অবশ্যই তাদেরকে বাধা দেবে, যাতে তারা তা ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশে কাজে না লাগায়। এতে আবদুল্লাহ বেলালকে এমনভাবে তিরস্কার করলেন, যা আমি কখনও শুনিনি।[১৮]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, সম্ভবত বেলাল এ কথা বলেছিলেন যখন তিনি কোন কোন নারীর নিকট থেকে এ ধরনের অশ্লীল কাজ দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাতে তার আত্মমর্যাদাবোধ আহত হয়েছিল।[১৯]

ইবনে জুরায়িজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতা বর্ণনা করেছেন, ইবনে হিশাম নারীদেরকে পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করতে নিষেধ করলে তিনি বললেন, কিভাবে তাদেরকে নিষেধ করছো, অথচ রসূল স.-এর স্ত্রীগণ পুরুষের সাথে তাওয়াফ করেছেন? (বুখারী)[২০]

আইয়ুব থেকে বর্ণিত। হাফসা বলেন, আমরা যুবতী মেয়েদেরকে দু'ঈদে বের হতে নিষেধ করতাম। উম্মে আতিয়া রা. আসলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি রসূল স.-এর কথা শুনেছো? সে বললো, আমার পিতা কুরবান হোক, তাঁকে একথা বলতে শুনেছি যে, যুবতী ও পর্দানশীন মেয়েরা ঈদের ময়দানে বের হবে। (বুখারী)[২১]

ইবনে হাজার বলেন, সম্ভবত প্রথম যুগের পর ফিতনা পরিলক্ষিত হওয়ায় যুবতীদের বের হতে নিষেধ করেছেন। সাহাবারা এর প্রতি কোন গুরুত্ব দেননি, বরং তারা মনে করেছেন নির্দেশটি রসূল স.-এর যুগ থেকে চলে আসছে।[২২]

০ বিজিত দেশে জীবন যাপনের মান অনুসারে সম্পদের প্রাচুর্যের ফলে মুসলিম নারীদের ঘরে অধিকাংশ সময় অবস্থান করাতে বাইরে যাওয়ার প্রওয়াজনীয়তা কমে যায়। এ অবস্থায় দাস-দাসীদের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। কখনও কখনও বের হওয়ার প্রয়োজন হলেও চেহারা ঢেকে রাখাতে কোন সমস্যা হতো না যেহেতু অল্প সময় এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়ার জন্য চেহারা ঢেকে রাখার প্রয়োজন হতো।

০ বিজয়ের ফলে ধনিক শ্রেণী শহরে বসবাস শুরু করে এবং পর্যাপ্ত সম্পদের অধিকারী হয়। এ শ্রেণী সম্পদ ও জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। সম্ভবত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যান্য শ্রেণী থেকে পোশাকের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। অতঃপর তারা নিকাবকে সে স্বাতন্ত্র্যের একটি চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করে এবং পরে গ্রাম্য মহিলাদের মধ্যে তার প্রচলন ঘটে।

www.pathagar.com

বিরুদ্ধবাদীদের আরো বক্তব্য, যখন রসূল স. সাফিয়ার সাথে বাসর করলেন, তখন সাহাবাগণ বললেন, যদি রসূল স. সাফিয়াকে হিজাব পরিধান করান, তাহলে তিনি তার স্ত্রী। আর যদি হিজাব পরিধান না করান তাহলে তিনি দাসী। এতে প্রমাণিত হয়, স্বাধীন নারী পর্দা করবে যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়। আর দাসী পর্দা করবে না।

আমাদের জবাবের অষ্টম কয়েকটি দিক

ক. হিজাবের অর্থ রসূল স.-এর স্ত্রীদের হিজাব

এখানে হিজাবের অর্থ রসূল স.-এর স্ত্রীদের হিজাব। এর অর্থ পুরুষদের দৃষ্টি থেকে তাদের শরীর ঢেকে রাখা। আমরা রসূল স.-এর স্ত্রীদের হিজাবের বিশেষত্ব সম্পর্কে নির্দিষ্ট একটি (দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় অংশে) অনুচ্ছেদ রচনা করেছি। যেহেতু সাহাবাগণ নিশ্চিতভাবে তাদের এই বিশেষত্ব জানতেন, তাই তাঁরা তাঁদেরকে এ কথা বলেছেন।

খ. হিজাব সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ

আমরা যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে, হিজাব সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ এসেছে অর্থাৎ চেহারা ঢেকে রাখা সমস্ত স্বাধীন নারীদের জন্য দাসীদের জন্য নয়। তাহলে দু'টি দৃষ্টিকোণে সাফিয়াকে দাসীদের থেকে পৃথক রাখা হতো।

১. সাফিয়া রা. ছিলেন সুন্দরী যে কারণে স্বাধীন নারীর মতো তাঁর সমস্ত দেহ ঢেকে রাখার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, কোন কোন দাসী নারীকে পৃথক রাখা উত্তম ও কল্যাণকর। কেননা তাদের হিজাব পরিহার ও সাজসজ্জা প্রকাশের কারণে ফিতনা ও যৌন আকর্ষণের ভয় ছিল।[২৩]

২. রসূল স. সাফিয়াকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। আর দাসীদেরকে যখন স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা হয় তখন তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাধীন নারীর হুকুমের মধ্যে পড়ে যায়। সে কারণে ইবনুল কাইয়েম বলেন,... উপদম্পতি দাসীগণ স্বাভাবিকভাবে তাদের পর্দা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলবে। তাহলে কোথায় আল্লাহ ও তাঁর রসূল স. তাঁদেরকে বাজারে, রাস্তায় ও মানুষের মজলিসে চেহারা খোলা রাখা বৈধ করেছেন।[২৪]

বিরুদ্ধবাদীরা আরো যুক্তি দেখান, এ বিষয়ে অনেক 'নস' বর্ণনা রয়েছে যেগুলো মুমিন নারীদেরকে পুরুষদের থেকে হিজাব পালন করা ওয়াজিব হওয়ার প্রতি ইংগিত করে। তন্মধ্যে উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস, যখন তোমাদের কারও জন্য মুক্ত হওয়ার চুক্তি থাকে এবং সে তা পূর্ণ করে, তাহলে সে তার মালিকের নিকট থেকে পর্দা করবে। (আবু দাউদ)[২৫]

আমাদের জবাবের নবম কয়েকটি দিক

ক. এ হাদীসে রসূল স.-এর বক্তব্যের লক্ষ্য ছিল তাঁর স্ত্রীগণ। আর এখানে হিজাবের উদ্দেশ্য ছিল পুরুষ ও তাদের মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া। শুধু চেহারা ঢেকে রাখা

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য ছিল না। এ ধরনের হিজাব সাধারণ মুমিন নারীদের জন্য নয়, বরং রসূল স.-এর স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল যেভাবে দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অংশে বর্ণনা করা হয়েছে।

খ. হাদীসে রসূলের আসল উদ্দেশ্য

তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, হাদীসে রসূলের বক্তব্যের লক্ষ্য ছিলেন বিশেষভাবে তাঁর স্ত্রীগণ এবং এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। যার সবগুলোই রসূলের স্ত্রীদের সাথে সম্পৃক্ত।

বায়হাকী কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, রসূল স.-এর কোন কোন স্ত্রীর চুক্তিবদ্ধ দাস ছিল। তারা চুক্তির অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাদের থেকে পর্দা করতেন না। অর্থ পরিশোধ করা হলে পর্দা করতেন।[২৬]

০ ইবনে আবি শায়বা আমর ইবনে ইয়াসির থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রা.-এর নিকট অনুমতি চাইলাম এবং উচ্চ স্বরে কথা বললাম। আয়েশা রা. জিজ্ঞেস করলেন, সুলায়মান? তখন আমি বললাম হ্যাঁ, সুলায়মান! তিনি বললেন, তোমার নিকট যে লিখিত চুক্তি ছিল তুমি কি তা আদায় করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ, তবে সামান্য বাকী আছে। তিনি বললেন, প্রবেশ কর। তুমি অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত দাস।[২৭]

তাহাবী নাযরাইনের দাস সালেম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আয়েশা রা.-কে বললেন, আপনি আমার সামনে পর্দা করবেন। তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমি মুক্তি পেতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। আয়েশা রা. বললেন, তুমি তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত দাস।[২৮] সাঈদ তার সুনানে আবি কালাবায় বর্ণনা করেন, রসূল স.-এর স্ত্রীগণ চুক্তিবদ্ধ দাসদের থেকে এক দীনার বাকী থাকলেও পর্দা করতেন না।[২৯]

গ. যদি হিজাবের অর্থ দাঁড়ায় গোপন সৌন্দর্য ঢেকে রাখা

তর্কের খাতিরে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, এ সম্বোধন সাধারণ মুমিন নারীদের জন্য ছিল তাহলে হিজাবের অর্থ দাঁড়ায় গোপন সৌন্দর্য ঢেকে রাখা যেভাবে সূরা নূরের এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে :

ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن اوابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنى اخوانهن او بنى اخوا تهن او نسائهن او ما مالكت ايمانهن -

তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগ্নে, কাজের মেয়ে, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও শিশু— যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। এ আয়াতে অধীনস্থ দাসদের পৃথক করে রাখা হয়েছে।

যখন দাস মুক্তিপণ পরিশোধ দ্বারা দাসত্ব থেকে বের হয়ে আসবে, তখন সে এই ব্যতিক্রম থেকেও বের হয়ে আসবে। আর সে মহিলাদের নিকট যে কোন একজন অপরিচিত লোকের মতোই গণ্য হবে।

www.pathagar.com

বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি হলো, খাছয়াম গোত্রের জনৈকা মহিলা রসূল স.-এর নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে এলে ফযল তার দিকে বারবার দৃষ্টি দিতে থাকে এবং মহিলাও ফযলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকে। তখন রসূল স. ফযলের চেহারা অপর পাশে ফিরিয়ে দিলেন। রসূল স.-এর এ কাজ দেখে মনে হয়, নারীর চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

আমাদের জবাবের দশম কয়েকটি দিক

চোখ ভরে দেখা ও একটানা দেখা হারাম

নিশ্চয়ই দলিল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এ ধরনের কথা উসূলের বিরোধী। অতঃপর চোখ ভরে দেখা ও একটানা দেখা হারাম। এ কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায় কুরআনের আয়াত ও রসূল স.-এর হদীসে। রসূল স. বলেন, পথের হক আদায় কর। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, পথের হক কি? রসূল স. বললেন, চক্ষু সংযত রাখা। কিন্তু এর সম্পর্ক ছিল দৃষ্টি হারাম হওয়া ও চেহারা ঢেকে রাখার মাঝে। যদি দৃষ্টি হারাম হওয়ার সাথে সতর সম্পৃক্ত হতো, তাহলে অবশ্যই রসূল স. খাছয়ামীকে চেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশ দিতেন যদি সে ইহরামের অবস্থায় না হতো। আর কাপড়ের আঁচল টেনে চেহারার ওপর ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দিতেন যদি সে ইহরামের অবস্থায় থাকতো। কিন্তু রসূল স. তাকে এ ধরনের একটিরও নির্দেশ দেননি। অতঃপর রসূল স.-এর কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীর চেহারা খোলা রাখা হারাম নয় বা ঢেকে রাখাও ওয়াজিব নয়।

তারা বলেন, আল্লাহ সাজসজ্জাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন : প্রকাশ্য সাজসজ্জা ও অপ্রকাশ্য সাজসজ্জা। নারীর জন্য প্রকাশ্য সাজসজ্জা স্বামী ও মুহরিমের সামনে প্রকাশ করা জায়েয। অতঃপর আল্লাহ যখন হিজাবের আয়াত অবতীর্ণ করেন, তখন নারীগণ পুরুষদের নিকট থেকে পর্দা করে। এতে অপরিচিত লোকদের জন্য প্রকাশ্য পোশাকের প্রতি তাকানো ছাড়া আর কিছু বৈধ হওয়া অবশিষ্ট থাকে না। ইবনে মাসউদ রা. শেষ দু'টি নির্দেশের শেষেরটি উল্লেখ করেন অর্থাৎ তিনি যখন বলেন, প্রকাশ্য সাজসজ্জা হলো পোশাক আর ইবনে আব্বাস রা. প্রথম দু'টি নির্দেশের প্রথমটি উল্লেখ করেন অর্থাৎ তিনি বলেন, তা হলো চেহারা ও দু'হাতের সৌন্দর্য। যেমন- সুরমা ও আংটি।[৩০]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. পুনরায় বলেন, চেহারা, দু'হাত ও দু'পা নারীর জন্য অপরিচিত লোকদের সম্মুখে প্রকাশ করা উচিত নয়। ওপরের দু'টি কথা বিশুদ্ধতম মতে মানসুখ হওয়ার পূর্বে যা ছিল, এটা তার বিপরীত।[৩১]

আমাদের জবাবের আরও কয়েকটি দিক

ক. প্রকাশ্য সাজসজ্জা প্রসঙ্গে

মানসূখ হওয়ার দলিল কোথায়, ইবনে মাসউদ রা.-এর কথা, প্রকাশ্য সাজসজ্জা হলো পোশাক। আর ইবনে আব্বাস রা.-এর কথা প্রকাশ্য সাজসজ্জা হলো চেহারা ও হাত, যেমন- সুরমা ও আংটি। দু'টি কথাই একই আয়াতের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

আয়াতের ব্যাখ্যা এটাই যা তার নাযিল হওয়ার সময় করা হয়েছে। অন্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর তা মানসুখ করা হয়নি, যে কারণে এখানে ইবনে মাসউদের প্রথম নির্দেশটি উল্লেখ করার কোন সুযোগ নেই এবং ইবনে আব্বাস শেষোক্ত মত উল্লেখ করেছেন। যদি এখানে আয়াতের ব্যাখ্যায় দু'টি কথা উল্লেখ করতে হয় তাহলে একটি কথা দ্বারা চেহারার ওপর কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়ার স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

খ. ইমাম ইবনে তাইমিয়া র.-এর ইংগিত অন্যত্র

তিনি ইংগিত করেন যে, এ আয়াত ঐ আয়াতের পরে এসেছে, তাহলে প্রথমে প্রকাশ্যভাবে চেহারা খোলা রাখার আদেশ দেওয়ার পর চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব করা হয়েছে। এর অর্থ প্রথম আয়াত দ্বিতীয় আয়াতকে মানসূখ করেছে। তাহলে সময়ের প্রেক্ষাপটে একথা প্রমাণ করে না যে, প্রথম আয়াত দ্বিতীয় আয়াতের পরে এসেছে। প্রথম আয়াতটি হচ্ছে সূরা আহযাবের, যেখানে হিজাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং হিজাবের আয়াত ইফকের ঘটনার পূর্বের। আয়েশা রা. ইফকের ঘটনায় বলেন, হিজাবের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি রসূল স.-এর সাথে বের হয়েছিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৩২]

যদি ইফকের ঘটনা হিজাবের আয়াতের পরে ঘটে থাকে, তাহলে সূরা নূরে যেখানে ইফকের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তা হিজাবের আয়াতের পরে নাযিল হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। তখন সূরা নূরের আয়াত হিজাবের আয়াতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে বলেই ধরে নেওয়া যায়।

বিরুদ্ধবাদীরা যুক্তি দেখান যে, ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, অপরিচিত নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। বলা হয়, এটা জায়েয নয়। এটা আহমদ র.-এর প্রকাশ্য অভিমত। কারণ এ মতানুযায়ী নারীর সমস্ত দেহই সতর, এমন কি নখও। আর এটা ইমাম মালেক র.-এরও কথা[৩৩] ইমাম ইবনে তাইমিয়াও এর সাথে একমত। আহমদ র. ও মালেক র.-এর মাযহাবে স্পষ্ট যে, নারীর চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

গায়ের মাহরাম নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য ও আমাদের জবাব

ইমাম ইবনে তাইমিয়া একজন বড় ইমাম সত্য। কিন্তু তিনি ভুলের উর্ধে নন। সম্মানিত পাঠকদেরকে আমরা এ খণ্ডের পঞ্চম অনুচ্ছেদে ফিরে যেতে বলবো। সেখানে নারীর সতর সম্পর্কে হাম্বলী ও মালেকী মাযহাবের মতামতের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। তেমনিভাবে সেখানে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কথারও পর্যালোচনা রয়েছে। ইমাম আহমদের প্রকাশ্য অভিমত হলো নারীর নখসহ সবই সতর।

তাদের আরো যুক্তি হলো, পায়ের শব্দ ও নূপুরের শব্দ অধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী, না কি চেহারা?

www.pathagar.com

পায়ের শব্দ ও নূপুরের শব্দ অধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী, না কি চেহারা?

এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাবের কয়েকটি দিক

ক. চেহারার ফিতনা একটি স্বীকৃত জিনিস। এতে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু বিধানদাতার হিকমত হলো এ ফিতনাকে তিনি কোন গুরুত্ব দেননি এবং চেহারা খোলা রাখার ব্যাপারটি নিষেধও করেননি। কেননা বিভিন্ন প্রয়োজন চেহারা খোলা রাখতে বাধ্য করে। বিধানদাতা চেহারা খোলা রাখার সাথে অন্যান্য জিনিস নিষিদ্ধ করাকে যথেষ্ট মনে করেছেন। যেমন আকর্ষণীয় সাজসজ্জা, সুগন্ধি, সেন্ট।

পায়ের শব্দ নিষেধ করার হিকমত হলো নারীদের এ কাজটি পুরুষদের নারীদের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং পুরুষরা ধারণা করে নারীরাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।[৩৪,৩৫]

কুরতুবী তার তাফসীর গ্রন্থে বলেন, সাধারণত এসব সৌন্দর্যের দর্শন তার প্রকাশের চেয়ে যৌন আকর্ষণ বেশি উস্কে দেয়।[৩৬,৩৭]

তারা আরো যুক্তি দেখান যে, নারীর দেহের সবচেয়ে সুন্দর অংশ হলো তার চেহারা, অথচ কিভাবে চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পায়ের নলা ও গোছা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে!

চেহারা সতরের অংশ না হয়ে পায়ের নলা ও গোছা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কেন?

এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাবের বিভিন্ন দিক

ক. সতর আসলে কি? আর সেটা পুরুষের সতর হোক অথবা নারীর সতর। সেটা কি উভয়েরই সবচেয়ে সৌন্দর্যের বিষয়? তার একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর তা আরম্ভ হয়, দু'রানের মাঝখান থেকে যা উভয়ের দৃষ্টিকে খারাপ করে এবং তা দেখার মধ্যেও কোন সৌন্দর্য নেই। আর সর্বসম্মতিক্রমে গুপ্তাঙ্গ এককভাবে পুরুষের সতর এবং গুপ্তাঙ্গ পেট ও রানের আশপাশ নিয়ে পুরুষের সতরের সীমা। কিছু সংখ্যক ফকীহর মতে এটা মুহরিম পুরুষদের সাথে নারীদেরও সতরের সীমা। আবার কেউ কেউ এ ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছেন।

খ. আমরা যদি এসব সীমা সম্পর্কে চিন্তা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই সতর। প্রথমত, সহবাসের সাথে সম্পর্কিত দেহের অংশ ও তার আশপাশের অঙ্গসমূহকে সংযুক্ত করে। যখন তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখন ব্যক্তি মিলনের চিন্তা করে এবং তার যৌন আকর্ষণ জাগ্রত হয়। দ্বিতীয়ত, এমন সব অঙ্গ যেগুলো পুরুষ অথবা নারী স্বাভাবিক অবস্থায় ঘরে অথবা বাইরে কাজের সময় অথবা যে কোন কাজে অথবা আরামের সময় উন্মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। এটাই ছিল বিধানদাতার হিকমত ও রহমত, যাতে মানুষের জন্য কষ্ট না হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশ ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে অসুবিধা মনে না করে, যা বিভিন্ন প্রয়োজনে খুলে রাখার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। চেহারা খোলা রাখার শরীয়তের বিধান সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

গ. যদি অপরিচিত পুরুষদের সামনে নারীর সতরকে বিস্তৃত করা হয়, তাহলে চেহারা, হাতের কব্জি ও পা ছাড়া সমস্ত দেহই তার অন্তর্ভুক্ত হবে। কতকগুলো বিষয় বিবেচনা

www.pathagar.com

করে তা করা হয়েছে। প্রথমত, গুরুত্বপূর্ণ হলো, নারীদেহের অঙ্গসমূহে আল্লাহ যে বিশেষ সৌন্দর্য দান করেছেন, তা পুরুষদেরকে ফিতনায় ফেলে দেয়। দ্বিতীয়ত, তাদের বেশির ভাগ কাজ ঘরের মধ্যে, যেমন ঘরের দেখাশুনা ও সন্তান লালন-পালন। এ কারণে তারা কোন অসুবিধা ছাড়াই হালকা পোশাক ব্যবহার করতে সক্ষম। তৃতীয়ত, অপরিচিত লোকদের সাথে তাদের সাক্ষাতের প্রয়োজন সীমিত। যখন প্রয়োজনে পুরুষদের সাথে কাজ করতে হয়, তখন এ ধরনের সতর পালন করা তার ওপর কষ্টকর হয় না।

ঘ. সবচেয়ে উত্তম কথা হলো শরীয়ত প্রণেতা সর্বদা ফিতনা থেকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দানে এবং একই সাথে চেহারা খোলা রাখার বিষয়ে অসুবিধা ও কষ্ট নিবারণ করতে আগ্রহী। এখানে চেহারা খোলা রাখার অসুবিধা দূর করার নিয়মকে ফিতনা থেকে নিরাপত্তা লাভের নিয়মের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন যেহেতু চেহারা খোলা রাখার মধ্যে ফিতনার আশংকা সীমিত।

তারা এ যুক্তিও দেখান যে, অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব, ফিতনার পথ বন্ধ ও নিরাপত্তার জন্য।

চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব, ফিতনার পথ বন্ধ ও নিরাপত্তার জন্য এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাব

ক. কোন কোন ফকীহ ফিতনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইজতিহাদের ভিত্তিতে এ কথা বলেছেন। চেহারার ব্যাপারে এটা বিধানদাতার পক্ষ থেকে মূল নির্দেশ নয় । শরীয়ত প্রণেতা সতর ঢাকা ওয়াজিব করেছেন কিন্তু যে জিনিস সতর নয়, প্রকৃত পক্ষে তা ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয়। কিন্তু ফকীহগণ ইজতিহাদ করেছেন এবং চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যদিও তা নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সতর হিসেবে গণ্য হয় না। এটা হলো ইজতিহাদী হুকুম, তা সঠিকও হতে পারে, আবার ভুলও হতে পারে। দলিলের সাথে সম্পৃক্ত হলে তার ইজতিহাদের ওপর নির্ভর করা যাবে, তেমনিভাবে ঐ ইজতিহাদী নির্দেশটি সময়ের ও নির্দিষ্ট কারণের সাথে সম্পৃক্ত।

খ. মানুষের জীবনে অনেক ফিতনা রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো 'নারী, সম্পদ ও সন্তান। আল্লাহ বলেন, নারী, সন্তান, রাশিকৃত সোনা রূপা আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট মনোরম করা হয়েছে। (আলে ইমরান-১৪)

কিন্তু এ তিনটি অধিকতর ফিতনার কারণ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ এগুলোর মুখাপেক্ষী। যেমন- সম্পদ, মূলে তা হালাল। আর তা মানুষের জীবন ধারণের অন্যতম ভিত্তি। অর্থ ছাড়া মানুষের জীবন চলতে পারে না। এ প্রকৃত হালালকে হারাম করা আমাদের জন্য বৈধ হবে না এবং বেঁচে থাকার জন্য এ প্রয়োজনীয় পথ রুদ্ধ করা উচিত নয়। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, এখানে ফিতনার ভয় রয়েছে। তাই বলে প্রকৃত হালালকে

www.pathagar.com

হারাম করা জায়েয হবে না, যেমন- কোন কোন অধ্যাত্মবাদী দরবেশ করে থাকেন। তারা নিজেদের ওপর ধন-সম্পদের ভোগ-বিলাসকে হারাম করে থাকেন এবং সম্পদের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য নিজেদেরকে দুনিয়াত্যাগী হবার চিন্তা করে নির্জনে জীবন যাপন করেন। কিন্তু সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রণেতা যেসব স্থানে সম্পদ অর্জন করা হারাম করেছেন আর সেটা অর্জনের ক্ষেত্রে হোক অথবা ব্যয়ের ক্ষেত্রে, আমরা অবশ্যই সেগুলোকে হারাম মনে করবো। তেমনিভাবে নারীদের জীবন যাপন ও জীবনের অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করা হালাল, বরং এ ধরনের কাজ-কর্ম জীবন যাপনের অন্যতম স্তম্ভ। এ কাজ ছাড়া জীবন চলতে পারে না। সর্বদা না হলেও অধিকাংশ সময় চেহারা ঢেকে রাখা ও পুরুষদের সাথে কাজ-কর্ম ও সাক্ষাত থেকে দুরে রাখার জন্য সমাজ জীবন থেকে নারীদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখা হবে। আর এতে মনে হবে সতর সর্বদা পুরুষদের থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করে। যদি না তা ছাড়া যা নিকাবের সাহায্যে ঢাকা হতো, যাতে দু'চোখ ও 'ভ্রূ' প্রকাশিত হতো, যা বর্তমানে কোন কোন গ্রাম্য নারীর মাঝে রয়েছে। সতরের সৌন্দর্যের জন্য নিকাব হলো, পোশাকের সনাতন একটি প্রকরণ। যা ইসলামের পূর্বে ও পরে কোন কোন আরবীয় নারীদের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল। এ পোশাক গ্রাম্য নারীদেরকে জীবনের দৈনন্দিন কাজে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করা থেকে বিরত রাখেনি। এ নিকাবের ধরন ছিল লম্বা কাপড় ও ওড়নার মতোই। যা কোন কোন দেশের আধুনিক মুসলিম নারীরা পরে থাকে এবং পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করার সময় এ দু'টির কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

গ. বিধানদাতা যখন মহিলাদের ফিতনা থেকে সতর্ক করেন তখন তাঁর সতর্ক করার উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের ফিতনার স্বাভাবিক আকর্ষণ থেকে সতর্ক করা। যা বিধিবহির্ভূতভাবে অসৎ চরিত্রের দিকে ধাবিত করে। যেমন হারাম দৃষ্টি, কথা ও স্পর্শ অথবা এর চেয়ে অতিরিক্ত ফিতনার স্থানসমূহ যাতে যিনার উপক্রম হয়ে পড়ে। আল্লাহ এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং তার সাথে সমস্ত আদব বর্ণনা করেছেন। আর তিনি মানুষ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

০ দৃষ্টির ক্ষেত্রে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে নারী পুরুষ উভয়েই সমান। (সূরা নূর, : আয়াত : ৩১)

০ অপ্রকাশ্য সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ফিতনা। (সূরা নূর, আয়াত : ৩১)

০ আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গি ও অলঙ্কারের শব্দ ফিতনা। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৩২)

০ কথাবার্তায় চপলতা ও নির্লজ্জতা প্রদর্শন ফিতনা। আল্লাহর নির্দেশ, 'হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ মহিলাদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাকো তাহলে মিষ্টি আওয়াজে কথা বলো না, যাতে রোগগ্রস্ত দিলের মানুষ লোভে পড়ে যায়, বরং সোজাসুজি ও স্পষ্টভাবে কথা বলো। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৩২)

০ সাধারণ মহিলাদের মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া ফিতনা। রসূল স. বলেন, আমি নারীদের সাথে করমর্দন করি না। মালেক থেকে বর্ণিত।[৩৮,৩৯] রসূল স.-বাণী, বায়আত গ্রহণ করার সময় আমি কখনো নারীর হাত স্পর্শ করিনি। (বুখারী ও মুসলিম)।[৪০,৪১]

www.pathagar.com

০ পুরুষ ও নারীর ভিড় সৃষ্টিও ফিতনা। রসূল স. যখন নামায থেকে সালাম ফিরাতেন তখন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন যাতে পুরুষদের বের হওয়ার পূর্বেই নারীরা বের হয়ে যেতে পারে। (বুখারী)[৪২] রসূল স. বলেন, তোমরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলবে না।[৪৩]

০ নারীর সাথে নির্জনে বসা ফিতনা। রসূল স. বলেন, পুরুষ যেন নির্জনে নারীর সাথে না বসে। (বুখারী)[৪৪]

০ নারীর আতরের সুবাসে ফিতনা। রসূল স.-এর নির্দেশ হলো, তোমাদের কেউ মসজিদে উপস্থিত হলে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে। (মুসলিম)[৪৫]

০ সন্দেহজনক স্থানে যাতায়াত করা ফিতনা। এক্ষেত্রে রসূল স.-এর নির্দেশ হলো, যে স্থানে গেলে সন্দেহ হয়, সে স্থান ত্যাগ কর।[৪৬]

এভাবে সকল ক্ষেত্রে ফিতনার ভয় সম্পর্কে বিধানদাতা উল্লেখ করেছেন এবং সব ফিতনার সকল পথ বন্ধ করতে চান যাতে মুসলিম সমাজ নিরাপদে চলতে পারে।

এ থেকে আমরা নারীদের জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের উত্তম ব্যক্তিত্ব ও চেহারা খোলা রেখে তাদের উপস্থিতি বৈধ হওয়ার বর্ণনা শেষ করবো। আর এটা তাদের জীবনের উত্তম ভিত্তি। আমরা এ হালালকে হারাম করা বৈধ মনে করবো না এবং জমীনে তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে বঞ্চিত করবো না। অর্থাৎ কথা বলে চেহারা খোলা রেখে উপস্থিত হওয়াকে আমরা হারাম মনে করবো না যদিও তাদের চেহারা খোলা রেখে উপস্থিত হওয়া ফিতনা। বিজ্ঞানময় জ্ঞানী বিধানদাতা জেনে-শুনে তার সৃষ্টির ওপর রহমতস্বরূপ তাদের অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে চেহারা খোলা রেখেও তাদের অংশগ্রহণ করাকে সম্মতি দিয়েছেন। নিশ্চয় এটা একটা ফিতনা যা আল্লাহ আদম সন্তানের অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করেছেন এবং এ দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করছেন যেমনিভাবে সন্তান ও সম্পদের ফিতনা দিয়েও তাদেরকে পরীক্ষা করেন। এ ধরনের বিপদ যা চেহারা ঢেকে রাখার পরও সমাজে নারীদের ফিতনায় জড়িত হতে আমরা দেখতে পাই, তা সমাজে নারীর চেহারা খোলা রাখার ফিতনা থেকে কোন অংশেই কম নয়। এতে আমাদের উদ্দেশ্য হলো পুরুষদের অনুভূতি, বিশেষভাবে যুবকদের বিপরীত লিঙ্গের দিকে আকৃষ্ট হওয়া এবং তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠা। অতঃপর এ ব্যাপারে বিধিসম্মত সম্পর্ক গড়ার জন্য সবল ব্যক্তিরা সর্বদা যা চিন্তা করে এবং বিধিবহির্ভূতভাবে দুর্বল ব্যক্তিরা যে চিন্তা করে তা বিষয়বস্তুর শর্তকে ছিন্ন করে দেয়।

তাহলে একদিকে চেষ্টা ও অন্যদিকে ধৈর্য অবলম্বন ছাড়া এ ফিতনা ও বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথ নেই এবং চেষ্টা ও ধৈর্য ছাড়া মানুষের ব্যক্তিত্বের গঠন দুর্বল হয়ে থাকে এবং চলার পথে প্রথম পরীক্ষা ও প্রথম ফিতনাতেই সে ছিটকে পড়ে। আর সেটা সম্পদের ফিতনা, সন্তান-সন্ততির ফিতনা অথবা নারীর ফিতনাই হোক না কেন?

আমরা শরীয়ত প্রণেতার নিষিদ্ধ কাজের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি দেবো। আর সেগুলো এমন কাজ, যেখানে কোন কোন সময় নারী উপস্থিত হতে ব্যধ্য হয় এবং বিধানদাতা এটাকে

www.pathagar.com

প্রচণ্ড ফিতনা হিসেবে গণ্য করেন, অথচ চেহারা খোলা রাখাকে প্রবলভাবে নিষিদ্ধ ফিতনা হিসেবে গণ্য করেন না। চেহারা খোলা রাখা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে এটাই ছিল শরীয়ত প্রণেতার পদ্ধতি এবং স্বভাবসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি। তেমনিভাবে নারীদের পুরুষদের সাথে কাজ করা বৈধ হওয়া ফিতরাতের মধ্যে গণ্য। কিন্তু শরীয়ত প্রণেতা ফিতনার প্রভাব থেকে সতর্ক করেছেন যা চেহারা খোলা রাখার কারণে ঘটে থাকে। যেমন- পোশাক ও চেহারায় প্রকাশ্য সাজসজ্জা অথবা সুবাসযুক্ত সুগন্ধি লাগানো। তেমনি কোন কোন সময় নারী-পুরুষ পাশাপাশি কাজ করলে যেসব ফিতনা সৃষ্টি হয় সেগুলো থেকেও সাবধান করেছেন। যেমন- মিষ্টি বাক্যালাপ, পায়ের শব্দ, ভিড়ের ভেতর চলাফেরা এবং নির্জনে পুরুষের সাথে অবস্থান।

ঘ. ফিতনার উৎসমূল বন্ধ করার নীতি একটি সহী নিয়ম। এ নিয়ম অধিক ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার ভয় হলে বৈধ জিনিসকে নিষেধ করে থাকে এবং এ নিয়মের বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফিতনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো : নবী করিম স.-এর যুগে কি নারীদের ফিতনা ছিল না? আমদের ধারণা তা বিদ্যমান ছিল। তার প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী :

আল্লাহ বলেন, 'চক্ষুর অপব্যবহার যা গোপন রয়েছে তা তিনি জানেন' এবং বহু হাদীস চক্ষু সংযত রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকে। এখানে কোন কোন সাহাবীর নিষিদ্ধ দৃষ্টি সংঘটিত হওয়ার হাদীস দ্বারা তা বোঝা যায়। তন্মধ্যে খাছয়ামীয়ার হাদীস,[৪৬ক] জনৈকা সুন্দরী নারীর মসজিদে অংশগ্রহণ এবং কোন কোন লোকের দেরীতে নামাযের কাতারে অংশগ্রহণ যাতে তারা ঐ মহিলাকে দেখতে পায়।[৪৬খ]

ফিতনার ভয় থাকা সত্ত্বেও বিধানদাতা শুধু চক্ষু সংযত রাখার নির্দেশটি দিয়েছেন। চেহারা ঢেকে রাখার প্রতি কোন নির্দেশ দেননি। এখানে সুন্দরী ও অসুন্দরীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা ফিতনা সর্ববস্থায় বিদ্যমান ছিল। সাহাবীদের মধ্যে সুন্দরী ও অসুন্দরী মহিলা ছিল। যদিও তারা মর্যাদার ক্ষেত্রে ভিন্নতর ছিলেন। তা সত্ত্বেও শরীয়ত প্রণেতা হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।

বিধানদাতা এ ফিতনাকে যথাস্থানে ছেড়ে দিয়েছেন এবং মানুষের জন্য দয়া করে তার পথ বন্ধ করেননি। অতঃপর কোন নিষেধ ব্যতিরেকেই এ দু'টি পথ বাকী থেকে যায়। যদি আমরা তার হিকমতের প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং তার শরীয়ত স্বীকার করি, ব্যাপারটি যখন এমন তখন ফিতনার উৎসমুখ বন্ধ করার ওপর আমরা কিভাবে আমল করবো। সে পুরাতন ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য যেটা শরীয়ত প্রণেতার যুগেও ছিল। তিনি এটা জানতেন, অথচ এর পথ বন্ধ করেননি। এ অবস্থায় এ কাজ দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, শরীয়ত প্রণেতার চেয়ে সে অধিক জ্ঞাত।

ঙ. কেউ বলেন, ঠিক শরীয়তের প্রথম যুগ থেকে এটা একটা পুরাতন ফিতনা, বরং রসূল স.-এর যুগে যা ছিল তার চেয়ে বর্তমানে এটা আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। এর কারণ পুরুষগণ চক্ষু সংযত রাখার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ থেকে উদাসীন, বরং তারা মহিলাদের চেহারার প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে তাকায়। এ ধরনের দৃষ্টি পুরুষের জন্য ফিতনা

www.pathagar.com

এবং মুমিন নারীদের জন্য কষ্টদায়ক। তাহলে এ অবস্থা থেকে বাঁচার উপায় কি? এর উত্তর রসূল স.-এর হাদীস থেকে গ্রহণ করতে হবে। ফযল রসূল স.-এর উপস্থিতিতে একজন সুন্দরী নারীর প্রতি দৃষ্টি দিলে রসূল স. ফযলের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন এবং ইহরাম অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও তিনি নারীদেরকে তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশ দেননি অথবা ইহরামের অবস্থা ছাড়াই নিকাব দ্বারা চেহারা ঢেকে রাখারও নির্দেশ দেননি।

ইহরাম অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও রসূল স. নারীদেরকে কাপড়ের আঁচল দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশ দেননি, তার কয়েকটি প্রমাণ

প্রথম প্রমাণ

সাধারণ নিয়মে নারীর চেহারা খুলে রাখা বিধিসম্মতভাবে স্বীকৃত। এ অবস্থায় পুরুষদের দায়িত্ব হলো আত্মসংযম ও চক্ষু সংযত রাখা। এ চেষ্টা যে পর্যায়েরই হোক না কেন, তা নারীর চেহারার ফিতনা থেকে বাঁচার একটা গ্রহণযোগ্য দিক। অন্যদিকে নারীর চেহারা ঢেকে রাখার বাধ্যবাধকতার ফিতনা থেকে বাঁচার একটি প্রচেষ্টা যেখানে কোন কল্যাণ পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় নারীকে যদি লোহার খাঁচায়ও বন্দী করে রাখা হয় তাহলে তা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।

দ্বিতীয় প্রমাণ

মুসলিম সমাজ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য দায়িত্বশীল। সামর্থ অনুযায়ী শক্তি প্রয়োগ করে হলেও অসৎ কাজ দূরীকরণে পরস্পরকে সাহায্য করবে। যদি শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা না থাকে তাহলে মুখে বলবে। তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে তার চালচলন দ্বারা নিষিদ্ধ কাজ দূর করবে। যেমন অপছন্দের দৃষ্টি অথবা মুখ ফিরিয়ে নেওয়া অথবা অসন্তোষ প্রকাশ করবে। যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দিয়ে চেষ্টা করবে এবং সামর্থ অনুযায়ী অসৎ কাজে জড়িয়ে পড়ার স্থান থেকে ফিরে থাকবে।

তৃতীয় প্রমাণ

'নস' ও শরীয়তের নিয়মসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, অন্যায় কাজের মূলোৎপাটনে মুসলমানগণের সাহায্য করা কর্তব্য এবং সম্পূর্ণ সম্ভব না হলেও, সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া যায় না অর্থাৎ অন্যায় কাজ দূর করার ক্ষেত্রে যদি অন্তর ও মুখের নিষেধ কোন উপকারে না আসে এবং এর পুনরাবৃত্তি এখানে-সেখানে ঘটতে থাকে, তাহলে ধারাবাহিকভাবে এমন ব্যবস্থা নেওয়া যায়, যা এ ঘটনাকে কমিয়ে আনবে। এ ধারাবহিকতার উদাহরণ :

০ সাধ্যমত বারবার দৃষ্টির ক্ষেত্র সংকুচিত করে দেওয়া। এটা এভাবে যে, নারীদের কম বের হওয়া অথবা কয়েক ঘণ্টার জন্য বের হওয়া, নিরাপদ স্থানসমূহে গমন এবং বের হওয়ার সময় কোন মুহরিম ব্যক্তিকে সাথে নেওয়া। কিন্তু সাক্ষাতের সকল ক্ষেত্র নিষেধ অথবা চেহারা খোলা রাখার নিষেধের ক্ষেত্র কখনও সংকীর্ণ থাকে না। কেননা এটা একদিকে স্বভাব বিরোধী এবং অন্যদিকে অসৎ কাজে লিপ্ত হওয়ার অধিক সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

www.pathagar.com

০ সাক্ষাতের ইসলামী নিয়ম পালন করা। তা হলো প্রয়োজনের সময় পুরুষদের সাথে সাক্ষাত ও অংশগ্রহণের জন্য মহিলাদের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা। কারণ তা দৃষ্টি সংকুচিত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

এরপর বাকী থাকে গভীর দৃষ্টিতে তাকানো, যা পথ চলার সময় ঘটে থাকে। এটা অবশ্যই তার ধৈর্যের ওপর নির্ভরশীল। যদিও তা নিষিদ্ধ তবে তার সাথে প্রশিক্ষণ, বাস্তবায়ন ও সৎ কাজের আদেশ দেওয়ার মাধ্যমে তা সম্ভব। এভাবে আমরা দেখি আমাদের যুগে অধিক ফিতনার উৎস বন্ধ করার নিয়মের ওপর আমাদের আমল করার অনুমতি দেয় না। কেননা নারীর চেহারা খোলা রাখার ফলে উদ্ভূত ফাসাদ একবার অথবা বারবার দৃষ্টি হিসেবে গণনা করা হয় না এবং নির্দেশটি ভীতিজনক ফাসাদ ও বড় ধরনের বিপদ হিসেবে মনে করা হয় না অর্থাৎ অশ্লীল কাজ বা তার নিকটবর্তী কোন কাজ। তবে খুব কমই এমন ঘটে থাকে এবং এ নিয়ম উৎস বন্ধের প্রয়োজনে মুবাহ হওয়াকে নিষেধ করে না যার ফলে অন্যায় কাজ থেকে বাঁচার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুযোগ পায়।

চ. মুসলিম নারীর দায়িত্ব হলো যখন সে কোন স্থানে দৃষ্টি দেওয়া থেকে কষ্ট পায় এবং দেখে যে, এ দৃষ্টি ভয়ংকর ফাসাদ সৃষ্টির পরিণাম হতে পারে, তখন সে যেন তার ওড়নার আঁচল দিয়ে এ কষ্ট ও ফাসাদের পথ বন্ধ করার জন্য চেহারা ঢেকে নেয়। কিন্তু এ সাধারণ হুকুম সমস্ত মহিলার চেহারা খোলা রাখা নিষিদ্ধ হওয়া বাধ্য করে না অর্থাৎ এটা এ নিয়ম অনুযায়ী স্বীকৃতি পায় না।

ছ. উৎসমুখ বন্ধ করার নীতি এবং তা বাস্তবায়নে বাড়াবড়ি সম্পর্কে আমরা বিশেষ একটা অধ্যায় রচনা করেছি। তাতে নারীর সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে কথোপকথন বিষয়ে আলোচনা আছে। তেমনিভাবে নারীর চেহারা খোলা রাখার ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে আলোচনা করেছি। (দেখুন তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় অনুচ্ছেদ)

বিরোধীরা বলেন, নারীদের চেহারা খোলা রাখা অবস্থায় পুরুষের সাক্ষাত নারীদেরকে পুরুষদের দেখার কারণ হবে, অথচ পুরুষরা নারীদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশিত।

পুরুষরা নারীদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশিত

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য

ক. চক্ষু সংযত রাখার নির্দেশ

এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো বারবার ও একাধারে দৃষ্টি দেওয়া থেকে দূরে থাকা। তবে সম্পূর্ণভাবে চক্ষুকে দূরে রাখা কখনও সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে বহু দলিল রয়েছে তার কয়েকটি তুলে ধরা হলো :

তাবারী তার তাফসীর গ্রন্থে বলেন, যে জিনিস দেখা হালাল হয় তা থেকে চক্ষু সংযত রাখা কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, যখন এমন জিনিস দেখা

www.pathagar.com

যায় যা দেখা হালাল নয় অথবা এমন জিনিস যা দেখা বা উপভোগ করা হালাল নয়, তখন তা থেকে চক্ষু সংযত রাখো। কিন্তু দৃশ্যস্থান যদি সতরের অংশ না হয় এবং যৌন আকর্ষণ ও উপভোগের জন্য দেখা না হয়, তাহলে তা দোষের নয়।[৪৭]

আবু হাইয়ান তার তাফসীর গ্রন্থে বলেন, গায়ের মাহরাম পুরুষ অপরিচিত নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি দেখতে পারে।[৪৮] ইবনে দাকীক আল ঈদ বলেন, শব্দটি কিছু অংশের জন্য। এ আয়াত সম্পূর্ণভাবে চক্ষু সংযত রাখা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে না।[৪৯]

عن ابن عباس قال مارايت شيئا أشبه باللمم مماقاله ابوهريرة عن النبى

صلعم قال ان الله كتب على ابن ادم ...[৫০]

হাদীসে স্পষ্ট যে, যৌন আকর্ষণের সাথে দৃষ্টিপাত নিষিদ্ধ। যে কারণে রসূল স. বলেছেন, অন্তর আকাঙ্ক্ষা করে থাকে। এর অর্থ যদি যৌন আকর্ষণের দৃষ্টিতে না হয় তাহলে কোন গুনাহ নেই।

ইবনে বাত্তাল বলেন, দৃষ্টি ও কথা বলাকে যিনা বলা হয়েছে। কেননা তা প্রকৃত যিনার দিকে আহ্বান করে যে কারণে বলা হয়, গুপ্তস্থান এটাকে সত্য প্রমাণিত করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।[৫১] আমাদের ধারণা যৌন আকর্ষণের সাথে দৃষ্টি দেওয়া প্রকৃত যিনার দিকে আহ্বান করে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসূল স. ফযল ইবনে আব্বাস রা.-কে কুরবানীর দিন সওয়ারীর পিঠে নিজের পেছনে বসালেন। ফযল রা. একজন সুদর্শন ব্যক্তি ছিল। নবী করিম স. লোকদেরকে কিছু মাসআলা-মাসায়েল বাতলে দেওয়ার জন্য থামলেন। খাছয়াম গোত্রের একজন সুন্দরী মহিলা রসূল স.-এর নিকট কোন একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন। ফযল তার দিকে দেখতে লাগলো এবং মহিলার সৌন্দর্য তাকে মোহিত করলো। রসূল স. ফযলের দিকে নযর দিলেন। এ সময় ফযল রা. ওই মহিলাকে দেখছিল। রসূল স. নিজের হাতখানা পেছনের দিকে নিয়ে গিয়ে ফযল রা.-এর থুতনি ধরে ওই মহিলার দিক থেকে তাঁর মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫২]

ইবনে বাত্তাল বলেন, হাদীসে চক্ষু সংযত রাখার নির্দেশটি ফিতনার ভয়ের জন্য। আর ফিতনা থেকে নিরাপদ হলে দেখা নিষিদ্ধ নয়। এটা নিশ্চিত যে, রসূল স. ফযলের চেহারা ফিরিয়ে দিতেন না, যদি না তাকে মুগ্ধ করার জন্য দৃষ্টির মধ্যে কোন আসক্তি না থাকতো। অতঃপর রসূল স. তার জন্য ফিতনার ভয় করেছেন। চেহারা ছাড়া সকল অঙ্গ থেকে দৃষ্টি সংযত রাখা ওয়াজিব।[৫৩]

আমি বলবো, এ হাদীস প্রমাণ করে যে, নারীদের প্রতি পুরুষদের দৃষ্টি তাদের চেহারা ঢেকে রাখাকে ওয়াজিব করে না। যদি ওয়াজিব হতো তাহলে রসূল স. নারীদেরকে নিকাব অথবা অন্য কিছু দ্বারা তাদের চেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশ দিতেন, যদি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় হতো তাহলে ইহরামের সময় ছাড়া কাপড়ের আঁচল ঝুলিয়ে চেহারা ঢেকে রাখতে বলতেন।

www.pathagar.com

ইবনে আব্বাস রা.-কে জনৈক ব্যক্তি যে প্রশ্ন করেছিল, আপনি কি রসূল স.-এর সাথে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহায় উপস্থিত ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে শুনেছি। তিনি (ইবনে আব্বাস) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমার যদি তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা না থাকতো তাহলে আমি (আমার কম বয়স হওয়ার কারণে এ অনুষ্ঠানে) উপস্থিত থাকতে পারতাম না। ইবনে আব্বাস রা. আরো বলেছেন, রসূল স. বাইরে (ঈদগাহে) বের হলেন এবং ঈদের নামায আদায় করলেন। অতপর ভাষণ দিলেন, ইবনে আব্বাস আযান ইকামতের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেননি। তিনি আরো বলেছেন, অতঃপর রসূল স. মহিলাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে নসীহত করলেন এবং সাদকা আদায় করার নির্দেশ দিলেন। তখন আমি দেখতে পেলাম, মহিলারা নিজেদের কান ও গলায় হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে (কানের দুল ও গলার হার খুলবার জন্য) এবং এগুলো বেলাল রা.-এর দিকে নিক্ষেপ করছে। অতঃপর রসূল স. বেলাল রা.-কে নিয়ে নিজ ঘরে ফিরে গেলেন।[৫৪]

হাফেয ইবনে হাজার বলেন, এখানে হাদীসের দলিল হলো, ইবনে আব্বাস রা.-এর মহিলাদের দেখার ব্যাপারটি। তখন ইবনে আব্বাস রা. ছোট ছিলেন যে কারণে মহিলারা তার থেকে পর্দা করেননি। কিন্তু বেলাল রা. ছিলেন একজন অধীনস্থ দাস। এভাবে কোন কোন ব্যাখ্যাকারী উত্তর দিয়েছেন। এখানে দেখার বিষয়, কারণ বেলাল রা. তখন স্বাধীন ছিলেন। উত্তর হলো ঐ অবস্থায় নারীদেরকে চেহারা খোলা রাখা দেখেননি। কোন কোন যাহেরী মাযহাবের লোকেরা প্রকাশ্য এটাকে গ্রহণ করেছেন। তারা বলেছেন, অপরিচিত লোকের জন্য অপরিচিতা নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি দেখা বৈধ। তারা দলিল পেশ করেন, হাদীসের বর্ণনাকারী ছিলেন জাবির, আর বেলাল রা. সাদকার জন্য তার কাপড় বিছিয়ে দেন। প্রকাশ্য অবস্থা হলো নারীরা তাদের চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখা ছাড়া সাদকার মাল দিতে সক্ষম ছিল না।[৫৫]

আমি ইবনে হাজারের কথার প্রতিউত্তরে বলবো, এ অবস্থায় অর্থাৎ তার চেহারা খোলা রাখা অবস্থায় দেখেননি। জাবিরের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, জনৈকা নারী মহিলাদের মাঝখান থেকে দাঁড়ালেন। তার গণ্ডদেশ ছিল রক্তিম।[৫৬]

মহিলার এ অবস্থা বর্ণনা করার কারণ তার চেহারা খোলা অবস্থায় ছিল। তেমনিভাবে ঐ ব্যক্তির কথার উত্তরে বলা যায়, ইবনে আব্বাস ছোট ছিলেন। মেয়েরা তাকে দেখেও পর্দা করেননি এবং বলা যায় বেলাল রা. ছিলেন অধীনস্থ দাস। এসব কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় জাবিরের বর্ণনার বাইরেও এ হাদীস আবু সাঈদ খুদরী,[৫৭] আবদুল্লাহ ইবনে উমর[৫৮] ও আবু হুরায়রাহ রা.[৫৯] বর্ণনা করেছেন।

০ ফাতিমা বিনতে কায়েস রা. থেকে বর্ণিত, আবু আমর ইবনে হাফসা রা. তাকে 'বাইন তালাক' দিলেন। তারপর তিনি রসূল স.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা বললেন। রসূল স. বললেন, তার থেকে তুমি কোন খোরপোশ পাবে না। অতঃপর রসূল স. তাকে উম্মে শারীকের ঘরে ইদ্দত পালন করার নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন, সাহাবাগণ তার কাছে অধিক পরিমাণে যাতায়াত করে। অন্য বর্ণনায়[৬০] তিনি বলেন,

www.pathagar.com

এমন করো না উম্মে শারীক (অধিক মেহমান আপ্যায়নকারী নারী) হয়তো তোমার মাথা থেকে ওড়না সরে যাবে বা পায়ের নলা আলগা হয়ে যাবে এবং তারা তা দেখে ফেলবে আর তুমিও তা খারাপ মনে করবে, আমি তা পছন্দ করি না। তুমি ইবনে উম্মে মাকতুমের নিকট ইদ্দত পালন কর। সে একজন অন্ধ ব্যক্তি, তুমি সেখানে স্বাধীনভাবে কাপড় খুলে রাখতে পারবে। (মুসলিম)[৬১]

হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রসূল স. মহিলাদের অধিক মেহমান আপ্যায়নের কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন তাদের প্রতি পুরুষের দৃষ্টি দেওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করেননি, বরং তার দৃষ্টি ছিল মহিলাদের কষ্টের প্রতি। তারা ওড়না ও লম্বা কাপড় পরে সারাদিন কাজ করে থাকে। এ দীর্ঘ সময় কাজ করার ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন কোন সময়ে ওড়না খুলে যাওয়ার ঘটনা ঘটে থাকে যে কারণে রসূল স. তাকে বলেছিলেন, আমার ভয় হচ্ছে, তোমার ওড়না পড়ে যেতে পারে। তেমনিভাবে তিনি যখন তাকে উম্মে মাকতুমের নিকট ইদ্দত পালন করার ইঙ্গিত করেন, তখন অন্ধ হওয়ার কারণে সে তার চেহারা দেখতে পাবে না এ হিসেবেরও চিন্তা করেননি, বরং তার উদ্দেশ্য ছিল কোন অসুবিধা ব্যতিরেকেই নারী তার কাপড় সহজে খুলে রাখতে পারবে, এজন্য ইবনে দাকীক বলেন, সম্ভবত সেজন্য অন্ধের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যাতে কাপড় খুলে রাখার সময় সে তাকে দেখতে না পায়।[৬২]

০ দুররাহ বিনতে আবি লাহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশার নিকট ছিলাম, নবী করিম স. প্রবেশ করলেন এবং বললেন আমার জন্য অযূর পানি নিয়ে এসো। তিনি বলেন, আমি ও আয়েশা অযূর পানি নিয়ে দৌড়িয়ে গেলাম এবং আমি আগে উপস্থিত হলাম। তিনি অযূ করলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি তোমার থেকে আর তুমি আমার থেকে।[৬৩]

০ কায়েস ইবনে আবি হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর রা.-এর অসুস্থতার সময় আমরা তার নিকট প্রবেশ করলাম এবং সেখানে একজন সুন্দরী নারীকে হাতে নকশী করা মেহেদী লাগানো অবস্থায় দেখলাম। তিনি হাত দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন আসমা বিনতে উমাইস।[৬৪]

উল্লিখিত হাদীস দু'টি দৃষ্টে মনে হয় যৌন আকর্ষণ ছাড়া পুরুষের নারীর দিকে তাকানো বৈধ।

খ. যৌন আকর্ষণ ছাড়া দৃষ্টি বৈধ হওয়া সম্পর্কে আলেমদের কিছু বক্তব্য

০ মালেকী মাযহাবের বক্তব্য

মুয়াত্তা গ্রন্থে এসেছে : মালেককে প্রশ্ন করা হয়েছে নারী কি মুহরিম ব্যক্তি ছাড়া অথবা তার দাসের সাথে একত্রে খাবার খেতে পারবে? উত্তরে মালেক র. বললেন, এতে কোন অসুবিধা নেই এবং নারী তার স্বামী অন্য যাদেরকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে থাকে তাদের সাথে খাবে।[৬৫]

www.pathagar.com

মুনতাকা প্রণেতা তার শরহে মুয়াত্তায় বলেন, নারী তার স্বামী ও স্বামী ছাড়া অন্যদের সাথে খেতে পারে। এতে বুঝা যায় যে, নারীর চেহারা ও হাতের কব্জির প্রতি পুরুষের দৃষ্টি দেওয়া জায়েয। কেননা নারী অন্যকে খাওয়ানোর সময় এ দু'টো অংগ বের করতে বাধ্য হয়।৬৬

খলিলের মুখতাসার আত তাজ আল ইকলীল আল মুদাওয়ানা গ্রন্থে এসেছে, যখন পুরুষ তার স্ত্রীকে বাইন তালাক দেয় এবং তাকে স্ত্রী হিসেবে অস্বীকার করে, তখন তার চেহারা দেখবে না যদিও চেহারা দেখার সুযোগ থাকে। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, অপরিচিত ব্যক্তি নারীর চেহারা দেখবে না। আসলে ব্যাপারটি এমন নয়, বরং নির্দেশ হলো দেখা যেন স্বাদ গ্রহণের উদ্দেশে না হয়। আর অপরিচিতা নারীর চেহারার প্রতি স্বাদ গ্রহণের দৃষ্টি দিয়ে তাকানো মাকরূহ। সেখানে খারাপ কিছুর আশা করা হয় আর নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি সতর নয় বিধায় তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বিনা দ্বিধায় জায়েয, মাকরূহ নয়। কিন্তু যৌন আকর্ষণের দৃষ্টিতে হারাম, তা যদি কাপড়ের ওপর দিয়েও হয়। তাহলে কিভাবে তার চেহারার প্রতি তাকাবে।৬৭

০ হানাফী মাযহাবের বক্তব্য

সারাখসীর আল মাবসুত গ্রন্থে নারীর চেহারার প্রতি অপরিচিত লোকদের দৃষ্টি দেওয়া জায়েয হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অপরিচিত লোকদের সম্মুখে নারীর মৃত্যু সম্পর্কিত হাদীস। তারা বলেন, মৃত মহিলা যদি অপরিচিতা হয় তাহলে এক টুকরো কাপড় তার হাতের কব্জির ওপর দিয়ে মাথার দিক থেকে চেহারা ছাড়া সব ঢেকে দেবে। কেননা জীবিত অবস্থায় অপরিচিত লোকের জন্য তার বাহু পর্যন্ত দেখা জায়েয ছিল না।৬৮

০ হাম্বলী মাযহাবের বক্তব্য

ইবনে কুদামার আল মুগনী গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। কাযী বলেন, পুরুষের জন্য অপরিচিতা নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া অন্য কিছু দেখা হারাম। কেননা তা হলো সতর। তবে ফিতনা থেকে নিরাপদ যৌন আকর্ষণের সাথে দৃষ্টি না দিলে মাকরূহের সাথে দেখা বৈধ। এটা শাফেয়ী মাযহাবের কথা। কেননা তা সতরের অংশ নয় এবং পুরুষদের সতরের মতো সন্দেহ ছাড়া তার দিকে তাকানো হারাম নয়।৬৯

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া গ্রন্থে এসেছে, ফকীহগণ অপরিচিতা নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন। অতঃপর বলা হয়, আবু হানীফা, শাফেয়ী, আহমদের মাযহাবে নারীর হাত ও চেহারার প্রতি যৌন আকর্ষণ ছাড়া দৃষ্টি দেওয়া জায়েয। ৭০

গ. বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে

এ সব দলিল জানার পর আমরা বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করবো যে, মানুষের মধ্যে সবল ও দুর্বল ব্যক্তি রয়েছে। আর সবল ব্যক্তির নিকট নারীর চেহারা

www.pathagar.com

খোলা রাখা ও ঢেকে রাখা সমান কথা। সে সর্বাবস্থায় তার নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। যদি ঢাকা অবস্থায় থাকে তাহলে সে অশ্লীল কাজে পতিত হওয়া থেকে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আর যদি খোলা থাকে চক্ষু সংযত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্বল ব্যক্তি যখন তার খারাপ চিন্তা তাকে প্রভাবিত করে তখন সে খোলা রাখা চেহারার দিকে তাকায়। অতঃপর তার খারাপ চিন্তা ঢেকে রাখা চেহারার দিকে ধাবিত হয় এবং দ্রুত অসৎ চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে। আর সে গোপনে ও চুপিসারে চেহারার চেয়েও অধিক অংগ দেখতে চেষ্টা করে। তাই যেভাবে পুরুষদের মাঝে সবল ও দুর্বল ব্যক্তি রয়েছে সেভাবে নারীদের মাঝেও রয়েছে। যদিও সবল নারী সর্বদা তার চেহারা ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু যখন দুর্বল নারীর কুচিন্তা তার ওপর বিজয়ী হয় তখন সে পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কোন কোন সময় ঢেকে রাখা চেহারাও খুলে ফেলে। যখন এমনি দুর্বলতা প্রকাশ পায় তখন ফিতনায় আক্রান্ত হয়, এমন কি সবল ব্যক্তিও সম্পূর্ণভাবে নারীদের থেকে পরিত্রাণ পায় না, তবে যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন সে ছাড়া।

ঘ. যে দৃষ্টি থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা সতর

পরিশেষে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সাথে আমরা বলবো, যে দৃষ্টি থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা সতরের অংশ।[৭১]

কামাল ইবনে হুমাম হানাফীর সাথে আমরা বলবো, ভয় ও যৌন আকর্ষণ না হলে দৃষ্টি দেওয়া হালাল।[৭২]

তারা বলেন, চেহারা ঢেকে রাখা সম্পূর্ণ ও অকাট্যভাবে যৌন আকর্ষণের দৃষ্টির প্রতিষেধক। কেননা বিধানদাতা মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত আছেন এবং মানুষের ওপর তার যৌন আকর্ষণ যখন বিজয়ী হবে, সে সময় তারা কখনও চক্ষু সংযত রাখার আদেশ পালন করতে পারবে না। কিন্তু যাদের আল্লাহ রক্ষা করেন, তারা ছাড়া। তবে এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

চেহারা ঢেকে রাখা সম্পূর্ণ ও অকাট্যভাবে যৌন আকর্ষণের দৃষ্টির প্রতিষেধক এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য

ক. নারীদের ফিতনার সমস্যা দুরীভূত করার জন্য যদি চক্ষু সংযত রাখার নির্দেশই যথেষ্ট হয় এবং চেহারা ঢেকে রাখাই অকাট্য হয়, তাহলে কেন বিধানদাতার পক্ষ থেকে চক্ষু সংযত রাখার ঘোষণা দেওয়া হলো এবং নিকাবের মতো অকাট্য সমাধানকে ছেড়ে দেওয়া হলো?

খ. এ বিষয়ে শরীয়ত চক্ষু সংযত রাখার প্রতি আস্থাবান। এর অর্থ তিনি চেহারা ঢেকে রাখার অকাট্য নির্দেশের মধ্যে অসুবিধা পেয়েছেন। আর সে কারণে তিনি হিকমতের সাথে মুসলিম উম্মাহ থেকে এ অসুবিধা দূর করেছেন এবং সতরের কষ্টকে চাপিয়ে দেননি।

www.pathagar.com

গ. চেহারা ঢেকে রাখার কারণে যৌন আকর্ষণের দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কিত পর্যালোচনা উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ এটা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নয়। সতর যদিও সবল নেককার পুরুষদের রক্ষা করে, কিন্তু দুর্বল ব্যক্তিরা এতে আক্রান্ত হয়। তেমনি এটা যদিও সতী নারীকে রক্ষা করে, কিন্তু দুর্বল নারী এতে আক্রান্ত হয়। যে কারণে সে কোন কোন সময় সুকৌশলে পুরুষের যৌন আকর্ষণের দিকে ধাবিত হয়।

তারা আয়েশা রা. বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করে বলেন, নারীরা যখন হায়েয অবস্থায় পৌছে, তখন তার দু'টি অঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু দেখা ঠিক নয়। তিনি তার চেহারা ও হাতের কব্জির প্রতি ইঙ্গিত করেন। এ হাদীসটি দুর্বল। কেননা আবু দাউদ তার থেকে বলেছেন, এটা ছিল মুরসাল হাদীস। খালেদ ইবনে দুরাইক আয়েশা রা.-কে দেখেননি। সেজন্য এ হাদীস দ্বারা চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখা জায়েয হওয়ার দলিল নেওয়া ঠিক নয়।

সাবালিকা নারীর দু'টি অঙ্গ ছাড়া অন্যকিছু দেখা ঠিক নয়

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য

ক. একজন মাত্র রাবি কর্তৃক বর্ণিত হওয়ার কারণে এ হাদীসটির দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্য কতিপয় সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাদীসটি শক্তিশালী। শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানীও একই ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বর্তমান সময়ে হাদীসের একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত। তিনি তার মুসলিম নারীর হিজাব গ্রন্থে[৭২ক] ও সহী সুনানে আবু দাউদেও উল্লেখ করেছেন।[৭২খ]

খ. যদি শুধু এ হাদীসের ভিত্তিতে চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখা জায়েযের স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করা হয়, তাহলে বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা সত্য। কিন্তু আমাদের প্রকৃত নির্ভরতা হলো আল্লাহর কিতাবের সমস্ত আয়াত, রসূল স.-এর সমস্ত হাদীস ও এর অতিরিক্ত সমস্ত ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ এবং এর সাথে পূর্বতন ফকীহদের ইজমা। যেভাবে তারা তাদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন। পরবর্তী ফকীহদের গ্রন্থ থেকে নয়।

তারা বলেন, তাবারীর তাফসীর গ্রন্থে এসেছে, আল্লাহ তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিনদের স্ত্রীদের বলুন, তারা যেন তাদের পোশাক দাসীদের সদৃশ না করে। যখন তারা প্রয়োজনে তাদের ঘর থেকে বের হবে, তখন তারা যেন মাথা ও চেহারা খোলা না রাখে, বরং তারা যেন চাদর ঝুলিয়ে দেয় যাতে ফাসেক লোকেরা তাদেরকে উত্ত্যক্ত করতে না পারে। যখন জানবে তারা স্বাধীন তখন কটু কথা বলে তাদেরকে কষ্ট দেবে না।

স্বাধীন নারীর চেহারা ঢেকে রাখা প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য

ক. তাবারীর কথা, দাসীরা তাদের মাথা ও চেহারা খোলা রাখবে। দাসীদের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য স্বাধীন নারীর শুধু সতর ঢাকাই যথেষ্ট হবে না, বরং তারা

www.pathagar.com

পৃথকভাবে মাথা ঢেকে রাখবে এবং মাথা ও কপালের ওপর চাদর ঝুলিয়ে চেহারার কিছু অংশ ঢেকে রাখবে।

খ. সূরা নূরের আয়াতের তাফসীরে তাবারীর বক্তব্য এ অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এখানে হাতের কব্জি ও চেহারার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং ফকীহগণ নামাযে নারীর চেহারা খোলা রাখার সাথে একমত হয়েছেন এবং ইতিপূর্বে আমরা নামাযের সতর ও দৃষ্টির সতর এক হওয়া প্রমাণিত করেছি।

গ. স্বাধীন নারীর চেহারা ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে তাবারীর যে বক্তব্য তা সম্ভবত তিনি ইবনে আব্বাস ও উবায়দার বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করেছেন। তারা যেন তাদের চেহারা ঢেকে রাখে এবং একটি চোখ খোলা রাখে। তিনি এ দু'টি বর্ণনার কোনটিকেই অগ্রাধিকার দেননি।

তারা বলেন, হাফেয ইবনে হাজার ولايضربن بخمرهن على جيوبهن-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ প্রথম হিজরতকারিণী নারীদের ওপর রহম করুন! যখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, তখন তারা তাদের চাদর বা ওড়না কেটে দু'ভাগ করে ঘোমটা দিয়েছিল। রসূলের বাণী, فاختمرن অর্থাৎ তারা তা দিয়ে তাদের চেহারা ঢাকতো।[৭৩]

চেহারা ঢেকে রাখা প্রসঙ্গে হাফেয ইবনে হাজারের বক্তব্য ও আমাদের জবাব

ক. হাফেয ইবনে হাজারের উচ্চ মূল্যায়ন সত্ত্বেও আমাদের দৃষ্টিতে তার এ কথা সঠিক নয়। কেননা 'খিমার' অর্থ যা আরবী ভাষার তাফসীর ও ফিকহের কিতাবে প্রসিদ্ধ তা হলো মাথা ঢেকে রাখা। তা থেকে এর অর্থ দাঁড়ায় মাথা ঢেকে রাখা বরং হাদীসের বর্ণনাসমূহ এ অর্থেরই নিশ্চয়তা প্রদান করে ।

০ বেলাল রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. মোজা ও মাথার ওপর পরা রুমালের ওপর মাসেহ করলেন।[৭৪]

০ মালেক নাফে থেকে বর্ণনা করেন তিনি দেখলেন ইবনে উমরের স্ত্রী সাফিয়া বিনতে আবি উবায়দা তার ওড়না খুললেন। তারপর পানি দ্বারা মাথা মাসেহ করলেন। নাফে সে সময় ছোট ছিলেন।[৭৫]

০ মায়মুন ইবনে মাহরান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে দারদার নিকট প্রবেশ করে দেখি তিনি একটি মোটা ওড়না দিয়ে ঘোমটা দিয়ে আছেন। সেটি তার চোখের ওপর দিয়ে আটকানো ছিল।[৭৬]

০ উম্মে আলকামা ইবনে আবি আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাফসা বিনতে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে দেখেছি। তিনি আয়েশার নিকট প্রবেশ করলেন। তখন আয়েশা রা. পাতলা ওড়না পরিহিতা অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর তিনি ওড়না দু'ভাগ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ সূরা নূরে কী নাযিল করেছেন, তোমরা কি তা জান? তারপর তিনি ওড়না চেয়ে নিলেন এবং তা পরিধান করলেন।[৭৭]

www.pathagar.com

খ. হাফেয ইবনে হাজার হাদীসটির ব্যাখ্যার সমাপ্তি টানতে গিয়ে যা বলেন তা এ কথাকে অগ্রাধিকার দেয় যে, খিমার প্রকৃতপক্ষে মুখমণ্ডল ঢাকে না। তার কথা হলো মাথার ওপর ওড়না দেওয়া এবং তা বাম কাঁধের ওপর দিয়ে ডান দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া। ফাররা বলেন, জাহেলী যুগে নারী পিছন দিক থেকে তার ওড়না ঝুলিয়ে দিতো এবং সামনের দিক খোলা রাখতো। তারপর তাদেরকে সামনের দিক ঢেকে রাখার আদেশ দেওয়া হলো। আর নারীর ওড়না পুরুষের পাগড়ীর মতোই।[৭৮]

গ. যদিও ওড়না প্রকৃতপক্ষে মাথা ঢেকে রাখে, কিন্তু কোন কোন সময় নারী তার ওড়নার সাহায্যে চেহারা অথবা চেহারার কিছু অংশ ঢেকে রাখে। কিন্তু এখানে চেহারা ঢেকে রাখার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। ওড়নার প্রকৃত অর্থ চেহারা ঢেকে রাখা একথা ঠিক নয়।

ঘ. তারা বলেন, হাদীসের কিতাবে এসেছে, জনৈকা মহিলা সামুরা ইবনে জুনদুব-এর নিকট আসে এবং তার স্বামী তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে না বলে অভিযোগ করে। ঐ ব্যক্তিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে সে তা অস্বীকার করে এবং ব্যাপারটি মুআবিয়া রা.-এর নিকট লেখা হয়। অতঃপর তিনি লেখেন, দ্বীন ও সৌন্দর্যের অংশ হিসেবে বায়তুলমালের টাকা দিয়ে তার বিবাহের ব্যবস্থা করা হোক! তিনি বলেন, অতঃপর তাই করা হলো। তারপর ঐ মহিলা বোরকা পরিহিতা অবস্থায় এলো।[৭৯] তারা বলেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীদের যুগে নারীরা তাদের চেহারা ঢেকে রাখতেন।

সাহাবীদের যুগে নারীরা তাদের চেহারা ঢেকে রাখতেন

এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাব

ক. এ কথা স্বীকৃত যে, চেহারা ঢেকে রাখা কোন কোন আরব মহিলার নিকট ইসলামের আগমনের পূর্বে ও পরে প্রসিদ্ধ ছিল এবং বিরুদ্ধবাদীরা এর কোন কোন কাজ দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। এখানে আলোচনার কোন সুযোগ নেই। কেননা আলোচনার বিষয় হলো এটা ওয়াজিব না মুস্তাহাব।

খ. 'তাকান্নু' শব্দের অর্থ থেকে বুঝা যায় না যে, চেহারা ঢেকে রাখা কর্তব্য। তার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

০ লিসানুল আরব গ্রন্থে এসেছে, প্রথমত মাথা পর্যন্ত নারী যা কিছু ঢেকে রাখে– আসসিহা গ্রন্থে নারী যে জিনিসের সাহায্যে মাথা ঢেকে রাখে এবং القناع। এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ নারী যার সাহায্যে মাথা ঢেকে রাখে। বার্ধক্যের শুভ্রতা অর্থাৎ পোশাকের সাহায্যে মাথা ও সৌন্দর্যের যা কিছু ঢেকে রাখা হয় বা সাদা চুলের কথা বলা হয়েছে যাতে করে মাথা থেকে এর স্থান নির্ধারণ করা হয়।

সহী বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাকান্নু অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস বলেন, রসূল স. ধূসর পাগড়ী পরে বের হলেন। এ অধ্যায়ে আয়েশা রা. বর্ণিত হাদীস এসেছে। আমরা যখন দ্বিপ্রহরে আমাদের ঘরে বসে ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি আবু বকরকে লক্ষ্য করে বললো, রসূল স. মাথা ঢাকা অবস্থায় এমনি সময় কখনও আসেননি।[৮০]

www.pathagar.com

ফাতহুল বারী গ্রন্থে এসেছে ইসমাঈলী বলেন, ইসাবা সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাকান্নু এর মধ্যে তা সংযুক্ত করা হয়নি। তাকান্নু অর্থ মাথা ঢেকে রাখা। ইসাবা এর অর্থ পাগড়ীর সাথে কাপড়ের টুকরো বাঁধা। আমি বলবো, উভয়ের মাঝে সমতা হলো পাগড়ীর ওপর মাথায় অতিরিক্ত কিছু রাখা। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।[৮১]

পুনরায় ফাতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। এ হলো রসূল স.-এর মাথা ঢাকা অবস্থা অর্থাৎ তার মাথা ঢাকা ছিল।[৮২]

০ হাফেজ ইবনে হাজারের হুদা আস সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহুল বারী গ্রন্থে মাথা ঢেকে রাখার কথার উল্লেখ আছে।[৮৩]

০ ইবনে কুদামা আল হাম্বলী তার মুগনী গ্রন্থে উল্লেখ করেন, মাথা খোলা অবস্থায় দাসীর নামায জায়েয। নামাযের সময় মাথা ঢেকে রাখাকে আতা মুস্তাহাব মনে করেন। উমর রা. আনাসের পরিবারের এক দাসীকে মাথা ঢাকা অবস্থায় দেখে মেরেছিলেন। তিনি বলেন, তুমি মাথা খুলে রাখো। স্বাধীন নারীর সাথে সাদৃশ্য করো না।[৮৪]

০ হাফেয ইবনে হাজার অন্য স্থানে বলেছেন, অর্থাৎ মাথা ও চেহারার অধিকাংশ চাদর বা অন্যকিছুর সাহায্যে ঢেকে রাখা।[৮৫]

কিন্তু এ কথা অবশ্যই চেহারার অধিকাংশ ঢেকে রাখার অর্থ বহন করে যা সব সময় না হলেও কোন কোন সময় এ অর্থ প্রকাশ করে যাতে আমাদের উল্লিখিত ব্যাখ্যা ও বর্ণনাসমূহ যেন মূল্যহীন না হয়ে পড়ে, যেখানে মাথা ঢেকে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থ মাথা ঢেকে রাখা এবং কোন কোন সময় এর অর্থ মাথার সাথে চেহারার কিছু অংশ ঢেকে রাখা।

www.pathagar.com

দশম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[সহী আল বুখারী থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশগুলো কায়রোর মোস্তফা আল হালাবী ছাপাখানায় মুদ্রিত সহী আল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত। সহী মুসলিম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশ ও পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুল থেকে মুদ্রিত এবং ইমাম মুসলিমের আল জামেউস সহী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।]

১. সহী মুসলিম : নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যয়নব বিনতে জাহশের বিবাহ, পর্দার হুকুম নাযিল এবং বিবাহের ওলীমার স্বীকৃতি, ৪ খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

২. সহী বুখারী : নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যে সমস্ত মহিলার সাথে দুধ পান করার কারণে দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়তা হয়েছে, তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন করা এবং তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েয, ১১ খণ্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা।

৩. সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীদের নিকট থেকে দূরে থাকার শপথ, ৪ খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা।

৪. তাবীল মুখতালেফুল হাদীস, ২৮৮ পৃষ্ঠা।

৫. আল ফাতওয়া : ২১ খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা।

৬. আল মুগনী : ১ খণ্ড, ১৮০, ১৮১ পৃষ্ঠা।

৭. কাযী আবু বকর আরাবী, আহকামুল কুরআন : সূরা নূর ৩৩ নং আয়াত, ৩ খণ্ড, ১৩৮৫ পৃষ্ঠা।

৮. গাযালীর আল মুসতাসফা।

৮ক. সহী বুখারী : কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ : যে সমস্ত মহিলার সাথে দুধ পান করার কারণে দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়তা হয়েছে তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন করা এবং তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েয, ১১ খণ্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা।

৮খ. হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা : ৪১ পৃষ্ঠা। নাসিরুদ্দীন আলবানী ইবনে আব্বাসের বর্ণনার সনদ দুর্বল হওয়ার কথা বলেছেন, তেমনিভাবে উবায়দা সালমানীর দিক থেকে সনদ সহী হওয়ার কথা বলেছেন।

৯. বুখারী একথা কিতাবুল হজ্জে আয়েশা রা.-এর ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। অনুচ্ছেদ : মুহরেম কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে, ৪ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা। শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, বায়হাকী হাদীসটি সহী সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন। দেখুন এরওয়াউল গালীল ফি তাখরীজে আহাদীস মানারুস সাবীল, ৪ খণ্ড, ২১২ পৃষ্ঠা।

১০. হাকেম বর্ণনা করেন এবং হাদীসটি সহী হওয়ার কথা বলেন, শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানীর হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা, ৫০ পৃষ্ঠা।

১১. ফাতহুল বারী : ৪ খণ্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা।

১২. মুহাম্মদ ও আবু দাউদ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং সাক্ষ্যরূপে দেখা যাচ্ছে এর সনদ হাসান, (শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানীর) কিতাব হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা, ৫০ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

১২ক. ফাতহুল বারী : ৪ খণ্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা।

১৩. মাওলানা মওদূদীর আল হিজাব, ২৯৮ পৃষ্ঠা। (প্রকাশিত দারুল আনসার কায়রো) লেখক মুয়াত্তায় নসটি থাকার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মুয়াত্তায় এর কোন বাক্য পাওয়া যায়নি, আমরা তার কথা অস্বীকার করবো না। তবে আমরা জনি না এর মূল গ্রন্থপঞ্জী কোনটি।

www.pathagar.com

১৪. শামসুদ্দীন ইবনে কুদামার আশ শরহুল কবীর, ১ খণ্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা।

১৫,১৬. ইবনে হুমামের শরহে ফাতহুল কাদীর আলাল হিদায়া : ১ খণ্ড, ২৫৮, ২৫৯ পৃষ্ঠা। (শরহে এনায়া আলাল হিদায়া)।

১৭. শরহে ইনায়া আলাহ হিদায়া : ১ খণ্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা।

১৮. সহী মুসলিম : সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ফিতনার সন্দেহ না থাকলে নারীদের মসজিদে গমন, ২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।

১৯. ফাতহুল বারী : ২ খণ্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা।

২০. সহী বুখারী : হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পুরুষের সাথে নারীদের তাওয়াফ, ৪ খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা।

২১. সহী বুখারী : কিতাবুল হায়েয, অনুচ্ছেদ : ঋতুবতী নারীর ঈদগাহে ও মুসলমানদের দোয়ায় উপস্থিত হওয়া, ১ খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

২২. ফাতহুল বারী : ১ খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

২৩. ইবনে তাইমিয়ার মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া : ১৫ খণ্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা।

২৪. ইলামুল মুকেয়ীন : ২ খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা। (প্রকাশিত, দারুলজীল, বৈরুত)

২৫. সুনানে আবু দাউদ : ইফ্‌ক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : লেখক তার কিতাবের কিছু অংশ পুরা করেছেন, অতঃপর অপারগ অথবা মৃত্যুবরণ করেন, ২ খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা। হাদীসটি সহী সুনানে আবু দাউদে উল্লেখ নেই। এর অর্থ হাদীসটি দুর্বল ছিল।

২৬. এরওয়াউল গালীল, অধ্যায় ৬/১৮২ : পরীক্ষণকারী বলেন, হাদীসটি সহী।

২৭,২৮. ফাতহুল বারী : ৬ খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা।

২৯. মুওফ্‌ফিক উদ্দীন ইবনে কুদামার আল মুগনী : ৭ খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

২৯ক. সহী বুখারী : ইসতিযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী, ياايها الذين امنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم ১৩ খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা।

৩০,৩১. ইবনে তাইমিয়ার মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া, ২২ খণ্ড, ১১১, ১১৪ পৃষ্ঠা।

৩২. সহী বুখারী : মাগাযী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীদের একে অপরের সাথে পরিবর্তন : ৬ খণ্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : তাওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ইফকের ঘটনা, ৮ খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা।

৩৩. ইবনে তাইমিয়ার মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া : ২২ খণ্ড, ১০৯, ১১০ পৃষ্ঠা।

৩৪,৩৫,৩৬,৩৭. তাফসীরে আবিস সউদ এবং তাফসীরে কুরতুবী, সূরা নূরের তাফসীর ৩১ আয়াত।

৩৮,৩৯. সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহা ৫২৯ নম্বর।

৪০,৪১. সহী বুখারী : তাফসীর অধ্যায়, সূরা মুমতাহিনা অনুচ্ছেদ : ১০ খণ্ড, ২৬১পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ইমারাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মহিলাদের বায়ায়াত পদ্ধতি : ৬ খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা।

৪২. সহী বুখারী : কিতাবুল আবওয়াবু সিফাতিস সালাত : অনুচ্ছেদ : সালাম ফেরানো, ১ খণ্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা।

৪৩. সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহা : ৮৫৬ নম্বর হাদীস।

৪৪. সহী বুখারী : নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মুহরিম ছাড়া কোন পুরুষের সাথে কোন নারী একাকী যাবে না, ১১ খণ্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা।

৪৫. সহী মুসলিম : সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীদের মসজিদে গমন, ২ খণ্ড, ৩৩, ৩৪ পৃষ্ঠা।

৪৬. সহী আল জামে আস সগীর : ৩২৭২ নম্বর হাদীস।

৪৬ক. সহী বুখারী : ইসতিযান অধ্যায়, ১৩ খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম কিতাবুল হজ্জ, অনুচ্ছেদ : বৃদ্ধ ও অপারগ ব্যক্তির হজ্জ, ৪ খণ্ড, ১০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৪৬খ. সহী সুনানে নাসাঈ : কিতাবুল ইমামা, অনুচ্ছেদ : কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়ানো : ৮৩৮ নম্বর হাদীস।
৪৭. তাবারীর জামেউল বয়ান আত্ তাবীল, আয় আল কুরআন সূরা নূরের ৩০ নম্বর আয়াতের তাফসীর।
৪৮. আবু হাইয়ান আন্দালুসীর আল বাহরুল মুহীত, সূরা নূরের ৩০ নম্বর আয়াতের তাফসীর।
৪৯. আহকামুল আহকাম শরহে উমদাতুল আহকাম : ২ খণ্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা।
৫০. সহী বুখারী : কদর অধ্যায়, ১৪ খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : কদর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ইবনে আদমের ওপরে যিনা ও অন্যান্য জিনিসের কদর, ৮ খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠা।
৫১. ফাতহুল বারী : ১৩ খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা।
৫২. সহী বুখারী : ইসতিযান অধ্যায়, ১৩ খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বৃদ্ধ ও অপরাগ ব্যক্তির হজ্জ, ৪ খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা।
৫৩. ফাতহুল বারী : ১৩ খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা।
৫৪. সহী বুখারী : নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : তোমাদের (শিশুরা) যারা এখনও বয়োসন্ধি অতিক্রম করেনি, ১৩ খণ্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা।
৫৫. ফাতহুল বারী, ১১ খণ্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা।
৫৬. সহী মুসলিম : সালাতুল ঈদাইন অধ্যায়, ৩ খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।
৫৭. সহী মুসলিম : ঈদাইন অধ্যায়, ৩ খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা।
৫৮,৫৯. সহী মুসলিম : ঈমান অধ্যায়, আনুগত্য কমে গেলে ঈমানও কমে যায়, ১ খণ্ড, ৬১ পৃষ্ঠা।
৬০. সহী মুসলিম : ফিতান আশরাতুস সাআহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দাজ্জালের আবির্ভাব ও জমিনে অবস্থান, ৮ খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।
৬১. সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ভরণ-পোষণ নেই, ৪ খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা।
৬২. শরহে উমদাতুল আহকাম : ২ খণ্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা।
৬৩. মাজমুয়া আয যাওয়ায়েদ : মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দুররা বিনতে আবু লাহাবের মর্যাদা, ৯ খণ্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং তার বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।
৬৪. মাজমুয়া আয যাওয়ায়েদ : লেবাস অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দান পবিত্র করা : ৫ খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইছামী বলেন, তাবরানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তার বর্ণনাকারীর বর্ণনা সহী।
৬৫. মুয়াত্তা মালেক : সিফাতুন নবী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : খাওয়া-দাওয়া ও পান করার বিষয় : ২ খণ্ড, ৯৩৫ পৃষ্ঠা।
৬৬. ইবনে ওয়ালিদ আল বাজী আন্দালুসীর আল মুনতাকী : ৭ খণ্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা।
৬৭. আত তাজ আল ইকলিল লি মুখতাসার খলীল : ২ খণ্ড, ৭২ পৃষ্ঠা।
৬৮. সারাখসীর আল মাবসূত : ২ খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা।
৬৯. ইবনে কুদামার আল মুগনী, ৬ খণ্ড, ৫৫৯ পৃষ্ঠা।
৭০ ইবনে তাইমিয়ার মাজমুয়া ফাতওয়া : ২২ খণ্ড, ১০৯, ১১০ পৃষ্ঠা।
৭১. ইবনে তাইমিয়ার মাজমুয়া ফাতওয়া : ১৫ খণ্ড, ৩৬৯ পৃষ্ঠা।
৭২. ফাতহুল কাদীর : ১ খণ্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা।
৭২ ক. হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা : ২৪, ২৫ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৭২খ. সহী সুনানে আবু দাউদ : লেবাস অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারী তার সৌন্দর্যের কতটুকু প্রকাশ করতে পারবে, ৩৪৫৮ নং হাদীস।

৭৩. ফাতহুল বারী : ১০ খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা।

৭৪. সহী মুসলিম : তাহারাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কপাল ও পাগড়ীর ওপর মুসেহ করা, ১ খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা।

৭৫. যাহাবীর আল মুহাযযাব ফি এখতিসার আস সুনানুন কুবরা : ১ খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

৭৬. তারিখ ইবনে আসাকির ১৯/২৮৩/২ হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা থেকে গৃহীত।

৭৭. এ হাদীসটি হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে। লেখক হাদীসটি প্রমাণের জন্য গ্রহণযোগ্যদের প্রতি ইঙ্গিত করেন। যাহাবী বলেন, তার সনদ শক্তিশালী।

৭৮. ফাতহুল বারী : ১০ খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা।

৭৯. বায়হাকী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং তার সনদ হাসান, শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানীর হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা গ্রন্থের ৫২, ৫৩ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

৮০. সহী বুখারী : লেবাস অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : চাদর ইত্যাদি দ্বারা মাথা ও মুখ ঢাকা, ১২ খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা।

৮১. ফাতহুল বারী : ১২ খণ্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠা।

৮২. ফাতহুল বারী : ৮ খণ্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

৮৩. হাদী আসসারী : ১ খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা।

৮৪. আল মুগনী : ১ খণ্ড, ৬০৪ পৃষ্ঠা।

৮৫. ফাতহুল বারী : ১২ খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

একাদশ অনুচ্ছেদ

চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হওয়ার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে আলোচনা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হওয়ার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে আলোচনা

তারা বলেন, সুনানে আবু দাউদে উল্লেখ আছে, উম্মে খাল্লাদ নাম্নী জনৈকা মহিলা তার সন্তানের হত্যার খবর জানার জন্য নিকাব পরে রসূল স.-এর নিকট এলো। তাকে দেখে রসূল স.-এর কোন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিকাব পরে তোমার সন্তানের হত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছো? সে উত্তর দিলো, আমি আমার সন্তান হারিয়েছি তাই বলে আমার লজ্জা হারাতে চাই না। রসূল স. বললেন, তোমার সন্তানের জন্য দু'জন শহীদের পুরস্কার রয়েছে। সে বললো, তা কিভাবে হে আল্লাহর রসূল! রসুল স. বললেন, কেননা তাকে আহলে কিতাবগণ হত্যা করেছে। তারা বলেন, এ হাদীস নিকাবের ফযীলতের স্পষ্ট দলিল।

কেনানা ঐ মহিলা নিকাবকে লজ্জা হিসেবে গণ্য করেছে। আর রসূল স. তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

নিকাবকে মুস্তাহাব ও লজ্জা হিসেবে গণ্য করা সম্পর্কে আমাদের জবাব

ক. এ হাদীসের সনদ দুর্বল হওয়ার দরুন তা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানী তার 'মুসলিম নারীর পর্দা' গ্রন্থে এ কথা বলেছেন এবং অধিক নিশ্চয়তার জন্য ইমাম বুখারী ও আবু হাতিম আল রাযী'র উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।[১]

খ. আমরা যদি বিতর্কের খাতিরে এ হাদীসের বিশুদ্ধতা মেনেও নিই, তা হলেও নিকাবের ফযীলতের স্বীকৃতির ব্যাপারে এটা অকাট্য দলিল নয়। যখন সাহাবীগণ মহিলাকে বললেন, তুমি নিকাব পরে তোমার সন্তানের হত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছো? এ প্রশ্নের অর্থ মহিলাকে নিকাব পরা থেকে নিষেধ করা এবং কমপক্ষে তার এ কাজে আশ্চর্যন্বিত হওয়া। তবে এটা আরবদের কাছে ইসলাম আগমনের পূর্বে ও পরে জানা ছিল যে, নারীগণ সাধারণ অবস্থায় নিকাব পরিধান করলেও বিপদের সময় তা খুলে ফেলতেন।

গ. নিকাব পরিধানকে লজ্জার সাথে শামিল করা ছিল তার নিজের মূল্যায়ন। অত:পর তার ব্যক্তিগত এই মূল্যায়নকে যে রসূল স. অনুমোদন করলেন, এর অর্থ বিশেষভাবে লজ্জার দৃষ্টিকোণ থেকে কাজটি বৈধ ছিল। অন্যদিকে রসূল স. সাহাবীদের আশ্চর্যন্বিত হওয়া অপছন্দ করেননি অর্থাৎ তিনি যেমন নারীর কাজকে অনুমোদন করেছেন, তেমনি সাহাবীদের আশ্চর্য হওয়ারও অনুমোদন করেছেন।

ঘ. যদি নিকাব মুস্তাহাব হতো, তাহলে সাহাবাগণ তা অপছন্দ করতেন না, বরং যদি বিপদকালে তা পরিধান জায়েয ও গ্রহণযোগ্য হতো, তাহলেও তারা তা অপছন্দ করতেন না বা আশ্চর্যন্বিতও হতেন না। কেননা পোশাক পরিধান এমন একটি কাজ যা

www.pathagar.com

মানুষ সর্বদা পালন করতে অভ্যস্ত, যার গুরুত্ব ও মর্যাদা কারও নিকট গোপন নয়। আর তা যদি মুস্তাহাব হতো তাহলে বলা হতো, তোমরা কি উত্তম কাজ অপছন্দ কর? অথবা ঐ মহিলা বলতো, কিভাবে তোমরা উত্তম ও পুণ্যের কাজে আশ্চর্যন্বিত হচ্ছো?

কিন্তু লজ্জার উল্লেখ ছিল তার একটা বিশেষ অনুভূতি যখন সে স্বেচ্ছায় পোশাক খুলে ফেলে। আর যদি কাজটি মুস্তাহাব হতো, তাহলে রসূল স. অবশ্যই সাহাবাদের ভুলের বর্ণনা করতেন এবং মহিলাদের উত্তম কাজ সম্পর্কে তাদের অপছন্দ হওয়ার ব্যাপারটি নিষেধ করতেন।

তারা বলেন, চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব। কেননা তা বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম সমাজে চরম অশ্লীল ও চরিত্রহীনতার কাজকে কমিয়ে আনতে সাহায্য করে, যা চেহারা খোলা রাখার দরুন সম্প্রসারিত হয়।

চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে আমাদের জবাব

ক. বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম সমাজে এ ধরনের চরম ফাসাদ বিরাজমান তা সত্য। কিন্তু চেহারা খোলা রাখাই এ ফাসাদের কারণ অথবা অন্যতম কারণ– এটা বাস্তবতার পরিপন্থী। এর কারণ মুসলিম সমাজকে এমন একটি সমাজ থেকে পৃথক রাখা হয়েছে যারা উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার মধ্যে চরম বাড়াবাড়ি করেছে বরং এর সাথে মাথা, ঘাড় বুকের কিয়দংশ, হাতের তালু ও পায়ের উপরিভাগও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তা শুধু চেহারা উন্মুক্ত রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। আর এটা ছিল চরম ফাসাদের মূল কারণ, এর সাথে অন্যান্য কারণও বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অন্যতম। এটা বিভিন্ন গোমরাহীর প্রতি উৎসাহিত করেছে। বিশেষ করে সংবাদপত্র, সিনেমা, নাটক ও টেলিভিশন, এ সব আকর্ষণীয় গণমাধ্যমের সাহায্যে এ অশ্লীলতা অধিক সম্প্রসারিত হয়েছে। এ কারণগুলোর অন্যতম কারণ ছিল ধর্মীয় চেতনার অভাব যা কুশিক্ষার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়াও পারিবারিক তত্ত্বাবধানের দুর্বলতা ও অসৎ কাজের প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের অনীহাও এর প্রধান কারণ। এ সমস্ত কারণ ছাড়াও অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার কারণে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর অনেকে বিলম্বে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। এটা যুবক শ্রেণীকে অসৎ পথে ধাবিত হতে বাধ্য করে। সঠিক কথা হলো, শুধু চেহারা খুলে রাখাই ফাসাদ সৃষ্টি হয় না বরং এ কারণগুলো ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার পথ খুলে দেয়।

খ. আমরা যদি মুসলিম সমাজে নারীর চেহারা ঢেকে রাখা ও চেহারা খোলা রাখার ওপর পরিসংখ্যান ও বাস্তবায়নের শিক্ষা পরিহারও করি, তাহলেও এখানে যুগ যুগ থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে যার প্রভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করছে যা সঠিক ধারণা অর্জনে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে এবং ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি অযথা চিন্তা থেকে দূরে রেখেছে। মিসরের গ্রাম্য সমাজ ও মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশে চেহারা খোলা রাখার প্রচলন বিদ্যমান রয়েছে। তার পাশাপাশি বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত শহরের

www.pathagar.com

লোকদের মধ্যে চেহারা ঢেকে রাখার প্রচলন ছিল। এমন কি উভয় সমাজে সাধারণ দ্বীনি কাজের সামঞ্জস্য হিসেবে চেহারা ঢেকে রাখার বিধান ছিল। তাহলে কি চেহারা খুলে রাখার ফলে গ্রাম্য সমাজে চারিত্রিক পদস্খলন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার বিপরীতে চেহারা ঢেকে রাখার ফলে কি শহরবাসীদের সুন্দর চরিত্র গড়ে উঠেছে? এ রকম কোন জিনিসের ধারণা করা আমাদের উচিত নয়, বরং এর বিপরীতটাই সঠিক। এ ব্যাপারে গ্রাম্য সমাজ শহরবাসীদের থেকে অধিক স্থিতিশীল ও সজাগ ছিল। যদি পরিসংখ্যানের জ্ঞান অর্জন সহজ হয়, তাহলে আবিষ্কার করাও সহজ হবে যে ইসলামের মূল্যবোধ ও বিধানসমূহ বাস্তবায়নে চেহারা খুলে রাখার দরুন মুসলিম সমাজে চরিত্রের উৎকর্ষ বিধান অধিক ফলপ্রসূ হয়েছে। কেননা এর গুরুত্ব হলো আমরা যেন এটা উপলব্ধি করতে পারি যে, প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর হৃদয়ে আল্লাহর ভয়ই হলো তার নিরাপত্তার সোপান। তাকওয়ার সাথে নারী চেহারা খুলে রাখলে কোন ক্ষতি নেই। তেমনি তাকওয়া ছাড়া চেহারা ঢেকে রাখাতেও কোন লাভ নেই।

তারা বলেন, এখানে যদি চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হওয়ার অকাট্য দলিল পাওয়া না যায়, তাহলে এটাকে তাকওয়া হিসেবে গণ্য করা যায়। আর তাকওয়া হলো প্রশংসিত।

চেহারা ঢেকে রাখাকে তাকওয়া হিসেবে গণ্য করা এ সম্পর্কে আমাদের জবাব

ক. এখানে ব্যক্তিচরিত্রের মাঝে তাকওয়া ও আহকাম বাস্তবায়নে তাকওয়ার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ব্যক্তিচরিত্রের মাঝে তাকওয়া অর্থ সন্দেহযুক্ত মুবাহ জিনিস থেকে দূরে থাকা। কিন্তু আহকাম বাস্তবায়নে তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহর বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে যাচাই করার জন্য মানুষের পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা। তেমনি অপছন্দের নির্দেশের ক্ষেত্রে বৈধ আহকাম বাস্তবায়নে তাকওয়া প্রশংসনীয়। আবার বৈধ নির্দেশের ক্ষেত্রে অপছন্দীয় আহকাম বাস্তবায়নে তাকওয়া অবশ্যই প্রশংসনীয়। তেমনিভাবে মুস্তাহাব নির্দেশের ক্ষেত্রে আহকাম বাস্তবায়নে তাকওয়া থাকা শুধু মুবাহ। কেননা আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে হারামের বৈধতা ও মুবাহের হারাম হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তেমনিভাবে মাকরূহের বৈধতা ও বৈধতার মাকরূহ হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। পরিশেষে মুবাহের নিষেধ ও মুবাহের গ্রহণযোগ্যতার বা মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। প্রতিটি বিধানই আল্লাহর কর্তৃত্বের নির্দেশ বহন করে।

খ. ইসলামী শরীয়তের হুকুম সাধারণ মানুষের জন্য মূলত সহজ সরল নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানুষের অসুবিধা দূরীভূত করে। আর তা ধর্মীয় নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে ধার্মিকতা হলো একটা সম্মান যা মানুষকে তার প্রতি উৎসাহিত করে। আর এটা লক্ষণীয় যে, মুবাহ কাজ থেকে দূরে থাকার নাম তাকওয়া নয়।[২]

গ. শাওকানী বলেন যে, সাধারণ অবস্থায় চেহারা খুলে না রাখা ও কোন কোন সময় চেহারার প্রতি পুরুষের দৃষ্টি না পড়া থেকে কি চেহারা খুলে রাখার বৈধতার ওপর

www.pathagar.com

অধিক সন্দেহ সৃষ্টি হয় অথচ তা সমস্ত সমাজের সাধারণ প্রয়োজন, যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে রসূল স.-এর যুগে নারীদের চেহারার প্রতি পুরুষদের তাকানোর ব্যাপারে অনেক ঘটনাই উল্লেখ করা হয়েছে এবং রসূল স. নারীদের চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারটি তাকওয়ার অধ্যায়ে বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকেননি।

তারা বলেন, পূর্ব থেকে নিকাব পরা একটি ভাল কাজ এবং নারীর মর্যাদা ও পবিত্রতার চিহ্ন হিসেবে সকল মহলে পরিচিত ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ কাজটি মুস্তাহাব ছিল। কেননা এতে নারীর লজ্জা ও সম্ভ্রম রক্ষা হয়।

নিকাব পরা একটি ভাল কাজ : এ সম্পর্কে আমাদের জবাব

ক. জাহেলিয়াতের সময় থেকে কোন কোন নারী নিকাবকে শুধু পোশাকের একটা ফ্যাশন হিসেবে গ্রহণ করতেন যা মানুষের নিকট পরিচিত ছিল। তবে তারা এটাকে নারীর হেফাযতের একটা চিহ্ন অথবা তার পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য মনে করতো। কিন্তু যাদের মাঝে রসূল স. এসেছেন সেই আরবদের সকলের নিকট সাধারণভাবে এটা ভাল কাজ হিসেবে পরিচিত ছিল না। যদি সাধারণভাবে উত্তম কাজ হিসেবে পরিচিত থাকতো বিশেষভাবে সতীত্ব হেফাযতের জন্য, তাহলে এ উত্তম কাজটি রসূল স.-এর পরিবারে প্রথম স্থান পেতো। রসূল স.-এর আগমন থেকে হিজাবের নির্দেশ আসা পর্যন্ত অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় নিকাব মুস্তাহাব ছিল। কিন্তু অকাট্য ও সহী দলিল দ্বারা বুঝা যায় যে, রসূলের স. স্ত্রীগণ নিকাব পরতেন না। বরং হিজাবের নির্দেশ আসা পর্যন্ত তারা চেহারা খুলে রেখেছেন। এতে নিশ্চিত যে, নিকাব কোন কোন নারীর নিকট পোশাকেরই একটি অংশ ছিল। আর পর্দার নির্দেশের পূর্বে যখন রসূলের স. স্ত্রীগণ চেহারা খুলে রেখেছেন তখন মুমিন স্ত্রীগণের জন্য ব্যাপারটি অতি সাধারণ ছিল এবং মুমিন নারীগণ পূর্বে যেভাবে ছিলেন হিজাব ফরয হওয়ার পরও সেভাবে থাকতেন অর্থাৎ অধিকাংশ সময়ই চেহারা খুলে রাখতেন। তাহলে নিকাবের হুকুম জায়েয হওয়া থেকে মুস্তাহাবের দিকে পরিবর্তনে নতুনত্ব কিছু আছে কি? হিজাব ফরয হওয়ার পর চেহারা খুলে রাখা সম্পর্কে পর্যাপ্ত দলিল উল্লেখ করার পর এটা নিশ্চিত যে, এ নির্দেশটি সাধারণ মুমিন নারীদের ক্ষেত্রে যেভাবে হিজাবের পূর্বে ছিল সেভাবে হিজাবের পরেও বিদ্যমান ছিল।

খ. নারীদের সম্ভ্রম ও সতীত্ব যে জিনিস দ্বারা সংরক্ষিত হবে, তা হলো আল্লাহভীতি। তারপর পুরুষ ও নারীর সাক্ষাতের ক্ষেত্রে শরীয়তের স্বীকৃত নিয়মের অনুসরণ। শুধু চেহারা ঢেকে রাখাই তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যদি এভাবে ঢেকে রাখা ছাড়া সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষা না হতো, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ সাধারণ মুমিন নারীদের ওপর তা ফরয করতেন অথবা মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য করতেন।

www.pathagar.com

তারা বলেন, নিকাব শরীয়তের একটি বিধান। তা দীর্ঘ যুগ থেকে বহু মুসলিম দেশে পরিচিত ও প্রশংসিত।

নিকাব শরীয়তের একটি বিধান : এ সম্পর্কে আমাদের জবাব

নিকাব শরীয়তের বিধান হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। তেমনি কোন কোন দেশে তা পরিচিতি লাভ করার ব্যাপারেও কোন মতভেদ নেই। কিন্তু মতভেদ হলো প্রশংসিত হওয়ার ব্যাপারে। যদি অভ্যাস বা প্রচলন হিসেবে প্রশংসিত হওয়া উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কোন দ্বিমত নেই। আর অভ্যাস ও প্রচলন এক এক দেশে এক এক রকম হয়ে থাকে। কোন দেশে চেহারা ঢেকে রাখাটা প্রশংসিত আবার কোন দেশে চেহারা খোলা রাখা প্রশংসিত। যদি নিকাব শরীয়তের পক্ষ থেকে প্রশংসনীয় হওয়া উদ্দেশ্য হয় অর্থাৎ মুস্তাহাব, তাহলে অবশ্যই এর জন্য দলিলের প্রয়োজন হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে দলিল উপস্থাপন করতে না পারা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তা গ্রহণ করবো না। যখনই দলিল পাওয়া যাবে তখন আমরা তার সাথে একমত হবো। কেননা শরীয়ত আল্লাহর বিধান। আমরা তার অনুসরণ করবো কমও নয় বেশিও নয় এভাবে। এ হলো চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে আপত্তিকারীদের বক্তব্য এবং আমাদের পক্ষ থেকে তার জবাব।

চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে আপত্তিকারীদের বক্তব্য এবং তাদের উদ্দেশে আমাদের আরও কিছু কথা

প্রথমত : যদি চেহারা ঢেকে রাখা বিধানদাতার পক্ষ থেকে এস্তেহসান ও মুস্তাহাব হয়, তাহলে বিধানদাতা প্রকাশ্য 'নস' দ্বারা সতর সম্পর্কে কেন উৎসাহিত করেননি? বিশেষভাবে এ নির্দেশ সমস্ত মুমিন পুরুষ ও সমস্ত মুমিন নারীর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। কেননা কোন পুরুষই নারীর সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সে নারী মা, বোন অথবা স্ত্রী কিংবা মেয়ে যাই হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত : মুখমণ্ডল ঢাকার কারণে কষ্ট হয় শুধুমাত্র এ কারণেই মুখমণ্ডল খোলা রাখা বৈধ এ বিষয়ে সতর্ক করা যদি উত্তম হতো তাহলে বলা হতো ফিতনা থেকে রক্ষার পথই কষ্ট সহ্য করা বিশেষ করে কষ্টের ব্যাপারটি ছিল নগণ্য এবং কল্যাণ ছিল অধিক। প্রকৃতপক্ষে চেহারা খোলা রাখা বৈধ হওয়ার কারণ কষ্ট ও অসুবিধা দূর করা। সাথে সাথে আরো অনেক কারণ ছিল যেগুলো আমরা চেহারা খুলে রাখা বৈধ হওয়ার অধ্যায়ে দলিল-প্রমাণ দ্বারা উল্লেখ করেছি (দেখুন চতুর্থ অনুচ্ছেদ)। তেমনিভাবে কষ্টের দরুন সতর ঢাকার বিভিন্ন সাবধানতাও সেখানে উল্লেখ করেছি।

তৃতীয়ত : প্রয়োজনে বিভিন্ন কল্যাণকর কাজে চেহারা খোলা রাখার অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে এবং সাধারণ অবস্থায় সতর মুস্তাহাব হওয়ার নিষেধের দলিলের সাথে আমরা একথা বলা থেকে উদাসীন থাকবো না যে, কোন বিশেষ প্রয়োজনে ব্যক্তির জন্য সতর মুস্তাহাব। তবে এ নির্দেশে সাধারণ হুকুম গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু মুমিন ব্যক্তি এর

www.pathagar.com

অনুসরণ করবে। উদাহরণস্বরূপ অসৎ দৃষ্টিতে নারীদের দিকে তাকালে তারা চরম কষ্ট পেয়ে থাকে অথবা তাদের সাক্ষাতের সময় এ ধরনের দৃষ্টি বিপদজনক ফিতনায় পতিত হওয়ার সন্দেহের উদ্রেক করে থাকে।

চতুর্থত : বিধানদাতার অনুমোদিত পদ্ধতি ছাড়া নারীদের ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য ইজতিহাদ করার কোন অবকাশ নেই। বান্দার অন্তরে আল্লাহভীতি অর্জন, তার হুকুমের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঈমানী চেতনা সৃষ্টি হয়। তার চক্ষু সংযত রাখা এ সমস্ত নির্দেশের একটি মাত্র নির্দেশ, যা দৃঢ় ঈমান ও তাকওয়া সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিপালিত এবং দুর্বল ঈমান ও আল্লাহভীতির অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। যে কারণে আমরা বলবো, যখন এ নীতি পরিহার করা হয় তখন শরীয়তের স্বীকৃত পদ্ধতি জীবন্ত করা ছাড়া অন্য কোন পথে তার চিকিৎসা হয় না। অর্থাৎ ঈমান ও তাকওয়া সৃষ্টি করা এবং আল্লাহর বিধানের আনুগত্য ও তার বাস্তবায়ন। অতঃপর এ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি পরিত্যাগ করে অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করা যা বাহ্যিকভাবে মনে হয় চেহারা ঢেকে রাখলেই সব কিছুর সমাধান হয়ে গেল। তারপর ধারণা, করে নেওয়া, নিশ্চয় আমরা এ সমস্যার সমাধান করেছি। এটি একটি ভুল ধারণা ক্রটিপূর্ণ সমাধান যা কোন কাজে আসবে না। এতে হয়তবা প্রকাশ্য কিছু সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু মূলে ও গভীরে কোন সমাধান হবে না। এখানে যা কিছু নিষেধ করা হয়েছে তা হলো প্রকাশ্য দৃষ্টি। কিন্তু গোপন দৃষ্টি অর্থাৎ দুর্বল ব্যক্তির চুপি চুপি তাকানো অথবা দুর্বল নারীর পক্ষ থেকে অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে চেহারা খুলে ফেলার ইচ্ছে পোষণ করা, সেজন্য আফসোস করতে হয়।

এ ভুল ধারণা প্রমাণের জন্য আরো কিছু কথা সংযোজন করছি। বিধানদাতা চক্ষু সংযত রাখার যে বিধান নির্ধারণ করেছেন, সেটা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এতে পুরুষের জন্য নারীর চেহারা ঢেকে রাখার ফলে প্রকাশ্য সমস্যার হয়ত সমাধান হবে। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে তা বাকী থেকে যাবে। আর ফিতনার যুগে নারীদের অবস্থা পুরুষদের অবস্থার মতোই, নারী চেহারা ঢেকে রাখার পরও পুরুষের দিকে তাকাবে। এ ব্যাপারটি আরো নিকৃষ্ট। এভাবে তাকানো দুর্বল নারীর পক্ষ থেকে বারবার চলতে থাকবে, অথচ অভিভাবকদের নিকট সে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ বলে বিবেচিত হবে।

পঞ্চমত : পরিশেষে আমরা চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হওয়ার প্রবক্তাদের উদ্দেশে বলবো, আপনারা মনে করবেন না যে, বৈধ হওয়ার বিষয়টি প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত এবং তা নিষিদ্ধ হওয়ার মতটি বেদয়াত যা পাশ্চাত্য সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

কাজী আইয়ায (মৃত্যু ৫৪৪ হি:) বলেন, রসূল স.-এর স্ত্রীদের ক্ষেত্রে হাত ও মুখ ঢেকে রাখা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। অন্যদের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।[৩]

চেহারা খোলা রাখার ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্যের পর্যালোচনা

অবশ্যই আমাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে মুমিন নারীদেরকে বাদ রেখে রসূল স.-এর স্ত্রীদের জন্য যে ধরনের বিশেষ হিজাব ফরয করা হয়েছে, তা যেন অনুধাবন

www.pathagar.com

করতে পারি। আর সে হিজাব একটাই যা সুস্পষ্টভাবে ফরয করা হয়েছে, যেখানে ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই। সে হিজাব একটাই যা তাঁদের ব্যক্তিত্বকে অন্যের দৃষ্টি থেকে ঢেকে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কথা বলা বন্ধ করা হয়নি। তেমনিভাবে পুরষদের কথা বলাও তাদের থেকে বন্ধ করা হয়নি অর্থাৎ পুরুষদের সাথে তাঁদের কর্মকাণ্ড চালু ছিল, তবে তা ছিল পর্দার অন্তরাল থেকে। তাঁদের গতিবিধি নিষিদ্ধ করা হয়নি। আমরা দেখি রসূল স. তাঁর স্ত্রীদেরকে সফর-সংগী করেছেন।

তেমনিভাবে তাঁদের কাজকর্মও নিষিদ্ধ করা হয়নি, তা সেটা ইবাদত হোক বা সামাজিক অথবা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হোক। উপরন্তু ঘরের বাইরের জগতের সাথে তাঁদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়নি, বরং তা আরো ব্যাপক হয়েছে এবং সমস্ত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রমাণ উপস্থাপন করেছি। আমরা যুক্তিহীন কথা না বলে প্রতিটি কথার প্রমাণ উপস্থাপন করবো।

মুসলমানদের পতনের দীর্ঘ যুগ থেকে তারা রসূল স.-এর স্ত্রীদের উপর ফরযকৃত হিজাব যা অন্য নারীদের ক্ষেত্রে ফরয ছিল না ও শক্ত প্রতিবন্ধকাতা হিসেবে একটাকে অন্যটির ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। তারা যদি মুসলিম নারীর দু'চোখ প্রকাশ করাটা চেহারা ঢেকে রাখা মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতো, তাহলে আমরা বলতে পারতাম যে, জাহেলি যুগে এটা কিছু নারীর অভ্যাস ছিল এবং রসূল স. তাঁর স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তারা পর্দা দিয়ে সমস্ত চেহারাই ঢেকে রাখতে বাধ্য করতেন যা কোন কোন সময় অস্বাভাবিক ও কোন কোন সময় বিরক্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করতো।

আফসোস, তারা যদি শুধু নারীর চেহারা ঢেকে রাখার কথা বলতেন এবং তাদের কণ্ঠস্বর বন্ধ না করতেন তাহলে কতই না ভাল হতো।

অথচ কণ্ঠস্বর বৈধ হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا - আফসোস, তারা শুধু চেহারা ঢেকে রাখার কথা বলতো এবং মসজিদে আসা বন্ধ না করতো। এ সম্পর্কে রসূল স. বলেন, আল্লাহর দাসীদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করো না।[৪]

তা সত্ত্বেও মহিলা সাহাবাগণ ফরয নামায, তারাবীহ নামায, চন্দ্রগ্রহণ ও জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করতেন।

আফসোস, তাঁরা যদি চেহারা ঢেকে রাখার কথা বলতো এবং ঈদের উৎসব বন্ধ না করতো অথচ এ সম্পর্কে হাদীস হলো, রসূল স. আমাদেরকে ঈদের দিনে বালিকা ও পর্দানশীন নারীদেরকে ঈদের উৎসবে যোগদান করার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তারা কল্যাণ ও মুসলমানদের দোয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।[৫]

আফসোস, তাঁরা যদি চেহারা ঢেকে রাখার কথা বলতো, ক্লাস ও সভায় উপস্থিত হওয়া বন্ধ না করতো! অথচ এ সম্পর্কে হাদীস হলো, জনৈকা মহিলা রসূল স.-এর নিকট

www.pathagar.com

উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল স. পুরুষগণ আপনার নিকট হাদীস শ্রবণ করতে আসে। আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করুন, সেদিন আমরা আপনার নিকট হাদীস শ্রবণের জন্য উপস্থিত হবো এবং আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা আমাদের শেখাবেন। তখন রসূল স. বললেনে, তোমরা অমুক দিন অমুক স্থানে উপস্থিত হবে।[৬]

আফসোস, যদি তারা চেহারা ঢেকে রাখা সত্ত্বেও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের পথ বন্ধ না করতো! অথচ উম্মে দারদার কথা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের উদ্দেশে তোমরা খাদেমকে অভিসম্পাত করছো অথচ লানতকারীগণ কিয়ামতে সুপারিশকারী ও সাক্ষী হবে না।[৭]

আফসোস, তাঁরা যদি চেহারা ঢেকে রাখা সত্ত্বেও প্রয়োজনে অর্থ উপার্জনের কাজ বন্ধ না করতো! অথচ এ সম্পর্কে রসূল স. বলেন, নারী খেজুরের ফল সংগ্রহ করে সদকা ও সৎকাজে ব্যয় করা উত্তম।[৮]

আফসোস, তারা যদি চেহারা ঢেকে রাখা সত্ত্বেও জিহাদে অংশগ্রহণ, আহতদের ব্যান্ডেজ করা ও পিপাসার্তকে পানি পান করানো এবং প্রয়োজনে যুদ্ধে অংশগ্রহণের পথ বন্ধ না করতো! অথচ অসংখ্য যুদ্ধে মহিলা সাহাবীগণ অংশগ্রহণ করেছেন।

আফসোস, যদি তাঁরা তাঁদের চেহারা ঢেকে রাখা সত্ত্বেও সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ না করতো! অথচ উম্মে শারীক থেকে স্বীকৃত যে, তিনি সর্বদা তার মেহমানদের জন্য ঘর খুলে রাখতেন। হিজরতের পূর্বে কোন কোন নারীর আকাবার শপথে উপস্থিতি, তেমনিভাবে তাদের অনেকের হিজরতের পরে রসূল স.-এর নিকট বায়আত গ্রহণ– এছাড়া রসূলের বাণী, হে উম্মে হানী তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো আমিও তাকে আশ্রয় দিলাম।[৯]

আফসোস, যদি তাঁরা সকল মানুষ থেকে চেহারা ঢেকে রাখা সত্ত্বেও বিবাহের প্রস্তাবকারীদের সম্মুখ থেকে চেহারা দেখা বন্ধ না করতো! অথচ এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারীর জন্য রসূল স.-এর বাণী, যাও তার চোহার দেখে নাও।[১০]

আফসোস, নারীদের দেখে পুরুষগণের ফিতনায় পতিত হওয়ার ভয়ে যদি তারা চেহারা ঢেকে রাখা সত্ত্বেও বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ হওয়া বন্ধ না করতো! অথচ এ সম্পর্কে হাদীস, গালে লাল কালো মিশ্রিত রং লাগানো,[১১] সাদা রং ব্যবহার করা[১২] এবং খাছয়াম বংশীয় সুন্দরী নারীর আগমন[১৩] এবং সুন্দরী দাসী দাহীয়ার রূপে মুগ্ধ হওয়া।[১৪]

আফসোস, যদি তারা চেহারা ঢেকে রাখা সত্ত্বেও তাদের সংক্রান্ত তথ্যাদি বা খবর ঢেকে না রাখতো! অথচ চেহারার মত তাদের সংক্রান্ত খবরাদিও সতরের অংশ। আর কোরআন ও সুন্নাহে নারীদের খবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৫]

কুরআন মজীদে স্ত্রী ও তার স্বামীর খবর এবং হাদীসে রসূল স.-এর স্ত্রীদের অনেক সৎ কাজের খবর ও মহিলা সাহাবীদের খবর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন উম্মে সুলাইমের

www.pathagar.com

সন্তান যেদিন মারা যায় সেদিন স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর সাজসজ্জা করার বিষয়।[১৬] আসমা বিনতে আবু বকরের খবর ও তাঁর স্বামীর আত্মমর্যাদাবোধের প্রতি খেয়াল রেখে উত্তম কৌশল অবলম্বন[১৭] এবং উমর রা.-এর মোকাবেলায় আসমা বিনতে উমায়েসের বীরত্বের খবর।[১৮]

আফসোস, যদি তারা চেহারা ঢেকে রাখা সত্ত্বেও এসব নারীদের নাম গোপন না রাখতো, এ ভয়ে যেন নাম শুনে তা থেকে কেউ নারীর স্বাদ গ্রহণ করবে অথচ এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী ও রসূল স.-এর বাণী, আমি আশেয়া রা.-এর নিকট প্রবেশ করলাম এবং হাফসাকে বললাম, এ হলো সাফিয়া।[১৯]

তাহলে এক্ষেত্রে ফকীহদের বিরোধিতার স্বাধীনতা জরুরী হয়ে পড়ে, প্রকৃত ব্যাপার সেটা নয়, বরং এ বিষয় ঘিরে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে প্রথমে তা চিহ্নিত করতে হবে। কারণ এ বিতর্ক দীর্ঘদিনের। শুধু চেহারা খোলা রাখা ও ঢেকে রাখা প্রকৃত ব্যাপার নয়। বরং ব্যাপারটি এর চেয়ে বড়, তা হলো নারী জাতিকে জাগতিক অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও মেধা থেকে বঞ্চিত করা এবং সমাজকে নারী যা দিতে পারে তাকে সেখান থেকে বিরত রাখা। নারীরা সংসারের গুরুত্বপূর্ণ কাজের পাশাপাশি সমাজের অনেক দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম।

প্রকৃতপক্ষে মুসলিম নারীর স্বাধীনতা হলো, পরিপূর্ণ জীবনের জন্য উত্তম ও কল্যাণের পথে প্রচেষ্টা চালানো। মুখ খুলে রাখা এ মতভেদের মূল কারণ নয়।

সকলের জন্য আকর্ষণীয় কথা

চেহারা খুলে রাখার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে কথোপকথনে স্বনামধন্য একজন আলেম যা বলেছেন, তা দিয়ে শেষ করবো। তিনি বলেন, আমরা এ ব্যাপারে অধিক কথা এজন্য বললাম, যাতে সামাজিক কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা হৃদয়ংগম করার ক্ষেত্রে চেহারা খুলে রাখার পক্ষ অবলম্বনকারীরা যা বলেছেন জনসাধারণ তা অনুধাবন করতে পারে, অথচ এ বিষয়ে যারা কথা বলেন তাদের অনেকে চিন্তা-ভাবনা বা গবেষণা করে কথা বলেন না। তাই প্রত্যেক গবেষকের উচিত ন্যায়বিচার ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং না জেনে কথা না বলা। আর মতভেদ সংক্রান্ত বিধানের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মাঝে একজনকে বিচারকের ভূমিকা পালন করা দরকার। অতঃপর তিনি ন্যায়ের দৃষ্টিতে বিচার করে এ বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানের মাধ্যমে ফায়সালা দেবেন এবং যুক্তি ছাড়া কোন মতকে প্রাধান্য দেবেন না, বরং সবদিক থেকে যুক্তি-প্রমাণ অনুধাবন করার মাধ্যমে কোন পক্ষের দলিলকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য বদ্ধমূল ধারণা অথবা বাড়াবাড়ির আশ্রয় নেবেন না। অপরদিকে প্রতিপক্ষের প্রমাণসমূহকে খণ্ডন ও বাতিল করার চেষ্টা করবেন না।

এজন্য আলেমগণ বলেন, বিশ্বাস স্থাপনের পূর্বে কোন জিনিসের প্রমাণ সংগ্রহ করা উচিত, যাতে বিশ্বাসটা প্রমাণ বা দলিলের অনুগত হয়, ভিন্ন যেন না হয়। কারণ যে

www.pathagar.com

ব্যক্তি কোন জিনিস প্রমাণ করার পূর্বে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে তখন এ বিশ্বাস তার বিরোধী প্রমাণসমূহ প্রতিরোধ করতে উদ্বুদ্ধ করে অথবা তা প্রতিরোধ করতে না পারলে পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। আমরা দেখি এবং তারাও দেখে কোন জিনিস প্রমাণ করার পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য দলিলের অনুসরণ করা ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলশ্রুতিতে এর প্রবক্তা দুর্বল হাদীসকে সহীহ বলতে দ্বিধাবোধ করেন না অথবা কোন বিশুদ্ধ প্রমাণের এমন ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য করে যা আদৌ দেওয়া উচিত নয়। এর কারণ তার ঐ কথা প্রতিষ্ঠিত করা এবং যুক্তি পেশ করা।

একটা খুবই উত্তম কথা, আমি আমাকে ও বিরোধীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যাতে আল্লাহ আমাদের সকলকে উপকৃত করেন। যখন কোন মানুষ দুর্বল হয় এবং তার প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হয়, তখন তার জ্ঞানের কার্যাবলী দুর্বল হলেও তার প্রতিপক্ষ বন্ধুদের জ্ঞানের কার্যাবলীর ফলে শক্তিশালী হয়। এ কথোপকথন জ্ঞানকে সত্য পথে পৌঁছতে সাহায্য করে, যদিও এটা কখনও কখনও কঠোর হয়ে থাকে। কাজেই আমাদের উচিত আমরা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধমে কাজ করবো যাতে আমরা সঠিক পথে পৌঁছতে পারি অথবা অন্ততপক্ষে তার দ্বারাপ্রান্তে পৌঁছতে পারি। আল্লাহ আমাদের সৎপথ প্রদর্শক!

www.pathagar.com

একাদশ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[সহী আল বুখারী থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশগুলো কায়রোর মোস্তফা আল হালাবী ছাপাখানায় মুদ্রিত সহী আল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত। সহী মুসলিম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশ ও পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুল থেকে মুদ্রিত ইমাম মুসলিমের আল জামেউস সহী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।]

১. আলবানীর হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা, ৫৩ পৃষ্ঠা। শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানীর পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, হাদীসটি সহী সুনানে আবু দাউদে উল্লেখ করা হয়নি।

২. এরশাদুল ফুহুল : ৩৬ পৃষ্ঠা।

৩. ফাতহুল বারী : ১৩ খণ্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা।

৪. সহী বুখারী, জুমআ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্ত্রীলোক বালক বা অন্য যারা জুমায় হাজির হয় না তাদের কি গোসল করা প্রয়োজন? ৩ খণ্ড, ৩৪পৃষ্ঠা।

৫. সহী বুখারী, হায়েয অধ্যায়, ঋতুবতী নারীর ঈদগাহে মুসলমানদের দোয়ায় উপস্থিত হওয়া, ১ খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

৬. সহী বুখারী, কিতাবুল ইতেসাম বিল কিতাব আস সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ : উম্মতের জন্য রসূল স.-এর শিক্ষা, ১৩ খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।

৭. সহী মুসলিম, কিতাবুল ইতেসাম বির আস সিলাত আল আদব, অনুচ্ছেদ : চতুষ্পদ ও অন্যান্য জন্তুকে ভর্ৎসনা করা নিষিদ্ধ, ৮ খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা।

৮. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত পালনের সময় নারীর বাইরে যাওয়া জায়েয, ৪ খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

৯. সহী বুখারী, ফারদুল খুমুস অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মহিলা ও তাদের ক্রীতদাসীদের নিরাপত্তা, ৭ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।

১০. সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বিবাহের উদ্দেশে নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি দেখা জায়েয, ৪ খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

১১. সহী মুসলিম, ঈদের নামায অধ্যায়, ৩ খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।

১২. সহী মুসলিম, জানায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : জানাযার নামায, ৩ খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা।

১৩. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পুরুষের পক্ষে নারীর হজ্জ আদায় করা, ৪ খণ্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা।

১৪. সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দাসীকে বিবাহের উদ্দেশে মুক্ত করার ফযীলত, ৪ খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

১৫. দেখুন, এ কিতাবের প্রথম খণ্ড, ১৪০, ১৪১, ১৪২ পৃষ্ঠা।

১৬. সহী বুখারী, জানায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বিপদকালে যে ব্যক্তি দুঃখ প্রকাশ করে না, ৩ খণ্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েলুস সাহাবা, অনুচ্ছেদ : আবি তালহা আনসারীর ফযীলত, ৭ খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

১৭. সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : অপরিচিতা নারী পেছনে বসা জায়েয, ৭ খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা।

১৮. সহী বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : খায়বরের যুদ্ধ, ৯ খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েলুস সাহাবা, অনুচ্ছেদ : জাফর ইবনে আবু তালিবের মর্যাদা, ৭ খণ্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

১৯. দেখুন এ কিতাবের প্রথম খণ্ড– ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

- ইসলামী পুনর্গঠন মানেই হচ্ছে আল্লাহর দেয়া পথ-নির্দেশনার সন্ধানে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসা। তারপর এ পথ-নির্দেশনাকে সমসাময়িক বাস্তবতার ওপর প্রয়োগ করে আল্লাহর হুকুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আল্লাহর রসূল (স) যথার্থই বলেছেন ঃ আল্লাহ অবশ্যই প্রতি শত বর্ষের মাথায় দ্বীনের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে এ উম্মতের জন্য মুজাদ্দিদ পাঠাবেন।

- এখানে পুনর্গঠন বলতে দুই জাহেলিয়াতের সয়লাব থেকে মুসলিম নারীর মুক্তি বুঝানো হয়েছে ঃ একদিকে পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসৃতি।

- পুরুষের মুক্তি ছাড়া নারীর মুক্তি সম্পূর্ণ হয়না। অর্থাৎ জীবনের এ ক্ষেত্রে তাদের দু'জনের জন্য মহানবীর (স) হেদায়াত একই সাথে এসেছে।

- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সাধারণ মুসলিম মেয়েরা পর্দার বিধান অনুযায়ী কুরআনের নির্দেশ অনুসারে শরীরের অপরিহার্য অংশ খোলা রেখে প্রয়োজন মতো মসজিদে নামায পড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক ও বাইরের অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

- ফিতনা প্রতিরোধকল্পে মুসলিম নারীকে গৃহাভ্যন্তরে রাখার বিধানটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। এর ফলে আল্লাহর হালাল করা অনেক বিষয় তাদের জন্য হারাম হয়ে গেছে এবং সামাজিক কর্মে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

www.pathagar.com